গৌড়ব্রাহ্মণ

অর্থাৎ

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের উৎপত্তি। ভারতবর্ষে আর্য্যসন্তানের আগমন। আদিশূরের রাজ্যকাল ও ব্রাহ্মণ আনয়নের সময়। আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন। বল্লাল সেন কর্ত্তৃক শ্রেণীবিভাগ ও কৌলীন্য মর্য্যাদাবধারণ। বারেন্দ্র বিবরণ। রাঢ়ীয় বিবরণ। বৈদিক বিবরণ। কায়স্থ বিবরণ। এবং পরিশিষ্টে আদিশূরের ও বল্লাল সেনের জাতি বিষয়ক আলোচনা।

শ্রীমহিমাচন্দ্র মজুমদার

ত।

CALCUTTA.

Printed and published by B. L. Chakravarti.

At the New School-Book Press.

8, Dixon's Lane.

1886.

বিজ্ঞাপন।

বিগত দ্বাদশ বৎসরের পরিশ্রমে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। ইহা দুই বৎসরকাল মুদ্রণযন্ত্রে ছিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে ১২ বৎসরকাল অতিবাহিত হইল, শুনিতে যেন কেমন বুঝায়। ঐতিহাসিক বিবরণ, অধিকাংশই ঘটকের পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ঘটকদিগের গ্রন্থ পাইতে যে বিলম্ব হইয়াছে, তাহাই বিলম্বের মুখ্য কারণ, এবং ওকালতিকার্য্যে লিপ্ত থাকায় আমার অবকাশবিরহও বিলম্বের অন্যতর কারণ। ক্রমে বিলম্ব হওয়াতে [illegible] অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পু[illegible] শ্রেণীর কোন কোন বংশের বংশাবলী লিখিত হইয়াছে, এবং [illegible] ভরদ্বাজ গোত্রে ভাদড়ের বংশ বর্ণনাতে আমার নিজের বংশাবলী [illegible] য়াছে। গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কণকালে সামান্য সামান্য অনেকগুলি ভুল হইয়াছে। আমি রঙ্গপুরে বসিয়া প্রুফ দেখিয়াছি এবং প্রিণ্টারও প্রুফ দেখিয়াছেন। তথাপি ব্যক্তির, স্থানের, গাঞির, নাম স্থলে বিশেষতঃ সংস্কৃতভাগে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের প্রথমেই তাহার একটী শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল।

জেলা রঙ্গপুর
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ
১৮০৭ শকাব্দ

শ্রীমহিমাচন্দ্র মজুমদার।

অধ্যায়ক্রমে নির্ঘণ্ট।

উপক্রমণিকা।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়।	

পরিশিষ্ট

শুদ্ধিপত্র।

১০৯ পৃষ্ঠাতে লিখিত হইয়াছে "হরিরামের পুত্র রুদ্রচন্দ্র সিংহ ইনি গোপীনাথকে দত্তকগ্রহণ করেন" সম্প্রতি তদন্তে অবগত হইয়াছি, ঐ লেখা বিশুদ্ধ নহে, প্রকৃতপক্ষে হরিরামের পুত্র রঘুনাথ তৎপুত্র গোপীনাথ; গোপীনাথ রুদ্রচন্দ্রকে দত্তকগ্রহণ করেন।

অন্যান্য অশুদ্ধ অক্ষর ঘটিত অতএব নিম্নে পত্র সংখ্যা ও পংক্তি সংখ্যানুসারে লিখিত হইল।

পৃষ্ঠা	মূলের পংক্তি	নোটের পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৮	০	ব্যবস্থা	অবস্থা।
৭	১২	০	পদ্যে	গদ্যে
১৪	০	১	ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ
		০	তান্মধ্যে	তন্মধ্যে।
	১১	০	দৃষ্টি	সৃষ্টি
	০	১২	সর্ব্বো	সবৈ
	২	০	যন্ত্র	চন্দ্র
	১২	০	ব্রাহ্মণ মানসপুত্র	ব্রহ্মার মানসপুত্র
	৬	০	কাম্ন	কাণ্
২৮	১৮	১	বৈয়াহ্মপদ্য	বৈয়াঘ্যপদ্য
৩০	০	১	টাইটলক	টাইটলর
৩১	০	৮	শ্রবাঃ	শ্রয়াঃ
৩১	০	১৬	লদিচীন	উদিচীন।
৩৫	০	৬	pages	page
৩৫	০	১২	শূরসেনান্	সশূরসেনান্
৩৭	০	১৯	মধুমদঃ	মধুমদং
৩৮	০	১১	গৌড়া	গৌড়
৪৬	০	১২	বাণোক্ক	বাণাঙ্ক
৫১	০	৭	কৌণ্ডিল্য	কৌণ্ডিন্য
৫৫	০	১২	সর্ব্বশাস্ত্রেচ	সর্ব্বশাস্ত্রে
৬১	০	৭	নরবর	মরিবর
৬৪	০	৩	পাঠালে	পাঠানে

পৃষ্ঠা	মূলের পংক্তি	নোটের পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০	০	৪	বেত্তৃণাং	বেত্তৃণাং
,,	০	১৩	নসম্ভ্রমং	সসম্ভ্রমং
৮০	০	১৭	সন্তুতিঃ	সন্তুতীঃ
৯৫	১১	০	দেবশর্ম্মা	দেবশর্ম্মাকে
৯৯	০	৮	ঝাম	ঝাঁম
১০৪	০	১	ভরোগাক্রিঃ	ভয়োর্গাক্রিঃ
,,	০	১০	বিস্মৃতঃ	স্মৃতঃ
,,	০	১৩	জিঘনিনা	জিঙ্ঘিনা
১০৭	৭	০	অগাই	ঘগাই
১১০	১০	০	ন্যাঙ্গটা	ন্যাঙ্গট
,,	১৯	০	মাঙ্গল	মাঙ্গন
১১১	৪	০	বাগডোর	[illegible]
১১২	৩	৩	বচনং	
,,	১৮	০	সর্ম্মান্বিত	
১১৩	৫	০	রাজার	
১১৬	৮	০	কবঞ্জ	
১১৭	১০	০	উগ্রমানী	উগ্রমণি
,,	০	৫	সুখসুরধুনী	সুখময়রধুনী
১১৮	৪	০	টম্পচি	চম্পটি
,,	,,	৩	নান্ন্যাসী	(নান্ন্যাসী)
,,	৬	০	পরলোক	পরলোক প্রাপ্তি
১১৯	০	৫	শুহিপাণ্ডব	শুছিপাণ্ডব
,,	১৩	০	শ্রীলাক্ষাচার্য্য	শ্রীনাথাচার্য্য
১২১	০	২	জলই	গলই
১২৭	০	৬	Collection	Collation
১৩২	০	১১	আময়াড়ি	আমরাড়ি

পৃষ্ঠা	মূলের পংক্তি	নোটের পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৯	০	৩	বসতি	বসতিঃ
১৪৩	০	২	পাতাবিষা	পাতারিয়া
১৫২	১৮	০	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ
১৭১	০	৫	কুবেবাচার্য্যে	কুবেরাচার্য্য
১৭২	০	১৩	জানা	জালু
১৭৩	৯।১০	০	আলিয়াখালী	জালিয়াখালী
১৭৬	০	৭	শ্চাষ্টো	শ্চাষ্টৌ
১৮১	১০	০	পুরুবের	পুরুষের
১৮৬	৩	০	ক্রহ্মণ	ব্রাহ্মণ
,,	০	৬	বিংশাত	বিংশতি
২১৫	১২	০	নিস্কুল	নিষ্কুল
[illegible]২০	০	১	puniterthees	Panjtirthees
[illegible]২৩	১	০	আথকা	আথরা
[illegible]২৮	৯	০	শার্থেক	শাথৈক
[illegible]৩৯	২	০	অর্থ	অথ
,,	২০	০	বিপ্রেরনু	বিপ্রৈরনু
২৪৬	০	৯	উগমান	উপমান
২৫৮	১৭	০	বৈছে	যৈছে
২৬৫	০	৫	মুখ্যাঽমৃতাচার্য্য	মুখ্যোঽমৃতাচার্য্য
২৬৫	১৪	০	কুলশাস্ত্র	কুলশাস্ত্রে
২৭৮	৯	০	বিচারশুদ্ধিঃ	বিচারশুদ্ধি
২৮০	৫	০	যদীযে	যদীযৈ
,,	,,	০	ভুজতেজযঃ	ভুজতেজঃ
২৯২	১৫	০	জীবিকাদি	জাবিকাদি
২৯৪	১৭	০	সতা	সভা
২৯৮	১৪	০	শংযযৌ পরে যঃ	শংযৌ যঃ

উপক্রমণিকা।

বংশাবলী তথা বংশাবলী-ঘটিত ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করার প্রথা সভ্যসমাজ মাত্রেই দৃষ্ট হয়। আর্য্য-সন্তানগণ অতি প্রাচীন কালে সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণের এবং ক্ষত্রিয় নৃপতি-দিগের বংশাবলী এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষত্রি[illegible] ছিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা [illegible] লিখনপঠনের সহিত তাঁহাদের বড় সম্বন্ধ ছিলনা[illegible] ক্ষত্রিয়নৃপতিগণের পুরোহিত ও মন্ত্রী ছিলেন; [illegible] গণের বংশাবলীরক্ষণের ভার ব্রাহ্মণগণের উপরেই ছিল। [illegible] সংগৃহীত বংশাবলী লইয়াই পুরাণে ক্ষত্রিয় রাজগণের বংশাবলী এবং তদানুষঙ্গিক ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-গণের বংশাবলীও অপ্রাপ্য নহে, কিন্তু নানা পুরাণে তথা মহাভারতাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থে বিকীর্ণভাবে ঋষি-বংশের বর্ণনা দেখা যায়। মুনিগণ এমন বিচক্ষণতার সহিত ব্রাহ্মণদিগের গোত্র এবং প্রবর কল্পনা করিয়াছেন যে, গোত্র এবং প্রবর শ্রুতমাত্রেই ব্রাহ্মণগণের বংশ-পরিচয় হইয়া থাকে।

বিবাহ সম্বন্ধ ঘটাইতে বংশ-পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা বংশাবলী রক্ষা করিতেন, এই জন্য প্রায় তাঁহারাই নৃপতিগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটাইতেন এবং বংশাবলী কীর্ত্তন করিতেন। দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের বিবাহে বিশ্বামিত্র মুনি সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেন এবং সূর্য্যবংশের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু-বংশ কীর্ত্তন করেন। বিবাহকালে বংশ-কীর্ত্তনের প্রথা প্রাচীন সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে(১)। কালক্রমে সমাজের ব্যবস্থানুসারে ঘটকের কর্ম্মে অনৃতব্যবহারের প্রয়োজন হওয়াতে ব্রাহ্মণেরা ঘটকের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর ভাটদের উপরে ঘটকের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার ন্যস্ত হইল। এই সময় হইতে ক্ষত্রিয়নৃপতিগণের বিবাহ-সম্বন্ধসঙ্ঘটন এবং তাঁহাদের [illegible] ভাটগণই করিতেন। ক্রমে ঘটকের কার্য্য এত নিন্দার কারণ হইয়া [illegible] ব্রাহ্মণেরা ঘটকের কর্ম্ম করিলে তাঁহাদের [illegible]সংসর্গ, যত্নপূর্ব্বক ত্যাগের বিধি হইবার আবশ্যক হইয়াছিল (২)।

আদিশূর নৃপতি শকাব্দ সহস্র শতাব্দের মধ্যভাগে কান্যকুব্জ দেশ হইতে গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ আনেন। কান্যকুব্জাগত বিপ্র-সন্তানেরা বারেন্দ্র এবং রাঢ়দেশে বসতি করিয়া বংশবিস্তার করেন। আদিশূরের ৭।৮ পুরুষ পর যখন বল্লাল সেন রাজা হই-

১। প্রদানেহি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ।
বক্তব্যংকুলজাতেন॥
বালকাণ্ড ৭১ অধ্যায়।

২। [illegible]বকো ভাবকশ্চৈব যোজকাস্চাংশকস্তথা।
দূষকস্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ॥
ঘটকং ব্রাহ্মণং দেবি সংস্পর্শে যত্নতোত্যজেৎ।
শাক্তানন্দতরঙ্গিণী।

আছেন তাঁহারাও অর্থলাভের, অথবা সম্মানের হানি বিবেচনা অথবা অন্যবিধ কারণে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এপর্য্যন্ত কুলশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই, প্রাচীন ঘটকদের ক্রমেই অভাব হইতেছে। ঘটকদের আয়ের অল্পতা নিবন্ধন, ঘটক সন্তানেরা অনেকেই অন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেছেন। এইরূপে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্ব লোপ এবং পরস্পর বিরোধী মতের সমন্বয় হইবার পথ রহিত হইতেছে।

কুলশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রকৃত ইতিহাস সাধারণের জ্ঞাত না থাকাতে নানা অযথা তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া এবং শুনিয়া অনেকেই ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা একবংশসম্ভূত হইলেও প্রকৃত ইতিহাস না জানাতে ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিষম ঈর্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হইতে আপনাদের শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার নিমিত্ত রাঢ়ীয়গণকে সপ্তশতি ব্রাহ্মণগণের দৌহিত্রবংশজাত কহেন এবং তদর্থে বারেন্দ্র কুলগ্রন্থোক্ত প্রমাণ দর্শান। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরাও বারেন্দ্রদিগকে এদেশীয় আদিম ব্রাহ্মণের কন্যার গর্ভে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের ঔরসজাত বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতেই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরস্পর বিবাহ ও ভোজ্যান্নতা পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ী ব্রাহ্মণের হস্তান্ন, ও প্রাচীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের হস্তান্ন ভ্রমবশতঃ গ্রহণ করিলেও আপনাদিগকে পতিত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এবং এখনও অনেকে তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

একদেশে বাস সহানুভূতির একটী প্রধান কারণ হইলেও বাঙ্গলা

দেশ সহানুভূতি গুণে নিতান্ত হীন বটে। রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-গণের কথা দূরে থাকুক, রাজধানীর, ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশবাসী লোকেরা, পূর্ব্ব বাঙ্গলা এবং পদ্মার উত্তর পারের লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণা করেন। এদিকে তাঁহারা যাহাদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করেন তাহারাও আবার রাজধানীর নিকটবাসি-গণকে স্বার্থপর প্রভৃতি কতকগুলি দোষের নিমিত্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি গণ্য মান্য রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা রাজধানীর নিকটে বাস করেন। সুতরাং পদ্মা নদীর উত্তর পারস্থ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সহিত তাহাদের সহানুভূতি হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও উপরি উক্ত বিদ্বেষ ভাবের তিরো-ভাব হইতেছে না। ডাক্তার হণ্টর সাহেব "আনাল্স আব রুরাল বেঙ্গল" নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডে রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রস্তাবে লিখিয়াছেন "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের বংশ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জাগত বিপ্রগণের বৈধ পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের বংশ। ডাক্তার হণ্টর বিদেশীয় লোক, রাঢ়ী বারেন্দ্রগণের কুলসম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। ঈর্ষাপরায়ণ অথবা অনভিজ্ঞ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াই বিশেষ অনুসন্ধান এবং বিবেচনা ব্যতিরেকে অপ্রকৃত তত্ত্ব আপন গ্রন্থে লিখিয়া-ছেন।(১) এই সময়ে কোন কোন রাঢ়ীয় মহোদয় হণ্টরের লিখাকে উপলক্ষ করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হন

১। ডাক্তর হণ্টর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার পণ্ডিতের নিকট শুনিয়া রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বিষয় লিখিলেন। Annals of Rural Bengal vol. I Page 107 Note.

নাই। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা ডাক্তর হণ্টর পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া ষ্ট্যাটিষ্টিকাল একাউণ্ট নামক পুস্তকের ৫ম খণ্ডে ঢাকা জেলার বিবরণে ৫৩।৫৪ পৃষ্ঠাতে রাঢ়ীয় বারেন্দ্রগণকে সম ব্রাহ্মণ বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত যুবকেরা ভিন্ন দেশীয় ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন, ইউরোপের প্রধান প্রধান বংশের বংশাবলী অনর্গল বলিতে পারেন, কিন্তু নিজ বংশাবলী অথবা দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির বংশাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। গ্রন্থের অভাবই তাহা-দের অনভিজ্ঞতার কারণ বটে। কথঞ্চিত সেই অভাব মোচন এবং রাঢ়ীয় বারেন্দ্র তথা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরস্পর যে ঈর্ষা ভাব আছে তাহা দুর করিবার মানসেই আমি বক্ষ্যমান প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করি। ইহাদ্বারা সম্যকরূপে অভীষ্ট সাধন না হইলেও রাঢ়ী বারেন্দ্র এবং বৈদিকগণের এদেশে আগমন ও তৎসম্ব-ন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ ও কুল বিবরণ কথঞ্চিৎ জানা যাইতে পারিবে।

ঘটকদিগের নিকট হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ও ঘটকদিগের উপদেশ লইয়া কুলবিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ঘটকশ্রেষ্ঠ বংশীবদন বিদ্যারত্ন রাঢ়ীয় কুলবিবরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাহার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল প্রমাণ কোন্ গ্রন্থের লিখিত তাহা লিখেন নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যারত্ন ঘটকের মৃত্যু সম্বাদ শুনা গিয়াছে, সুতরাং তৎপ্রেরিত ঐতিহাসিক বিবরণ কোন্ গ্রন্থসম্মত এবং তাঁহার প্রেরিত বচন সকল, কোন্ গ্রন্থের তাহা জানি-

বার আর উপায় নাই। পাশ্চাত্য বৈদিককুলসম্ভূত যশোধর বংশীয় সমাজদার উপাধিধারী শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পাশ্চাত্য বৈদিকবিবরণ এবং শ্যামলবর্ম্ম নৃপতিদত্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি দিয়া বৈদিকবিবরণ লিখিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। জেলা দিনাজপুরের অন্তঃপাতী আই-হাইগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় উত্তর বারেন্দ্র বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। নলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল লাহেড়ী এবং ভারেঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমেশনারায়ণ চৌধুরী ইহারা উভয়ে বারেন্দ্র বিবরণ লিখিতে বহুলাংশে সহায়তা করিয়াছেন। জেলা দিনাজপুরের জজ কোর্টের উকীল সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী B. A. B. L. পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সমগ্র প্রস্তাব পাঠ করিয়া যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

গৌড়াগত ব্রাহ্মণগণের কুলবিবরণ লিখিতে হইলে, ব্রাহ্মণের উৎপত্তি এবং তাহাদের গোত্র ও প্রবর নির্ণয় আবশ্যক। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ গৌড়ে তাহাদের আগমনবিষয়ে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখা প্রয়োজনবোধে ১ম অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি এবং গোত্র ও প্রবর বিবরণ লিখিয়া ২য় অধ্যায়ে আর্য্যসন্তানের ভারতবর্ষে আগমন এবং গৌড়ে ব্রাহ্মণের বসতিবিবরণ লিখিয়া তৃতীয় অধ্যায় হইতে মূল প্রস্তাব আরম্ভ করা গিয়াছে। কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণের সহিত যে সকল ভৃত্য আসিয়াছিল তাহারাই বাঙ্গলাদেশে অবস্থিত, দক্ষিণ রাঢ়ীয় বঙ্গজ, বারেন্দ্র এবং উত্তর রাঢ়ীয়, কায়স্থগণের বহুগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ, অতএব উপরিউক্ত চারি শ্রেণীর কায়স্থদিগের কুলবিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

আদিশূর গৌড়ে যে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহার সন্তানগণকে বল্লাল সেন রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই দুই নরপতি বাঙ্গলা দেশের ভদ্র সমাজের স্মরণীয়। সম্প্রতি ইঁহাদের জাতিসম্বন্ধে মহান্ আন্দোলন হইতেছে, অতএব আদিশূর এবং বল্লাল সেন কোন্ বংশসম্ভূত এবং কোন্ জাতি তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র একটী প্রস্তাব প্রমাণাদিসহ পরিশিষ্টে প্রকাশ করা গেল।

প্রথম অধ্যায়

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি এবং গোত্র প্রবর কল্পনা।

কিপ্রকারে সৃষ্টি হয়, তাহার মীমাংসা করা অতীব কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ প্রথমে কিপ্রকারে প্রাণীমাত্রের এবং মনুষ্যের উৎপত্তি হইল এখনও সুন্দররূপে তাহা স্থির হয় নাই। আর্য্যগণের বহুযত্ন ও পরিশ্রমের ফল দর্শন শাস্ত্রও এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মীমাংসাও প্রশ্নশূন্য নহে, এবং তাঁহাদের মীমাংসার পরও নানাবিধ আপত্তি দর্শান যাইতে পারে। অতএব এবিষয়ে অধিক আন্দোলন না করিয়া স্মৃতি এবং পুরাণে যেরূপ সৃষ্টি প্রকরণ

লিখিত হইয়াছে তাহাই অবিকল অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। (১) মনুক্ত সৃষ্টিপ্রকরণের সহিত বাইবলোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণের বহুলাংশে ঐক্যভাব লক্ষিত হয়। ফলতঃ আস্তিকেরা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর হইতে ব্যক্তিবিশেষের জন্মকীর্ত্তন করিয়া তাহা হইতে মানববংশের উৎপত্তি কহিয়াছেন। স্মৃতিপ্রধান মনুতে লিখিত আছে, "যিনি সকল লোক, বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, যিনি মনোমাত্র গ্রাহ্য অবয়ববিহীন নিত্য এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মা হয়েন তিনি স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে কিরূপে সৃষ্টি সম্পাদন হইবে এই সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ জল হউক, বলিয়া আকাশাদি ক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন; অর্পিত বীজ সুবর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় ও সূর্য্যসন্নিভ প্রভাযুক্ত একটা অণ্ড হইল, ঐ অণ্ডে সকল লোকের জনক স্বয়ং ব্রহ্মাই শরীর পরিগ্রহ করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্মপরিমিত এক বৎসরকাল বাস করিয়া অণ্ড দ্বিধা হউক মনে করিবামাত্র সেই অণ্ডকে দুই খণ্ড করিলেন। তিনি সেই দুই খণ্ডের উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ অপর খণ্ডে পৃথিবী করিলেন এবং মধ্যভাগে আকাশ অষ্টদিক ও চিরস্থায়ী সমুদ্র নামক জলাধার প্রস্তুত করিলেন। তিনি ভূলোকাদি প্রজাবৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। তিনি আপন শরীরকে দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ এবং অর্দ্ধাংশে

১। ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি ও গোত্র প্রবর নির্ণয় নিমিত্ত প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টির কথা উল্লেখ হইল। সুতরাং সংহিতা এবং পুরাণোক্ত বিবরণই লিখিত হইল।

নারী হইলেন ; ঐ উভয়ের পরস্পর সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ সৃজন করিলেন। সেই বিরাট পুরুষ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্বায়ম্ভুব মনু হইতে মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু প্রচেতা বশিষ্ঠ ভৃগু এবং নারদের জন্ম হয়। (১)

বিষ্ণুপুরাণীয় সৃষ্টি প্রকরণেও অণ্ড বিবরণ এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মার উৎপত্তির কথা দেখা যায়। তাহাতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্রোৎপত্তি হওয়া এবং সেই সকল প্রজাদ্বারা প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়াতে ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু অঙ্গিরা মরীচি দক্ষ অত্রি বশিষ্ঠ এই নয়জন মানসপুত্রকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন লিখিত আছে। (২)

শ্রীমদ্ভাগবতীয় সৃষ্টিপ্রকরণে উল্লেখ আছে যে ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ মহতত্ত্বাদি পরস্পর মিলিত হইয়া ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে ক্রিয়াশক্তিদ্বারা বিরাট পুরুষের উৎপত্তি হয় এবং অধিপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। সেই হিরণ্ময় পুরুষ সহস্র বৎসর যাবৎ এই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জল মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। (৩) সেই বিরাট পুরুষের মুখ হইতে বেদ এবং ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্র অর্থাৎ পালনরূপা বৃত্তি এবং ঐ বৃত্তির অনুবর্ত্তী ক্ষত্রিয়, উরু হইতে লোক সকলের জীবিকা হেতু কৃষি ব্যবসা এবং বৈশ্যজাতি, পাদ হইতে শূদ্র বৃত্তি শুশ্রুষা এবং শূদ্রজাতি উৎপন্ন হয়। (৪) স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার এই চারি জন মুনিকে সৃজন করেন, তাহারা

১। মনুসংহিতা ১ অধ্যায় সৃষ্টি প্রকরণ।

২। বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ। ৬ অধ্যায়।

৩। শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্দ ৬ অধ্যায়।

৪। মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ।

ঊর্দ্ধরেতাপ্রযুক্ত তাহাদের দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি না হওয়াতে মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলহ ক্রতু ভৃগু বশিষ্ঠ দক্ষ নারদ এই দশ জন প্রজাপতিকে উৎপন্ন করেন। এবং ব্রহ্মা আপন আত্মাকে বিভাগ করিয়া স্ত্রী এবং পুরুষ হইলেন, তন্মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি স্বায়ম্ভুব মনু,—যিনি স্ত্রী তিনি শতরূপা নামে খ্যাত হন, তাহাদের মিথুনধর্ম্মে প্রজা বৃদ্ধি হয়।

আর্য্যজাতির সর্ব্বতোমান্য শ্রুতিশাস্ত্রেও ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্রোৎপত্তির বিবরণ আছে। এবং আদি শাস্ত্র হইতেই সংহিতা এবং পুরাণাদিতে তদ্রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রাচীন পণ্ডিতেরা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়াদি জন্মে ও শ্রুতি প্রমাণ দর্শাইয়া প্রথমেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হওয়া কহেন; তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিলে তাহাদের উপর খড়্গ হস্ত হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে শিক্ষিত নব্যদলস্থ অধিকাংশ ব্যক্তি, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণাদি জন্মের প্রমাণাত্মক শ্রুতি সংহিতা, পুরাণোক্ত বচনকে বাতুলের উক্তি বলিয়া বিশ্বাস

যস্তু্ন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখোঽভূদ্ব্রাহ্মণোগুরুঃ।
বাহুভ্যোঽবর্ত্তক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।—
যোজাতস্ত্রায়তে বর্ণান পৌরুষ কণ্ঠকক্ষতাৎ।
বিশো বর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বো লোকবৃত্তিকরী বিভোঃ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ॥
পদ্ভ্যাং ভগবতো যজ্ঞে শুশ্রূষাধর্ম্মসিদ্ধয়ে
তস্যাং জাতঃ পুরাশূদ্রঃ যদ্বৃত্ত্যাতুষ্যতে হরিঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্দ অং ৬

করেন। অথচ শূদ্র ব্রাহ্মণ হইবার এবং ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া নব্যদলস্থ শিক্ষিতেরা শ্রুতি স্মৃতির বর্ণনাকে অযথা বর্ণনা বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পান। এবং দৃষ্টান্তস্বরূপে বেদে উল্লিখিত কবস ঋষির শূদ্রকুলে, পুরাণে উল্লিখিত বিশ্বামিত্র মুনির ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা বলিয়া থাকেন।

যদি অন্য প্রমাণ না থাকিত তাহা হইলেও কেবল শ্রীমদ্ভাগবতীয় তৃতীয়স্কন্ধের লিখা দ্বারাতেই ব্রহ্মা যে সকল মনুষ্যকে সৃষ্টি করেন, তাঁহারাই কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হইয়াছিলেন ইহা বুঝা যাইতে পারিত। ভাগবতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও বেদ, বাহু হইতে ক্ষত্রবৃত্তি এবং ক্ষত্রিয়, উরু হইতে জীবিকা-হেতু কৃষি-ব্যবসা ও বৈশ্য, পাদ হইতে শুশ্রূষা-বৃত্তি এবং শূদ্রোৎপত্তির বিবরণ আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যাঁহারা যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেন তাঁহারা সেইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত হইলেন। মান্ধাতাকে মহর্ষি নারদ যে উপদেশ দেন, তাহাতে জানা যায়, পূর্ব্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন কর্ম্মদ্বারা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা কামী, ভোগপ্রিয়, এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া রক্তাঙ্গ অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণধর্ম্মত্যাগ হেতু ক্ষত্রিয় হইলেন; যাঁহারা গোপালনে নিযুক্ত এবং কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন তাঁহারা স্বধর্ম্মত্যাগ নিবন্ধন বৈশ্য হইলেন; যাঁহারা হিংসা এবং অনৃতপ্রিয় ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন তাঁহারা শূদ্র হইলেন। যাঁহারা জাতকর্ম্মাদিদ্বারা শুচি, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, ষট্‌কর্ম্মে অবস্থিত, শৌচাচারপরায়ণ, যজ্ঞশেষান্নভোক্তা, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী, সত্যে রত, দানশীল, অদ্রোহী, কৃপাবান্, তপোনিষ্ঠ তাঁহা-

রাই ব্রাহ্মণ (১)। মহাভারতের আজগার পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে "সত্যদান ক্ষমাশীলতা আনৃশংস্য তপস্যা দয়া এই সকল গুণ যাঁহাতে দৃষ্ট হয় তিনিই স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হয়েন। লোকে শূদ্র হইলেই শূদ্র হয় না ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ হয় না, যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত হয়েন, যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ বিদ্যমান না থাকে তিনি শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশিতব্য।" (২)। এই সকল প্রমাণ বিদ্যমান থাকিলেও অনেকে বলিয়া থাকেন সকল প্রমাণ হইতে বেদের প্রমাণ বলবৎ, যখন শ্রুতিতে ব্রহ্মার মুখ

১। নবিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তেদ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবনঃ।
স্বধর্ম্মং নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্বনস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথোঽদ্রোহ আনৃশংস্যংকৃপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র সব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ২৫।২৬।২৭ অধ্যায়।

২। সত্য দানক্ষমাশীল মানৃশংস্যং তপোঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।
শূদ্রেতু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজেতচ্চ নবিদ্যতে॥
নবৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং সব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত আজগার পর্ব্বাধ্যায়।

হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সর্ব্বপ্রধান স্মৃতি মনুতেও বেদানুযায়ী মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়াদি জন্মান প্রমাণ রহিয়াছে তখন পৌরাণিক প্রমাণ নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু মুখজ ব্রাহ্মণের অথবা বাহুজ ক্ষত্রিয়ের বংশ দেখা যায় না বরং বিষ্ণুপুরাণে তথা ভাগবতে লিখিত আছে পূর্ব্ব-সৃষ্ট প্রজা দ্বারা যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইল না, তখন ব্রহ্মা মরীচ্যাদি মানস পুত্রগণকে সৃজন করেন। (১)। ইহার কিঞ্চিৎ অব্যবহিত পরে গোত্র নির্ণয় প্রস্তাবে জানা যাইবে গোত্রভাজী ব্রাহ্মণেরা মরীচ্যাদি ঋষি-গণের অন্বয়ে জাত। ক্ষত্রিয়ের সূর্য্য এবং চন্দ্রনামা বংশও মরীচি-বংশসমুৎপন্ন। মরীচিতনয় কশ্যপ, তৎপুত্র বিবস্বান্, তৎপুত্র মনু, তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু। (২)। মনু অপুত্রকাবস্থাতে পুত্র কামনায় যজ্ঞ করেন। তাহাতেই ইলা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। অত্রিনন্দন সোমের ঔরসে বৃহস্পতি পত্নী তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয়। সোমাত্মজ বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন।(৩)। ইক্ষ্বাকু হইতে

১। যদাস্যতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ন ব্যবর্দ্ধন্তধীমতঃ।
অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মজে হসৃজৎ।
বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ। ৭ অধ্যায়। ৫ শ্লোক

২। অব্যক্ত প্রভবোব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ।
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃসুতঃ॥
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ।
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্ব মিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ॥ বালকাণ্ড ৬৯ সর্গ।

৩। ততঃ সম্বৎসরস্যান্তে দ্বাদশাদিত্যসন্নিভঃ।
দিব্যপীতাম্বরধরো দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ॥
তারোদরাদ্বিনিষ্ক্রান্তঃ কুমার ইন্দ্রসন্নিভঃ।
রাজ্ঞঃ সোমস্য পুত্রত্বাদ্রাজপুত্রো বুধস্মৃতঃ॥
ইলোদরেচ ধর্ম্মিষ্ঠং বুধঃ পুত্র মজীজনৎ।
পুরূরবা ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ॥ মৎস্য পুরাণ ২৪ অধ্যায়।

সূর্য্য এবং পুরূরবা হইতে চন্দ্রবংশ গণনা হইয়াছে। (১)। কালক্রমে গগনবিহারী সূর্য্য এবং চন্দ্র হইতে সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হওয়া অনেকের সংস্কার হইয়াছে এবং গগনবিহারী রশ্মিদাতা সূর্য্যের নামানুসারে সূর্য্যবংশকে অর্কবংশ ভানুবংশ ইত্যাদি ও শিতরশ্মি সোম অথবা চন্দ্রের নামানুসারে সেই বংশকে চন্দ্রবংশ সোমবংশ ইন্দুবংশও কহিয়া থাকে। কশ্যপাত্মজ বিবস্বান্ হইতে গগনবিহারী বিবস্বান্ এবং অত্রিনন্দন সোম হইতে গগনবিহারী সোম যে পৃথক্ ইহা বলা বাহুল্য।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এইরূপ বর্ণ বিভাগ হওয়া প্রতীতি হইবে। ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞ সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মার মুখজাত, ক্ষত্রিয়েরা বাহুবলে শান্তি রক্ষা করেন বলিয়া তাঁহারা ব্রহ্মার বাহুজাত ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সেই প্রচীন কালে এইরূপে কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ-বিভাগ হইলেও শুভা-শুভ কর্ম্ম দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন। (২)।

১। এবং পুরূরবা ইন্দোরভবদ্বংশবর্দ্ধনঃ।
ইক্ষ্বাকুরর্কবংশস্য॥
মৎস্য পুরাণ ১২ অধ্যায়।

২। এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোঽপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ॥
মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বান্তর্গত উমামহেশ্বর সম্বাদ।

সমাজ বন্ধনের প্রথমে সর্ব্বদাই গুণের পুরস্কার হইয়া থাকে। কবষ ঋষি এবং বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। পশ্চাৎ গোত্র বিবরণে দৃষ্ট হইবে শৌনক রথীতর অগ্নিবেশ্য এবং কাত্যায়ন গোত্র ক্ষত্রিয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে অথচ বিশ্বামিত্র রথীতর অগ্নিবেশ্য শৌনক কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। কিন্তু প্রকৃষ্টরূপে বর্ণ বিভাগ ও সমাজবন্ধন হইলে পর অধমবর্ণেরা শুভাচরণ দ্বারা মাননীয় হইতে পারিতেন কিন্তু শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। তখন ব্রাহ্মণের কুলেজাত এবং স্বাধ্যায়াদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য হইয়াছেন। (১)। উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল তাহাতে মরীচ্যাদি ঋষির সন্তানগণই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন এবং মরীচিসন্তান কশ্যপাত্মজ কাশ্যপ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্র-গণের সন্তানেরাই গোত্রকারী ঋষি। গোত্র শব্দে পূর্ব্ব পুরুষ বুঝায়। (২)। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণের মধ্যেই গোত্র ব্যবহার হয়। (৩)। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের এবং অন্যান্য সঙ্কর জাতির গোত্র তাহাদের পুরো-হিতের গোত্র লইয়া কল্পনা করা হইয়াছে। (৪)। ইহাতেই ক্ষত্রিয়ের উপদিষ্ট বৈশ্যের অতিদিষ্ট শূদ্রের অতিদিষ্টাতিদিষ্ট গোত্র বলা

১। জাত্যা কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেনচ।
এভির্যুক্তোহি যস্তিষ্ঠেন্নিত্যং সদ্বিজ উচ্যতে। বহ্নি পুরাণ।

২। গবতে শব্দয়তি পূর্ব্বপুরুষান্ যৎ। ইতি ভরতঃ।

৩। পরম্পরা প্রসিদ্ধং আদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপং। ইতি স্মৃতিঃ।

৪। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকং।
তথান্যবর্ণসঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ।
শব্দকল্পদ্রুমধৃত অগ্নিপুরাণ।

বায়। (১)। কোন্ গোত্র এই প্রশ্নে ব্রাহ্মণেরা যখন উত্তর করেন বাৎস্য গোত্র অথবা ভরদ্বাজ গোত্র, তখন ইহাই অবগতি হয় যে বাৎস্য অথবা ভরদ্বাজ ঋষির অন্বয়ে সেই ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়াদির সম্বন্ধে তদ্রূপ বোধ না হইয়া তাহারা কোন্ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের যজমান, ক্ষত্রিয়াদির গোত্র দ্বারা তাহাই বোধ হয়। মৎস্য পুরাণের ১৯৪ হইতে ২০২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। তাহাতে বহু সংখ্যক গোত্রকারী ঋষির নাম লিখিত আছে। কিন্তু সম্প্রতি মৎস্য-পুরাণোক্ত তৎসমুদয় গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন কিনা তাহার নিশ্চয় নাই। যাহা হউক ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপীয় গোত্রসংখ্যা এই অধ্যায়ের শেষে লিখা গেল; তদ্দৃষ্টে গোত্র এবং প্রবর সংখ্যা জ্ঞাত হইবার সুবিধা হইবে।

প্রবর কাহাকে বলে সম্প্রতি তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। স্মৃতিসংগ্রহকর্ত্তা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কহেন যাঁহারা গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনি, তাঁহাদের ব্যাবর্ত্তক মুনিগণই প্রবরসংজ্ঞিত মুনি। (২)। এই লক্ষণ অতি অস্পষ্ট; উপদেশ ভিন্ন ইহার প্রকৃত অর্থ বোধ হওয়া কঠিন। সামান্যতঃ ইহাই বলা যাইতে পারে, যে, গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিগণের পরিচয় দিবার জন্য সেই সেই বংশের কতকগুলি মুনিকে তত্তৎগোত্রের প্রবর সংজ্ঞা দিয়া, প্রবর রূপ বিশেষণ দ্বারা পরস্পরকে একবংশসম্ভূত অথবা পৃথক বংশসম্ভূত, তাহাই বিভিন্নরূপে

১। ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োরুপদিষ্টাদিষ্ট গোত্রং।

শূদ্রস্যাদিষ্টাতিদিষ্টগোত্রং। ... ... উদ্বাহতত্ত্ব।

২। প্রবরস্তু গোত্রপ্রবর্ত্তকস্য মুনে র্ব্যাবর্ত্তক মুনিগণ ইতি মাধবাচার্য্যাঃ। উদ্বাহ তত্ত্ব।

নির্ণয় করা হইয়াছে। কিন্তু কি উদ্দেশে প্রবর কল্পনা হয় তাহা ঐ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ হয় না। আদিতে নৈকট্য বিবাহ ভিন্ন প্রজা বৃদ্ধির উপায় ছিল না। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার সহজাত শতরূপাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া মৈথুন ধর্ম্মে প্রসূতি এবং আকূতি নাম্নী কন্যার জন্ম দেন। দক্ষ প্রসূতিকে এবং রুচি আকূতিকে গ্রহণ করেন। দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভজাত কন্যাগণকে ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ গ্রহণ করেন।(১)। আকূতির গর্ভে রুচির ঔরসে যজ্ঞ নামা পুত্র এবং দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্মে। যজ্ঞ আপন সহোদরা দক্ষিণাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন।(২)। অঙ্গিরা মরীচি-তনয়া সুরূপাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করেন।(৩)। এইরূপ বহুবিধ নৈকট্য বিবাহ ঘটনা হইয়াছিল। কালক্রমে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং নৈকট্য বিবাহে দোষ লক্ষিত হওয়াতে ঋষিগণ নৈকট্য বিবাহ নিষেধ উদ্দেশে বংশের পরিচয় নিমিত্ত গোত্র কল্পনা করিয়া সগোত্রে বিবাহ নিষেধ করিলেন।(৪)।

১। বিষ্ণুপুরাণ। প্রথম অংশ ৭ অধ্যায়।

২। দদৌ দক্ষায় প্রসূতিং তথাকূতিং রুচেঃ পুরা।
প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ॥
পুত্রো জজ্ঞে মহাভাগ দাম্পত্যং মিথুনং ততঃ।
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়ান্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে॥

ঐ ১৭।১৮।১৯ শ্লোকাঃ।

৩। মরীচিতনয়া রাজন্ সুরূপা নাম বিশ্রুতা।
ভার্য্যা চাঙ্গিরসঃ সা দেবাস্তস্যাঃ পুত্রা দশ স্মৃতাঃ।

মৎস্য পুরাণ ১৯৫ অধ্যায়।

৪। অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

ভৃগুপ্রোক্ত মনু সংহিতা

কিন্তু তাহাতেও অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না। কশ্যপ অপসার নৈধ্রুব ইহারা তিন জন কাশ্যপের নিকট সম্বন্ধীয়, অঙ্গিরা বৃহস্পতি এবং ভরদ্বাজ ইহাঁরাও নিকট সম্বন্ধী, সগোত্রে বিবাহ নিষেধ দ্বারা ইহাঁদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানের বাধা হয় না বিবেচনাতে গোত্রকৃৎ মুনি কাশ্যপের সহিত তৎপিতা কশ্যপ এবং নিকট সম্পর্কী অপসার, নৈধ্রুবের, এবং গোত্রকৃৎ ভরদ্বাজের সহিত অঙ্গিরার ও বৃহস্পতির প্রবর কল্পনা হইয়াছে। আবার প্রবরসংজ্ঞিত ঋষিগণের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান নিষেধ হইল (১)। এইরূপ ব্যাখ্যা বিশদ করিবার নিমিত্ত অসগোত্রে অথচ সমান প্রবরে বিবাহ নিষেধ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাৎস্য এবং সাবর্ণ ভিন্ন গোত্র হইলেও তাহাদের উভয় গোত্রে সমান প্রবর থাকাতে বাৎস্য ও সাবর্ণ অতি নিকট সম্পর্কীয়। এই নিমিত্ত বাৎস্য ও সাবর্ণেও বিবাহ হয় না।(২)।

১। অপ্সারঃ কশ্যপ শ্চৈব নৈধ্রুবশ্চ মহাতপাঃ।
পরস্পর মবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
মৎস্য পুরাণ ১৯৮ অধ্যায়।

অঙ্গিরাঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়শ্চ বৃহস্পতিঃ।
তৃতীয়শ্চ ভরদ্বাজঃ প্রবরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
পরস্পর মবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ঐ।

২। সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্যচ।
তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণাদেব হীয়তে॥
আচার মাধবীয় মদন পারিজাতয়োঃ আপস্তম্বঃ।
সমানপ্রবরত্বং সংজ্ঞাসংখ্যয়োরন্যূনাতি-
রিক্তেন ভিন্ন গোত্রত্বেপি সমান প্রবরত্বং,
যথা বাৎস্য সাবর্ণি গোত্রয়োঃ ঊর্ব্বচ্যবন ভার্গব-
জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ প্রবরাঃ॥ স্মৃতিঃ।

শব্দকল্পদ্রুম ধৃত ধনঞ্জয় কৃত ধর্ম্মপ্রদীপোক্ত গোত্র এবং প্রবর সংখ্যা।

গোত্রের নাম।	প্রবরের নাম।	গোত্রকার ঋষি এবং প্রবর সংজ্ঞিত ঋষির পরিচয়।
বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।	বশিষ্ঠ এবং অত্রি উভয়েই ব্রহ্মার মানস পুত্র। সাঙ্কৃতি অঙ্গিরা বংশীয় মন্ত্রকৃৎ ঋষি।
অত্রি	অত্রি,আত্রেয়,শাতাতপ।	অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র। আত্রেয় অত্রির সন্তান। শাতাতপের পরিচয় অজ্ঞাত।
কাশ্যপ	কাশ্যপ,অপ্সার,নৈধ্রুব।	মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ সন্তানেরা কাশ্যপ। অপ্সার নৈধ্রুব ইহারা উভয়েই কশ্যপ বংশীয় মন্ত্রকৃৎ ঋষি।
ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।	অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি,তৎপুত্র ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজের অপত্য ভারদ্বাজ। বৃহস্পতির অপত্য বার্হস্পত্য, অঙ্গিরার অপত্য আঙ্গিরস।
জমদগ্নি	জমদগ্নি, ঔর্ব্ব্য, বশিষ্ঠ।	ভৃগুপত্নী পুলোমার গর্ভে চ্যবন এবং আপ্নুবানের জন্ম হয়। আপ্নুবানের পুত্র ঔর্ব্ব্য, তদাত্মজ জমদগ্নি। বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র।
বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌষিক।	বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন পরে তপস্যাদ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া গোত্র প্রবর্ত্তনা করেন। মরীচি ব্রহ্মার মানস পুত্র। বিশ্বামিত্র সন্তানেরা কৌশিক নামে খ্যাত।

গোত্রের নাম	প্রবরের নাম	গোত্রকার এবং প্রবর সংজ্ঞিত ঋষির পরিচয়।
শক্তি ও পরাশর।	বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর।	মিত্রাবরুণের যজ্ঞে, যজ্ঞকলস হইতে বশিষ্ঠ এবং অগস্ত্যের জন্ম হয়,(এই বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠ নন। বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি তৎপুত্র পরাশর।
অগস্ত্য	অগস্ত্য, দধীচি, জৈমিনি।	অগস্ত্য কুম্ভজাত। দধীচি ভৃগু বংশীয়। জৈমিনির পরিচয় অজ্ঞাত।
গোতম	গোতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।	গোতম অঙ্গিরার পুত্র প্রবরের পরিচয় পূর্ব্বে হইয়াছে।
বাৎস্য, সাবর্ণ, মৌদ্গল্য, সৌপায়ন,	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।	বাৎস্য সাবর্ণ উভয়েই ভৃগুবংশীয়। মৌদ্গল্য অঙ্গিরা বংশীয়। সৌপায়নের পরিচয় অজ্ঞাত। ভার্গব, শুক্র নামেও জামদগ্ন্য, পরশুরাম, নামে বিখ্যাত। ঔর্ব্ব্য চ্যবন আপ্নুবানের পরিচয় পূর্ব্বে হইয়াছে।
শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।	শাণ্ডিল্য কশ্যপের পৌত্র অসিত এবং দেবলও কশ্যপ বংশীয়।
গৌতম	গৌতম, আঙ্গিরস, অপসার, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।	অঙ্গিরা বংশীয় গোতমাপত্য গৌতম।
শুনক	শুনক. শৌনক গৃৎসমদ	ঔর্ব্বের পুত্র প্রমতি, তৎপুত্র রুরু, তৎপুত্র শুনক, শুনকের পৌত্র শৌনক, গৃৎসমদও ভৃগুবংশীয়।

গোত্র নাম	প্রবর নাম	পরিচয়।
কাত্যায়ন	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ।	কশ্যপের বংশে কাত্যায়ন জন্ম গ্রহণ করেন, অত্রি ভৃগু বশিষ্ঠ ইহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র।
আঙ্গিরস	আঙ্গিরস,বশিষ্ঠ,বার্হস্পত্য	পরিচয় পূর্ব্বেই হইয়াছে।
কৌশিক	কৌশিক অগ্নি, জামদগ্ন্য	বিশ্বামিত্র সন্তানেরা কৌশিক নামে খ্যাত।
বৃহস্পতি	বৃহস্পতি কপিল পার্ব্বণ	কপিল পার্ব্বণের পরিচয় অজ্ঞাত; বৃহস্পতির পরিচয় পূর্ব্বেই হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গোত্র সকলের গোত্রকার ঋষি এবং প্রবর সংজ্ঞিত ঋষির সম্যক পরিচয় না পাওয়াতে কেবল গোত্র এবং প্রবর লিখিত হইল।

গোত্রের নাম।	প্রবরের নাম।
গর্গ	মাণ্ডব্য, কৌস্তভ, গার্গ্য। পরিশিষ্টে উল্লিখিত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে দেখা যায়, গর্গ নামে আর একটী গোত্র আছে, অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, শিনগর্গ এবং ভরদ্বাজ এই পাঁচ প্রবর। মৎস্য পুরাণেও তদ্রূপ লিখিত আছে। অঙ্গিরাশ্চ মহাতেজা দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ। ভরদ্বাজ, স্তথা গর্গঃ সিনশ্চ ভগবান ঋষিঃ॥ পস্পরর মর্ব্বেবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ১৯৫ অধ্যায়।

গোত্রের নাম	প্রবর নাম।
অনাবৃকাক্ষ	গার্গ্য গৌতম বশিষ্ঠ।
ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতবৌশিক।
বৃদ্ধি	কুরু, বৃদ্ধাঙ্গির, বার্হস্পত্য।
বিষ্ণু	বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব।
কাণ্ব	কান্ন, অশ্বথ, দেবল।
কাণ্বায়ন *	কান্নায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ, অজমীঢ়।
অব্য	অব্য, বলি, সারস্বত।
কৌণ্ডিল্য	কৌণ্ডিল্য, স্তিমিক, কৌৎস।
জৈমিনি	জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি।
আলম্ব্যায়ন	অলম্ব্যায়ন, শালঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
বাসুকি	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।
কাঞ্চন	অশ্বথ, দেবল, দেবরাজ॥
সৌকালিন	সৌকালিন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈধ্রুব।
আত্রেয়	আত্রেয়. শাতাতপ, সাংখ্য।
কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়,, আবাস।
সাঙ্কৃতি	অব্যাহ, অরোত্রি, সাঙ্কৃতি।
বৈযাঘ্রপদ্য	সাঙ্কৃতি।

* কোন গ্রন্থে কান্ন কোন গ্রন্থে কাণ্ব শব্দ আছে তদনুসারে গোত্রের নাম কাণ্ব অথবা কান্ন এবং কাণ্বায়ন অথবা কান্নায়ন লিখিত হইয়াছে।

এই সকল গোত্র ব্যতীত উপমন্যু প্রভৃতি আরও বহুগোত্র আছে। এবং ক্ষত্রিয় হইতেও কয়েকটি গোত্র হইয়াছে। সেই সকল গোত্রকে ক্ষত্রোপেত গোত্র বলা যায়। যেসকল ক্ষত্রিয়েরা কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ হন তাহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ এবং তাহাদের গোত্র ক্ষত্রোপেত গোত্র। শৌনক কাণ্বায়ন রথীতর অগ্নিবেশ্য এই সকল ক্ষত্রোপেত গোত্র। চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার আয়ুনামা পুত্রের ক্ষত্রবৃদ্ধ নামে সন্তান জন্মে তৎপুত্র সুনহোত্র তৎপুত্র গৃৎসমদ তৎপুত্র শৌনক। শৌনক গোত্র প্রবর্ত্তয়িতা, (১) শৌনক সুনহোত্র গৃৎসমদ শৌনক গোত্রের প্রবর। চন্দ্রবংশীয় পুরুরবার অন্বয়ে মেধাতিথির জন্ম হয়। তিনি বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণ হন। মেধাতিথির পিতার নাম কাণ্ব, মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ন গোত্র প্রবৃত্ত হয়। (২) মনুপুত্র নাভাগের অন্বয়ে রথীতরের জন্ম হয়, রথীতরের পত্নীতে অঙ্গিরা সন্তান উৎপাদন করেন তাহাতেই রথীতর গোত্রের গণনা হয়। (৩) মনুপুত্র ন্যরিষ্যন্তের বংশে অগ্নিবেশ্যের জন্ম হয় তাহা হইতে অগ্নিবেশ্য গোত্র হইয়াছে। (৪)

১। গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যঃ প্রবর্ত্তয়িতা বভূব।

বিষ্ণুপুরাণ ৪অংশ ৮ম অধ্যায়।

২। অপ্রতিরথাৎ কন্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ১৯ অধ্যায়। মেধাতিথি ঋগ্বেদ ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ইহার বংশে অনেক উত্তম ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছিল, মৃত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কাণ্বায়ন গোত্রীয় ছিলেন।

৩। শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্দ ৫ অধ্যায়।

৪। শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্দ ২ অধ্যায়। নবদ্বীপ নিবাসী প্রসিদ্ধ রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত অগ্নিবেশ্য গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষে আর্য্যসন্তানের আগমন এবং গৌড়ে
ব্রাহ্মণের বসতি।

ইউরোপীয় তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা বহুবিধ যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন ভারতবর্ষবাসী আর্য্য সন্তানেরা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন, তাহারা শীতপ্রধান দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। বেলিসাহেবের বিবেচনাতে ইজিপ্ট দেশীয়, কালডিয়, চীন দেশীয়, এবং ভারতবর্ষবাসী লোকেরা একবংশসম্ভূত। বেলি সাহেব আরও বিবেচনা করেন ঐ সকল জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা তাতার দেশের উত্তরে ৪৯-৫০ অক্ষাংশের সমস্থানে শিবির নামা দেশে বাস করিতেন (১)। অনেকেই এই মতের পক্ষপাতী নহেন। অধুনা অনেকেই বিবেচনা করেন হিন্দুকোষ নামা পর্ব্বতের পশ্চিমোত্তর দেশ হইতে আর্য্যসন্তানেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ের লিখনানুসারে, সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বসতি ছিল।

্াম সময়ের কোন্ পর্ব্বতকে প্রাচীনকালে মেরু পর্ব্বত কহিত

নির্ণয় করা যাইতে পারে, বিষ্ণু পুরাণানুসারে জম্বুদ্বীপের

রুষ — মেরুপর্ব্বত। এই মেরুপর্ব্বতই সুমেরুনামে আখ্যাত।

সার্ক্ষ্যে:ণ আরও লিখিত আছে মেরু পর্ব্বতের দক্ষিণে কিম্পুরুষ-

বৈযাঙ্ক

———

টাইটলর সাহেব কৃত ইউনিবরসাল হিষ্টরি ৬ বালাম ২৫ অধ্যায়।

• কোন গ্রং

কার এবং কাণ্

বর্ষ, তাহার দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ। উত্তরে প্রথমতঃ রম্যকবর্ষ, তাহার উত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ, তাহার উত্তরে উত্তরকুরুবর্ষ। ১ মেরুপর্ব্বতের উপরিভাগে ব্রহ্মার পুরী এবং ব্রহ্মপুরীর আটদিগে ইন্দ্রাদি লোকপালের পুরী। ব্রহ্মপুরী হইতে গঙ্গা পতিত হইয়া চতুর্দ্ধা বিভক্তা হইয়াছেন। গঙ্গার ঐ ৪ ধারার নাম অলকনন্দা, চক্ষু, ভদ্রা এবং সীতা। অলকনন্দা দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে পতিত ও তথায় সপ্তধারাতে বিভক্ত হইয়া (২) সাগর গমন করেন। সীতা, পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে গমন করিয়া পরে ভদ্রাশ্ব নামক বর্ষ হইয়া পূর্ব্ব সমুদ্রে মিলিতা হন। ভদ্রা উত্তরগিরি ও উত্তরকুরুবর্ষ অতিক্রম করিয়া

১। লাসেন সাহেবের মতে উত্তর কুরুবর্ষ কাসগার সাগরের পূর্ব্বদিকে। বিষ্ণুপুরাণ এবং রামায়ণানুসারে উত্তর কুরুবর্ষ, সুমেরু পর্ব্বতের উত্তরে এবং উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণে। সীতার অন্বেষণে উত্তরদিকগামী বানরগণকে সুগ্রীব নিম্নলিখিত মতে উত্তর কুরু দেশের বিবরণ কহিয়াছিলেন।

তন্তুদেশ মতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগাঃ।
উভয়োস্তীরযোস্তস্যাঃ কীচকা নাম বেণবঃ।
তেনয়ন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তিচ।
উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্য মতিশ্রয়াঃ॥
*   *   *   *   *
নীলোৎপলৈ বনৈশ্চিত্রৈঃ সদেশঃ সর্ব্বতোবৃতঃ।
নিস্তলাভিশ্চ মুক্তাভি র্মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ।
*   *   *   *   *
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্র মুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ॥
তত্র সোম গিরি র্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্।
সতুদেশো বিসূর্য্যোপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্য লক্ষ্মাভিবিজ্ঞেয় স্তপতেব বিবস্বতা।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪৩ সর্গ।

অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই প্রাচীন কালে যমুনা নদীর তীরবাসী বাল্মীকি মুনি অরোরা বোরেলিজ (Aurora Borealis) অর্থাৎ কুবিচীন আলোকের তত্ত্ব অবগত ছিলেন।

২। সপ্তধারার নাম নালনী প্লাবিনী হ্লাদিনী সীতা চক্ষু সিন্ধু ভাগিরথী। প্রথমোক্ত তিন শাখা পূর্ব্ব বাহিনী, সীতা চক্ষু সিন্ধু পশ্চিম বাহিনী, ভাগিরথী দক্ষিণবাহিনী।

উত্তর সমুদ্রে অস্ত যান। অতএব তিব্বত দেশের উত্তর এবং চীন দেশের পশ্চিমস্থ সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শ্রেণীর নাম সুমেরু পর্ব্বত। সুমেরু পর্ব্বত দেবতাদিগের বাসভূমি ইহা প্রসিদ্ধ কথা। ইন্দ্রাদি, হস্তপদ বিশিষ্ট দেবগণ মনুষ্যাতিরিক্ত নহেন। (১) অতএব তিব্বত দেশের উত্তরে চীনদেশের পশ্চিমে আদিতে মনুষ্য বসতি হওয়া বিষ্ণুপুরাণের লিখা দ্বারা অনুভব হয়। স্বায়ম্ভুব মনু, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে বসতি করিয়া মৈথুনধর্ম্মে প্রজাবৃদ্ধি এবং রাজ্যশাসন করেন (২) যখন স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাবর্ত্তে (৩) অধিকার করিয়া বসতি করেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরে, ব্রহ্মার অন্যতর মানসপুত্র মরীচির

১। বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ইহারা দেবযোনি বলিয়া খ্যাত। এই সকল জাতি মনুষ্যের শ্রেণীভুক্ত। অর্জ্জুন মানস সরোবরের নিকট গন্ধর্ব্বরক্ষিত দেশ জয় করেন। (মহাভারত সভাপর্ব্ব।) বিরাট পুরুষের মস্তক হইতে স্বর্গ পাদ হইতে পৃথিবী নাভি হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, দেবতাগণ স্বর্গে অবস্থিত হয়েন, মনুষ্যেরা পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছেন। (শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্দ ষষ্ঠ অধ্যায় ২৩।২৪ শ্লোকঃ।) সুমেরু পর্ব্বত পৃথিবীতে অবস্থিত, তাহাতে বাসকারী ইন্দ্রাদি মনুষ্য মধ্যে গণনীয় হইতেছেন। বিষ্ণুপুরাণীয় সৃষ্টি প্রকরণে ঊর্দ্ধস্রোত এবং অর্ব্বাকস্রোত নামা দুই প্রকার সৃষ্টির উল্লেখ আছে। যাহারা দৃষ্টমাত্র পরিতৃপ্ত এবং প্রকৃত পক্ষে আহার করেন না তাহারা ঊর্দ্ধস্রোত অর্থাৎ দেবতা। যাহারা গলাধঃ করণ দ্বারা আহার করেন তাহারা অর্ব্বাকস্রোত অর্থাৎ মনুষ্যের শ্রেণীভুক্ত। (বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ ৫ম অধ্যায়।) সুমেরু পর্ব্বতবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণ সোমরস পান করার বহু প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ সময়ে সময়ে যুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছেন। রঘুরাজ কর্ত্তৃক ইন্দ্র পরাস্ত হন। যিনি দেবতা রূপে মান্য ইন্দ্র, তিনি মেরু পর্ব্বতবাসী ইন্দ্র নহেন।

২। প্রজাপতিপতিঃ সম্রাট্ মনুর্বিখ্যাত মঙ্গলঃ।
ব্রহ্মাবর্ত্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাং মহীং॥

ভাগবত ৩ স্কন্দ ২১ অধ্যায়।

এই স্বায়ম্ভুব মনুবংশে পুরাণে প্রসিদ্ধ প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ ধ্রুব, বেণ, পৃথু প্রভৃতি নৃপতিগণের জন্ম হইয়াছিল।

৩। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যস্থ দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্রের উত্তরে ঘোগরা নামে যে প্রাচীন খাদ বিদ্যমান আছে তাহাই দৃষদ্বতীর খাদ হইতে পারে; মহাভারতীয় বন পর্ব্বান্তর্গত তীর্থ যাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে। কুরুক্ষেত্রের উত্তরে দৃষদ্বতী এবং দক্ষিণে সরস্বতী। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ কুরুক্ষেত্রের সন্নিকট বর্ত্তী ছিল।

অম্ববায়েজাত বৈবস্বত মনু সরযূনদী তীরে অযোধ্যা নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।(১) মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যাতে রাজা হইয়াছিলেন।(২) মনুর ইলা নাম্নী কন্যা,যিনি বশিষ্ঠের তপঃপ্রভাবে পুংস্ত্বলাভ করিয়া সুদ্যুম্ননাম প্রাপ্ত হন, তিনি প্রয়াগের নিকট দোয়াবদেশে প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজা হন (৩)। এই হইতে অযোধ্যা,সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের, এবং প্রতিষ্ঠান, চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী হয়। কালক্রমে সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ভারতবর্ষে অধিকার বিস্তার করেন। ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয়দিগের অধিকৃত দেশে গিয়া বসতি করেন।

মনুসংহিতার অনুসারে, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, পূর্ব্বদিগে প্রয়াগ এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দেশ, মধ্য দেশ শব্দে কথিত। মধ্যদেশের মধ্যস্থ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের আচার-

---

১। কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্।
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ পুরৈবপরিনির্ম্মিতা॥ বালকাণ্ড ৫ম সর্গ।

২। মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্ব্বকং॥ বালকাণ্ড ৬৯ সর্গ।

৩। সুদ্যুম্নস্তু স্ত্রী পূর্ব্বকাৎ রাজ্যং ন লেভে তৎ পিত্রাতু
বশিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠান নাম নগরং সুদ্যুম্নায় দত্তং।

বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ১ অধ্যায়।

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠান নামে কোন নগর বর্ত্তমান নাই। যযাতি যখন পুরুকে প্রতিষ্ঠান নগর সহিত আপন রাজত্ব প্রদান করেন তখন কহিয়াছিলেন। "গঙ্গা যমুনয়ো মধ্যে কৃৎস্নোয়ং বিষয়স্তব।" মৎস্যপুরাণ ৩৬ অধ্যায়। অতএব দোয়াবাপ্যদেশে প্রতিষ্ঠান পুরী এবং চন্দ্র-বংশীয় পুরূরবা প্রভৃতির রাজত্ব ছিল। পুরুবংশীয় দুষ্মন্ত রাজার অত্যতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র হস্তী-নামা নরপতি হস্তিনা পুরী নির্ম্মাণ করিয়া, হস্তিনাতে চন্দ্র বংশের রাজধানী লইয়া যান্।

ব্যবহার সদাচার বলিয়া গণ্য। কুরুক্ষেত্র,মৎস্য,পাঞ্চাল,শূরসেন এই ৪টী দেশ ব্রহ্মর্ষিদেশ, ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট। মনু আরও কহেন, এই সকল দেশজাত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীস্থ সর্ব্বপ্রকার মনুষ্য চরিত্র শিক্ষা করিবেন।(১) ইহাদ্বারা স্পষ্টই *উপলব্ধি হইতেছে আদিতে ব্রাহ্মণেরা মধ্যদেশ পরম পবিত্র বোধ* করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেনাদি দেশের ব্রাহ্মণ-দিগের নিকট পৃথিবীর সকল মনুষ্য স্ব স্ব চরিত্র শিক্ষা করিবেন, মনুর এই উক্তি অত্যুক্তি বলিয়া সম্প্রতি বোধ হইতে পারে, কিন্তু মনুর সময়ের অবস্থা স্মরণ করিলে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। ইন্দ্রিয়সংযমন আস্তিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভারতবর্ষবাসীরা শ্রেষ্ঠ-পদবীতে আরূঢ়। যখন ইজিপ্ট দেশের পিরামিড সকল নির্ম্মিত হয়. যখন ইউরোপের প্রাচীন সভ্যদেশ গ্রীসে এবং রোমদেশে বন্য

১। হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎপ্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্য দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষ্যতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ॥
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ।
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়

লোকের আবাস ছিল, তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, সম্পত্তি ও সভ্যতা দ্বারা মান্য ছিল (১)।

ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল শূরসেন এই পাঁচটি দেশ মনুর মতে পবিত্র এবং সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিবাস ভূমিও শুদ্ধাচার-পরায়ণ ক্ষত্রিয়ের অধিকৃত। এই সকল দেশ কোন্ স্থানে ছিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে, কিন্তু ঐ সকল দেশ যে মধ্যদেশের মধ্য-বর্ত্তী এবং প্রয়াগের পশ্চিমে অবস্থিত, মনুবচন দ্বারা তাহার প্রমাণ হয়। ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং কুরুক্ষেত্রের স্থিতি স্থানের সম্বন্ধে ইহার অব্যব-হিত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মৎস্যদেশ, মথুরার দক্ষিণে এবং জয়-পুরের পূর্ব্বভাগে ছিল (২)। পাঞ্চালদেশ গঙ্গার উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় তীরেই ছিল। বর্ত্তমান সময়ের রোহিলখণ্ড, উত্তর পাঞ্চাল,

১। Ere yet the pyramid's looked down upon the vally of the Nile, when greece and Italy, those cradles of European civilization, nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of the wealth and grandeur.

History of the British Empire in India
By E Thornton vol I pages 3.

২। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাসের সময় যখন মৎস্য রাজ্যের রাজধানী বিরাট নগরে গমন করেন তখন যমুনা নদীপার হইয়া দশার্ণ দেশের উত্তর এবং পাঞ্চাল দেশের দক্ষিণ যকৃল্লোম এবং শূরসেন দেশের মধ্য দিয়া মৎস্য রাজ্যে প্রবেশ করেন। বিরাট পর্ব্ব ৫ম অধ্যায়। রাজসূয় যজ্ঞকালে দক্ষিণ দিক্ বিজেতা সহদেব প্রথমে শূরসেনগণকে জয় করিয়া মৎস্য দেশ জয় করিয়াছিলেন। "তথৈব সহদেবোপি ধর্ম্মরাজেন পূজিতঃ। মহাত্মা সেনয়া রাজন্ প্রযযৌ দক্ষিণাং দিশং। শূরসেনান্ কাৎস্ন্যের্ন পূর্ব্বমেবা-জয়ৎ প্রভুঃ। মৎস্য রাজঞ্চ কৌরব্যো বশেচক্রে বলাদ্বলী। সভাপর্ব্ব ৩১ অধ্যায়। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রেও ইন্দ্র প্রস্থের দক্ষিণে বিরাট নগর ইহা লিখিত আছে।

ইটোয়া প্রভৃতি স্থান দক্ষিণ পাঞ্চাল (১), শূরসেন, মথুরা দেশ। (২)

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎসাহের আতিশয্য হেতু ক্ষত্রিয়েরা মধ্য দেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন; এবং সিন্ধু নদী পার হইয়া কাবুল কান্দাহার (৩) এবং পূর্ব্বোত্তর দিকে চীনদেশে অধিকার সংস্থাপন করেন। (৪) মনু

১। পাঞ্চালদেশ হস্তিনার পূর্ব্বভাগে এবং অযোধ্যার পশ্চিমে। রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীমসেন প্রথমেই পূর্ব্বদিগে পাঞ্চালরাজ্য জয় করেন। সভাপর্ব্ব ২৯ অধ্যায়। দশরথের মৃত্যুরপর ভরতকে আনয়ন জন্য যে দূতগণ কেকয় দেশে গমন করে তাহারা প্রথমে পাঞ্চাল পরে হস্তিনা প্রাপ্ত হয়। অযোধ্যাকাণ্ড ৬৮ সর্গ। অর্জ্জুন যখন দ্রুপদকে জয় করিয়া পাঞ্চাল রাজ্য দ্রোণ এবং দ্রুপদের মধ্যে বিভাগ করেন তখন গঙ্গার উত্তর পারের আহিচ্ছত্রা নগর-বিশিষ্টভাগ দ্রোণাচার্য্য, এবং দক্ষিণপারের কাম্পিল্যনগরবিশিষ্ট মাকন্দী আখ্যাত ভাগ দ্রুপদরাজ প্রাপ্ত হন। আদিপর্ব্ব ১৩৮ অধ্যায়। অতএব যাহারা পঞ্জাবকে পঞ্চাল কহেন তাহারা উপরিউক্ত প্রমাণ দেখিবেন।

২। মথুরার প্রাচীন নাম মধুবন। লবণ রাক্ষসের পিতা মধুনামা রাক্ষস বাস করিত বলিয়া মধু নাম ছিল। রামানুজ শত্রুঘ্ন লবণকে বধ করিয়া মধুবনে মথুরা পুরী নির্ম্মাণ করেন। ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১১ অধ্যায়। হৈহয়বংশীয় অর্জ্জুনের অন্যতর পুত্র শূরসেন মথুরা অধিকার করাতে শূরসেন নামও হইয়াছিল।

৩। সেতু পুত্র আরট্টাংশ্চ গান্ধারস্তস্যচাত্মজঃ।
খ্যায়তে যস্যানাম্নাসৌ গান্ধারো বিষয়ো মহান্। মৎস্যপুরাণ ৪৮ অধ্যায়।

বর্ত্তমান সময়ের কান্দাহারের নামই গান্ধার। গান্ধারের পিতা আরট্টের নাম হইতে পঞ্চনদ দেশের নাম আরট্ট হইয়াছিল, উহার বর্ত্তমান নাম পঞ্জাব।

৪। চন্দ্রবংশীয় হৈহয় নৃপতির ভ্রাতার নাম হয়, তাহার বংশাবলী পুরাণে নাই, ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন হয়, চীনদেশে গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেন। মনুও চীনদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় কহেন। চীনেরা কহে, তাহাদের প্রথম রাজা যু। তাহার মাতা যৎকালে বনভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ফো (বুধ অথবা নক্ষত্র বিশেষ) কর্ত্তৃক গর্ভবতী হন, তাহাতেই যুজন্মগ্রহণ করেন। কর্ণেল টড সাহেবকৃত রাজস্থানের ইতিহাস ৬অধ্যায়। ইলা গর্ভে পুরূরবার জন্ম সম্বন্ধীয় পৌরাণিক ইতিহাসের সহিত যুর জন্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। স্যর উলিয়ম জোন্সও চীনদিগকে হিন্দুবংশ বলিয়া প্রকাশ করেন।

লিখেন পৌণ্ড্রক ওড্র দ্রাবিড় কাম্বোজ যবন শক পারদ পাহ্লব চীন কিরাত দরদ খশ ইহারা পতিত ক্ষত্রিয়(১)। অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়েরা ঐ ঐ দেশাধিকার করিয়া তত্তৎদেশে বাস করেন কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল দেশে গমন না করাতে গৃহ্য কর্ম্ম অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন হওয়ায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মনু কোনরূপ বিশেষ

১। শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ॥
পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।
মনুসংহিতা ১০ অধ্যায় ৪৩।৪৪ শ্লোক।

পুণ্ড্রদেশ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে পূর্ব্ব দিগ্বিজেতা ভীমসেন অঙ্গরাজ কর্ণকে জয় করিয়া তাহার পর পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেবকে জয় করেন। স্কন্দ পুরাণীয় পৌণ্ড্র খণ্ডে করতোয়া মাহাত্মে লিখিত আছে করতোয়া নদীর জলে পৌণ্ড্র ক্ষেত্র প্লাবিত হয়। গৌড় দেশের প্রাচীন নাম পুণ্ড্র। খৃষ্টাব্দারম্ভের ৭০০।৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভোজ গৌড় নামা নৃপতি গৌড় নগর স্থাপন করেন।

ওড্র। উৎকলের বা উড়িষ্যার অপর নাম ওড্র।

দ্রাবিড়। স্বনাম খ্যাত, দাক্ষিণাত্যদেশ।

কাম্বোজ। গ্রিফিথ সাহেব অনুমান করেন আরোচেসিয়াদিগের (Arochesia.) অপর নাম কাম্বোজ। একখানি প্রস্তরফলক যাহা রামসাগর নামক প্রসিদ্ধ সরোবর খনন কালে ভূগর্ভে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং যাহা দিনাজপুর রাজবাটীতে আছে তল্লিখিত কবিতা দৃষ্টে জানা যায় "কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং প্রাসাদো নিরমায়ি" অতএব কাম্বোজ বংশীয়গণ গৌড়াধিপ থাকা কালে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

যবন। এখন গ্রীকদিগকে যবন বলা হয়। কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ পারসীকদিগকেও যবন বলিয়াছেন। "যবনী মুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং নসঃ" ইত্যাদি রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ। সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ ম্লেচ্ছজাতি যবন শব্দে অভিহিত।

পহ্লব। লাসেন সাহেবের মতে পহ্লব এবং হিরাডোটাস কর্ত্তৃক উক্ত পারটুইজ (Partues.) একই দেশ। উহা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে স্থিত। পহলবি নামা প্রাচীন ভাষা এই জাতির ছিল।

দরদ। গ্রিফিথ সাহেবের মতে বর্ত্তমান দর্দ্দি স্থান।

কিরাত। ত্রিপুরাদেশের প্রাচীন নাম কিরাত এবং হিমালয়ের নিকট কিরাত নামে স্বতন্ত্র আর একটী দেশ ছিল।

ব্যবস্থা না করিয়া পৌণ্ড্রক ওড্র দ্রাবিড় কাম্বোজ যবন শক পারদ পাহ্লব চীন কিরাত দরদ খশ ইহাদিগের সকলকেই শূদ্রবৎ পতিত ক্ষত্রিয় কহিতেছেন। কালক্রমে কাম্বোজ যবন শক পারদ পাহ্লব চীন কিরাত দরদ খস ইহারা ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছে। মনুর মতে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত দেশ সকল ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া গণ্য।(১) অতএব শক যবনাদি পরে ম্লেচ্ছ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া অসঙ্গত নহে।

পৌণ্ড্র উৎকল দ্রাবিড় এই তিন দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ অদর্শন নিবন্ধন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মনু যখন এই কথা কহেন তখন তত্তদ্দেশে ব্রাহ্মণের বসতি হয় নাই। তাহার পরে স্কন্দপুরাণ রচনার পূর্ব্বে উৎকল এবং দ্রাবিড় দেশে ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল। স্কন্দ পুরাণে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন (২)। ১ম পঞ্চ গৌড়ীয়,২য় পঞ্চ দ্রাবিড়ী। সারস্বত(৩)কান্যকুব্জ গৌড়(৪)উৎকল

১। আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
সজ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়োদেশঃ ম্লেচ্ছ দেশস্ততঃ পরঃ।
মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়।

২। সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ।
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ।
শব্দকল্পদ্রুম ধৃতস্কন্দপুরাণ।

৩। সারস্বত। হস্তিনাপুরীর পশ্চিমোত্তর দেশবাসী সরস্বতী নদীতীরস্থ ব্রাহ্মণেরা সারস্বত নামে খ্যাত।

৪। গৌড়। এই গৌড়দেশ বাঙ্গলা দেশান্তর্গত গৌড় নহে। পশ্চিমোত্তরদেশবাসী এক-দল ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ কহেন। মৎস্যপুরাণে দেখা যায় "সূর্য্যবংশীয় শ্রাবস্ত নামা নৃপতি গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগর নির্ম্মাণ করেন।" মৎস্যপুরাণ ১২ অধ্যায়। শ্রাবস্তীনগর ফয়জাবাদ অথবা তৎসন্নিকটে ছিল। ১৭৭১ শকাব্দের মাঘমাসীয় ৪৮ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বাঙ্গলাদেশে গৌড় নগরের স্থাপনা হইলে, পশ্চিমোত্তর দেশস্থ গৌড় দেশের নাম আদি গৌড় হয়।

মৈথিল এই সকল ব্রাহ্মণেরা বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর দিগে বসতি করেন, এবং তাঁহাদের পঞ্চ গৌড়ীয় আখ্যা। বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ কর্ণাট তৈলঙ্গ গুজরাট অন্ধ্র এবং দ্রাবিড় দেশ নিবাসী ব্রাহ্মণেরা পঞ্চ দ্রাবিড়ী নামে খ্যাত।

বাঙ্গলা দেশান্তর্গত গৌড়দেশ আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যবর্ত্তী হইলেও মনুর সময়ে ইহার পৌণ্ড্র নাম এবং অব্রহ্মণ্য দেশ বলিয়া পরিচয় ছিল। মহাভারতের সময়েও অঙ্গ এবং মগধ দেশের ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রধর্ম্মা-বলম্বী ছিলেন।(১) অতএব গৌড়দেশে মহাভারতীয় সময়ের পরে সদ্-ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমে কোন সময়ে গৌড়ে ব্রাহ্মণের বসতি হয় তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া সুকঠিন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নৃপগণ যখন গৌড়ে রাজা ছিলেন তখন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মন্ত্রী ছিলেন। (২) যখন আদিশূর গৌড়াধিকার করেন তখনও গৌড়দেশে ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল। আদিশূর গৌড় জয় করিয়া রাজা হইয়া তদ্দেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব নিবন্ধন কান্যকুব্জ দেশ হইতে পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। ইহার পর শ্যামলবর্ম্ম নৃপতি আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গরাজ্যে আনয়ন করেন। এই হইতেই গৌড় এবং বঙ্গে মাননীয় ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছে।

১। মহাভারতীয় কর্ণপর্ব্ব শল্যপ্রতি কর্ণবাক্য।

২। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে গরুড় স্তম্ভলিপির প্রতিলিপি এবং অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদিশূরের রাজত্ব কাল এবং গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়নের সময়।

আদিশূর নৃপতি কর্ত্তৃক বর্ত্তমান সময়ের রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রশ্রেণী আখ্যাত ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ গৌড়দেশে আসিয়া বসতি করা সকলেই স্বীকার করেন। আদিশূর কোন সময়ে গৌড়ে রাজত্ব করেন, এবং কোন সময়ে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তৎসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অম্বষ্ঠ নৃপতিগণের ঐতিহাসিক বিবরণ লেখক কহেন, "আদিশূর বঙ্গে পরম পণ্ডিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া বঙ্গে ভাবী উন্নতির বীজ বপনরূপ অচলাকীর্ত্তি রাখিয়া লোকান্তরিত হইলেন। তদীয় পুত্র যামিনী ভানু তৎপুত্র অনিরুদ্ধ ক্রমে প্রতাপরুদ্র ভূদত্ত প্রভৃতি কতিপয় নৃপতি বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন" (১)। কায়স্থপুরাণপ্রণেতা কহেন, বঙ্গাধিপতি আদিশূর সম্বৎশাকের ২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।(২) উক্তউভয় লিখনদ্বারা জানা যায় আদিশূর বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বকালে রাজত্ব করিয়াছেন সুতরাং বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। (৩)

১। অম্বষ্ঠনৃপতিগণের ঐতিহাসিক বিবরণ, শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত গুপ্তপ্রেসে ১২৮৪ সালে মুদ্রিত। ৬ পৃষ্ঠা।

২। কায়স্থপুরাণ শ্রীশশিভূষণ নন্দী প্রণীত। ভবানীপুর সুবরবণ প্রেসে মুদ্রিত ১২৮৫। পৃষ্ঠা ১৩৫।

৩। পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রাজবংশ সকলের নামাবলি পর্য্যালোচনা করিলে ঐ বাক্য স্পষ্ট হইবে।

অম্বষ্ঠ নৃপতিগণের ঐতিহাসিক বিবরণলেখক, যে আদিশূরকে উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণানয়নকর্ত্তা আদিশূর নহেন, তাঁহার প্রকৃত নাম আদিত্যশূর। সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আইন আকবরিতে আদিত্যশূরবংশীয় ১১ জন নৃপতির রাজত্বকাল ৭১৪ বৎসর,(১) ভূপালবংশীয় ১০ জন নৃপতির রাজত্বকাল ৬৯৮ বৎসর (২) বীরসেনবংশীয় ৭জন নৃপতির রাজত্বকাল ১০৬ বৎসর লিখা আছে।(৩) আদিশূরের বংশাবলী কি তাহাদের রাজত্বকাল আইন আকবরিতে নাই। ৪) ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ারখিলিজী কর্ত্তৃক যিনি রাজ্যচ্যুত হন, মোসলমান ইতিহাস লেখকেরা তাহার লছমনিয়া নাম দিয়াছেন।

১। আদিত্যশূর	৭৫	২। ভূপাল	৫৫	৩। সুকসেন	৩
যামিনীভানু	৭৩	ধীরপাল	৯৫	বল্লালসেন	৫০
অনিরুদ্ধ	৭৮	দেবপাল	৮৩	লক্ষ্মণসেন	৭
প্রতাপরুদ্র	৬৫	ভূপতিপাল	৭০	মাধবসেন	১০
ভবদত্ত	৬৯	ধনপতি	৪৫	কায়সুসেন	১৫
রেবকদত্ত	৬২	ভিকনপাল	৭৫	সদাসেন	১৮
গিরিধর	৮০	জয়পাল	৯৮	নওজে	৩
পৃথ্বীধর	৬৮	রাজপাল	৯৮		১০৬
সৃষ্টিধর	৫৮	ভোগপাল	৫		
প্রভাকর	৬৩	জয়পাল	৭৪		
জয়ধর	২৩		৬৯৮		

৪। কুলাচার্য্যগ্রন্থে আদিশূরের বংশাবলী পাওয়া যায় কিন্তু ধারাবাহিকরূপে লিখিত নাই। কুলাচার্য্যগ্রন্থ এবং প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের কথানুসারে নিম্নলিখিত বংশাবলী জানা যায়। কবিশূর তৎপুত্র মাধবশূর তৎপুত্র আদিশূর তৎপুত্র ভূশূর তৎপুত্র ক্ষিতিশূর তৎপুত্র ধরাশূর, তাহার পরে প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর, তাহার পর অনুশূর গৌড়ে রাজত্ব করেন। অনুশূরের পরেই বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন রাজা হন।

সম্প্রতি কেহ লছমনিয়াকে বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন, এবং কেহ লছমনিয়াকে বল্লালসেনের প্রপৌত্র লক্ষ্মণসেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই পুস্তকে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র বিভাগ অধ্যায়ে বল্লালসেনের রাজত্বকাল নির্ণয় উপলক্ষে বক্তিয়ারখিলিজী কর্তৃক পরাজিত লছমনিয়াকে বল্লালসেনের পুত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পরাজিত ব্যক্তি লক্ষ্মণসেনই হউন আর লক্ষ্মণসেনের পৌত্র লাক্ষ্মণেয়সেনই হউন, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে যে গৌড় দেশে যবনাধিকার হয় তাহার প্রতি বোধ হয় কাহারই আপত্তি হইবে না।(১) গৌড় দেশ হইতে হিন্দুরাজার রাজ্যচ্যুতি কাল ১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে, আইন আকবরি সম্মত সুকসেন, বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল ৬০ বৎসর বিয়োগ করিলে ১১৪৩ অঙ্ক লব্ধ হয়। তাহা সুকসেনের রাজত্বারম্ভ, অথবা পালবংশের শেষ নৃপতি জয়পালের রাজত্বনিবৃত্তি কাল ১১৪৩ খৃষ্টাব্দ। ঐ ১১৪৩ অঙ্ক হইতে পালবংশের রাজত্বকাল ৬৯৮ বৎসর বিয়োগ করিলে ৪৩৫ অঙ্ক লব্ধ হয়, তাহা পালবংশের আদি নৃপতি ভূপালের রাজ্যারম্ভ অথবা আদিত্যশূরবংশীয় শেষ নৃপতি জয়ধরের রাজ্য নিবৃত্তিকাল, ৪৪৫ খৃষ্টাব্দ। আদিত্যশূরবংশীয় ১১জন নৃপতির ৭১৪ বৎসর রাজ্যকাল, হইতে ৪৪৫ খৃষ্টাব্দ বিয়োগ করিলে ২৬৯ অঙ্ক যাহা লব্ধ হয় তাহা খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৬৯ বৎসর, এবং সেই সময়ে আদিত্যশূরের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

১। আবুরুমান মিনহাজুদ্দিন জেতর জানি স্বয়ং বাঙ্গলা দেশে আসিয়া ৬৫৮ হিজরা (১২৬০ খৃঃ অব্দে) তবকাৎ নাসরি নামা গ্রন্থ লিখেন। তাহাতে ৬০২.৩ হিজরাতে (অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে) বখ্তিয়ারখিলিজী কর্তৃক অশীতিবর্ষ বয়স্ক লছমনিয়া রাজা পরাস্ত হওয়া লিখিয়াছেন।

চার্লসষ্টুয়ার্ট কৃত বাঙ্গলার ইতিহাস ১৮৪৭ সনের কলিকাতা এডিসন ২৬ হইতে ২৯পৃঃ।

অম্বষ্ঠ ভূপতিগণের ঐতিহাসিক বিবরণ লেখককর এবং কায়স্থ পুরাণপ্রণেতার মতানুসরণ করিয়া কখনই ব্রাহ্মণ আনয়নকর্ত্তা আদিশূরকে বিক্রমাদিত্য হইতে প্রাচীন রাজা, ভট্টনারায়ণকে কালিদাস হইতে প্রাচীনকবি, বেণীসংহার নাটককে শকুন্তলা হইতে প্রাচীন নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়না। ব্রাহ্মণ আনয়ন উপলক্ষে কুলাচার্য্যেরা আদিশূরের বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনাতে জানা যায় আদিশূর,কবিশূরের বংশজাত এবং মাধবসেনের পুত্র ; (১) তিনি বিক্রমাদিত্যের বহুকাল পরে গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। (২)আইন আকবরির লিখিত বংশাবলী দৃষ্টে জানা যায় আদিত্যশূরের অধস্তন ২৩ পুরুষে বল্লালসেন বাঙ্গলাতে রাজা হন। পক্ষান্তরে কুলাচার্য্যগণের লিখনমতে আদিশূর ও বল্লালসেনে ৭।৮পুরুষ ব্যবধান মাত্র।(৩) আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণগণের অধস্তন ৭।৮।৯।১০ পুরুষজাত সন্তানেরা বল্লালসেনের সভাতে, শ্রেণীবিভাগ এবং কৌলীন্য মর্য্যাদা বিধানকালে উপস্থিত ছিলেন। (৪) পরন্তু, " সম্বৎ ১০৭৪

১। শুদ্ধ শ্রীচন্দ্রবংশে কবিশূরকুলবরো মাধবো মাধবেন।
তস্মাচ্চাদিশূরঃ ক্ষিতিতল বিজয়ী * *
(৩৭ সংখ্যক এডুকেশন গেজেট)

২। শকাদিত্যোঽভবদ্রাজা বিক্রমাদিত্য এব চ।
ততঃ কালেন মহতা রাজা হ্যাদিশূরকঃ।
গৌড়েশ্বরো নরবরো ভবদাদিশূরো নানাবিদেশি নৃপতেঃ মুকুটার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ।
জেতা সমুদ্ধলঃ বৈরীকুলকুলীনঃ কুলাব্দাচ মাধব শূরসূনুঃ।
বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলরাম।

৩। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে লঘুভারত ধৃত
বল্লাল সেনের জন্ম সম্বন্ধীয় বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকোক্ত বচন।

৪। বারেন্দ্র এবং রাঢ়ীয় বিবরণ দ্রষ্টব্য। ৩য় অধ্যায়

অব্দে কাশীতে বুনার নামে রাজা ছিলেন। ইনি মহম্মদ সাহ দ্বারা পরাজিত হন। উহার দশ বৎসর পরে কাশী, গৌড়াধিপ মহীপাল রাজার অধীনা হয়। তিনি কাশীর রক্ষার্থ স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামে দুই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করিয়া কাশীতে পাঠান। তাহারা কাশীর নিকটবর্ত্তী শরনাথ নামক বৌদ্ধ মঠের জীর্ণোদ্ধার করেন।" (১) ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীর নিকটবর্ত্তী শরনাথ নামকস্থানে অক্ষরমালা খোদিত একখানি প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা ১০৮৩ সম্বতের ১১ পৌষ দিবসে লিখিত। তাহাতেও মহীপাল গৌড়াধিপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (২) আদিশূর, পালবংশের শেষ নৃপতিকে পরাস্ত

১। বিবিধার্থ সংগ্রহ ২ পর্ব্ব ৬৯ পৃষ্ঠা।

২। শরনাথে প্রাপ্ত প্রস্তরাঙ্কিতলিপি।

নমোবুদ্ধায়। বারাণসী সরস্যাং গুরোঃ শ্রীধাম রাশি পাদাব্জং।
আরাধ্য নমিত নৃপতি শিরোরুহৈঃ শৈবালাকীর্ণং। ১
ঈশানচিত্রঘণ্টাদি কীর্ত্তি রত্ন শতানি যো গৌড়াধিপ
মহীপালঃ কাশ্যাং শ্রীমান কারয়ৎ। ২
সফলীকৃতপাণ্ডিত্যৈঃ বোধাবানিবর্ত্তিনৌ যৌ ধর্ম্মরাজিকান্
সঙ্গান্ ধর্ম্মচক্র পুনর্ণবং। ৩
কৃতবন্তৌ চ-নবীন মেষু মহাস্থানে শৈলবিরাজ কূটমং এবাং
শ্রীস্থিরপালো বসন্তপালোঽনুজ সমানৈঃ। ৪
সম্বৎ ১০৮৩ পৌষ দিন ১১

আসিয়াটিক বিসার্চ ৫ বালাম ১৩০ পৃ.

এই বিজ্ঞকখানি প্রাচীন পালি অক্ষরে লিখিত। ডনকান সাহেব উহা প্রচলিত দেবনাগর অক্ষরে লিখিয়া আসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়া দেন। নলন্দাতে প্রাপ্ত অন্য এক বিজ্ঞক দৃষ্টে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শরনাথের বিজ্ঞকের ১০৮৩ সম্বৎ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কর্ণেল কনিংহাম সাহেব কাশীস্থ দেওয়ান জগৎ সিংহের পুষ্করিণীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া ঐ বিজ্ঞক প্রাপ্ত হন এবং তিনিও মূল বিজ্ঞক দৃষ্টে ১০৮৩সম্বৎ স্বীকার করিয়াছেন।

করিয়া গৌড়াধিকার এবং গৌড় হইতে বৌদ্ধদিগকে দূরীভূত করেন। (১) কনিঙহাম সাহেব বিবেচনা করেন খৃষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দীর পরে, পূর্ব্বপ্রদেশে পালবংশীয়দের রাজত্ব ছিল না, সেন-বংশীয়গণ একটী নুতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। (২) অধ্যাপক লাসেন সাহেবের বিবেচনাতে পালবংশীয় শেষ নৃপতি ১০৪০ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যজাতীয় নৃপতি কর্ত্তৃক গৌড় হইতে তাড়িত হন। (৩) ডাক্তার বকানন কহেন পালবংশের শেষে যিনি রাজা হন তাহার নাম আদিশূর। (৪) ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তারা আদিশূরকে বৈদ্য বলিয়া জানেন এবং তাঁহাকে সেনবংশোৎপন্ন বিবেচনা করেন। লঘুভারত-প্রণেতাও কহেন আদিশূর মহীপাল বংশ উচ্ছেদ করিয়া গৌড়ে

১। শ্রীমন্মহারাজাদিশূরোঽভবদবনীপতি ধর্ম্মরাজের শাস্তা
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈ রদিতিসুতপতিঃ সর্ব্বথা সৌম্যধামীৎ।
প্রতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিররিপুস্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা
জিত্বা বুদ্ধাং শ্চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড়রাজ্যাধিরত্নম্॥

শব্দকল্পদ্রুম কায়স্থ শব্দ।

২। কনিঙহাম কৃত আর্কিওলজিকল সর্ভে ৩ বালাম ১৫৯ পৃ। কনিঙহাম সাহেব পাল বংশের রাজত্ব কাল যে নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে ১০৪০ খৃষ্টাব্দে, মহীপালের পরে নয়পাল রাজত্ব করা জানা যায়। তৎপরে বিগ্রহপাল রাজা হন। কনিঙহাম সাহেব আর একখানি তাম্র শাসনের উল্লেখ করেন; তাহা জেলা দিনাজপুরের আমগাছি পরগণাতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। কোলব্রুক সাহেব বিবেচনা করেন তাহা বিগ্রহ পালের সময়ের শাসন। অতএব আদিশূর বিগ্রহ পালকে পরাজয় করিয়া গৌড়াধিকার করা সম্ভবপর।

৩। কলিকাতা রিবিউ ১৮৭৪ জুলাই মাস ৮৬ পৃ৹

৪। ,, ,, ,, ,, ৮৩ পৃ৹

রাজা হন। (১) তাহার মতে কলির ৪১৩০ বৎসর গতে অর্থাৎ ৯৫১ শকাব্দে আদিশূর রাজত্ব প্রাপ্ত হন। (২) লাসেন সাহেব ১০৫০ খৃষ্টাব্দ কহেন তাহাতে ৯৭২ শকাব্দে আদিশূরের রাজ্যারম্ভ শক হইতেছে। ঘটকদিগের গ্রন্থেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে আদিশূর ৯৫৪ শকাব্দে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। (৩) অতএব শকাব্দা সহস্র শতাব্দীর মধ্য-ভাগে আদিশূর গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা সপ্রমাণ হয়।

শকাব্দা সহস্র শতাব্দীতে ব্রাহ্মণেরা আদিশূর কর্তৃক আহূত হইয়া গৌড়ে আসিয়াছিলেন নানা প্রমাণে ইহা ব্যক্ত হয়। কোন

১। আদিশূরস্তদাতস্য সভাসম্মন্ত্রিণাম্বরঃ।
সহায়ঃ শ্বশুরস্যৈব বীরসিংহং নিরস্তবান্॥
গৌড়ে পাল মহীপাল বংশামুচ্ছিদ্য তৎপরে।
পালবংশাসনে গৌড়ে স্বয়ং স্বাধীনতাং গতঃ॥

লঘুভারত ৩ খণ্ড ১৫৭ পৃ০

২। শূন্য বহ্নি বিধুবেদ মিতেকল্যব্দকে গতে।
তেজশেখরবংশৈক আদিশূরো নৃপোঽভবৎ॥

লঘুভারত ২ খণ্ড ১১০ পৃ০

কলির ৪৯৭২ গতাব্দে (১৭৯৩ শকে) লঘুভারতের দ্বিতীয় খণ্ড লিখিত হয়। সেই সময়ে গ্রন্থকর্তা, কলির ৪১৩০ বৎসর গতে আদিশূর রাজ্য করা লিখিতেছেন। কলির গতাব্দ ৪৯৭২ হইতে ৪১৩০ বিয়োগ করিলে ৮৪২ অঙ্ক লব্ধ হয়। শকাব্দ ১৭৯৩ হইতে ৮৪২ অঙ্ক বিয়োগ করিলে ৯৫১ লব্ধাঙ্ক শকাব্দার মানজ্ঞাপক। অথবা কলির ৩১৭৯ বৎসরে শকাব্দারম্ভ হয়—৪১৩০ হইতে ৩১৭৯ বিয়োগ করিলে ৯৫১, শকাব্দার মানজ্ঞাপক অঙ্ক পাওয়া যায়।

৩। বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।

বিদ্যারত্ন ঘটকদত্ত প্রমাণ।

প্রমাণে সহস্র শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কোন প্রমাণে মধ্যভাগে কোন প্রমাণে শেষ ভাগে ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আইসেন জানা যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২০ শে মার্চ্চ দিবসীয় এডুকেশন গেজেট নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে 'গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন' নামে একটী প্রস্তাব লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। প্রস্তাবলেখক ৯১৪ শকে ব্রাহ্মণদিগের আগমন কাল বলেন, এবং উহা সপ্রমাণার্থ "বেদচন্দ্রাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" এই বচনার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা কোন্ গ্রন্থের লিপি অথবা কোন্ ঘটক হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন প্রস্তাবলেখক তাহার উল্লেখ করেন নাই। ঐ বচনের বেদচন্দ্রাঙ্ক শব্দে যদি ৯১৪ অর্থ করা যায় তাহা হইলে আদিশূর গৌড়ে রাজা হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন স্বীকার করিতে হয়। হয় ত বচনার্দ্ধ প্রামাণ্য নহে অথবা বেদচন্দ্রাঙ্ক শব্দে ৯৫৪ শক বুঝাইবে ইহা ঐ বচন রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল। (১)

ঘটকদিগের বাঙ্গলা কারিকা দৃষ্টে ৯৯৪ শকাব্দে ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আইসেন জানা যায়। (২) বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত কারিকার

১। শশী এবং চন্দ্র সম অর্থবাচক শব্দ। জ্যোতিষ মতে চন্দ্র শব্দে (১) শশী শব্দে ৫ বুঝায়, সুতরাং চন্দ্র শব্দে ৫ বুঝাইতে পারে। অতএব বেদচন্দ্রাঙ্ক শব্দে যেমত ৯১৪ বুঝায় সেই মত ৯৫৪ বুঝায় অতএব ৯৫৪ অর্থ করা যাইতে পারে। আদিশূরের রাজত্ব-কাল বিবেচনা করিয়া বচনের প্রামাণিকতা রক্ষার নিমিত্ত কষ্টসাধ্যে ৯৫৪ শক বুঝ ইতে পারে। অথবা হস্তলিখিত পুস্তক হইতে ক্রমে বহু অনুলিপি হইয়া লেখকের ভ্রমবশতঃ বেদবাণাঙ্ক স্থলে বেদাচন্দ্রাঙ্ক শব্দ লিখিত হইতে পারে।

২। শকব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ প্রস্থান যথা।
অঙ্কে অঙ্ক বামাগত বেদযুক্ত তথা॥
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্ক শুক্ল পূর্ণ দিশা।
সহর প্রহর কণৌজ ত্যজিয়ে গৌড় প্রবেশিলেন এসে।

প্রতি তত বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতের লিখনে ৯৯৯ শকাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আইসেন ইহা দৃষ্ট হয়। (২) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত প্রাচীন গ্রন্থ নহে, অতএব তাহার লিখার প্রতিও তত বিশ্বাস সংস্থাপন করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় সুবিখ্যাত ঘটক বংশীবদন বিদ্যারত্ন কুলপঞ্জিকার যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে ৯৫৪ শকাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আইসে প্রমাণ হয়। শকাব্দ ৯৫০ শকের সমকালে আদিশূর গৌড়ে রাজা হন। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে যে আদিশূর বাঙ্গলা দেশে সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব প্রযুক্তই কান্যকুব্জ দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন অতএব ৯৯৪ কি ৯৯৯ শকাব্দে ব্রাহ্মণ আনা হইলে দীর্ঘকাল যাবৎ নিরগ্নিক বেদজ্ঞানবিমূঢ় ব্রাহ্মণগণের সহবাসজনিত কষ্টভোগ করিয়াছিলেন বলিতে হয়; কিন্তু তিনি স্বাধীন রাজা হইয়া এইরূপ কষ্টভোগ করা সম্ভব নহে। ইহাতে বিদ্যারত্ন ঘটকের প্রমাণানুসারে ৯৫৪ শকে ব্রাহ্মণ আইসে ইহা প্রতিপন্ন হয়, বল্লালসেনের রাজত্ব কালের সহিত বিবেচনা করিলেও এই মীমাংসা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

২। ভট্টনারায়ণ দক্ষ শ্রীহর্ষ ছান্দড় বেদগর্ভসংজ্ঞকান্
পত্নীভিঃ সহিতান্ সাগ্নিকান্ যজ্ঞকরগোপসামগ্রী-
সংভূতানানীয় নবনবত্যধিক নবশতী শকাব্দে গঙ্গোপ-
কল্পিত বাসে নিবেশয়ামাস।

নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে তাহার কোন সভাসৎ কর্তৃক ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত লিখিত হয়। স্যার রবার্ট চ্যাম্বর বাঙ্গলা দেশ হইতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের হস্তলিখিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন। তাহার মৃত্যু অন্তে তাহার বিধবা ভগিনী উহা প্রুসিয়ার রাজার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজি অনুবাদ এবং টিপ্পনীর সহিত প্রুসিয়ার রাজধানী বরলিন নগরীতে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি নবদ্বীপের রাজবাটীর দেওয়ান শ্রীকার্ত্তিকেয় রায় কর্তৃক বর্দ্ধিত আকারে বাঙ্গলা ভাষাতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত মুদ্রিত হইয়াছে।

আইন আকবরি গ্রন্থে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভকাল ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ৯৮৮ শকাব্দ। আদিশূর এবং বল্লালসেনে ৮।৯ পুরুষ ব্যবধান। অতএব আদিশূর ৯৯৯ শকে ব্রাহ্মণ আনিলে, বল্লালসেন কি প্রকারে কান্যকুব্জদেশাগত বিপ্রসন্তানগণকে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র এই শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন, এই আশঙ্কাতে পতিত হইয়া কালঘটিত দোষ পরিহারের নিমিত্ত সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা, ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতের "নবনবত্যধিক নবশতী শকাব্দে" পাঠের স্থলে "নবনবত্যধিক নবশত শতাব্দে" পাঠ কল্পনা করিয়া ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতোক্ত ৯৯৯ শকাব্দকে ৯৯৯ সম্বদব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১) কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত গ্রন্থ বাঙ্গলা দেশে লিখিত এবং তাহাতে শকাব্দ ব্যবহার হইয়াছে। ৯৯৯ সম্বতে ৮৬৪ শকাব্দ; তখন গৌড় দেশে পালবংশের রাজত্ব ছিল। (২) অতএব ৯৯৯ সম্বতে কি প্রকারে আদিশূর গৌড়ে রাজা হইবেন এবং ব্রাহ্মণ আনিবেন। বল্লালসেনের রাজ্যকাল নির্ণয়ে প্রতিপন্ন করা যাইবে যে বল্লালসেন ১১৬৬ খৃষ্টাব্দের বহুপরে রাজত্ব করিয়াছেন। (৩) সম্বন্ধ-

১। সম্বন্ধনির্ণয় শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত।

১৬১ পৃ০ এবং ১৬১ পৃষ্ঠার পরের বলিয়া গ্রন্থের প্রথমে যে নোট আছে।

২। কর্ণেল কনিঙহাম সাহেবের মতে পালবংশের আদিরাজা গোপাল খৃষ্টাব্দ ৭৫০ অব্দে গৌড়ে রাজা হন এবং খৃষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দীতে বৈদ্যবংশীয় রাজা কর্তৃক গৌড় হইতে পালবংশের কোন এক রাজা তাড়িত হন। ১০৮৩ সম্বতে মহীপাল গৌড়ে রাজত্ব করায় স্পষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর্চিওলজিকল সর্ভে ৩ খণ্ড।

৩। এই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে বল্লাল সেনের রাজত্বকাল নির্ণয় হইয়াছে।

নির্ণয়কর্ত্তা দানসাগর রচনা বিষয়ক "পূর্ণেশশি নবদশমিতে," এই মানবাচক শব্দে ১০৯১ স্থলে ১০১৯ অর্থ করাতেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। (৩)

-:০:-

৩। "পূর্ণেশশি নবদশমিতে" ইহার প্রকৃত অর্থ ১০৯১। রহস্যসন্দর্ভের প্রস্তাবলেখক আইন আকবরি উক্ত বল্লাল সেনের রাজত্ব কাল ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার নিমিত্ত ১০১৯ শকাব্দ অর্থ করিয়া ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেন কর্ত্তৃক দান সাগর রচিত হওয়া কহিয়াছেন। সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তাও তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

গৌড়ে ব্রাহ্মণের আগমন।

আদিশূর যখন গৌড়াধিকার করেন, তখন গৌড়দেশে সাগ্নিক এবং বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব ছিল, তাহাতেই আদিশূর কান্যকুব্জ দেশ হইতে সাগ্নিক এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনিয়া গৌড়ে বসতি করান্। ব্রাহ্মণ আনয়নের কারণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে লিখিত আছে। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা কহেন, আদিশূর, কান্যকুব্জ দেশের রাজা চন্দ্রকেতুর চন্দ্রমুখী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমুখী, চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করেন, দেশীয় ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞানবিমূঢ়তানিবন্ধন রাজ্ঞীর অভিলাষানুরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে না পারাতে রাজ্ঞীর অনুরোধক্রমে আদিশূর স্বকীয় শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া, রাজ্ঞীর ব্রত সম্পন্ন করেন। (১) রাঢ়ীয় ঘটকদের লিখনানুসারেও আদিশূর যজ্ঞ সম্পন্ন

১। নাম্নাচন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলক শ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা
সৎপুণ্যাশ্রয় কান্যকুব্জ বসতেঃ কন্যাচ পুণ্যার্থিনী।।
পত্নী গাঢ়তর প্রতাপনিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ
ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণাচারিণী॥
তত্রাদাবগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহৃতস্তত্র বিপ্রোয়ন্তকৌশিকঃ।
কৌত্তীল্য কৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিক কৌশিকৌ
এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ।

করিবার নিমিত্ত, কান্যকুব্জ দেশ হইতে সাগ্নিক এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন জানা যায়। (১) কি কারণে, কিপ্রকার যজ্ঞ করিবার জন্য, আদিশূর ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন সেবিষয়ে মতভেদ আছে। (২) ব্রাহ্মণেরা পুত্র পৌত্র স্ত্রী এবং ভৃত্যাদি সহিত আইসাতে বোধ হয় আদিশূর সাগ্নিক বেদজ্ঞ

চন্দ্রমুখী উবাচ।

গায়ন্ত বেদং পুরন্দরভেদং মন্ত্রতন্ত্রাগ্নিং জ্বালন্ত।
বরুণাবাহনপূর্ব্বকং কুম্ভাগতং কুরুতাবনী দেবাঃ॥

বিপ্রা উচুঃ।

বয়ংনৈব জানীমহে বেদবাণী মিদানীং বিজ্ঞাস্যোদ্ভবোন শ্রুতোগ্নিঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা নরপতিঘোষা বচন মবোচৎ বহুতর রোষা।
ব্রাহ্মণহীনে দেশে বাসো কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ।

বারেন্দ্রকুলপঞ্জী।

১। আদিশূর মন্ত্রী পুরোহিতপ্রভৃতি সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

অহং ক্ষেত্রকুলে জাতো ন কুর্য্যাম্ তবজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম॥
কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগসাগ্নিকাঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো॥

বিপ্র উবাচ।

কানকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞনিষ্পন্নহেতুং কুরু।

বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক প্রদত্ত প্রমাণ।

২। কেহ, কহেন গৌড়দেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে; কেহ, কহেন আদিশূর আপন স্ত্রীর ব্রত নির্ব্বাহ জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। ১৮৫৭। ২০ শে মার্চ্চের এডুকেশন গেজেট। বৈদ্য কুলজি মতে আদিশূর অপুত্রক ছিলেন, এবং পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত যজ্ঞ করার জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণের বসতি করাইবেন উদ্দেশে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রথমবারে কান্যকুব্জ দেশে ফিরিয়া যাওয়াতে প্রথমোদ্যমে আদিশূরের অভীষ্টসিদ্ধ হয় নাই।

বারেন্দ্র এবং রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে ঐক্যমতেই লিখিত আছে আদিশূর ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিয়া কান্যকুব্জাধিপতিকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতিও তদনুসারে গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেন। (১) কান্যকুব্জ দেশ গৌড় দেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। (২) বর্ত্তমান সময়ে যদি রেলওয়ে উঠিয়াও যায় তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে এবং পথের সুব্যবস্থা নিবন্ধন কান্যকুব্জ দেশ হইতে গৌড় দেশে আইসা যেরূপ সুখসাধ্য, শকাব্দ সহস্র শতাব্দীতে ইহা হইতে সহস্র গুণ কষ্টসাধ্য ছিল। উপযুক্ত পথ এবং শাসনাভাবে পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক অনেকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। ইহাতেই ব্রাহ্মণেরা ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে গৌড়দেশে আসিয়া-

১। রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত কুলরাম নামা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আদিশূর কাশীর অধিপতি হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান, কাশীর রাজা ব্রাহ্মণ দিতে অস্বীকার করাতে আদিশূর তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া করস্বরূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন। ইহা অন্যান্য গ্রন্থের বিরোধী।

২। কান্যকুব্জ নগরী অতীব প্রাচীনা। চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার অন্বয়ে ১০ ম পুরুষে কুশনামা নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। কুশের পুত্র কুশনাভ মহোদয় নামে নগর বা দেশ স্থাপন করেন। কুশনাভের এক শত কন্যা ছিল, বায়ুকর্ত্তৃক কন্যাগণ কুব্জা হয়। রামায়ণ বালকাণ্ড ৩২ সর্গ। তাহাতেই মহোদয়ের নাম কান্যকুব্জ হইয়াছে। "কান্যকুব্জ মিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎপুরং" কালক্রমে নগরের নাম হইতে দেশের নাম কান্যকুব্জ হইয়াছে। কুল্লুক ভট্ট মনুর টীকাতে কহেন, পাঞ্চাল দেশের নামই কান্যকুব্জ, "সম্ভবতঃ দক্ষিণ পাঞ্চাল এবং কান্যকুব্জ" এক দেশ হইতেছে। কাণপুরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অদ্যাপি প্রাচীন কান্যকুব্জের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে।

রামপালগ্রামে বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণদিকের দীঘির উত্তর তটের পাকা বান্দাঘাটের উপর যে গজারিবৃক্ষ আছে তাহা উক্তব্রাহ্মণগণের দ্বারা জীবিত বৃক্ষ বলিয়া তত্রত্য জনগণের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস নিবন্ধন উক্ত গজারি বৃক্ষের পূজাও হইয়া থাকে। শুষ্কবৃক্ষ জীবিত সম্বন্ধে যাহার যেমত বিশ্বাস, তিনি তদ্রূপ বিশ্বাসই করিবেন। তদ্বিষয়ে আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু আগত ব্রাহ্মণেরা বিক্রম পুরান্তঃপাতি রামপালনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা তাহার আলোচনা করা বিধেয়।

মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রযত্নে বেণীসংহার নাটক মুদ্রাঙ্কনকালে পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণেরা আইসেন তখন আদিশূর রামপালনগরীতে ছিলেন; এবং ব্রাহ্মণেরাও তথায় উপস্থিত হন।(১) বিদ্যাবাগীশ কোন প্রমাণের বলে ঐরূপ লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই। পক্ষান্তরে বিদ্যাবাগীশের লিপি, কুলগ্রন্থের লিখনের বিপরীত। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে অতি স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণেরা গৌড়নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।(২) কুলগ্রন্থের লিখা অন্যান্য ঘটনা বলী দৃষ্টে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান

১। ১৭৮৭ শকাব্দে বাঙ্গাল সুপিরিয়র প্রেসে মুদ্রিত বেণীসংহার নাটক—

২। কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা সমিতাহি গৌড়ং।
রাজাদিশূরপুরতঃ হুলদগ্নি তুল্যাঃ।
কুলরাম।

অন্যচ্চ।

কণ্ঠনিষ্ঠ বিষ্ণুচক্র মূর্ত্তযোঽপি তেদ্বিজাঃ।
সুপ্রশস্ত গৌড়দেশ মাগুতোষমাযযুঃ॥
বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা।

হয়। রামপালনগরী বঙ্গদেশান্তর্গত (১) বিক্রমপুরের মধ্যস্থা, গৌড়দেশে আগত বলিলে বিক্রমপুরে যাওয়া বুঝায় না। যদি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণেরা বিক্রমপুরে যাইতেন তাহা হইলে বারেন্দ্র অথবা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের আদি নিবাসের চিহ্ন বিক্রমপুরে লক্ষিত হইত। এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বারেন্দ্র নাম না হইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ নাম হইত। বিক্রমপুরাঞ্চলে যেসকল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি দেখা যায়, সেই সকল ব্রাহ্মণ বহুকালপরে বারেন্দ্রদেশ হইতে বিক্রমপুরে গিয়া বসতি করিয়াছেন। বারেন্দ্র কুলগ্রন্থের লিখন দৃষ্টে আরও উপলব্ধি হয় ব্রাহ্মণেরা প্রথমে গঙ্গাতীরে বসতি করিয়াছিলেন।

আদিশূরের আহ্বানানুসারে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ এবং সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে আসিয়াছিলেন। গোত্রসংখ্যা ও গোত্রনামসম্বন্ধে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটকদিগের মধ্যে মতভেদ নাই। সমাগত ব্রাহ্মণদিগের নামসম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্রের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ, এবং

১। পশ্চিমে করতোয়া উত্তর এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ দক্ষিণে বাঙ্গলার অখাত এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পাবনা, বগুড়া, ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহ, জেলার প্রায়শঃ ভূমিখণ্ড ও ঢাকা জেলা, বঙ্গদেশ বলিয়া খ্যাত। চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র এবং ওড্র নামে সন্তান জন্মে, তাঁহারা যে যে দেশ অধিকার করেন, অধিকর্ত্তার নামানুসারে সেই দেশের নাম হয়।

বরেন্দ্রদেশ গৌড়ের একাংশ। মহানন্দা নদীর পূর্ব্ব এবং করতোয়া নদীর পশ্চিমস্থ ভূমিখণ্ড বরেন্দ্র নামে অভিহিত। আদিশূর বংশীয় প্রদ্যুম্ন শূর এবং বরেন্দ্র শূর এক সময়ে রাজা হইয়া গৌড়দেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বরেন্দ্র শূরের অধিকৃত খণ্ডের নাম বরেন্দ্র দেশ। অদ্যাপিও ঐ দেশ বরেন্দ্রী শব্দে অভিহিত আছে।

সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ,ইহারা আইসেন। (১) দেবীবর ঘটকের মতে, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুধানিধি, বাৎস্য গোত্রীয় বীতরাগ,ভরদ্বাজগোত্রীয় তিথিমেধা, সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি, ইহারা গৌড়ে আইসেন। (২) বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরাও সমাগত ব্রাহ্মণগণের নাম সম্বন্ধে একমতাবলম্বী নহেন। সাধারণতঃ কুলজ্ঞেরা কহেন, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর; এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আইসেন, এবং আপনাদের উক্তির প্রমাণনিমিত্ত "নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপ স্তথা। বাৎস্যো ধরাধরোজ্ঞেয়ঃ ভরদ্বাজস্তু গৌতমঃ। পরাশরশ্চ সাবর্ণঃ।" এই বচন পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন্ গ্রন্থের বচন তাহা বলিতে পারেন না। বহু অনুসন্ধানে, প্রাচীন কুলজ্ঞদের গৃহস্থিত কুলপঞ্জীগ্রন্থে যে বচন পাওয়া

১। শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠঃ ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠঃ বাৎস্য শ্রেষ্ঠোহপি ছান্দড়ঃ।
ভারদ্বাজিক গোত্রেচ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোহপি সাবর্ণে যথাবেদপ্রসিদ্ধকঃ।

কুলরাম।

২। শ্রীক্ষিতীশস্তিথিমেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃপঞ্চধর্ম্মাত্মা আগতো গৌড়মণ্ডলে।

সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি এই বচনকে দেবীবরের বচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য গ্রন্থ গর্ভে দেবীবরের নাম উল্লেখ হইল। সম্বন্ধনির্ণয় ৩১২ পৃঃ। বিদ্যারত্ন ঘটকও কহেন যাহারা আদিশূরের যজ্ঞে আইসেন তাঁহাদের নাম ক্ষিতীশ প্রভৃতি। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ এই।

ক্ষিতীশ স্তিথিমেধাচ বীতরাগঃ সুধানিধি।
সৌভরিঃপঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতো গৌড়মণ্ডলং॥

গিয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয়, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ জম্বুটট্টরগ্রাম হইতে, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর তাড়িতগ্রাম হইতে, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ কোলাঞ্চ হইতে, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম ঔড়ম্বর গ্রাম হইতে সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর মত্রগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। (১) যে কুলজ্ঞের নিকটে এই প্রমাণযুক্ত কুলপঞ্জী গ্রন্থ পাওয়া যায় তিনি কহিয়াছেন উহা তাঁহার পিতামহের হস্তলিখিত পুস্তক এবং ন্যূনকল্পে ৮০ বৎসরের পূর্ব্বে তাহার পিতামহ প্রতিলিপি করিয়াছেন। তারেঙ্গানিবাসী রামচরণ সিদ্ধান্ত ঘটক হইতে যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ ভিল্লিচট্টর গ্রাম হইতে, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ ঔডম্বর গ্রাম হইতে, কশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ কোলাঞ্চ দেশ হইতে, বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড় তাড়িদেশ হইতে, সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ব্ভ মত্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। (২)

১। নারায়ণাখ্যো যস্তেষাং শাণ্ডিল্য গোত্র এবসঃ।
রাজাজ্ঞয়া সমায়াতঃ গ্রামতো জম্বুটট্টরাত্॥
ধরাধরো বাৎস্য গোত্র স্তাড়িত গ্রামতঃ স্বয়ং।
সুষেণঃ কাশ্যপো জ্ঞেয়ঃ কোলাঞ্চাৎ ত্বয়াগতঃ॥
গৌতমাখ্যো ভরদ্বাজ গোত্র ঔডম্বরাত্তথা।
পরাশরস্তু সাবর্ণো মত্রগ্রামাৎ সমাগতঃ॥

বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

২। ভট্টনারায়ণস্তত্র শাণ্ডিল্যঃ ভিল্লিচট্টরাত্।
ঔড়ম্বরাত্ত্বরদ্বাজঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
কোলঞ্চাৎ কাশ্যপো দক্ষস্তাড়িদেশান্মহাতপাঃ।
বাৎস্য গোত্র সমুৎপন্ন ছান্দড়ঃ মুনিসত্তমঃ।
বেদগর্ব্ভস্ত সাবর্ণো মত্রদেশাৎ সমাগতঃ।

রাঢ়ীয় ঘটকপ্রধান বংশীবদন বিদ্যারত্ন, ক্ষিতীশ তিথিমেধা বীতরাগ সুধানিধি এবং সৌবরি, এই ৫ পাঁচজন ব্রাহ্মণের গৌড়ে আগমন কহিয়া, তাহাদের অন্বয়জাত ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ এবং বেদগর্ভ ইহারা আদিশূরতনয় ভূশূর কর্ত্তৃক রাঢ়দেশে গিয়া বসতি করা ও দামোদর সদাচার্য্য, গৌতম, কৃপানিধি, ধরাধর, রত্নগর্ভ ইহারা বারেন্দ্র দেশে থাকা কহেন। (১) অতএব রাঢ়ীয় প্রাচীন ঘটকদিগের মতে আগত ব্রাহ্মণের নাম ক্ষিতীশ তিথিমেধা বীতরাগ সুধানিধি, সৌবরি। বাচস্পতি মিশ্র ঘটকের মতে আগত ব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ দক্ষ ছান্দড় শ্রীহর্ষ বেদগর্ভ। (২)বারেন্দ্র ঘটকদিগের মতানুসারে আগত ব্রাহ্মণদিগের নাম নারায়ণ সুষেণ ধরাধর গৌতম পরাশর। এবং কোন কোন ঘটকের নিকট ভট্টনারায়ণ দক্ষ ছান্দড়

১। ক্ষিতীশস্তিথিমেধাচ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌবরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলং।
শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠঃ বাৎস্য শ্রেষ্ঠোপি ছান্দড়ঃ।
ভারদ্বাজিক গোত্রেচ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে রাঢ়দেশগতা অমী॥
দামোদরঃ সদাচার্য্যঃ শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ সুধীঃ।
গৌতমোপি ভরদ্বাজে কাশ্যপেচ কৃপানিধিঃ।
বাৎস্য গোত্রসমুদ্ভবঃ জয়যুক্তঃ ধরাধরঃ।
রত্নগর্ভোপি সাবর্ণে বারেন্দ্র ভূমি ভূশূরাঃ॥

২। বাচস্পতি মিশ্র ঘটক দেবীবরের উত্তর কালের লোক। তিনি কেবল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। যাহারা রাঢ়দেশে গমন করেন, তাঁহাদিকে আদিব্যক্তি গণ্য করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীহর্ষ বেদগর্ভ নামও শুনা গিয়াছে। (১) বিদ্যারত্ন ঘটকের মতে যেসকল ব্রাহ্মণ প্রথমে গৌড়ে আইসেন তাহারা আদিশূরের যজ্ঞ সম্পন্ন না করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। বেণীসংহার নাটকের ভূমিকাতেও তাহাই লিখিত হইয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটককারিকা উক্তমতের সহায়তা করিতেছে। (২) বারেন্দ্র ঘটকেরা কহেন আগত ব্রাহ্মণেরা আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া কান্যকুব্জে যান এবং তথায় হতাদর হইয়া গৌড়ে আইসেন। তাহারপর তাহাদের সন্তানেরা সস্ত্রীক গৌড়ে আসিয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় ঘটকদের মতে বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম গ্রন্থখানি মান্য। কিন্তু তাহাতে পরস্পর বিরোধী মত সন্নিবেশিত হইয়াছে।(৩)

১। বারেন্দ্র ঘটকদিগের মতে ভট্টনারায়ণ দক্ষ ছান্দড় শ্রীহর্ষ বেদগর্ভ এই পাঁচটি নাম প্রথম শ্রুতিগোচর হইল। ভারেঙ্গার শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী, ভারেঙ্গার ঘটকদিগের পুস্তকে উক্ত নাম সকল প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃত বচন সহিত পাঠাইয়া দেন। কোন গ্রন্থের প্রমাণ তাহা লিখিত নাই সম্ভবতঃ পাতড়াতে লিখিত প্রমাণ।

২। বীরসিংহ প্রতি আদিশূরের শেষ পত্র—

নৃপতি সুকৃতিসারঃ ধীরবংশাবতংসঃ প্রবল বলবিচারো বীর সিংহোতিবীরঃ।

নরবর সখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্ পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয়ত্বং নিতান্তং॥

৩। কুলরাম গ্রন্থে লিখিত আছে, কাশীর অধিপতিকে আদিশূর যুদ্ধে জয় করিয়া করস্বরূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন। এই লেখা অন্যান্য গ্রন্থের লেখার বিপরীত। বাচস্পতি মিশ্র আগত ব্রাহ্মণদিগকে রাঢ়দেশে বসতি স্থান দিতেছেন। এবং কামটী ব্রহ্মপুরী হরিকোটি কঙ্কগ্রাম বটগ্রাম রাঢ়দেশস্থ এই পাঁচখানি গ্রামে ভট্টনারায়ণাদির বসতি কহিয়াছেন এবং আদিশূর ঐ সকল গ্রাম দান করা লিখিয়াছেন যথা "শাণ্ডিল্যাদি গোত্রেভ্যঃ শাসনং বিধিবদ্দদৌ। কামটী ব্রহ্মপুরীচ হরিকোটিস্তথৈবচ। কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানিপঞ্চচ"। অন্য ঘটকেরা এবং বাচস্পতি মিশ্রও অন্য স্থানে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আসা কহিয়াছেন।

যাহা হউক প্রচলিত গ্রন্থ সকলের আলোচনা এবং ঘটকদিগের মত এবং পরস্পর জনশ্রুতি অনুসরণ করিয়া নিম্নলিখিত মতে নামঘটিত অনৈক্য পরিহারের চেষ্টা করা যাইতে পারে। যথা শাণ্ডিল্য গোত্রে আগত ব্যক্তির নাম ক্ষিতীশ, তাহার পুত্রগণের নাম দামোদর সদাচার্য্য ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি। (১) ক্ষিতীশ গৌড়ে আসিয়া আদিশূরের যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ, আদি গাঁই ওঝা এবং দামোদর সদাচার্য্য নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে গৌড়দেশে রাখিয়া নিজে রাঢ়দেশে গমন করেন। এইরূপ ভরদ্বাজ গোত্রীয় তিথিমেধা, শ্রীহর্ষ এবং গৌতম নামক পুত্রের সহিত, কশ্যপ গোত্রীয় বীতরাগ দক্ষ সুষেণ এবং কৃপানিধির, বাৎস্য গোত্রীয় সুধানিধি, ছান্দড় এবং ধরাধরের, সাবর্ণ গোত্রীয় সৌবরি বেদগর্ভ রত্নগর্ভ এবং পরাশর সহিত গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন।

১। ক্ষিতীশস্তস্য পুত্রোঽভূদাগতো গৌড় রাজ্যকং।
তস্যাসীবহবঃ পুত্রাজাতা সৰ্ব্বে গুণান্বিতাঃ॥
দামোদর স্তথা শৌরী বিশ্বম্ভর উদারধীঃ।
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোপিচ॥

সম্বন্ধনির্ণয়। পরিশিষ্ট ১৩ পৃঃ—

কান্যকুব্জাগত বিপ্রগণের নাম	[illegible]	যাঁহারা রাঢ়দেশে বাস করিলেন	[illegible]	যাঁহাদের হইতে বংশাবলী গণনা হয়
শাণ্ডিল্য গোত্রে ক্ষিতীশ।	ভট্টনারায়ণ দামোদর, প্রভৃতি।	ভট্টনারায়ণ	[দা]মোদর প্রভৃতি বং ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝা	রাঢ়ী কুলে ভট্টনারায়ণ হইতে বারেন্দ্র কুলে আদি গাঞি হইতে
ভরদ্বাজ গোত্রে তিথিমেধা	গৌতম		গৌতম	রাঢ়ীয় কুলে শ্রীহর্ষ হইতে বারেন্দ্র কুলে গৌতম হইতে
কাশ্যপ গোত্রে বীতরাগ	দক্ষ সুষেণ কৃপানিধি	দক্ষ	সুষেণ কৃপানিধি ১	রাঢ়ীয় কুলে দক্ষ হইতে বারেন্দ্র কুলে সুষেণ হইতে
বাৎস্য গোত্রে সুধানিধি	ছান্দড় ধরাধর	ছান্দড়	ধরাধর	রাঢ়ীয় কুলে ছান্দড় হইতে বারেন্দ্র কুলে ধরাধর হইতে
সাবর্ণ গোত্রে সৌবরি	বেদগর্ভ পরাশর রত্নগর্ভ	বেদগর্ভ	পরাশর রত্নগর্ভ ১	রাঢ়ীয় কুলে বেদগর্ভ হইতে বারেন্দ্র কুলে পরাশর হইতে

১। কৃপানিধি এবং রত্নগর্ভের বংশাবলী বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় না। বল্লাল সেন কর্ত্তৃক ঘটক নিয়োগ হইয়াছে ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। আদি গাঞি ওঝা সুষেণ গৌতম ধরাধর এবং পরাশর হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত সোদরহীন একমাত্র সন্তানের নাম দৃষ্ট হয়। ৭।৮।৯।১০ পুরুষে পাঁচ জনের এইরূপ সোদরহীন একমাত্র সন্তা-

আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণেরা কোন্ বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন ? এখন তাহার আলোচনা করা বিধেয়। রাঢ়ীয়কুলে অধিকাংশ সামবেদী ব্রাহ্মণ, ইহাতেই রাঢ়ীয় ঘটকেরা কহেন, আদিশূর সামবেদী ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের উক্তির সমর্থন জন্য প্রমাণও দর্শান। (১) কিন্তু সেই প্রমাণের প্রতি সন্দেহ করিবার অনেকগুলি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ যদি এক সামবেদী ব্রাহ্মণই আদিশূর আনিয়াছিলেন, তাহা হইলে বারেন্দ্রকুলে কেন ঋগ্বেদী যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগোচর হয় ? বারেন্দ্র শ্রেণীতে ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প নহে। এবং রাঢ়ীশ্রেণীতেই বা কেন যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব লক্ষ্য হয় ? (২) আদিশূর একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন, দেশে বৈদিক ধর্ম্মপ্রচার করার উদ্দেশে যদি তিনি ব্রাহ্মণ আনিয়া থাকেন তাহা হইলে এক সামগ ব্রাহ্মণ আনিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। রাঢ়ীয় কুলজ্ঞদের মতেও আদিশূর যজ্ঞ সম্পন্ন নিমিত্ত ব্রাহ্মণ আনা জানা যায়। যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অধ্বর্য্যু হোম উদ্গান এই তিনটী ক্রিয়ার প্রয়োজন। তন্মধ্যে অধ্বর্য্যু সম্বন্ধীয় কার্য্য যজুঃ দ্বারা হোমক্রিয়া ঋকদ্বারা উদ্গান সামদ্বারা নিষ্পন্ন

জন্মা অসম্ভব। বল্লাল সেন ভিন্ন ভিন্ন দেশে ব্রাহ্মণ পাঠান, অতএব অনুমান হইতেছে কৃপানিধির ও রত্নগর্ভের ও আদিগাঞি ওঝা প্রভৃতির অন্যান্য সন্তানের সন্তানগণকে ভিন্ন দেশে পাঠালে তাহাদের বংশাবলী রক্ষিত হয় নাই।

১। সস্ত্রীকান্ শাস্ত্রসংযুক্তান্ আনীতান্ সামগান্ দ্বিজান্।
পঞ্চগোত্র সমুৎপন্নান্ পূজয়েচ্চ যথাবিধি।

রাঢ়ীয় ঘটকের প্রদত্ত প্রমাণ—

২। রাঢ়ীয় শ্রেণীতে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প নহে। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরও অস-ভাব নাই।

হইবার বিধি পুর্ব্ব হইতেই আছে। (১) ইহাতে আদিশূর এক সামবেদী ব্রাহ্মণ আনাইবেন ইহা সম্ভবপর নহে।

রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সামবেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা কেন অত্যধিক, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। কুলকালিমা নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার লেখক কহেন বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা লক্ষ্মণসেনের, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা বল্লালসেনের পক্ষ অবলম্বন করেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ বেদাধ্যাপক না থাকাতে, বল্লাল পক্ষীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে প্রার্থী হন, তাহাতে লক্ষ্মণসেনের আদেশ মত বারেন্দ্র বেদাধ্যাপক কেবলমাত্র এক সামবেদ রাঢ়ীয়দিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ইহাতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র সামবেদী হইয়াছেন। (২) এই লেখার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন অথবা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারিনা। প্রথমতঃ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বল্লালসেন বারেন্দ্র শ্রেণীর অনিরুদ্ধনামা ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন। (৩) দ্বিতীয়তঃ বল্লালসেন বারেন্দ্র শ্রেণীর উৎকর্ষ সাধনার্থে সমধিক যত্নবান ছিলেন। এমতস্থলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বল্লালসেনকে ত্যাগ করিবেন ইহা অসম্ভব। বিশেষতঃ বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেনের সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বেদানভিজ্ঞ

১। অধ্বর্য্যবং যজুর্ভিঃস্যাদৃগ্‌ভির্হোত্রং দ্বিজোত্তম।
উদগানং সামভিশ্চক্রে। কূর্ম্মপুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

২। কুলকালিমা। গ্রন্থকারের নাম নাই। ১২৮৬ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত, দ্বিতীয় সংস্করণ ৫৬। ৫৭ পৃঃ—

৩। বল্লাল সেন যে বারেন্দ্র অনিরুদ্ধ নামা ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন, তাহা দান সাগরের লেখা দ্বারা বোধ হয়।

হইয়াছিলেন।(১) ইহাতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা কিপ্রকারে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-দিগকে বেদশিক্ষা করাইয়াছিলেন? বারেন্দ্র ঘটকেরা কহেন, ভট্ট-নারায়ণ প্রভৃতি রাঢ়দেশে গমন করিয়া সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ করেন। ঐ সপ্তশতী কন্যার গর্ব্ভে ভট্টনারায়ণাদির যেসকল সন্তান জন্মে তাহারা সামগ সপ্তশতী মাতুলের দ্বারা উপনীত হইয়া সকলেই সামগ হইয়াছেন। ইহাতেই রাঢ়ীয় কুলে সামবেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্য-ধিক। এই লিখার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সামবেদাপেক্ষা ঋগ্বেদ কঠিন, ঋগ্বেদীয় গৃহ্যকর্ম্ম তথা সন্ধ্যা বন্দনাদি সামবেদীয় গৃহ্যকর্ম্ম এবং সন্ধ্যাবন্দনা হইতে বৃহৎ ও কঠিন। ইহাতেই বোধ হয়, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা ঋগ্বেদের অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া সামবেদী হইয়া থাকিবেন।

এখন আর একটী বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে যে রাঢ়ীয়কুলের ভরদ্বাজ গোত্রের আদিপুরুষ শ্রীহর্ষ এবং নৈষধ কাব্যরচয়িতা শ্রীহর্ষ একব্যক্তি কি না? পূর্ব্বে এবিষয়ে লোকের মনে কোনই সন্দেহ ছিলনা। বঙ্গভাষাতে অনুবাদিত নৈষধ কাব্যের সমালোচক, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ভরদ্বাজ গোত্রের আদিপুরুষ শ্রীহর্ষই, নৈষধকাব্য রচ-য়িতা শ্রীহর্ষ ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।(২)তৎপরে "ঐতি-হাসিক রহস্য" নামা প্রস্তাব লেখক বাবু রামদাস সেনও নৈষধ রচ-য়িতা শ্রীহর্ষকেই রাঢ়ীয় শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রের আদিপুরুষ শ্রীহর্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৩) ইহাতেই অনেকে ভরদ্বাজ গোত্রীয়

১। লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ স্বকৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামা গ্রন্থে লিখিয়াছেন রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়নহীন হইয়াছিলেন।

২। রহস্য সন্দর্ভ ১ খণ্ড ৪১।৪২ পৃ০

৩। ঐতিহাসিক রহস্য শ্রীহর্ষ বিবরণ।

শ্রীহর্ষকে নৈষধ কাব্যের রচয়িতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, পরিশেষে সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তাও উক্ত মতের পোষণ করিয়াছেন। রাঢ়ীয় ঘটক-দিগের কুলগ্রন্থে এই বিষয়ের কিছুই উল্লেখ নাই, থাকিবার কথাও নহে। নৈষধ কাব্যরচয়িতা শ্রীহর্ষের পিতার নাম এবং গৌড়াগত শ্রীহর্ষের পিতার নাম স্মরণ এবং উঁহাদের বর্ত্তমান সময় বিবেচনা করিলে নৈষধ কাব্যরচয়িতা শ্রীহর্ষ যে গৌড়াগত শ্রীহর্ষ নহেন ইহা প্রতীয়মান হয়। নৈষধ চরিত নামক কাব্যগ্রন্থ রচয়িতার পিতার নাম শ্রীহীর, ইহা গ্রন্থকর্ত্তা নিজেই লিখিয়াছেন। (১) গৌড়াগত শ্রীহর্ষের পিতার নাম তিথিমেধা ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (২) ডাক্তার বুলার সাহেবের মতে কাশীর অধীশ্বর জয়ন্তচন্দ্র এবং কণৌজের অধিপতি জয়চন্দ্র একই ব্যক্তি এবং ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কান্য-কুব্জ এবং বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। প্রবন্ধকোষ নামক জৈনগ্রন্থ লেখক রাজশেখর বলেন শ্রীহর্ষদেব বারাণসীর রাজা জয়ন্তচন্দ্রের আজ্ঞাতে নৈষধ কাব্য রচনা করেন। নৈষধকাব্যকর্ত্তা স্বয়ংই লিখি-য়াছেন তিনি কান্যকুব্জেশ্বর হইতে তাম্বুল এবং আসন প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। (৩) রাজশেখরের লিখার সহিত শ্রীহর্ষের নিজোক্তি মিলা-ইয়া বিবেচনা করিলে কাশীর অধীশ্বর জয়ন্তচন্দ্রকে কান্যকুব্জের অধীশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, এবং ডাক্তার বুলারের উক্তি বহুলাংশে

১। শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কার হীরঃসুতঃ।
শ্রীহীরঃ সুষুবে নৈষধ কাব্য প্রথম সর্গ সমাপ্তি শ্লোক।

২। সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা পিতৃ নামের বিভিন্নতা দেখিয়াও শ্রীহীরের নামান্তর তিথিমেধা বলিয়া বিভিন্নতা দোষ দূর করার চেষ্টা পাইয়াছেন। সম্বন্ধনির্ণয় ২১৩ পৃঃ নোট

৩। তাম্বূল দ্বয় মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ।
নৈষধ কাব্য ২২ সর্গ সমাপ্তি শ্লোক।

সত্য বলিয়া জানা যায়। অতএব নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষ ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নৈষধ কাব্যরচনা করেন। এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রের আদি ব্যক্তি শ্রীহর্ষ ৯৫৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে আইসেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ এবং কৌলীন্য মর্য্যাদাবধারণ।

রাঢ়ীয় ঘটকদের মতে গৌড়াধিপতি আদিশূর ক্ষিতীশাদি বিপ্র পঞ্চককে আহ্বান করিয়া গৌড়ে আনয়ন করেন, এবং তাহাদেরদ্বারা আভলাবা রূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া রাজধানীর নিকটে গৌড়ে তাঁহাদের বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। আদিশূরাত্মজ ভূশূর আপন রাজত্বকালে ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ,তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষ,বীতরাগের বংশধর দক্ষ, সুধানিধির বংশধর ছান্দড়, সৌভরির অন্বয়েজাত বেদগর্ভ এই পাঁচজনকে রাঢ়দেশে পাঠাইয়াদেন। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরাও ভট্টনারায়ণ প্রমুখ দক্ষ ছান্দড় শ্রীহর্ষ এবং বেদগর্ভের রাঢ়দেশে গিয়া বসতি স্থাপনের কথা কহেন কিন্তু একটী মাত্র কারণ প্রদর্শন করেন। তাহাদের মতে ভট্টনারায়ণ দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আসিয়া আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া স্বদেশে গিয়াছিলেন। (১) ব্রাহ্মণেরা মগধ দেশ হইয়া গৌড় রাজ্য আসিয়াছিলেন,এবং আদিশূর নৃপতির যজ্ঞ সম্পন্ন করেন,ইহাতে দেশীয় ব্রাহ্মণেরা কহিলেন যদি আমাদের সহিত আহারাদি করিতে

১। তেপঞ্চ বিপ্রাঃ সুবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং স্বদেশে গমনোৎসুকাশ্চ।
ধনেন মানেন চ তেন পূজিতা গতা যথাদেশ মিতাখযানৈঃ।

চাহ তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর। দেশীয় ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শুনিয়া ভট্টনারায়ণ প্রমুখ বিপ্রগণ কহিলেন আমরা বেদবেদাঙ্গবেত্তা, আমাদিগকে পাপস্পর্শ করে নাই, আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিবনা। ইহাতে বিরোধ উপস্থিত হয়। কান্যকুব্জাধিপতি, যিনি ব্রাহ্মণগণকে গৌড়ে

গৌড়ং গতা মাগধ বর্ম্মনা যোহপ্যযাজ্য যাজ্যং কৃতবন্ত এব।
যদীচ্ছতাস্মাক মুপক্তি ভোজ্যং তদা কুরুধ্বং খলু পাপনিষ্কৃতিং॥
দেশীয়ানাং বচঃ শ্রুত্বা তে চ তেজস্বিনো দ্বিজাঃ।
বেদবেদাঙ্গবেত্তৄণাং পাপস্পর্শো ন মাদৃশাং॥
নাস্তি কিঞ্চিৎ করিষ্যামঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজাবয়ং।
তদা মহান্ বিরোধোঽভূদিতি তেষাং পরস্পরং॥
যেন প্রস্থাপিতাঃ পূর্ব্বং কান্যকুব্জাধিপেন চ।
ব্রাহ্মণানাং বিরোধেতু সোপি নোবাচ কিঞ্চন॥
ততস্তেজস্বিনো ক্রুদ্ধা ভট্টনারায়ণাদয়ঃ।
পুনর্গতা গৌড়দেশমাদিশূরনৃপান্তিকং॥
তমোদুঃখার্ত্ত ইব তান্ প্রাতঃসূর্য্যনিভান্ দ্বিজান্।
অপ্রার্থিতাগতান্ দৃষ্ট্বা হর্ষাদুৎফুল্ললোচনঃ।
সসম্ভ্রমং তদোত্থায় পুজয়িত্বা যথাবিধি।
আসনেষূপবিষ্টেভ্যো পৃষ্ট্বাহ্যনাময়ং তদা॥
বিনয়াবনতো ভূত্বা পুচ্ছরাজা কৃতাঞ্জলিঃ।
পুনরাগমনং যদ্ধি মন্যে ভাগ্যোদয়ং মম॥
যদত্র কারণং কিঞ্চিৎ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ং।
রাজ্ঞা তন্তাষিতং শ্রুত্বা ভট্টনারায়ণস্তদা।
অবোচৎ সর্ব্ববৃত্তান্তং দেশান্তচরিতঞ্চ যৎ।
তব যজ্ঞার্থ মাগত্য স্বদেশে নস্থমক্ষমাঃ।
কান্যকুব্জাধিপতিনা বয়ং সংপ্রেষিতাঃ পুরা।
নকিঞ্চিৎ কৃতস্তে সোপি দত্তা ব্রাহ্মণকণ্টকং।

পাঠাইয়া দেন, ব্রাহ্মণগণের বিবাদ হেতু, তিনি কিছুই মীমাংসা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহাতে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা ক্রোধপূর্ব্বক পুনরায় গৌড়দেশে আদিশূরের সমীপে উপস্থিত হন। প্রাতঃসূর্য্যসন্নিভ অথচ তমোদুঃখার্ত্ত, এবং বিনাহ্বানে আগত

শ্রুত্বাদিশূরঃ প্রোবাচ শ্রুতং সর্ব্বং ময়া প্রভো।
অধ্বক্লেশাপনয়নং কুরুধ্বদ্বিজসত্তমাঃ।
নির্বেদয়িষ্যে সম্মন্ত্র্য যদুপায়ো ভবেদিহ।
ততো রাজা সুসম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চ দিনান্তরে।
গত্বা স ব্রাহ্মণোদ্দেশং কৃতাঞ্জলিরভাষত।
পবিত্রীকৃতমেতদ্ধি প্রাগাগত্য কুলং মম।
কিয়ৎকালং দ্বিজাগ্র্যাণাং ভবতাং সঙ্গতো মম।
শ্রুত্যধ্যয়নযোগাচ্চ দেশো যাতু পবিত্রতাং॥
গঙ্গায়ানাতিদূরেঽস্মিন্ প্রদেশে বহুধান্যকে।
বসন্তু বিপ্রমুখ্যাশ্চ ভবন্তঃ সূর্য্যসন্নিভাঃ।
উপায়তঃ কালতশ্চ বিবাদে শিথিলে তদা।
যদিচ্ছথ স্বদেশায় গমনং যাস্যথ ধ্রুবং॥
রুরুচে বিপ্রমুখ্যেভ্যো নৃপতেঃ সুনৃতং বচঃ।
স্থিতেষু তেষু বিপ্রেষু রাজা পুনরমন্ত্রয়ৎ॥
যে সপ্তশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশনিবাসিনঃ।
ছান্দোগ্যা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা নীতিমন্ত্রবিশারদাঃ।
এতাঃ কন্যাঃ প্রদাস্যন্তু বিপ্রমুখেভ্যএবতে।
এতেষাং নিগড়ো তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
যদি প্রজাঃ প্রজায়েরন্ ভবেন্মমকীর্ত্তি রক্ষয়া।
কান্যকুব্জদ্বিজাগ্র্যাণাং বংশোঽস্মিন্ স্থাপিতো ময়া।
নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যাঃ সপ্তশতি দ্বিজাঃ।
রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং শ্বশুরালয়সন্নিধৌ।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি বিপ্রগণকে অবলোকন করিয়া গৌড়াধিপতি আদিশূর, মঙ্গল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, আমার ভাগ্যবশতই

নিবাসঃ কৃকচে তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ।
সদৃশান্ জনয়ামাসুস্তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ।
তেজস্বিনো গুণবতোদীপো দীপান্তরাৎ যথা।
ততস্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্।
পুত্রা যে পূর্ব্ব পক্ষীয়াঃ কান্যকুব্জনিবাসিনঃ।
জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চ তৈঃ।
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণা গ্রামবাসিনঃ।
নোভুক্তং নগৃহীতং তদন্নং দানঞ্চ তৈর্দ্বিজৈঃ।
ততোবমানিতা বিপ্রাঃ সদারাঃ সহপুত্রকাঃ।
আগতা গৌড়দেশেঽস্মিন্ পার মুপলক্ষিতাঃ।
ততস্তে পূজিতা রাজ্ঞা নিবস্তুং প্রার্থিতাস্তথা।
রাঢ়ায়াং ভ্রাতরো যত্র নিবসন্তি সুহৃজ্জনৈঃ।
বাচো নিশম্য নৃপতেরূচুস্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
বসামোনৈব রাঢ়ায়াং বৈমাত্রভ্রাতৃভিঃ সহ।
ক্রব্বৈতর পতিঃ প্রাহঃ রাজধানীসমীপতঃ।
বারেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুব্রতাঃ।
গ্রামাং স্তত্র প্রদাস্যামি শস্যযুক্তান্ মনোহরান্।
ততস্তে ন্যবসং স্তত্র পুত্রদারাদিভির্যুতাঃ।
বৈমাত্র ভ্রাতরস্তেষাং রাঢ়দেশনিবাসিনঃ।
মাতুলাশ্রয় বাসাচ্চ মাতুলাশ্রয়বর্দ্ধিতাঃ।
মাতুলৈরুপনীতাস্তু ছান্দোগাঅভবস্তথা।
সুনীতাশ্চৈব বিপ্রাংসঃ গৌড়রাজনমস্কৃতাঃ।
রাঢ়ায়াং সুখমাসীরন্ পুত্রদারাদিভির্যুতাং।
সাপত্নবিদ্বেষবশাৎ পরস্পরং নৈকত্র বাসো নচ ভক্ষ্যভোজ্যং
বিভাগমাসাদ্যতথা বিবর্দ্ধিতাঃ পুত্রাদিভি র্ব্রহ্মসুতা যথার্থয়ঃ।

আপনাদের পুনরাগমন হইয়াছে। কি নিমিত্ত আপনাদের পুনরাগমন হইল তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। আদিশূরের প্রশ্নোত্তরে ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, হে রাজন্! আপনার যজ্ঞের নিমিত্ত আগমন করাতে এখন আমরা স্বদেশে বাস করিতে অশক্ত হইয়াছি। কান্যকুব্জাধিপতি,যিনি আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করেন তিনিও ব্রাহ্মণকণ্টক জ্ঞান করিয়া কিছুই করিলেন না, ইহা বলিয়া দেশের ঘটনা সকল বর্ণনকরিলেন। আদিশূর কহিলেন আপ-নারা সম্প্রতি পথশ্রান্তি দূর করুন্ পরে যাহা সদুপায় হয় তাহা মন্ত্রণা করিয়া নিবেদন করিব। অনন্তর আদিশূর মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন,আপনারা পূর্ব্বে যখন আসিয়াছিলেন তখনই আমার কুল পবিত্র হইয়াছে। আমার ইচ্ছা এই যে আপনাদের সঙ্গে কিছু কাল বাস করি এবং বেদাধ্যয়ন দ্বারা দেশকে পবিত্র করি। অতএব গঙ্গার অনতিদূরে বহুধান্যযুক্ত দেশে আপনারা বসতি করুন। কালক্রমে অথবা উপায়ক্রমে বিবাদ শিথিল হইলে আপনারা যথেচ্ছ স্বদেশে যাই-বেন। আদিশূরের এই অর্থযুক্ত কথা ব্রাহ্মণগণের মনোনীত হওয়াতে তাঁহারা গৌড়দেশে অবস্থিতি করিলেন। তৎপরে আদিশূর বিবে-চনা করিলেন রাঢ়দেশবাসী ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা যদি ইহা-দিগকে কন্যা সমর্পণ করেন তাহা হইলে ইহারা আর স্বদেশে যাইতে ইচ্ছুক হইবেন না। ইহাদের ঔরসে সপ্তশতী [illegible] সন্তানোৎপত্তি হইলে, আমাকর্ত্তৃক কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণবংশ এদেশে স্থাপিত হইয়া আমার অক্ষয় কীর্ত্তি তজ্জন্য চিরস্থায়ী হইবে। তাহার পর সপ্ত শতী ব্রাহ্মণেরা, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে নৃপাজ্ঞা বশতঃ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ব্রাহ্মণেরা স্বন্ধুজ্জন কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে ধান্যশালী রাঢ় দেশে বসতি করিলেন।

যেমন দীপ হইতে প্রবর্ত্তিত দীপ এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকেনা, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিও সপ্তশতী কন্যাতে তদ্রূপ প্রভেদ-শূন্য আত্মসদৃশ পুত্র কন্যা উৎপাদন করিলেন। ক্রমে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির অভাব হইলে কান্যকুব্জদেশবাসী পুর্ব্বপক্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্রেরা তাহাদের মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরা তাহাদের দান গ্রহণ কি অন্নভোজন না করাতে, তথাবিধ অবমানিত ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির সন্তানেরা অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীপুত্র সহিত গৌড়ে আসিলেন। আদিশূর নৃপতি আগত বিপ্রবৃন্দকে রাঢ়দেশে বসতি করার উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু বিপ্রগণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত রাঢ়দেশে বসতি করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহাতে গৌড়াধিপতি কহিলেন রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রাখ্য দেশে আপনারা বসতি করুন; তথায় শস্যপূর্ণ মনোহর গ্রাম প্রদান করিব। তাহাতে ব্রাহ্মণেরা বারেন্দ্রদেশে বসতি করিলেন। রাঢ়দেশবাসী তাহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ মাতুলাশ্রয়ে বাস এবং মাতুল কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া তাহাদের দ্বারা উপনীত হন। তাহাতেই সকলে সামবেদী হইলেন এবং সকলেই নীতিপরায়ণ ও বিদ্বান বলিয়া গৌড়াধিপের আদরণীয় হন। যেমন ব্রহ্মার সন্তানেরা এক পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিরূপে বিভক্ত হন সেইরূপ ইহারাও বিভক্ত হইয়া সাপত্ন্যবিদ্বেষ হেতু পরস্পর একত্র বাস এবং ভক্ষ্যভোজ্য ত্যাগ করিয়াছেন।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি গৌড়দেশ হইতে রাঢ়দেশে গিয়া বসতি করার প্রতি সঙ্গতমতে কাহারই আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা যে কারণ কহেন তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিবার অন্য উপায় নাই। উক্ত প্রমাণের স্বপক্ষে ও

বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে কিন্তু আনুমানিক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করা নিষ্প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হয় ভট্টনারায়ণাদি, নয় তাহাদের পুত্রগণকর্ত্তৃক, সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ করা উপলব্ধি হয়। রাঢ়ীয় কুলে যে উনষষ্ঠিগাঞি দেখা যায় সেই ৫৯ গ্রামী ব্রাহ্মণেরা ভট্টনারায়ণাদি বিপ্রপঞ্চকের সন্তান। এই ৫৯ জন ব্রাহ্মণ হইতেই রাঢ়ীয়বংশ বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। (১) বর্ত্তমান সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া যাহারা পরিচয় দেন তাহারা ঐ ৫৯ জনের মধ্যের কোন একজনের বংশে জাত বলিয়া অবশ্যই পরিচয় দিবেন। ৫৯ সন্তানের বিবাহ নিমিত্ত ৫৯ কন্যার প্রয়োজন, সমুদয়ে ৫জন ব্রাহ্মণের ১১৮টী সন্তান সন্ততি হওয়া স্বীকার করিতে হইবেক কিন্তু বহুবিবাহ ব্যতীত এইরূপ বংশ বিস্তার সম্ভবেনা। পাঁচ জন যদি ৫জন স্ত্রীতে ১১৮ সন্তান সন্ততি জন্মান তাহা হইলে গড়ে ২৩জন সন্তানেরও অধিক জন্মে; তদ্রূপ বহুসংখ্যক সন্তানোৎপত্তি অসম্ভব। যদি ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি বহুবিবাহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে রাঢ়দেশবাসী সপ্তশতী কন্যা ভিন্ন আর কন্যা কোথায় পাইলেন? আর যদি ভট্টনারায়ণাদির কেবল ৫৯টী পুত্রসন্তান হওয়াই স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সেই ৫৯ পুত্রেরা সপ্তশতী কন্যা ভিন্ন বিবাহ নিমিত্ত কন্যা কোথায় পাইয়াছিলেন? বল্লালসেন যখন শ্রেণীবিভাগ করেন তখন রাঢ়দেশে ৭৫০ এবং বারেন্দ্রে ৩৫০ জন ব্রাহ্মণ পাইয়াছিলেন। যদি ভট্টনারায়ণ প্রমুখ বিপ্রপঞ্চক অথবা তাহাদের সন্তানেরা সপ্তশতী কন্যাগ্রহণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে এত

১। ভট্টনারায়ণের ১৬, দক্ষের ১৩, শ্রীহর্ষের ৪, বেদগর্ভের ১২ এবং ছান্দড়ের ১০ পুত্র জন্মে। এই ৫৯ জন হইতেই ৫৯ গাঁঞি হইয়াছে।

অল্প সময়ে এতাদৃশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর বলা যাইতে পারে না। বল্লালের সভাতে যখন ৫৯ গাঞি ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হন তখন তাহাদের সহিত দেশীয় অর্থাৎ সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন। (১) শিবাচার্য্য সপ্তশতী মুলুক জুড়ি কন্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) সাগরদিয়ার বন্দ্যগণও সপ্তশতী ভাবাপন্ন। (৩) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা সপ্তশতীকন্যা গ্রহণ করা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অনেক সপ্তশতী ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয়কুলে প্রবেশ করিয়াছেন অদ্যাপি তাহাদিগকে চেনা যায়। যদি বরেন্দ্রদেশে সপ্তশতীর নিবাস থাকিত তাহা হইলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরাও সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা অবিশেষে সমুদয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে সপ্তশতী দৌহিত্র কহেন, তাহা অত্যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও কিয়ৎপরিমাণে সপ্তশতীদৌহিত্র রাঢ়ীয়দলে যে আছেন তৎপ্রতি আপত্তি হইতে পারেনা।

ভট্টনারায়ণ দক্ষ ছান্দড় শ্রীহর্ষ এবং বেদগর্ব্ভ এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের, গৌড় দেশ হইতে রাঢ় দেশে গিয়া, বসতি করার বিবরণ উপরে যাহা লিখিত হইল, ইহার পরে আদিশূরের সময় হইতে বল্লাল সেনের রাজত্ব কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর কোন ঘটনা বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে লিখিত নাই, ইহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে আদিশূরের রাজত্বের পরে এবং বল্লাল সেনের রাজত্বের পূর্ব্বে যাহারা গৌড়ে

১। আহূয় রাজাসহ দেশি বিপ্রৈরেকোনষষ্টিতম বিপ্রবর্গান্।

কুলরাম।

২। ফুলিয়া মেল বিবরণ দেখ।

৩। সপ্তশতী ভাবাপন্ন সাগর হইতে। চারি মেলের নিস্তার দেখি কুলজিতে।
শুদ্ধ হইতে অতি শুদ্ধ সপ্তশতীভাব। যাহা হইতে মেলকুল হইল স্বভাব।

সাগর প্রকাশ।

রাজা হইয়াছিলেন তাহারা বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম স্থাপন করেন নাই। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয়কুলে বহু ঘটনা দৃষ্ট হয়। রাঢ়দেশগামী ভট্টনারায়ণাদির ৫৯পুত্র জন্মে, তাহাদের বাসের নিমিত্ত ভূশূরতনয় ক্ষিতিশূর ৫৯ খানি গ্রাম দেন। ইহাতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ৫৯ গাঞি হয়। (১) তৎপরে ক্ষিতিশূরাত্মজ ধরাশূর ঐ ৫৯ গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্যকুলীন গৌণকুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করেন। এই কৌলীন্য মর্য্যাদা বিধানকালে ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিবরাহবন্দ্য, কাশ্যপগোত্রীয় সুলোচন চট্ট, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের পুত্র ধুরন্ধর মুখৈটি, বাৎস্য গোত্রীয় সুরভি ঘোষাল,কবি কাঞ্জিলাল,রবিপূতিতুণ্ড, সাবর্ণ গোত্রীয় বীরব্রত গাঙ্গুলি, সুধীর কুন্দলাল এই ৮ জন মুখ্য কুলীন হইয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণের অন্যতর পুত্র, রামগড়গড়ি নীপকেশরকোণী, গুরিকুলভি, বৈকুণ্ঠ পারিহাল এবং বটুদিঘাটি (দিঘাল)। কাশ্যপগোত্রে জগহড়, ধীরগুড় কাকপীতমণ্ডী। ভরদ্বাজগোত্রে বিনায়ক ডিণ্ডিসারী, গন্ধর্ব্বরায়ী, সাবর্ণগোত্রে বীরসূদন ঘণ্টেশ্বর, বাৎস্যগোত্রে ভানুচৌৎখণ্ডী পনিকালু মহিন্তা বনমালী পিপ্পলী ইহারা গৌণকুলীন হন। (২) ধরাশূর বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন না করিয়া রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের

১। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক প্রেরিত উপদেশ।

২। শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ বংশজ আদি বরাহ বন্দ্যঃ সমুখ্যঃ রামগড়্গড়ঃ নিপকেশর কোণ্ণী গুঁয়ী কুলভী বটুদির্ঘাটিঃ বৈকুণ্ঠ পারিয়ালঃ এতেপঞ্চ গৌণাঃ। কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশজঃ সুলোচনচট্টঃ সমুখ্যঃ জগহড়ঃধীরগুড়ঃকাক পীতমণ্ডী এতেত্রয়োগৌণাঃ। ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ বংশজঃ ধুরন্ধর মুখৈটি স চ মুখ্যঃ বিনায়ক দিণ্ডীসাঁয়ী গন্ধর্ব্বরায়ী এতে দ্বৌ

মধ্যে কেন কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন ? এই প্রশ্নোত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে যখন সমাজের মধ্যে অন্যায়াচার ও অন্যায় ব্যবহার প্রবেশ করে, অথচ সমাজভুক্ত লোকেরা সেই অন্যায়াচার ও ব্যবহারের নিবারণ করিতে অসমর্থ হন সেই সময়েই রাজনিয়মের আবশ্যক হইয়া উঠে। কুকর্ম্মকারীদের অবজ্ঞা ও সৎকর্ম্মশালী ব্যক্তিগণের পুরস্কার করিয়া সমাজের দোষসংশোধন করা কৌলীন্য মর্য্যাদা বিধানের একমাত্র কারণ লক্ষ্য হয়। রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধরাশূর কুকর্ম্মের আধিক্য দেখিতে পাইয়া রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া থাকিবেন। বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তখনও এমত দোষ প্রবেশ করে নাই যাহাতে সমাজমধ্যে রাজনিয়ম স্থাপনের প্রয়োজন হইয়া

গৌণৌ। সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভ বংশজঃ বীরব্রত গাঙ্গুলী সুধীর কুন্দঃ এতৌ দ্বৌ মুখ্যৌ। বীরহৃদন ঘণ্টেশ্বরঃ এবং গৌণঃ। বাৎস্যগোত্রে ছান্দড় বংশজঃ সুরভি ঘোষালঃ কবি কাঞ্জিলাল, রবি পূতিতুণ্ডঃ এতে মুখ্যাঃ ভানু চৌটখণ্ডী পানকালু মহিন্তা বনমালি পিপ্পলী এতে গৌণাঃ। শব্দ কল্পদ্রুমঃ কুলীন শব্দ।

বল্লালসেন রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা বিধান করেন। এই এক প্রবাদ চলন আছে ইহাতেই সকলের বিশ্বাস যে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রথমে কৌলীণ্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন এবং সেই বিশ্বাস মূলেই বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে অন্নদাভারত প্রণেতা কবি গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, বহুবিবাহ নিষেধ বিষয়ক প্রস্তাব লেখক পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ও সম্বন্ধনির্ণয় রচয়িতা লালমোহন বিদ্যানিধি ইহারা তিন জনেই "বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন, লিখিয়াছেন। ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিবরাহ প্রভৃতি ও শ্রীহর্ষের পুত্র ধুরন্ধর মুখৈটি কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। আদিশূর হইতে বল্লাল সেন ৮।৯ পুরুষীয় অধস্তন রাজা, ইহাতে ভট্টনারায়ণ যিনি আদিশূরের সভাতে উপস্থিত হন তাহার পুত্র আদিবরাহ কি প্রকারে বল্লাল সেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন।

উঠে। তাহাতেই ধরাশূর বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণদের মধ্যে তৎকালে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন নাই। যদি এই উত্তর যথার্থ ও সদুত্তর বিবেচিত হয় তাহা হইলেও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের গৌরবের কোন কারণ নাই। ইহার কিছুদিনপরেই বল্লালসেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করাতে তাহাদেরও সৎপথ অতিক্রম করা প্রমাণ হয়।

ধরাশূরের পর তদ্বংশীয় নৃপতি বরেন্দ্রশূর প্রদ্যুম্নশূর অনুশূর ইহারা কেহই ব্রাহ্মণগণের সমাজসম্বন্ধে কোন নিয়ম স্থাপন করেন, এরূপ প্রকাশ নাই। শূরবংশের শেষ রাজা অনুশূর অপুত্রক প্রাণত্যাগ করিলে বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন গৌড়াধিকার করেন। তিনিও যে ব্রাহ্মণ সমাজসম্বন্ধে দৃষ্টি করিয়াছিলেন এরূপ দেখা যায় না। বিজয়সেনের পর তৎপুত্র বল্লালসেন রাজা হইয়া রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ এবং বারেন্দ্র কুলে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন ও রাঢ়ীয় শ্রেণীর অপ্রতিগ্রাহী কুলীনগণের পূজা করিয়াছিলেন। বল্লালসেন বঙ্গদেশান্তর্গত বিক্রমপুরে বাস করিতেন। তিনি নিজে বারেন্দ্র দেশীয় অনিরুদ্ধনামা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠের শিষ্য ছিলেন। (১) বল্লালসেনের সমকালে সাবর্ণ গোত্রে অনিরুদ্ধ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। যখন বল্লালসেন রাঢ়ী বারেন্দ্রশ্রেণীবিভাগ করেন তখন সাবর্ণগোত্রীয় অনিরুদ্ধ বল্লালসেনের

১। বেদার্থস্মৃতি সঙ্কলাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিলাসনয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষটকর্ম্মভাবদার্য্যশীলমলয়ঃ প্রখ্যাত সত্যব্রতো
বৃত্রারেরিব গীষ্পতির্ন্নৃপতে রস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ॥
(অস্য বল্লাল সেনস্য নৃপতেঃ।)
বল্লাল সেন কৃত দানসাগর।
জিলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণী কুণ্ডাগ্রামে প্রাপ্ত।

সভাতে উপস্থিত থাকা বারেন্দ্রকুলের বংশাবলীপুস্তক দৃষ্টে জানা যায়। এই অনিরুদ্ধ বল্লালসেনের গুরু কিনা তাহা বলা কঠিন। বল্লালসেন একটী স্বর্ণময়ী ধেনু দান করেন। কতিপয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ঐস্বর্ণধেনু খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবর্ণ গ্রহণ করেন; ইহাতে বল্লালসেন ঐ প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণগণকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করেন (১) কথিত আছে যে ইহাতেই বল্লালসেন শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। (২) শ্রেণী

১। স্বর্ণ ধেনুদান ও তাহা কাটিয়া সুবর্ণ গ্রহণ করার প্রমাণ। রাঢ়ীয় কুল বিবরণে লেখা হইল।

২। ততো বহুতিথেকালে গৌড়ে বৈদ্য কুলোদ্বহঃ।
বল্লাল সেন নৃপতিরজায়ত গুণোত্তরঃ॥
রাঢ়ায়াং গৌড় বারেন্দ্র সুহ্ম বঙ্গোপবঙ্গকে।
অধিকারো ভবেত্তস্য বলবীর্য্য প্রভাবতঃ॥
কান্যকুব্জান্বয়ান্ বিপ্রান্ দৃষ্ট্বাচাতিগুণোত্তরান্।
আদিশূরস্যানৃপতে র্যশোমূর্ত্তিবিবর্দ্ধিতান্॥
আদিশূরস্য যশসঃ পশ্চাদ্বর্ত্তি যশোমম।
যথা ভ্রম্যাৎ সতাংগেহে তথৈব বিদধাম্যহং।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূপালঃ কৃতবান্ শ্রেণীনির্ণয়ং।
স্থিতারাঢ়দেশে দ্বিজায়েসমেতাঃ কৃতা তেন রাঢ়ীয় সংজ্ঞাহিতেষাং
তথা গৌড়দেশস্থিতানাং দ্বিজানাং কৃতাতেন বারেন্দ্রসংজ্ঞা প্রসিদ্ধা।
বারেন্দ্র কুলপাঞ্জী।

অন্যচ্চ।
অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠ কুলনন্দনঃ।
কুরুতেতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্র নিরূপণং॥
আদিশূরানীতবিপ্রান শূদ্রাংশ্চৈব তথাপরান্।
এতেষাং সন্ততিঃ সর্ব্বাঃ আনয়ৎসনিজালয়ে।
যত্রযত্র স্থিতাবিপ্রাস্তত্র গ্রামে নিরূপিতাঃ।
শ্রেণীদ্বয়স্তুনির্ণীতংরাঢ়ী বারেন্দ্র সংজ্ঞকং॥
শব্দকল্পদ্রুম ধৃত বঙ্গজ কায়স্থ ঘটক।
রামানন্দ শর্ম্মাকৃত কুলদীপিকা।

বিভাগ বিষয়ে তাঁহার কি নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, তাহা এইক্ষণে বিবেচনা করিয়া স্থির করা কঠিন। বল্লালসেন যখন শ্রেণী বিভাগ করেন, তখন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় অধিগাগ্নি ওঝার অধস্তন ১৩ পুরুষে জয়-সাগর এবং মণিসাগরের ও কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণের অধস্তন ৮ম পুরুষে স্বর্ণরেখ ও ভবদেবের, বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধরের ৪র্থ পুরুষে চতুর্ব্বেদাম্বাচার্য্য ও দামোদরের, ভরদ্বাজ গোত্রে গৌতমের অধস্তন ১৫শ পুরুষে ভাস্কর বেদান্তী ও পরাশরের, সাবর্ণগোত্রীয় পরাশরের অধস্তন ৮ম পুরুষে অনিরুদ্ধ ও গুণার্ণবের জন্ম হইয়াছিল। বল্লাল-সেনের শ্রেণী বিভাগ কালে জয়সাগর স্বর্ণরেখ চতুর্ব্বেদাম্বাচার্য্য ভাস্কর বেদান্তী, এবং অনিরুদ্ধ ইহারা বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া বরেন্দ্র-দেশে বাস করেন। মণিসাগর, ভবদেব, দামোদর, পরাশর, গুণার্ণব ইহারা রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত রাঢ়দেশে গিয়া রাঢ়ীয় দলে প্রবেশ করেন। (১) বল্লালসেন রাঢ় এবং বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে কেবল শ্রেণী বিভাগ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি যখন দেখিলেন, রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা অসদাচারপরায়ণ হইয়া উঠিলেন, তখন বারেন্দ্রকুলে কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন এবং রাঢ়ীয় কুলের বহুরূপ প্রভৃতি ১৯ জন মুখ্য কুলীন, যাঁহারা স্বর্ণধেনুর সুবর্ণ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের পূজা করিয়াছিলেন। (২) বারেন্দ্রকুলে যখন বল্লালসেন কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করেন, তখন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় জয়সাগরের অন্যতর পুত্র পীতাম্বর লাহেড়ির সাধু, রুদ্র, লোকনাথ

১। বারেন্দ্র কুলীনগণের বংশাবলী গ্রন্থ।

২। ইহাতেই রাঢ়ীয় কুলে বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন হওয়ার প্রবাদ চলন আছে।

নামক পুত্রত্রয় কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। সাধু এবং রুদ্র উভয়েই বাগছি গ্রামীণ ; বিশেষ এই যে সাধুর গাঞিের নাম সাধুবাগছি এবং রুদ্রের গাঞিের নাম রুদ্রবাগছি। কাশ্যপগোত্রীয় স্বর্ণরেখ, বাৎস্য গোত্রীয় চতুর্ব্বেদান্তাচার্য্য, ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভাস্কর বেদান্তীও কৌলীন্য মর্য্যাদা ধার্য্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন না। স্বর্ণরেখের পৌত্র ক্রতু ভাদুড়ি এবং মৈত্রেয় মৈত্র। চতুর্ব্বেদান্তাচার্য্যের পুত্রদ্বয় লক্ষ্মীধর সান্ন্যাল, জয়মান মিশ্র, ভীমকালি হাই এই সাত জন বল্লালসেনের সভাতে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, এবং ভাস্কর বেদান্তীর পুত্র সায়নাচার্য্য ভাদড় কুলীনের সংখ্যা পূরণ জন্য কুলীন দলে গৃহীত হইয়া তিনিও কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১)

ধরাশূর কি পরীক্ষাতে রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বল্লালসেন, গুণ বিচার করিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রবাদ এই যে, বল্লালসেন কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপনের দিনাবধারণ করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করেন, তদনুসারে ব্রাহ্মণেরাও রাজধানীতে উপস্থিত হন, যাঁহারা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কুলীন, যাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা

১। সায়নাচার্য্য ভাদড় প্রথমতঃ কুলীন বলিয়া গণ্য হন না। সুতরাং কুলীন হইতে যে নবগুণের আবশ্যক তাহা সায়নাচার্য্যে ছিল না। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ৮ গ্রামীরা কুলীন, সেই দৃষ্টে বারেন্দ্র কুলেও ৮ গ্রামী ব্রাহ্মণগণকে কুলীন করিতে বল্লাল সেনের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ৭ জন ভিন্ন নবগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিল না। ভিন্ন দেশে ব্রাহ্মণ প্রেরণই ইহার কারণ অনুমিত হয়।

করিয়া, সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়।" যাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদালাভের প্রত্যাশাতে অতি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিয়াই বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কষ্ট শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। এই প্রবাদের প্রতি বিশ্বাস করা কঠিন। বল্লালসেন বুদ্ধিমান্ স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাঁহার সভাতে বিদ্বান্ মন্ত্রী সকল ছিল। তৎকর্ত্তৃক এইরূপ অসার পরীক্ষাদ্বারা কুলীন শ্রোত্রিয় বিভাগ করণ সম্ভব নহে; আর ব্রাহ্মণেরাই বা কেন, এইরূপ ক্ষণিক ও অসার পরীক্ষাতে সম্মত হইবেন। যে কৌলীন্য প্রথা পুরুষানুক্রমিক হইবে, তাহা এইরূপ অসার ও ক্ষণিক পরীক্ষাতে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষতঃ বারেন্দ্রকুলের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপরি উল্লিখিত প্রবাদটীকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রবাদটীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বল্লালসেনই করঞ্জাদি অষ্টগ্রামীণ ব্রাহ্মণদিগকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় করিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বল্লালসেনের সময়ে করঞ্জ কামদেব, কালিহাই এবং ভট্টশালি গাঞির অস্তিত্বই ছিল না।(১) মধু-

---

১। করঞ্জ, নন্দনাবাসী, ভট্টশালী, লাড়ুলি, চম্পাটি, ঝম্পটি, (অর্থাৎ ঝামালা) আতুর্থী, এবং কামদেব (অর্থাৎ কামদেব কালিহাই) এই অষ্ট গ্রামীণেরা বারেন্দ্রকুলে সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। ক্রতু ভাদুড়ি বল্লাল সেনের সময়ে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ক্রতুর পুত্র সঙ্কর্ষণ, তৎপুত্র ভল্লূকাচার্য্য, ভল্লুকের দুই পুত্র যোগেশ্বর এবং দিবাকর। দিবাকর হইতে করঞ্জ গাঞি আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে করঞ্জ গাঞি হয় নাই। বাৎস্য গোত্রে, জয়মান্ মিশ্র ভীম কালিহাই বল্লাল সেনের সভাতে উপস্থিত থাকিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। জয়মানের বৃদ্ধ প্রপৌত্র অধিপতির অন্যতর ভ্রাতা কামদেব হইতে কামদেব কালিহাই গাঞির, এবং অধিপতির অন্যতর পৌত্র মহীধর হইতে ভট্টশালি গাঞির সৃষ্টি হয়। ভাদুড়ি এবং ভীম কালিহাইর বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

মৈত্রের সহিত নরসিংহ নাড়িয়ালের করণের পূর্ব্বে, নাড়িয়াল গ্রামীণেরা সিদ্ধত্ব পদ প্রাপ্ত হন নাই।

কুল এবং কুলীন এই দুইটি শব্দ বল্লালসেনের সময়ের সৃষ্ট শব্দ নহে। কুল শব্দে বংশ বুঝায়, উত্তম কুলোদ্ভব ব্যক্তি বুঝাইতে কুলীন শব্দ ব্যবহৃত হয়। বল্লালসেনও উত্তম কুলোদ্ভব এবং আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ, দান এই নয় প্রকার গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন। (১) কুবিবাহ, ক্রিয়ালোপ, বেদের অনধ্যয়ন, অনৃত ব্যবহার, পরদার গমন, অভক্ষ্য ভোজন, প্রভৃতি কারণে পূর্ব্বকালে কুলপাত হইত। (২) বল্লালসেনও ইহার অতিরিক্ত কিছু করেন না। শ্রোত্রিয় কুলীনে আদান প্রদান বল্লালসেনের সময়ে চলন ছিল। (৩) বারেন্দ্র ঘটকেরা আরও কহেন, যাহারা নিষ্ঠাগুণে হীন ছিলেন,তাঁহারাই শ্রোত্রিয় হন। রাঢ়ীর ঘটকেরা কুলীনের লক্ষণে শান্তি শব্দের পরিবর্ত্তে আবৃত্তি পাঠ কল্পনা করিয়া কহেন, যাঁহারা আবৃত্তি

১। আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠা শান্তিসন্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥

২। কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈ বেদানধ্যয়নেনচ।
কুলান্যকুলতাংযান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণবৈ॥
অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথাঽভক্ষস্য ভক্ষণাৎ।
অশ্রোত্র ধর্ম্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং নশ্যতিবৈকুলং॥

কৌর্ম্মে উপবিভাগে ১৫ অধ্যায়।

৩। বারেন্দ্র শ্রেণীতে বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন হইলেও কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয় গ্রহণ করিতেন, তাহা কুবিবাহ বলিয়া জ্ঞান ছিল না। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি তাহা রহিত করেন।

গুণে বর্জ্জিত, তাহারাই শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। (১) ব্রাহ্মণমাত্রেই শ্রোত্রিয় পদবাচ্য, তবে বর্ণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পতিতেরা শ্রোত্রিয় শব্দে অভিহিত নহেন। শ্রোত্রিয় শব্দের সৃষ্টি অথবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রোত্রিয় বলিয়া আখ্যা প্রদান করা বল্লালসেনের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। তিনি এবং ধরাশূর শ্রোত্রিয় দল হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণকে কুলীন বলিয়া স্থির করা মাত্রই সম্ভবপর কথা। বর্ত্তমান সময়ে কুলের যেরূপ সূক্ষ্ম তারতম্য ভাব দেখা যায়, ধরাশূর অথবা বল্লালসেনের সময়ে সেইরূপ কঠিন এবং অনর্থকর নিয়মাবলী অবধারণ হয় নাই। কুলকালিমা নামক প্রবন্ধলেখক কহেন, বল্লাল সেন কৃত কৌলীন্য সম্বন্ধীয় কঠিন নিয়মাবলী শিথিল করার জন্যই বারেন্দ্রকুলে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি প্রভৃতি এবং রাঢ়ীয় কুলে দেবীবর ঘটক প্রভৃতি সংশোধিত নিয়ম স্থাপন করেন। (২) কুলকালিমার এই লেখার প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা অথবা বিশ্বাস করা কঠিন ব্যাপার এবং তদ্রূপ ঘটনাও হয় নাই। বরং উদয়নাচার্য্য এবং দেবীবর ঘটক দ্বারা সমাজের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, যথাস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

ধরাশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করেন, তাহাতে মুখ্য ও গৌণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয়দের মধ্যে পরস্পর কন্যা আদান প্রদান হইতে পারিত কি না, তাহা নিশ্চয়রূপে

১। সপর্য্যায় হইতে কন্যা গ্রহণ এবং সপর্য্যায়ে কন্যাদান করাকে আবৃত্তি কহে। রাঢ়ীয় কুল বিবরণে ইহার বিস্তার লেখা হইয়াছে। শ্রোত্রিয়ের মধ্যে আবৃত্তি গুণ থাকা অসম্ভব নহে। বাস্তবিক আবৃত্তি শব্দ ঘটকেরা পরে বসাইয়াছেন।

২। কুলকালিমা দ্বিতীয় সংস্করণ ৮৪ পৃঃ।

জানা যায় না। বল্লালসেনও রাঢ়ীয় কুলে স্বতন্ত্র কোন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, এমত বোধ হয় না। তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার নিয়মমতে কুলীন শ্রোত্রিয়ে পরস্পর কন্যা আদান প্রদানে বাধা ছিল না। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির নিয়মমতে শ্রোত্রিয়গণ কুলীন কন্যা গ্রহণে নিবারিত হন। রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগের পূর্ব্বে হইতেই রাঢ় ও বরেন্দ্র দেশবাসী কান্যকুব্জীয় বিপ্র সন্তানগণের মধ্যে বিবাহ চলিত ছিল না। বল্লালও কুলীন শ্রোত্রিয়ে পরস্পর কন্যা আদান প্রদান নিষেধ করেন নাই। এই সকল বিবেচনা না করিয়াই অনেকে বল্লালকে গালি দিয়া থাকেন। এই স্থলে কুলকালিমা নামক প্রবন্ধ লেখকের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি কহেন, কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করিয়া বল্লালসেন রাঢ়ী বারেন্দ্রগণের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন; রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ দ্বারা ভেদ জন্মাইয়াছেন। বল্লালসেন যাহাদিগকে আন্ত-রিক ভাল বাসিতেন তাহাদের (বৈদিকগণের) মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন নাই। (১) প্রবন্ধ লেখক এই বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বল্লালসেনকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎসাহদাতা এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের গূঢ় অভিপ্রায়ে কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করা যুক্তিদ্বারা

১। প্রবন্ধ লেখক ও পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বারেন্দ্র কায়স্থ-গণ মধ্যে বল্লালী মর্য্যাদা স্থাপন হয় নাই তথাপি প্রকারান্তরে তাহাদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা চলন আছে। আভিজাত্যের ও সদাচারশালীর সম্মান স্বতঃই হইয়া উঠে। বৈদিক এবং বারেন্দ্র কায়স্থের মধ্যে বল্লালকৃত কৌলীন্য মর্য্যাদা না থাকাতে তাহাদের কি উন্নতি হইয়াছে তাহাও বুঝা যায় না।

সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। (১) অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রবন্ধ লেখক একস্থানে "সুতীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন পাঠকগণ তোমরা অদ্য পর্য্যন্তও বল্লাল মস্তকে পদাঘাত কর নাই।" (২) অন্য-স্থানে "বল্লালসেন ভ্রমপরবশ হইয়া ঐ বিধির প্রনয়ণ করেন নাই। "তাহার নারকীয় মানসগহ্বরে মলিন অভিপ্রায় দণ্ডায়মান ছিল।' (৩) প্রভৃতি কঠিন শব্দ ব্যবহার করিয়া একজন স্বাধীন রাজাকে গালি দিয়াছেন।

প্রবন্ধ লেখক যেরূপ বিষদৃষ্টিতে বল্লালকে দেখিতেছেন, আমরা তদ্রূপভাবে বল্লালকে দেখিতে ইচ্ছা করিনা অথবা বল্লালসেনকে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়দাতা এবং হিন্দুধর্ম্মের নাশনিমিত্ত যত্নশীল বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা। একটী নীচজাতিয়া কন্যাকে বল্লালসেন রাজধানীতে আনার প্রবাদ সত্য হইলেও তাহাকে বিবাহ করা অথবা বৌদ্ধধর্ম্মের উৎসাহ দেওয়ার কোন প্রমাণ নাই। বল্লালসেন কৃত দান-সাগরগ্রন্থই তাহার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা থাকার,পরিচয় দিতেছে। ঐগ্রন্থের সমাপ্তি শ্লোক পাঠ করিলে বল্লালসেন কর্ত্তৃক নাস্তিকতার উচ্ছেদকরণ সপ্রমাণিত হয়। (৪) লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনেও বল্লালসেনকে বেদোক্তপথের পথিক বলিয়া বর্ণনা আছে। (৫) বল্লালসেন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন একথা এই প্রথম শুনা গেল। বল্লালসেন স্বাধীন

১। ৭৭।৭৮ পৃঃ। ২। ৭২ পৃঃ। ৩। ৭৩ পৃঃ কুলকালিমা।

৪। ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিক পদোচ্ছেদায় জাতঃকলৌ।
শ্রীকান্তোপি সরস্বতীং পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ॥

৫। প্রভূাহঃকলি সম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ।
সংগ্রামাশ্রিত জঙ্গমাকৃতিরভূদ্বল্লাল সেনস্ততঃ॥

রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। রাঢ়ী বারেন্দ্র এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মের সেবা করিত। এতদিন বল্লালসেনের জাতি এবং পিতৃনাম লইয়া বিভিন্নমত ছিল, সম্প্রতি কুলকালিমা লেখক তাহার ধর্ম্মসম্বন্ধেও আপত্তি উঠাইলেন।

বল্লালসেন যখন রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ করেন, তখন বরেন্দ্রদেশে ৩৫০ এবং রাঢ়ে ৭৫০ ব্রাহ্মণ গণনাতে পাইয়াছিলেন এবং বরেন্দ্রবাসী ৩৫০ ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে মগধ দেশে ৫০জন ভোট দেশে ৬০জন, রভাঙ্গদেশে ৬০ জন, উৎকল দেশে ৪০ জন, মোড়ঙ্গ দেশে ৪০জন এই ২৫০ শত ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া অবশিষ্ট ১০০ একশত ব্রাহ্মণকে বরেন্দ্র দেশে রাখিয়াছিলেন। (১) বল্লালসেন কিজন্য ভোটাদি দেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেম তাহার কারণ প্রকাশ নাই। এবং কিজন্যই বা রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে কাহাকে ভিন্নদেশে না পাঠাইয়া কেবল বরেন্দ্রদেশবাসী অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে ২৫০ শত ব্রাহ্মণ ভিন্নদেশে পাঠাইলেন ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারেনা।

১। বরেন্দ্রেতু তদা সার্দ্ধ ত্রিশতান্যগ্রজন্মনাং।
রাঢ়ায়াস্তু দ্বিজাশ্চাসন সার্দ্ধান্তোধিশতানিচ॥
বরেন্দ্রবাসি বিপ্রাণাং মধ্যেচৈকশতদ্বিজাঃ।
বরেন্দ্রে রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচারপরায়ণাঃ॥
দ্বিশতাধিক পঞ্চাশদ্বারেন্দ্রানাং দ্বিজন্মনাং।
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্টির্ভোটে ষষ্টিঃরভঙ্গকে॥
চত্বারিংশদুৎকলেচ মোড়ঙ্গেপি তথাঙ্ককাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা॥

বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

বল্লালসেন কোন সময়ে শ্রেণীবিভাগ এবং কোন সময়ে কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করেন তাহা, অথবা তিনি কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা কুলগ্রন্থে লিখিত নাই। কেহ বলেন, ১১১৪ শকে বল্লালসেনের জন্ম হয়, এবং তাঁহার পিতার নাম মিত্রসেন। (১) উক্ত প্রমাণ সত্য হইলে ১১১৪ শকে (১১৯২ খৃষ্টাব্দে) বল্লাল-সেনের জন্ম হয়। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণসেন বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি ১১১৪শকে বল্লালসেনের জন্ম সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন? বিশেষতঃ যে বচনে ১১১৪ শকে বল্লালসেনের জন্ম কথিত হইয়াছে সেই বচনে বল্লালসেনের পিতার নাম মিত্রসেন লিখিত আছে। বল্লালসেনের নিজকৃত দানসাগর গ্রন্থে এবং লক্ষ্মণসেন ও কেশব সেনের তাম্রশাসনে সেন বংশের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বিজয়সেন, বল্লালসেনের পিতা ইহা প্রমাণ হয়। ঐ সকল প্রমা-ণের বিপরীতে বল্লালসেনকে মিত্র সেনের পুত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অতএব ১১১৪ শকে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন, ইহার প্রমাণসূচক সংস্কৃত বচন পরবর্ত্তী কালে, সেন বংশের ইতিহাসানভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা প্রস্তুত হওয়া বলিতে হইবে। উক্ত বচনকে দেবীবর ঘটকের বচন বলিয়া স্বীকার করিতে অশক্ত। দেবীবর ঘটক এইরূপ ইতিহাসানভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না।

১। বেদচন্দ্র ধরা ক্ষৌণী শাকে সিংহস্থ ভাস্করে।
মিত্র সেনস্য পুত্রোঽভূৎ শ্রীলবল্লাল ভূপতিঃ॥
১২৮৫ সালের ভবানীপুর সুবরবন যন্ত্রে মুদ্রিত শ্রীশশিভূষণ নন্দী প্রণীত কায়স্থপুরাণধৃত দেবীবর বচন ১৫২ পৃঃ।

আইন আকবরিতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভকাল লিখিত আছে। জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেবও টেবল্‌স নামা গ্রন্থের রাজাবলী মধ্যে গৌড়ীয় রাজগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও আইন আকবরির মতানুসরণ করিয়া ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ বল্লালসেনের রাজত্বকাল কহিয়াছেন। গৌড়ীয় হিন্দু রাজগণের সময় নিরূপণ পক্ষে আইন আকবরি প্রসিদ্ধ প্রমাণ নহে। বল্লালসেনের বহুকাল পরে দিল্লীর সম্রাট আকবর সাহের সভাসদ্ আবুল ফাজেল,আইন আকবরি প্রস্তুত করিয়াছেন। ৯৫৪ শকে আদিশূর গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ঐ সমকালে আদিশূর গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছেন, আদিশূর হইতে বল্লালসেন অধস্তন ৮।৯ পুরুষীয় রাজা। এখন বিবেচনা করুন, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ৯৮৮ শকাব্দ হইতেছে; আদিশূরের রাজত্বকাল ৯৫০ শকাব্দ, আইন আকবরিতে উক্ত বল্লাল সেনের রাজ্যারম্ভকাল ৯৮৮ শকাব্দ, এই উভয়ের মধ্যে ৩৮ বৎসরের বিভিন্নতা মাত্র দেখা যায়। ৮।৯ পুরুষে ৩৮ বৎসর মাত্র অতিবাহিত হওয়া কোন মতেই হইতে পারে না। ৩য় খণ্ড রহস্যসন্দর্ভের ২৮ সংখ্যক পত্রে যিনি সেন বংশ এবং গৌড়ীয় রাজবিবরণ নামা প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তিনিও ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ হওয়া কহেন। তিনি কহেন বল্লাল সেন ১০১৯ শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচনা করিয়াছিলেন। (১) প্রস্তাব লেখক আপন উক্তির প্রমাণ জন্য সময়প্রকাশ

১। নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেবেন।
পূর্ণে শশি নব দশমিতে দানসাগরো রচিতঃ।

প্রস্তাব লেখক কি প্রকারে ১০১৯ শক পাইলেন? বিধের অঙ্কে বামগতি হেতু (১০) (৯) (১) অঙ্কে ১০৯১ শক হয়।

গ্রন্থের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ১০১৯ শক না হইয়া ১০৯১ শক হয়। প্রস্তাব লেখক ভ্রম বশতঃই হউক, অথবা আইন আকবরির উল্লিখিত ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভকাল ইহা রক্ষা নিমিত্তই হউক, ১০৯১ অঙ্ক স্থলে ১০১৯ অঙ্ক যোগ করিয়াছেন।

সময়প্রকাশ নামক গ্রন্থের লিখিত বচন দ্বারা ১০৯১ শকাব্দে বল্লালসেন দানসাগর রচনা করা প্রমাণ হয়। ৯৫৪ শকে আদিশূর ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ৯৫৪ হইতে ১০৯১ শকাব্দের মধ্যে ১৩৭ বৎসরের বিভিন্নতা, ৮।৯ পুরুষে ১৩৭ বৎসর অতিবাহিত হওয়া অসম্ভব নহে। ১০১৯ শকাব্দে ১০৯৭ খৃঃ অব্দ হইতেছে এবং বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বল্লালসেনের পুত্র লছমনিয়া রাজা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে কি প্রকারে রাজ্যচ্যুত হইতে পারেন, ইহা ভাবিয়াই রহস্যসন্দর্ভের প্রস্তাব লেখক অস্থির হইয়া নানারূপ ইতস্ততঃ মীমাংসাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ১২০৩ খৃষ্টাব্দে যদি তৎপুত্র লক্ষ্মণ রাজ্যচ্যুত হন, তাহা হইলে ২ পুরুষে ১৩৭ বৎসর রাজ্য ভোগ করা অসম্ভব বলিয়াই বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক পরাজিত লক্ষ্মণকে বল্লালসেনের প্রপৌত্র বলিয়া প্রস্তাব লেখক স্থির করিয়াছেন। অতএব বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক পরাজিত লক্ষ্মণের সহিত বল্লাল সেনের সম্বন্ধ বিবেচনা করা যাইতেছে।

বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক পরাজিত লক্ষ্মণসেন যে বল্লালসেনের পুত্র নহেন, ইহা বলিয়া কেহই কোন সন্দেহ করেন নাই। বরং সকলেই পরাজিত লক্ষ্মণকে বল্লালসেনের পুত্র বলিয়া জানেন। বাঙ্গালা জয়ের ৫৭বৎসর গতে ১২৬০খৃষ্টাব্দে আবুওমার মিনহাজুদ্দিন জেওরজানি, তবকাৎ নাসরি নামক যে গ্রন্থ লিখেন, তাহা বাঙ্গালা

জয়ের সময় সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু লছমনিয়ার পরিচয় সম্বন্ধে মিনহাজুদ্দিনের উক্তি তত স্পষ্ট নহে। মিনহাজুদ্দিন লছমনিয়ার পরিচয় সম্বন্ধে এই এই কথা লিখিয়াছেন। (১) লছমনিয়ার পিতার নাম লক্ষণ, (২) তিনি অশীতিবর্ষ বয়স্ক, এবং বিদ্বান্ রাজা ছিলেন। (৩) নবদ্বীপে তাহার রাজধানী ছিল। বক্তিয়ার খিলিজির কথা শুনিয়াই সঙ্কনথে (ক) (sank nauth) পলাইয়া যান। (৪)লছমনিয়া আপন পিতার মৃত্যুর পর ভূমিষ্ঠ হন,এবং ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাজা হইয়া ছিলেন। (৫) যখন লছমনিয়ার মাতার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় তখন জ্যোতির্ব্বিদগণ গণনা করিয়া কহিয়াছিলেন, এই মুহূর্ত্তে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে দুঃখী হইবে ইহার কিছুকাল পরে প্রসব হইলে জনিষ্যমান্ পুত্র দীর্ঘজীবী এবং রাজা হইবে, এই কথাতে প্রসূতির পাদদ্বয়ে রজ্জুবন্ধন করিয়া অধোমুখে ছাদের সহিত ঝুলান হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়াতে প্রসূতির মৃত্যু এবং অভিলষিত সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।' (খ) এই পরিচয় মধ্যে প্রথম পরিচয় লইয়াই গোল, লক্ষ্মণসেনের পুত্রদ্বয়ের নাম মাধব সেন এবং কেশব সেন, লছমনিয়া নামে কোন পুত্র ছিল না। ৫ম পরিচয় সম্বন্ধেও কিছু বলা যাইতে পারে না। মিনহাজুদ্দিন ৬৪২ হিজরা অব্দে দেওকোট নামক স্থানে বক্তিয়ারের সেনাপতি মওয়াতম দ্দৌলার নিকট অবগত

(ক) মিনহাজুদ্দিনের উল্লিখিত সঙ্কনথ শব্দ ইংরাজিতে Sank Nauth লিখিত হয় কালে (S) এছের (J) জ উচ্চারণ হইয়া প্রথমে Jank Nath পরে Jaga Nathহইয়াছে। ইহাতেই লক্ষ্মণ সেন জগন্নাথে পলাইয়া যাওয়ার কথা প্রচার হইয়াছে। মিনহাজুদ্দিনের সঙ্কনথ কোন স্থানে ছিল তাহার নির্ণয় নাই। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়া বিক্রমপুরে যান, লক্ষ্মণের পরেও বিক্রমপুরে সেনবংশের অধিকার ছিল।

(খ) ষ্টুয়ার্টকৃত বাঙ্গলার ইতিহাস।১৮৪৭ কলিকাতা এডিসন। ৩ অধ্যায়।

হইয়া লছমনিয়ার পরিচয় লিখিয়াছেন, কি মিনহাজুদ্দিন কি মওয়াতম্ দ্দোলা উভয়েই ভিন্ন দেশীয় লোক বাঙ্গলা ভাষা জানিতেন না নুতন জিত দেশের ইতিহাস এবং পরাজিত রাজার পরিচয় সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না। যাহাহউক ২।৩।৪ পরিচয় লক্ষ্য করিয়া লছমনিয়াকে বল্লাল সেনের পুত্র বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। বল্লালাত্মজ লক্ষণ সেনই বৃদ্ধ রাজা ছিলেন, বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণই বিদ্বান্ এবং পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বারাবেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার সভাই পঞ্চরত্নের সভা বলিয়া কথিত হইত।(১) বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণের রাজধানীই নবদ্বীপে ছিল। বল্লালসেন মিথিলা জয় নিমিত্ত গমন করিলে, বল্লালের মৃত্যু সম্বাদ প্রচার হয়। সেই সমকালে লক্ষ্মণের জন্ম হওয়াতে, বল্লালসেনের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ ভুমিষ্ঠ হইয়াই রাজত্ব প্রাপ্ত হওয়ার প্রবাদ প্রচলিত আছে। (২) যদি বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণ রাজ্যচ্যুত হওয়া সত্য হয় তাহা

১। লক্ষ্মণসেনের সভাতে পদাবলী রচয়িতা জয়দেব, এবং প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির ভিত্তিতে সংযোজিত প্রস্তর লিখিত কবিতা রচয়িতা এবং কলাপ ব্যাকরণের কারিকা কর্ত্তা উমাপতি ধর, গোবর্দ্ধন, শরণ এবং কবিরাজ এই ৫ জন লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্ন ছিলেন। গৌড়নগরস্থ লক্ষ্মণ সেনের সভামণ্ডপের দ্বারে "গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্যচ" কবিতা লিখিত ছিল। রূপ এবং সনাতন গোস্বামী উহা দেখিয়াছিলেন।

২। প্রবাদঃ শ্রূয়তেচাত্র পারম্পারীণ বার্ত্তয়া।
মিথিলে যুদ্ধ যাত্রায়াং বল্লালেহভূন্মৃত ধ্বনিঃ॥
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো জাতবানসৌ।

লঘু ভারত ২ খণ্ড ১৪০ পৃ০

হইলে কোন গোলই থাকে না। মনে কর, বল্লালসেন ১০৯১শকে (১১-৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর রচনা করিলেন; তাহার ২।৪বৎসর পরে তাঁহার অভাব হইল, তদন্তে অর্দ্ধ প্রাচীন লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়া ২৫।৩০ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ১২০৩খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইলেন। মিনহাজুদ্দিনের উল্লিখিত অশীতিবর্ষ বয়স, বৃদ্ধত্বের পরিচয় বলিতে হইবেক। রাজ্য-চ্যুতকালে লক্ষ্মণ সেনের ঠিক ৮০ বৎসর বয়স না হইতে পারে।

এই মীমাংসাতে দুইটি আপত্তির উত্থাপন হইতে পারে। (১) যদি বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণসেন ১২০৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হন তাহা হইলে লক্ষ্মণাত্মজ কেশব সেন কি প্রকারে ভূমিদান করিলেন, এবং সেই শাসন পত্রেই বা কেন কেশব সেনকে, স্বাধীন রাজা বলা হইল। (২) মিথিলার পণ্ডিত সমাজে লসং নামে একটি অব্দ প্রচলিত আছে পণ্ডিতেরা তাহাকে লক্ষ্মণ সেনের সম্বৎ বলিয়া থাকেন। (ক) ১৯৯৭ শকাব্দে ৭৬৭ লক্ষ্মণাব্দ অতএব ১০৩০ শকাব্দ হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের আরম্ভ হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হইলে ১০৯১ শকে বল্লালসেনের বর্ত্তমান ও রাজত্ব এবং দান-সাগর রচনা হওয়া সম্ভব নহে। নিম্ন লিখিত মতে আপত্তিদ্বয়ের খণ্ডন করা যাইতেছে।

(ক) মিথিলাতে লক্ষ্মণাব্দ প্রচলন থাকাতে এবং শিবসিংহ রাজার রাজ্যকালে লক্ষ্মণাব্দের প্রচার থাকাতে অনুমান হইতেছে, লক্ষ্মণসেন মিথিলা জয় করিয়া তথায় অব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন একজন পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন। কেশব সেনের তাম্রশাসনে দেখা যায় লক্ষ্মণসেন উড়িষ্যা বানারস এবং প্রয়াগ পর্য্যন্ত জয় করিয়া তথায় যজ্ঞ যুপ এবং জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে যবন এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রতাড়িত হইয়া যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করেন।

১ম বক্তিয়ার খিলিজি ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অধিকার পূর্ব্ব বাঙ্গলাতে বিস্তৃত হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বাঙ্গলাতে লক্ষ্মণসেনের সন্তানগণের অধিকার ছিল। বল্লালসেনের পৌত্র সোনারগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। ১৩৩০খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোঘলক পূর্ব্ব বাঙ্গলা জয় করেন।(১) ১২৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোনারগ্রাম স্বাধীন হিন্দু রাজ্য থাকা বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠেও বোধ হয়। ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে নূতন অধিকৃত দেশ সোনারগ্রামে মোসলমান রাজধানী স্থাপন হওয়ার সমাচার বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়, অতএব ইহাতেই প্রথম আপত্তির উত্তর হইতেছে।

(২) লক্ষ্মণ সেন ঈশ্বরচন্দ্র দেব শর্ম্মা এবং কৃষ্ণধর দেব শর্ম্মাকে ভূমিদান করিয়া যে তাম্রশাসন লিখিয়া দেন, তাহার প্রথমোক্ত শাসনে "সং৭ ভাদ্র দিনে ৩।" শেষোক্ত শাসনে "সং২ মাঘ দিনে ১০" লিখিত আছে। সং ৭ এবং সং ২ লক্ষ্মণাব্দ বলিয়াই বিবেচনা হয়। শিবসিংহ নৃপতি বিদ্যাপতিকে যে ভূমি দান করেন, তাহাতেও লক্ষ্মণাব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা লক্ষ্মণসেনের যে একটী অব্দ প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ হয় এবং অদ্যাপিও মিথিলার পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত লসং যে লক্ষ্মণাব্দ তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু কোন সময় হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কোন

1. Statistical accounts of Bengal by Dr, Hunter Vol, V. Page 119.

২। ষ্টুয়ার্ট সাহেব কৃত বাঙ্গলার ইতিহাস।
কলিকাতা এডিসন ১৮৪৭। ৪৫।৫০ পৃ০;

প্রকৃত সম্বাদ পাওয়া যায় না। জন্ম, যৌবরাজ্যে অভিষেক, প্রকৃত রাজ্যপ্রাপ্তির সময় অথবা অন্য কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার সময় হইতে অব্দ প্রচলন হইয়া থাকে, লক্ষ্মণাব্দ যে লক্ষ্মণসেনের জন্ম সময় হইতে আরম্ভ হয় নাই, তাহা সং ২ এবং সং ৭ অব্দের ভূমিদানদ্বারা প্রমাণ হইতেছে। লক্ষ্মণসেন আপন পিতার সহিত বিবাদ করিয়া গৌড়ে আসিয়া রাজ্য করার প্রবাদও আছে, অতএব হয়, লক্ষ্মণসেনের যৌবরাজ্যে অভিষেকের, নয় গৌড়ে আসিয়া রাজ্যকরার সময় হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এইরূপ মীমাংসাতে সর্ব্ব দিক রক্ষা পায়। যুবরাজগণ আপনাদিগকে রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া ভূম্যাদি দান করিয়া থাকেন। শিবসিংহ কর্ত্তৃক ভূমিদানই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মিথিলা দেশীয় পঞ্জী গ্রন্থানুসারে ১৩৬৯ শকে শিবসিংহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু লক্ষ্মণাব্দের গণনাতে রাজত্বারম্ভের ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ১৩২৩ শকে শিবসিংহ ভূমি দান করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বারেন্দ্রকুল বিবরণ।

অনেকেরই সংস্কার আছে, এমন কি ঘটকেরাও কহিয়া থাকেন বল্লালসেনের সভাতে যে সকল ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে বরেন্দ্র দেশে যে ১০০ শত ব্রাহ্মণকে বল্লাল সেন রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই বারেন্দ্রকুলের ১০০ একশত গ্রামী ব্রাহ্মণ এবং বল্লালসেন তাঁহাদের মধ্য হইতে ৮ গাঞির ব্রাহ্মণকে কুলীন ও অপর আট গ্রামীকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় এবং ৮৪ গাঞি ব্রাহ্মণকে কষ্ট শ্রোত্রিয় করিয়াছিলেন। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণও বল্লালসেন একশত গৃহ, ব্রাহ্মণকে গাঞি যুক্ত করা লিখিয়াছেন (১) কিন্তু ঘটকদিগের বংশাবলী গ্রন্থ দেখিলে জানা যায় সময়ে সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া গাঞি যুক্ত হন। বল্লালসেনের রাজত্বের বহু-পরেও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নুতন নুতন গাঞির সৃষ্টি হইয়াছে। (২) বারেন্দ্র কুলে সর্ব্বশুদ্ধ একশত গাঞি গণনা হইয়াছিল। তন্মধ্যে কাশ্যপ গোত্রে আঠার, শাণ্ডিল্য গোত্রে চৌদ্দ, বাৎস্য গোত্রে চব্বিশ,

১। লঘুভারত দ্বিতীয় খণ্ড বল্লালোপাখ্যান দ্রষ্টব্য বিশেষতঃ নিম্ন লিখিত কবিতা।

বিপ্রানেকশত গৃহ বারেন্দ্রান্ গাঞি সংযুতান্।

কৃত্বা বল্লালসেনেন চক্রে গুণবিচারণং॥

লঘুভারত ২ খণ্ড ১৩১ পৃঃ।

২। পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের বংশাবলী দেখ।

ভরদ্বাজ গোত্রে চব্বিশ, সাবর্ণ গোত্রে বিংশতি গাঞি। (১) মৈত্র, ভাদুড়ি, করঞ্জ, বালয়ষ্ঠি মোধাগ্রামী বলিহারী মোয়ালি কিরল বীজ-কুঞ্জ শরগ্রামী সহগ্রামী কটিগ্রামী মধ্যগ্রামী মঠগ্রামী গঙ্গাগ্রামী বেলগ্রামী চমগ্রামী অশ্রুকোটি, কাশ্যপগোত্রে এই ১৮ গাঞি। (২) রুদ্রবাগছি, লাহেড়ি, সাধুবাগছি, চম্পটী, নন্দনাবাসী, কামেন্দ্র, সিহরী, তাড়োয়ালা বিশী, মতস্যাশী চম্প, সুবর্ণ তোটক, পূষাণ, বেলুড়ি শাণ্ডিল্য গোত্রে এই ১৪ গাঞি। (৩) সান্ন্যাল, ভীমকালী, ভট্টশালী, কামকালী, কুড়মুড়ি, ভাড়িয়াল, লক্ষ, জামরুখী, সিমলী, ধোসালি, তানুরি, বৎসগ্রামী, দেউলি নিদ্রালী, কুক্কুটী, বোড়গ্রামী, শ্রুতবটি, অক্ষগ্রামী সাহরি, কালীগ্রামী, কালি হয়, পৌণ্ড্রকালী,

১। কাশ্যপেহষ্টাদশজ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যেচ চতুর্দ্দশ।
চতুর্বিংশতির্বাৎস্যেপি ভরদ্বাজে তথাবিধঃ॥
সাবর্ণে বিংশতি র্জ্ঞেয়াঃ গ্রামাহি গাঞি নামকাঃ।

২। মৈত্রশ্চ ভাদুড়িশ্চৈব করঞ্জো বালয়ষ্টিকঃ।
মোধাগ্রামী বলিহারী মোয়ালিঃ কিরলস্তথা॥
বীজকুঞ্জঃ সরগ্রামী সহগ্রামী কটিস্তথা।
মধ্যগ্রামী মঠগ্রামী গঙ্গাগ্রামী তথৈবচ॥
বেলগ্রামী চমগ্রামী চাশ্রুকোটিস্তথাপরে।
অষ্টাদশ মিতাস্ত্বেতে কাশ্যপে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

৩। রুদ্রাখ্যো বাগছিশ্চৈব লাহেড়িঃ সাধু বাগছিকঃ।
চম্পটি নন্দনাবাসী কামেন্দ্রঃ সিহরী তথা।
তাড়োয়ালোবিশীগ্রামী মতস্যাশী চম্প সংজ্ঞকঃ।
সুবর্ণ তোটকশ্চৈব পুষাণো বেলুড়িস্তথা।
শাণ্ডিল্যে কথিতাশ্চৈতে গ্রামাহি গাঞি নামকাঃ।

কালিন্দী, চতুরাবন্দী, বাতস্য গোত্রে এই ২৪ গাঞি। (১) ভাদড়, লাড়ুলি, ঝামাল (ঝম্পটি) আতুর্থি,রাই, রত্নাবলী, উচ্ছরখি গোচ্ছাসি, বাল, শাকটি, শিম্বিবহাল, সরিয়াল, ক্ষেত্রগ্রামী, দধিয়াল, পুতি, কাছটি,নন্দীগ্রামী,গোগ্রামী, নিখটী,পিপ্পলী, শৃঙ্গখোর্জার,গোস্বালম্বি, ভরদ্বাজগোত্রে এই ২৪ গাঞি। (২) সিংদিয়াড়, পাকড়ী দধি, শৃঙ্গী মেদড়ি, উন্ধুড়ি ধুন্ধুড়ি, তাতোয়ার, সেতু, নইগ্রামী, নেধুড়ি, কপালী, টুটুরি, পঞ্চবটী, খণ্ডবটী, নিকড়ি, সমুদ্র, কেতুগ্রামী, যশোগ্রামী, শিতলী, সাবর্ণ গোত্রে এই বিংশতি গাঞি গণনা হইয়াছিল। (৩)

১। সঙ্গামিনী ভীমকালী ভট্টশালী তথৈবচ।
কামকালী কুড়স্বশ্চ ভাড়িয়ালশ্চ লক্ষকঃ।
জামরুখী সিমলীচ ধোসালিস্তাম্রবিস্তথা।
বৎস গ্রামী দেউলীচ নিদ্রালী কুকুটী তথা॥
বোড়গ্রামী শ্রুতবটী চাক্ষ গ্রামীচ সাহরিঃ।
কালীগ্রামী কালী হয়ঃ পৌণ্ড্রকালী তথৈবচ।
কালিন্দী চতুরাবন্দী বাৎস্য গোত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

২। ভাদড়ো লাড়ুলিঝামঃ আতুর্থিঃ রাই সজ্ঞকঃ।
রত্নাবলী চোচ্ছরখি গোচ্ছাসি বাল সংজ্ঞকঃ॥
শাকটিশ্চ তথা শিম্বির্হালঃ সরিয়ালকঃ।
ক্ষেত্রগ্রামী দধিয়ালঃ পুতি কাছটিরেব চ।
নন্দীগ্রামী গোগ্রামীচ নিখটী চ সমুদ্রকঃ।
পিপ্পলী শৃঙ্গখোর্জারো গোস্বালম্বিস্তথৈবচ।
চতুর্ব্বিংশ মিতাহ্যেতে ভরদ্বাজে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

৩। সিংদিয় ড়ঃ পাকড়ীচ দধি শৃঙ্গীচ মেদড়িঃ।
উন্ধুড়ি ধুন্ধুড়িশ্চৈব তাতোয়ারশ্চ সেতুকঃ॥
নইগ্রামী নেধুড়িশ্চ কপালী টুটুরিস্তথা।
পঞ্চবটী খণ্ডবটী নিকড়িশ্চ সমুদ্রকঃ॥
কেতুগ্রামী যশোগ্রামী শিতলীচ তথাপরঃ।
সাবর্ণে কথিতা এতে গ্রামাহি বিংশতিঃস্মৃতাঃ॥

কোন সময়ে বারেন্দ্র কুলে একশত গাঞি গণনা হইয়াছিল তাহার লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ঘটনা দৃষ্টে অনুমান হয় উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি যখন বারেন্দ্র কুলে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন, তখনই একশত গ্রামী ব্রাহ্মণের সংখ্যা হইয়াছিল। সম্প্রতি উপরি উল্লিখিত একশত গ্রামীণ ব্রাহ্মণ বারেন্দ্রকুলে পাওয়া যায় না। মৈত্র,ভাদুড়ি,সাধু বাগছি,রুদ্রবাগিছি, লাহেড়ি, সান্ন্যাল, ভীম-কালিহাই, ভাদড়, করঞ্জ, নান্ন্যাসী, ভট্টশালী, লাড়ুলি, চম্পটি, ঝামাল আতুর্থি,কামদেব কালিহাই,উচ্ছরুখি, জামরুখী,রত্নাবলী, সিহরি, রাই, গোস্বালম্বি, বিশী, খোর্জ্জার, সরল, গোগ্রামী, কালীগ্রামী, সিংদি-য়াড়, পাকড়ী, মধুগ্রামী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র শ্রেণীতে দৃষ্ট হয়। অন্যান্য গ্রামী ব্রাহ্মণেরা বারেন্দ্রকুলে বর্ত্তমান আছেন কিনা তাহার নিশ্চয় নাই সম্ভবতঃ অনেক গাঞিই লোপ হইয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন কষ্ট শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে কেহ কেহ জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্তে বর্ণসঙ্কর অধম জাতির পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া বর্ণ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, বিবাহ করিতে না পারাতে অনেকের বংশ লোপ হইয়াছে, অনেকে গাঞি পরিবর্ত্ত করিয়া সিদ্ধ অথবা সাধ্য শ্রোত্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এবং কেহ কেহ পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়া বসতি করিয়া তত্রত্য আদিম ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছেন। ইহাতেই কষ্ট শ্রোত্রিয় গ্রামীণ সমুদয় ব্রাহ্মণ এখন তল্লাশ করিয়া পাওয়া যায় না। গাঞিমালাতে যে সকল গ্রামের নাম লিখা আছে সেই সকল গ্রাম কোথায় ছিল, তৎসমুদয়ের স্থান নিরূপণ হওয়া সুকঠিন। মালদহ রাজসাহী পাবনা বগুড়া দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ভূমি-ভাগে এবং ঢাকার পশ্চিমাংশস্থ ভূমিখণ্ডে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিতে বাস হইয়াছিল। সম্প্রতি বলিহার তানোর কুমড়ইল

দেউলি করঞ্জা ভাদড়া জামুরুকি সিমলা নামে (১) কয়েকখানি গ্রাম পাওয়া যায় এই সমুদয় গ্রাম হইতেই গাঞি নাম হওয়া অসম্ভব নহে। মৈত্র ভীমকালিহাই সাধু বাগছি সান্ন্যাল লাহেড়ি ভাদুড়ি ভাদড় এই ৮ আট গ্রামী ব্রাহ্মণের সমাজ স্থান অদ্যাপি চিনিতে পারা যায়। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় মৈত্রগ্রামী ব্রাহ্মণেরা নাটোরের সন্নিহিত স্থানে, ভীমকালিহাইগ্রামী ব্রাহ্মণেরা পাবনার অন্তঃপাতি সাহাজাদপুর এবং মথুরা অঞ্চলে, সাধু বাগছির সন্তানেরা মানিকগঞ্জ সবডিবিজনের পশ্চিমোত্তর ভাগে, রুদ্র বাগছির সন্তানেরাও পাবনার অন্তর্গত স্থানে, সান্ন্যালেরা বলিহার অঞ্চলে, লাহেড়িগণও নাটোরের সন্নিহিত স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ভাদুড়ির বাস স্থান সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান হইবার উপায় নাই। (২)

কাশ্যপ গোত্রীয় বংশ বিবরণ।

বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা সুষেণ হইতে কাশ্যপ গোত্রের বংশাবলীগণনা করেন। তাহাদের মতে যে সকল ব্রাহ্মণ আদিশূরের সভাতে

১। জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতি বলিহার নামে এক পরগণা আছে; বলিহার গ্রাম তাহার মধ্যবর্ত্তী। তানোর গ্রামও তৎসন্নিহিত স্থানে। বলিহারের জমিদারের বাস গ্রাম যাহা বলিহার নামে খ্যাত তাহারই প্রকৃত নাম কুড়মইল। দেউলিগ্রাম জেলা বগুড়ার মধ্যগত করতোয়া নদীর পূর্ব্ব পার। করঞ্জাগ্রাম জেলা পাবনার অধীন ইছামতী নদীর ধারে। ভাদড়াগ্রাম সম্প্রতি ময়মনসিংহের অন্তঃপাতি টাঙ্গাইল সবডিবিজনের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। জামুরকি টাঙ্গাইলের নিকট, সিমলা রাজসাহীর অধীন।

২। ভাদুড়ি কুলে বিখ্যাত উদয়নাচার্য্যের নিবাস স্থান লইয়াই ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কেহ কহেন বগুড়ার অন্তঃপাতি নিসিন্দাতে তাহার বাস ছিল, অন্যেরা কহেন বালিয়াটি গ্রামে।

গৌড় নগরে উপস্থিত হন, কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণ তাহার অন্যতর ব্যক্তি। সুষেণের পুত্র ব্রহ্মাওঝা, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র পীতাম্বর তৎপুত্র হিরণ্যগর্ভ, তৎপুত্র বেদগর্ভ, তৎপুত্র জিগ নি মহামুনি। মহামুনির স্বর্ণরেখ এবং ভবদেব নামে দুইটি পুত্র জন্মে। এই সময়ে বল্লালসেন নৃপতি রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ করিয়াছিলেন। সেই বিভাগ কালে ভবদেব রাঢ়দেশে বসতি করিয়া রাঢ়ীদলে মিলিত হইয়া গিয়াছেন। স্বর্ণরেখ বারেন্দ্র দেশে থাকিয়া বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। বারেন্দ্র স্বর্ণরেখের পুত্রের নাম সিন্ধুওঝা। তিনি গরুড়কে দত্তক লইয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসজাত পুত্রদ্বয়ের নাম ক্রতু ও মৈত্রেয়। যখন বল্লালসেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন তখন বাসগ্রামের নামানুসারে ক্রতুর ভাদুড়ি এবং মৈত্রেয়ের মৈত্র গাঞি এবং উপাধি হইয়া নবগুণোপেত উভয় ভ্রাতা কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রতুর পুত্রের নাম সঙ্কর্ষণ তৎপুত্র ভল্লূকাচার্য্য। ভল্লুকের যোগেশ্বর এবং দিবাকর নামে দুইপুত্রের জন্ম হয়, তন্মধ্যে যোগেশ্বর পৈতৃক গাঞি ভাদুড়িতেই থাকিয়া ভাদুড়ি গ্রামী আখ্যাত হন। দিবাকর করঞ্জ গ্রামে বসতি করাতে তাহার করঞ্জ গাঞি হয়, এই হইতে করঞ্জ গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে। যোগেশ্বরের পুত্রের নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, তৎপুত্র বৃহস্পতি আচার্য্য, ইনিই বিখ্যাত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির জনক। বৃহস্পতি আচার্য্যের সহিত বৌদ্ধাচার্য্য জিম্মাণির বিচার হয়, সেই বিচারে বৃহস্পতি আচার্য্য পরাজিত হওয়াতে বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া বিচার সভা হইতে বহিষ্কৃত হন, এবং লজ্জাবশতঃ বনগমন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি পিতার মৃত্যু পরাভব এবং বৌদ্ধদিগের জয়সম্বাদ শ্রবণে ক্রোধ পরি-

পুরিত মানসে বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং সুবিখ্যাত কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রনয়ন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ এবং আস্তিকতা প্রতিপাদন করেন। (১) তৎপরে তিনি

১। সকলগুণসমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ।
হুতবহ সমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
নিজপরিকরবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং॥
তত্রাদিশূরঃ শূরবংশ সিংহোবিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং।
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস॥
আগত্য গৌড়ং নৃপতেরনুজ্ঞয়া নাম্নাবরেন্দ্রং বহুশস্যযুক্তং।
আশ্রিত্য দেশং খলুবিপ্রবর্য্যা বাসং প্রচক্রুর্ব্বহমান যুক্তাঃ॥
তেষামেকতমশ্চাসীৎ কাশ্যপ গোত্রসম্ভবঃ।
সুষেণ ইতি বিখ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥
সুষেণস্যাভবদ্দক্ষওঝা নাম্নাতু নন্দনঃ।
দক্ষস্তস্য সুতোজাতঃ পীতাম্বরস্তু তৎসুতঃ।
পুত্রোহিরণ্যগর্ভোহভূৎ পীতাম্বরস্য ধীমতেঃ।
হিরণ্যাদ্বেদগর্ভোহসৌ বভূব কুলপাবনঃ।
বেদগর্ভাত্ততো জজ্ঞে নাম্নাজিগুনি মহামুনিঃ।
দ্বাবেবতনয়ৌ তস্য বভূবাতে গুণোত্তরৌ॥
নাম্নাদ্যঃ স্বর্ণরেখস্তু ভবদেবো দ্বিতীয়কঃ।
এতস্মিন্নেব কালেতু বল্লালেন মহীভুজা॥
দ্বিধাবিভক্তাবিপ্রাষে রাঢ় বারেন্দ্রবাসিনঃ।
কান্যকুব্জ দ্বিজাগ্রাণাং বংশজাগুণভূষণাঃ॥
ভবদেবো গতোরাঢ়ং সহরাঢ়নিবাসিভিঃ।
বারেন্দ্রস্ত্বভবৎ স্বর্ণরেখস্তু দ্বিজসত্তমঃ।
স্বর্ণরেখস্য পুত্রোঽভূৎ সিন্ধুওঝা সমাহ্বয়ঃ।
পুত্রঃ প্রতিনিধিশ্চক্রে গরুড়স্তেন সিন্ধুনা।
ততঃক্রতু মৈত্রেয়ৌ স জনয়ামাস বৈ সুতৌ।

সমাজ শোধনে প্রবৃত্ত হইয়া পারিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভাদুড়ি মৈত্র ইত্যেব তয়োগাঞিঃ ক্রমাদভূৎ ॥
আচারোবিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তিস্তপোদানং গুণোপেতৌ দ্বিজোত্তমৌ।
কৌলীন্যং প্রাপ্তবন্তৌতৌ নৃপেণ গুণচারিণা ॥
ক্রতোঃ সঙ্কর্ষণো নাম্না পুত্রোজজ্ঞে মহামতিঃ।
সঙ্কর্ষণাৎ সুতোজাতঃ ভল্লূকাচার্য্য বিশ্রুতঃ ॥
ভল্লুকস্য সুতাবেতৌ যোগেশ্বরদিবাকরৌ।
ভাদুড়িশ্চ করঞ্জশ্চতয়োর্গাঞিঃ স্মৃতঃ ক্রমাৎ ॥
যোগেশ্বরস্যাত্মজোয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষকঃ বিশ্রুতঃ।
ততো বৃহস্পতির্জজ্ঞে দিবিদেব গুরু র্যথা ॥
বেদজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স আচার্য্য পদমাপ্তবান্।
বৌদ্ধাচার্য্য জিঘনিনা বিচাররণমূর্দ্ধনি ॥
বিজিতোঽপমানিতশ্চ বনং গত্বা মমারচ।
বৃহস্পতি সুতঃ শ্রীমান্ ভুবি বিখ্যাত মঙ্গলঃ ॥
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধ বিধ্বংস হেতবে।
খ্যাত উদয়নাচার্য্য বভূব শঙ্করো যথা ॥
সন্দেশং পিতৃনাশস্য তথা পিতৃপরাভবং।
বৌদ্ধানাং বিজয়ঞ্চৈব শ্রুত্বা জজ্বাল মন্যুনা ॥
ততঃ কালেন কিয়তা বৌদ্ধান্ জিত্বা বিচারতঃ।
ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিং ॥
স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী।
কুলকংভট্ট মাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ুরস্তথা ॥
মঙ্গলোঝেতি বিখ্যাতং শ্রোত্রিয়ং শুদ্ধ বংশজং।
কুলগৌরব রক্ষার্থং কৃতবান্ কুলীনেষুচ।
করণং পরিবর্ত্তক তিলকং শ্রোত্রিয়েষুচ ॥

ভাদুড়িকুলের বংশাবলী।

বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা কহেন উদয়নাচার্য্য কাশীধামে গমন করিয়া কুমারিলভট্টের নিকট দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি আচার্য্য বিচারে পরাভূত ও অপমানিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে উদয়নাচার্য্য মৃত্যু পণ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং জয়লাভ করেন। প্রতিজ্ঞানুসারে পরাজিত বৌদ্ধাচার্য্যের প্রাণদণ্ড হয়। বৌদ্ধাচার্য্য ব্রাহ্মণ কুলেজাত বলিয়া উদয়নাচার্য্যে ব্রহ্মহত্যা পাপ স্পর্শ করে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইবেন আশাতে উদয়নাচার্য্য জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু জগন্নাথ দেব ব্রহ্মহত্যার পাপীকে দর্শন দিলেন না, ইহাতে উদয়নাচার্য্য হতাশ্বাস না হইয়া যেমন জন্মেজয় রাজা পূর্ব্ব পুরুষের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন সেইরূপ মুক্ত হইবার মানসে কুলশাস্ত্র সংগ্রহ এবং কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন।

কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ যে উদয়নাচার্য্যের প্রণীত তৎপ্রতি নৈয়ায়িকগণের কোন আপত্তি নাই; কুল সম্বন্ধীয় বংশাবলীর প্রমাণেও তাহাই প্রকাশ হয়। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণের মতে, উদয়নাচার্য্য তীর্থপর্য্যটনে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন, এবং বাঙ্গলাতে আনিয়া প্রচার করেন। (১) কাউয়েল সাহেব, কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লিখা বলিয়া অনুমান করেন, এবং অনেকে উদয়নাচার্য্যকে খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া জ্ঞান করাতে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ উদয়-

---

১। সএবোদয়নাচার্য্যশ্চিকার কুসুমাঞ্জলিং।
তীর্থপর্য্যটনে লব্ধং তস্মাদ্‌গৌড়ে প্রচারিতং॥

লঘুভারত ৩য় খণ্ড ১৬১ পৃঃ।

নাচার্য্যের প্রণীত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু উদয়নাচার্য্য ভাদুড়িকে খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ৯৫৪ শকাব্দে গৌড়ে যে সকল ব্রাহ্মণ আইসেন সুষেণ, তাহার অন্যতর ব্যক্তি, সুষেণ হইতে অধস্তন ১৫ পুরুষে উদয়নার্য্যের জন্ম হয়, এই ১৫ পুরুষে যদি ৩০০বৎসর হয়, তাহা হইলে ১২৫০ শকের সমকালে উদয়নাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন। বল্লালসেনের সভাতে ক্রতু ভাদুড়ি উপস্থিত ছিলেন। বল্লালসেন ১০৯১ শকে দানসাগর রচনা করেন, ক্রতু হইতে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি অধস্তন ৭ পুরুষীয় ব্যক্তি। এই ৭ পুরুষে ১৫০ বৎসর হইলে ১২৫০ শকে উদয়নাচার্য্যের কাল নিরূপণ হয়। অন্য প্রকার গণনাতেও উদয়নাচার্য্যের বর্ত্তমান কাল এইরূপই স্থির হয়। ১৪০৭ শকাব্দে চৈতন্যের জন্ম হয়, চৈতন্য এবং অদ্বৈত সমসাময়িক ব্যক্তি। চৈতন্যের জন্মকালে অদ্বৈত অর্দ্ধপ্রাচীন ছিলেন। অদ্বৈতের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ লাড়ুলি মধুমৈত্রে কন্যাদান করেন, মধুমৈত্রের পিতামহ নরসিংহ মৈত্র উদয়নাচার্য্যের সমসাময়িক লোক। অতএব উদয়নাচার্য্য অদ্বৈতাচার্য্যের অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের সময়ের লোক হইতেছেন। যদি এই ৭ পুরুষে ১৫০ বৎসর কাল গত হয় তাহা হইলে ১৪০৭ হইতে ১৫০ বৎসর বিয়োগ করিলে ১২৫৭ শকাঙ্ক লব্ধ হয়। অতএব উদয়নাচার্য্য ১২৫০ শকাব্দের সমকালে এবং খৃঃ ত্রয়োদশশতাব্দীর আরম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার নাম লিখিত নাই বলিয়াই এখন নানা তর্ক উপস্থিত হইতেছে। যিনি বিচারে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন তাঁহার পক্ষে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থপ্রণয়ন করা কঠিন কার্য্য নহে। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি কুসুমাঞ্জলি প্রণয়নই করুন আর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আনিয়া প্রকাশই করুন কিছুতেই তাহার খ্যাতি দূর হইবে না।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির দুই বিবাহ। প্রথমাস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের নাম ভূপতি ভবানীপতি, চণ্ডীপতি, গৌরীপতি, রুদ্রাণীপতি, শচীপতি। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নাম পশুপতি। যখন উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি পরিবর্ত্ত মর্য্যাদাস্থাপন করেন, সেই কালে প্রথমাস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণকে কৌলীন্যমর্য্যাদা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পশুপতিকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন। পশুপতির সাত জন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে অগাই নামা পুত্রের বলাই নাম্না সন্তান জন্মে, বলাইয়ের পুত্রের নাম অংশুমান, তৎপুত্র মুকুন্দ ভাদুড়ি। ভাদুড়ি কুলে মুকুন্দ অতিশয় খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পঞ্চদেবতার এক দেবতার ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। (১) এই মুকুন্দ ভাদুড়িতে পীতাম্বর ভকী এবং পরনালি নাম্না দুই অবসাদ জন্মে, পরে দর্প-নারায়নী অবসাদ সংক্রামক হইয়া মুকুন্দ ভাদুড়িতে আইসে। মুকুন্দের পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি; এই শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়িই প্রথমে দর্পনারা-য়ণী অবসাদে আস্তাড়িত হন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের নাম সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ, জগদানন্দ রায় ইহাঁরা তিন জনেই অতি বিখ্যাত ছিলেন। গৌড়ের বাদসাহের কর্ম্মচারীনিবন্ধন সুবুদ্ধি, এবং কেশব, খাঁ উপাধি ও জগদানন্দ, রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহারা চৈতন্যের সমসাময়িক লোক। সুবুদ্ধি খাঁর পুত্রত্রয়ের নাম জনার্দ্দন খাঁ, দুর্গাদাস খাঁ দেবীদাস খাঁ। কেশব খাঁর পুত্রগণের নাম যদুরাম, প্রভুরাম, রঘুরাম শিবরাম। জগদানন্দরায়ের পুত্র জানকীবল্লভ ভুবনবল্লভ প্রভৃতি। জনার্দ্দন খাঁর যত্ন এবং উদ্যোগে রোহিলা অবসাদ এবং জগদানন্দের যত্ন ও

১। অমরশ্চ মুকুন্দশ্চ শ্যামঃ কুমুদএবচ।
শিবসিদ্ধান্তবাগীশঃ পঞ্চৈতে পঞ্চ দেবতা॥
ভাদুড়ি কুলব্যাখ্যা।

উদ্যোগে এবং রাজা [illegible] [illegible]রাতে জোয়ালি ও দর্প-
নারায়ণী [illegible] হয়াছে। [illegible] [illegible]র পুত্র রামকৃষ্ণ
রায় তৎপুত্র শ্যামরায় তৎপুত্র পাঁচুরায় ভুবনরায়। পাঁচুরায়ের পুত্র
রসিকরায় তৎপুত্রদ্বয় রামকান্ত, কৃষ্ণকান্ত। রামকান্তকে নাটোরের
রাজা রামজীবন দত্তক গ্রহণ করেন। তন্নিবন্ধন রসিকরায় ইছলামাবাদ
এবং চৌগাঁও পরগণা প্রাপ্ত হইয়া জমিদার হন। রসিকের অন্যতর
পুত্র কৃষ্ণকান্ত নাটোরের পূর্ব্বোত্তরাংশে চৌগাঁয়ে বসতি করেন,
কৃষ্ণকান্তের পুত্র রুদ্রকান্তরায়, তাহার গৃহীত দত্তকের নাম রোহিণী-
কান্ত রায়, অত্যল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার
প্রথমা পত্নীও দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাদিগকে স্থানীয় লোকেরা
চৌগাঁয়ের রাজা কহে। পাঁচুরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনরায়ের
পুত্রের নাম হরগোবিন্দ রায়, তৎপুত্র আনন্দীরাম রায় বিনোদরাম
রায়। আনন্দীরাম রায় তাহেরপুরের রাজবংশের কন্যা গ্রহণ করেন,
এবং বৈবাহিক সম্বন্ধে তাহেরপুর রাজত্বের ॥৵০ আনা অংশ প্রাপ্ত
হন। আনন্দীরাম রায় নিঃসন্তান মৃত হইলে তাহার কনিষ্ঠ বিনোদ-
রাম রায় উক্ত ॥৵০ আনা অংশ অধিকার করেন, ইহাতেই তাহেরপুর
॥৵০ আনা শ্রোত্রিয় রাজবংশ হইতে কুলীনবংশের অধিকৃত হয়।
বিনোদরামের পুত্র বীরেশ্বর রায়, তৎপুত্র চন্দ্রশেখর রায়, তৎপুত্র
শশিশেখর রায়, নিবাস তাহেরপুর জেলা রাজসাহী স্থানীয় লোক
কর্ত্তৃক ইহারাও রাজা বলিয়া আখ্যাত। সুষেণ হইতে শশিশেখর
৩১ পুরুষ অধস্তন ব্যক্তি।

মুকুন্দ ভাদুড়ির অন্যতর পুত্র গোপীনাথ, তৎপুত্র যদুনাথ, তৎ-
পুত্র লক্ষ্মীনাথ। লক্ষ্মীনাথের চারি পুত্র রামবল্লভ ভাদুড়ি, হরিবল্লভ
ভাদুড়ি, প্রাণবল্লভ ভাদুড়ি, এবং গৌরবল্লভ ভাদুড়ি। রামবল্লভ

ভাদুড়ি বেণী অকসাদঅবক হয়, গৌরবল্লভ ভুবণাপঠী। হরিবল্লভ প্রাণবল্লভ রোহিলাপঠী। গৌরবল্লভের পুত্র রামগোবিন্দ ভাদুড়ি, ইনি পাচুড়িয়া দোষযুক্ত সাঁতের নিবাসী রাজা রামকৃষ্ণের ভয়ে (১) নাটোর অঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়া সুসঙ্গের অন্তর্গত পাপিয়াখালি গ্রামে বসতি করেন। লাহেড়িবংশীয় মুক্তারাম এবং রুদ্রবাগছিবংশীয় প্রাণনাথ বাগছিও ঐ সময়ে পলাইয়া রঙ্গপুরে আসিয়া তাম্বুলপুরে বসতি করেন। রামগোবিন্দ হইতে সুসঙ্গে ভাদুড়ির বসতি হয়। তিনি সুসঙ্গের রাজগোষ্ঠীর কন্যা গ্রহণ করিয়া সুসঙ্গ রাজত্বের ৵০ আনা অংশ প্রাপ্ত হন। তন্নিবন্ধন রামগোবিন্দের পুত্র হরিরাম হইতে উহাদের সিংহ এবং ৵০ আনার রাজা উপাধি হয়। হরিরামের পুত্র রুদ্রচন্দ্র সিংহ, ইনি গোপীনাথকে দত্তকগ্রহণ করেন,

১। পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমহর থানার পশ্চিমে বিলের মধ্যে সাতৈর গ্রাম। তর্পে ভাওবিয়া রামকৃষ্ণের জমিদারী ছিল, তিনি সাতৈরের রাজা রামকৃষ্ণ বলিয়া আখ্যাত। রামকৃষ্ণ বারেন্দ্র কুলোদ্ভব শ্রোত্রিয়; ডেমরার রায় গোষ্ঠীর সর্ব্বাণী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি রাণী সর্ব্বাণী নামে আখ্যাতা ছিলেন। রাণী সর্ব্বাণী দানশীলা উদার চরিত্রা, ভবানীপুর ঠাকুরাণী বাড়িতে ইহার কীর্ত্তির অবশেষ অদ্যাপি আছে। রামদেব চৌধুরী রাণী সর্ব্বাণীর দেওয়ান ছিলেন। রামদেব হইতে হরিপুরের চৌধুরী গোষ্ঠীর উন্নতি হয়। রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে ক্রমাগত রাজস্ব অনাদায়ী থাকাতে ১১২৮ বাঙ্গলাতে নবাবের সৈন্য মহম্মদ সাতৈর লুঠ করে, এই সময়ে রাণী সর্ব্বাণীর অভাব হয়। অন্যরূপ প্রবাদ এই যে রাণী সর্ব্বাণী অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন তাহার সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া নবাব তাহাকে লইবার নিমিত্ত মহম্মদকে সাতৈর পাঠান। তদুপলক্ষে সাতৈর লুঠ হয়, এই সময়ে রাণী সর্ব্বাণী দেহত্যাগ করেন। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র কহেন ১১১৭ বাঙ্গলা সালে রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। অতএব বাঙ্গলা একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে রামগোবিন্দ মুক্তারাম প্রাণনাথ ইহারা পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করেন।

নিয়াবিদের দৃষ্টান্তে এই সমস্ত গৃহীত হয়। এই বংশে ৩৫। ৩৬ পুরুষ বহমান।

মৈত্রবংশ।

মতুর পুত্র শিরাচার্য্য তৎপুত্র দোঁ আচার্য্য তৎপুত্র মহানিধি আচার্য্য তৎপুত্র ভিকু এবং বৃহস্পতি।[১] ভিকু অধম বর্ণের পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া বর্ণব্রাহ্মণ হন। বৃহস্পতির পুত্র সোলওঝা এবং কুপওঝা। সোলের সমাজ সাতোর্টা, কুপের সমাজ[২] মধ্যগ্রাম প্রথমে মৈত্রগ্রামীদের এই দুই সমাজ হয়। কুপের পুত্র গণ্ড এবং নরসিংহমৈত্র, নরসিংহের পুত্র স্থকি, বুকি, মনোহর, তপস্বী, হিঙ্গাই, ন্যাঙ্গটা, স্থকির সমাজ মধ্যগ্রাম, বুকির সমাজ খাগজানা, মনোহরের সমাজ বাউনিয়া তপস্বীর সমাজ মণ্ডলজানি, হিঙ্গাই ন্যাঙ্গটের সমাজ বালিয়াখৈর। স্থকির পুত্র মধুমৈত্র এবং উচ্ছাকর। মধুর সমাজ মধ্যগ্রাম, উচ্ছাকরের সমাজ কোটন্ত। মধুর পুত্রগণের নাম আনাই অর্জ্জুনাই রক্ষিত আন্দাই নন্দাই গদাই মাধাই আনাই অর্জ্জুনাইর সমাজ লাড়ুয়া। রক্ষিতের সমাজ মধ্যগ্রাম, আন্দাইর সমাজ গুড়নই, নন্দাইর সমাজ গাঙ্গইল গদাইর সমাজ বাগসর, মাধাইর সমাজ মাইটকোপা, রক্ষিতের পুত্র লক্ষ্মীধর, ধরাধর, বিনায়ক, কৃষ্ণ। ধরাধরের সমাজ চামারি। লক্ষ্মীধরের পুত্র দিবদাস, বিভুদাস, বিষ্ণুদাস, দিবদাসের সমাজ বামুলিয়া। বিভুর পুত্র পুরন্দর মৈত্র তৎপুত্র বল্লভ, মাঙ্গল, বল্লভের পুত্র লোকনাথ।

বাউনিয়া সমাজের মনোহর মৈত্রের আকাই বাকাই সানাই

১। মতু মৈত্র গাঁই প্রবর্ত্তক ভাদুড়ির বংশ দেখ।

২। গাঞি ভুক্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন গ্রামে বসতি করিলে সেই বসতি গ্রাম সমাজ শব্দে কথিত হয়।

সারাই মাতাই নাথাই বগাই পুরাই নামা পুত্র জন্মে। বাকাইর সমাজ মনোহরা, গুণাইর সমাজ খানিকহাট, সারাইর সমাজ বীরদহ, মাতাইর সমাজ কোদড়ি, নাথাইয়ের সমাজ একপোয়া, বগাইর সমাজ আচলকোট, পুরাইর সমাজ বাগডোর। মধুমৈত্রের পুত্র আন্দাইর শ্রীপতি প্রভৃতি ৬ পুত্র জন্মে, শ্রীপতির সমাজ ভুয়াগ্রাম। সাতোটা সমাজের সোল ওঝার, ভয়, অমর কেশব মাধব নামা পুত্র জন্মে। কেশব ওঝার সমাজ আজারো, মাধব ওঝার সমাজ বাচড়া, অমর ওঝার পুত্র নিশাইর সমাজ হাটাইল। ইটালীর মৈত্রগণ লক্ষ্মীধরের বংশে, মিতরার ভট্টাচার্য্যগণ মাধবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নাটোর রাজ্যস্থাপয়িতা রঘুনন্দনও মৈত্রবংশে কেশব ওঝার অন্বয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুষেণ হইতে কেশবওঝা অধস্তন ১৬ পুরুষের ব্যক্তি। কেশবের পুত্র জীবরওঝা মৈত্র, চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকারের করণে লিপ্ত থাকিয়া প্রথমে ছয় ঘরিয়া দলে প্রবেশ করেন, পরে নিষ্কুল হন। রঘুনন্দনের পিতা কামদেব সরকার (১) পুঁঠিয়ার নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে বারইহাটির তহশিলদার ছিলেন। কামদেবের তিন পুত্র, রামজীবন, রঘুনন্দন, বিষ্ণুরাম। রঘুনন্দন পুঁঠিয়াতে বিষয়োপলক্ষে বাস করিতেন। পুঁঠিয়ার দর্পনারায়ণ ঠাকুর রঘুনন্দনের বুদ্ধিমত্তা এবং ভাবী উন্নতির চিহ্ন দৃষ্টে তাহাকে পুঁঠিয়ার মোক্তারি পদে নিযুক্ত করিয়া ঢাকাতে পাঠান, তখন ঢাকাতে বাঙ্গলার নবাব বাস করিতেন। পরে মুরশিদাবাদে নবাবের আসন আসিলে রঘুনন্দনও মুরশিদাবাদে

১। কেশব ওঝা পুঃ জীবর ওঝা পুঃ বামন পুঃ শূলপাণি পুঃ মধুসূদন পুঃ বিষ্ণুনাথ পুঃ কালিদাস পুঃ বিদ্যাপতি পুঃ শুভাকর পুঃ ভবানন্দ পুঃ কৃষ্ণানন্দ পাঠক পুঃ নয়নানন্দ পুঃ মথুরানাথ পুঃ কামদেব সরকার।

আসিয়াছিলেন। রঘুনন্দন ক্রমে নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া রায়রায়ান্ এবং দেওয়ানি পদে নিযুক্ত হন। বাণগাছি পরগণার জমিদার গণেশরাম চৌধুরীর রাজস্ব অনাদায়ী থাকাতে বাঙ্গলা ১১১৩ সালে রঘুনন্দন আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে সনন্দ লইয়া বাণগাছি পরগণা। তাহার পর ১১২১ সালে রাজসাহী পরগণা, অধিকার করেন সাতৈবের রাজা রামকৃষ্ণ ১১১৭ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন, তদন্তে তাঁহার পত্নী রাণী সর্ব্বাণী সাতৈর সম্পত্তিতে অধিকারিণী হন, রাণী সর্ব্বাণীর মৃত্যু হইলে সাতৈরের সম্পত্তি চাকলে ভাতুরিয়া নাটোর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। নাটোরের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকালে বায়ান্ন লক্ষ তিপান্ন হাজার টাকা জমার সম্পত্তি ছিল, এই জন্য অদ্যাপিও নাটোরকে বায়ান্ন লাখের রাজ কহে। রঘুনন্দন নিজে রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনকে রাজোপাধি দেওয়াইয়াছিলেন। রামজীবনের সভাসদ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ১৬৪৫ শকে (১১৩০ বাঙ্গলা) পদাঙ্ক দূত নামা প্রসিদ্ধ খণ্ড কাব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। (১)

রামজীবনের পুত্রের নাম কালিকাপ্রসাদ (কালুকোঙর)। রঘুনন্দনের পুত্রের নাম ভবানীপ্রসাদ, বিষ্ণুরামের পুত্রের নাম দেবীপ্রসাদ। রামজীবন রঘুনন্দন ক্রমাগত কুলার্চ্চনা করিয়া সম্মানিত হন। অবশেষে শ্রোত্রিয়াগ্রগণ্য তাহেরপুরের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত কালিকাপ্রসাদের বিবাহ হয়। এই হইতে নাটোরের

১। শাকে শায়ক বেদ ষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মার্পয়ন্
আনন্দপ্রদ নন্দ নন্দন পদ দ্বন্দ্বার বিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্ক দূত বচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং
শ্রীলশ্রীযুক্ত রামজীবন মহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥
পদাঙ্কদূত শ্লোকঃ।

রাজার কুল বিষয়ে বিশেষ সম্মান জন্মে। কালিকাপ্রসাদ পিতা বর্ত্তমানে ১১৩১ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাহাতে রাজা রামজীবন রামকান্তকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনও ১১৩১ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন, তাহার কিছু দিন পরে ভবানী প্রসাদেরও মৃত্যু হয়। রামজীবন নাটোর রাজার ॥৶০ আনা এবং ।৶০ আনা এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ॥৶ আনা অংশ আপন দত্তক রামকান্তকে, ও ।৶০ আনা অংশ দেবীপ্রসাদকে দিতে মনন করেন, দেবীপ্রসাদ তাহাতে সম্মত না হওয়াতে সমুদয় রাজত্বই রামকান্তে অর্পিত হয়। রামকান্ত এবং দেবীপ্রসাদকে বর্ত্তমান রাখিয়া শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ রাজা রামজীবন ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাজা রামকান্তের অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে দেওয়ান রামরায় এবং প্রধান কর্ম্মচারী দয়ারাম রায় (১) রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রামকান্ত ছাতিন গ্রামনিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর ভবানী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনিই প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী। রাজা রামজীবনের মৃত্যু পর দেবীপ্রসাদ নাটোর রাজত্ব পাইবার নিমিত্ত নবাবের নিকট প্রার্থনা করেন, নবাব সেই প্রার্থনা গ্রাহ্যও করিয়াছিলেন কিন্তু দয়ারাম রায়ের বুদ্ধিমত্তা এবং উদ্যোগ দ্বারা সেই আজ্ঞা রহিত হইয়াছিল। রামকান্ত ভবানী নাম্নী পত্নী এবং তারানাম্নী কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া ১১৫৩ সালে পরলোক গমন করেন। রাণী ভবানী রঘুনাথ লাহিড়ির সহিত আপন কন্যা তারার বিবাহ

১। রাম রায় বারেন্দ্র কায়স্থ, ইহা হইতে তাড়াসের সৌভাগ্যসূর্য্য উদয় হয়। দয়ারাম রায় তিলি জাতীয়, দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়, দয়ারামের বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের পর বৎসরে ১১৫৮ সালে রঘুনাথের মৃত্যু হয়। এই সমকালে নবাবের রায়রায়ান রাজা নন্দকুমারের ষড়-যন্ত্রে রাণী ভবানী রাজ্যচ্যুতা হন, এবং ভবানী প্রসাদের পুত্র গৌরী-প্রসাদ নাটোর রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গৌরীপ্রসাদ কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করেন; তাহার পর পুনরায় রাণী ভবানীই রাজত্ব পাইয়াছিলেন।

রাণী ভবানী আপন পতির অনুমত্যনুসারে দত্তক গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সেই গৃহীত দত্তকের নাম মহারাজ রামকৃষ্ণ। রাজা রাম-কান্তের মৃত্যু পর রামকৃষ্ণের প্রাপ্তব্যবহার কাল পর্য্যন্ত রাণী ভবানী সুযোগ্য কর্ম্মচারীদ্বয় রামরায় ও দয়ারামের পরামর্শ ও সাহায্যে রাজত্বের সমুদয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি দানশীলা বুদ্ধিমতী উদারচরিত্রা রাজমহিলা ছিলেন। তিনি কাশীতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহাতেই তাহার পরিচয় রহিয়াছে। তিনি অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন। রাণী ভবানী ভবানীশ্বর নামা শিব স্থাপন করিয়া তাহার (১) এবং তদাত্মজা তারাদেবী গোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ১৭৭০ শাকে (১১৮৫ সালে) তাহার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। (২) মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহার সহিত দশশালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মহারাজ বিষয় কার্য্যে তত পটু ছিলেন না বিশেষতঃ শাক্ত ধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাহার সময় হইতেই নাটোরাঞ্চলে মদ্য পানের বহুল

১। বঙ্গ ভূপেন্দ্র বারেন্দ্র রামকান্তস্য ভামিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বর মন্দিরং॥

২। খশূন্যা মৈত্রশাকে শ্রীভবানী তনু সম্ভবা।
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা শ্রীমদ্গোপাল মন্দিরং॥

প্রচার হয়। ক্রমে রাজস্ব অনাদায়ী থাকাতে সম্পত্তি নিলাম হইতে আরম্ভ হইয়া রাজা রামকৃষ্ণ হইতে নাটোর রাজত্বের অবনতি হয়।

মহারাজ রামকৃষ্ণ বলিহারনিবাসী নীলকণ্ঠ রায়ের পুত্র রাজেন্দ্র রায়ে কন্যা সম্প্রদান করিয়া নিরাবিল পাঠীর আচার্য্যের ভাব এবং শ্যামরায়ের ভাব ঐক্য করিয়া করণ করাইয়াছিলেন। ইহারই যত্ন এবং শাসনে নিবারিল এবং ভুষণা পাঠীতে দত্তক গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি বিশ্বনাথ এবং শিবনাথ নামক পুত্রদ্বয় এবং মাতা রাণী ভবানীকে বর্ত্তমান রাখিয়া ১২০৭ সালে পরলোক গমন করেন। পুত্রশোকসন্তপ্তা তম্মাতা পৌত্রদ্বয়ের অপ্রাপ্ত ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত পুনরায় রাজকার্য্য করেন। রাজা বিশ্বনাথ হইতে নাটোরের বড় তরফ, শিবনাথ হইতে ছোট তরফ নাম হয়। প্রকৃত পক্ষে নাটোর রাজত্ব বিভাগ হয় নাই। বিশ্বনাথ জমিদারীর মালিক এবং শিবনাথ দেবালয়ের সেবাইত নিযুক্ত হইয়া দেবোত্তর ভূমি প্রাপ্ত হন। রাজা বিশ্বনাথের সময়ে যে ঋণ হয় তাহা পরিশোধ নিমিত্ত রাজা বিশ্বনাথ স্বয়ং ও তাহার অভাবে তৎপত্নী রাণী কৃষ্ণমণি সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন।

বিশ্বনাথের পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র, তৎপুত্র গোবিন্দনাথ। শিবনাথের পুত্রের নাম আনন্দনাথ, ইনি সিএচ্ আই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আনন্দনাথের পুত্রের নাম চন্দ্রনাথ, ইনি গবর্ণর জেনেরলের করেন ডিপার্টমেণ্টের এটাচি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোবিন্দনাথ এবং চন্দ্রনাথ ইহারা উভয়েই সুষেণ হইতে অধস্তন ৩৪ পুরুষের লোক।

সম্প্রতি নাটোর রাজত্বের হীনাবস্থা; এক সময়ে নাটোররাজ বাঙ্গলাতে বিখ্যাত এবং সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। জেলা যশোহরের অন্তর্গত

মহম্মদপুরের জমিদার সীতারাম রায় বিদ্রোহাবলম্বন করাতে দয়ারাম রায়, সীতা রামকে ধরিয়া আনিয়া নাটোরে কয়েদ করাতে সীতারাম রায়ের অভাব হয়। (১) মুসলমান বাদসাহের রাজত্বকালে নাটোরের রাজগণ ফৌজদারি অপরাধের বিচার করিতেন, সেই বিচার প্রণালী উত্তম ছিলনা, সত্বর সত্বর সাধারণ মতে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। সেই সময়ের জেলখানার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং যে স্থানে ফাশী দেওয়া যাইত সেই স্থানেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

কবঞ্জ গাঞি।

দিবাকরের পুত্র লাঙ্গলী ওঝা তৎপুত্র মঙ্গল ওঝা প্রভৃতি১৯জন। মঙ্গলওঝার সমাজ পোটরা, ভাস্কর ভিক্ষাকরের সমাজ কাওনদিয়া ডোয়াডালের সমাজ চড়িয়াসলঙ্গা। মঙ্গল ওঝা পরিবর্ত্তমর্য্যাদা স্থাপন সম্বন্ধে উদয়নাচার্য্যের সহায়তা করেন। আমাহাটির রায় বাহিরবন্দরের রায়,নারিটীর ভট্টাচার্য্য,মাগুড়িয়ার চৌধুরী, রূপপুরের অধিকারী, ডাঙ্গার চৌধুরী, ব্রাহ্মণী কুণ্ডার মল্লিক, বেথুরির চক্রবর্ত্তী ইহারা মঙ্গলওঝার বংশসম্ভূত।

শাণ্ডিল্য গোত্রের বিবরণ।

আদিশূরের আহ্বান মতে যে সকল ব্রাহ্মণ গৌড়ে আইসেন

১। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মতে ১৭১২ অথবা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে সীতারাম রায়ের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে দয়রাম রায় সীতারামকে ধৃত করিয়া আনা হইতে পারে না, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতে দয়ারাম রায়, রামজীবন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সীতারামকে ধরিয়া আনেন। লং সাহেব কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট রিকার্ড সিলেক্সন ৩৬১। ৩৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তদ্দৃষ্টে জানা যায় ১৭৬৪ পর্য্যন্ত সীতারাম রায় জীবিত ছিলেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ তাহার অন্যতর ব্যক্তি। ভট্টনারায়ণ রাঢ় দেশে গমন করেন। তাহার পুত্রগণ বারেন্দ্র দেশে থাকেন, ভট্টনারায়ণের অন্যতর পুত্র আদিগাঞ্রি ওঝা রাজা হইতে ধামসার গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১) যাহাকে বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকাতে আদিগাঞ্রি-ওঝা বলা হইয়াছে তাহার প্রকৃত নাম কি তাহা জানা যায় না। আদি-গাঞ্রি প্রকৃতনাম নহে, আদিতে গ্রাম প্রাপ্ত হওয়াতেই আদিগাঞ্রি ওঝা নাম হইয়া থাকিবেক। আদিগাঞ্রিওঝাই বারেন্দ্র শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের আদি ব্যক্তি। আদি গাঞ্রিওঝার পুত্রের নাম জয়মনিভট্ট। তৎপুত্র হরিকুজ, তৎপুত্র বিদ্যাপতি, তৎপুত্র রঘুপতি, তৎপুত্র শিবাচার্য্য, তৎপুত্র সোমাচার্য্য, তৎপুত্র উগ্রমাণী, তৎপুত্র তপোমণি, তৎপুত্র সিন্ধুসাগর, তৎপুত্র বিন্দুসাগর। বিন্দুসাগরের দুই

১। গুম্ফোৎফুল্লাস্য পদ্মে স্ফুরতি সচকিতং বেদবেদাঙ্গবাণী
মানী কোণ্ডদপাণিঃ পবনগতি হয়ঃ কৌঙ্কিকোষ্ণীষমৌলিঃ।
কণ্ঠেশ্রীশৈলচক্রং মলয়জ তিলকৈরেতি কোলাঞ্চদেশাৎ
সাক্ষান্নারায়ণশ্রীঃ সনিজপরিকরৈ ভট্টনারায়ণোঽয়ং॥
রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখ সুরধুণীতীরদেশে বিধাতুং।
নাম্নাদিগাঞ্রিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য॥
যজ্ঞান্তেদক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈবিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজাতানাং বরেন্দ্রেঽসৌ দ্বিজন্মণাং।
আদিস্ততো জয়মণির্ভট্টোজজ্ঞেতু নন্দনঃ॥

অনেকেই অনুমান করেন, মাণিকগঞ্জ সবডিবিজনের পশ্চিমোত্তর ভাগে তেরশ্রীগ্রামের নিকটে ধামসার নামে যে গ্রাম আছে তাহাতেই আদি গাঞ্রি ওঝা বসতি করিয়াছিলেন কিন্তু উপরের লিখিত প্রমাণোক্ত ধামসার গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রাম। সাধু বাগ্ছির অন্বয়জাত বিয়াই বাগ্ছির সমাজ ধামসার, তাহা তেরশ্রীর নিকটবর্ত্তী ধামসার বলিয়া বোধ হয়। রোহা, কড়কড়া, প্রভৃতি স্থান ধামসারের সন্নিহিত।

পুত্র ; জয়সাগর এবং মণিসাগর। বল্লালসেনের শ্রেণীভাগে মণিসাগর রাঢ়ী এবং জয়সাগর বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত হন। আদি মাধব মৌনভট্ট স্বর্ণরেখ এবং পীতাম্বর নামে জয়সাগরের ৪টি পুত্র হয়, আদি মাধব টম্পচি গাঞি, মৌনভট্ট নন্দনাবাসী নাম্ন্যাসীগাঞি ; স্বর্ণরেখ সিহরি গাঞি, পীতাম্বর লাহেড়ি গাঞি। যখন বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদা অবধারণা করেন তখন পীতাম্বর লাহেড়ির পরলোক হইয়াছিল। পীতাম্বরের সাধু রুদ্র লোকনাথ নামা পুত্রত্রয় বল্লালের সভাতে উপস্থিত থাকিয়া তিনজনেই কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। (১) লোকনাথ লাহেড়ি গ্রামে বসতি করিয়া লাহেড়ি গাঞি প্রাপ্ত হন। সাধু এবং রুদ্র, বাগিছি গ্রামে বসতি করাতে, তাহাদের সাধুবাগছি এবং রুদ্র বাগছি আখ্যাত গাঞি হয়, সাধুর সন্তানেরা সাধু বাগছি এবং রুদ্রের সন্তানেরা রুদ্র বাগছি নামে খ্যাত।

সাধুবাগছির বংশ।

সাধুবাগছির দুই পুত্র লবণ এবং মনু। মনু দক্ষিণদেশবাসী ;

১। জয়সাগরস্য সুতাশ্চত্বার আদি মাধবঃ।
মৌনভট্টঃ স্বর্ণরেখঃ পীতাম্বর ইমে দ্বিজাঃ॥
মাধবশ্চম্পটির্গাঞিঃ স্বর্ণরেখস্তু সিহরী
মৌনশ্চ নন্দনাবাসী পীতাম্বরশ্চ লাহেড়িঃ।
পীতাম্বরস্যপুত্রাশ্চ সাধুঃরুদ্র স্তথাপরঃ॥
লোকনাথস্ত্রয়শ্চাসন্ সর্ব্বেবাগ্নিহোত্রিকাঃ।
জ্ঞানাচারবতঃসতঃ কুলবন্তা মাহ্বয় পৃথ্বীপতি
র্বল্লালোবিদধৎ কুলেষু মতিমান্ কৌলীন্য মপ্রেত্রিধু।
সাধুঃ সাধুকুলাধিপঃ সমভবৎ রুদ্রাধিপোরুদ্রকঃ
লাহেড়ী কুলপদ্মভাস্করইব শ্রীলোকনাথঃ কৃতিঃ॥

লাহেড়ি বংশাবলী।

কুলশাস্ত্রীয় বংশাবলী গ্রন্থে ইহার বংশাবলী লিখিত নাই। লবণের পুত্র চক্রপাণি, তৎপুত্র রূপওঝা, তৎপুত্র ঋষিদিক্ষিত। ঋষিদিক্ষিত সাধুকুলে অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার সিয়াই, বিয়াই, গদাধর, আহুমিশ্র এবং গুহিপাণ্ডব নামা পাঁচ পুত্র জন্মে; ইহারা সকলেই অগ্নিহোত্রী ছিলেন। (১) সিয়াইর সমাজ কড়কড়া বিয়াইর সমাজ থামসার, আহুমিশ্রের সমাজ রৌহা। রৌহার ভট্টাচার্য্যগণ আহুমিশ্রের সন্তান। বিয়াইর, হরিহর, অগ্নিহোত্রী, শ্রীকণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, এবং মান্দারদীক্ষিত নামা চারিটী পুত্র জন্মে। শ্রীকণ্ঠ বাগছি ছয়-ঘরিয়া দলভুক্ত। হরিহর অগ্নিহোত্রীর বলাই প্রভৃতি পাঁচ পুত্রজন্মে। বলাই বাগছির সহিত উচ্চৈঃশ্রব ভীম কালিহাইর পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। বলাই বাগছির ধিয়াই, বামন প্রভৃতি ৮টী পুত্র জন্মে। ধিয়াই, ধেঞ্জি বাগছি নামে খ্যাত। বামনের পুত্র দুর্য্যোধন তৎপুত্র বিষ্ণু তৎপুত্র শশীপাঠক, পীতাম্বর সহরমণ্ডল,বৎসাচার্য্য,নীলাম্বরাচার্য্য,শ্রীলাক্ষাচার্য্য শ্রীচন্দ্র খাঁ, পুরন্দর আচার্য্য কৃষ্ণানন্দ আচার্য্য। বৎসাচার্য্য অতি-শুদ্ধাচার তপস্যাপরায়ণ ছিলেন। তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় ঈশ্বরোপাসনাতে অতিবাহিত হইত। পুঁঠিয়াগ্রামে বৎসাচার্য্যের নিবাস ছিল।

নিজবংশ সরোহংসঃ বিষয়ক্ষত্রচন্দ্রমা।
রূপোঝসঃ সমাখ্যাতো নামতঃ ঋষিদীক্ষিতঃ॥
ঋষি দীক্ষিতপুত্রাশ্চ সর্ব্বয়েবাগ্নি হোত্রিকাঃ।
সিয়াইশ্চ বিয়াইশ্চ তৃতীয়শ্চ গদাধরঃ।
চতুর্থ আহু মিশ্রস্তু পঞ্চমো গুহিপাণ্ডবঃ॥

লস্কর খাঁ নামক জনৈক মুসলমান লস্করপুর পরগণা দিল্লীর বাদশাহ হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেই হইতে পরগণার নাম লস্করপুর হয়। লস্কর খাঁর মৃত্যু হইলে জায়গির বাদশাহার খাসে আইসে, তৎকালে কোন সুবাদার বিরুদ্ধচারী হওয়াতে তাহার শাসন নিমিত্ত দিল্লী হইতে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়াছিলেন। বৎসাচার্য্যের সহায়তাতে সৈন্যাধ্যক্ষ কৃতকার্য্য হন। ইহাতে দিল্লীর বাদশাহ বৎসাচার্য্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া লস্করপুর পরগণা তাহাকে জমিদারি করিয়া দেন। বৎসাচার্য্য সংসারিক বিষয়ব্যাপারে লিপ্ত হইতে ভাল বোধ করিতেন না সুতরাং তাহার ভ্রাতা পীতাম্বর সহরমণ্ডল আপন নামে সনন্দগ্রহণ করেন। পীতাম্বরের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বর আচার্য্য ভূম্যধিকারী হন। নীলাম্বরের দুই পুত্র অনন্তরাম এবং পুষ্করাক্ষ মজুমদার (১)। অনন্তরামের পুত্র রতিকান্ত ঠাকুর। এই হইতে পুঁঠিয়ার ভূম্যাধিকারীগণের ঠাকুর উপাধি হয়। রতিকান্তের পুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর। রামচন্দ্র অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন এবং ভবানীপুরী অবসাদগ্রস্ত কুলীনগণকে নিষ্কৃতি করেন। দুর্ভাবগ্যশতঃ অবশেষে রামচন্দ্র ঠাকুর পাচুড়িয়া অবসাদে আন্তাড়িত হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের

১। সরকার বার্ব্বকাবাদের মধ্যে পুষ্করাক্ষ মজুমদার কমলাপতি লাহেড়ি এবং রাজা কংসনারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এই তিন জন অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কুলজ্ঞেরা কহেন তিন শাণ্ডিল্যে বার্ব্বকাবাদ যথা।

পুষ্করাক্ষোবরোসাধোঃ লাহেড়েঃ কমলাপাতঃ।
নন্দনা বাসিনোজ্ঞেয়ঃ কংসনারায়ণো দ্বিজঃ॥

ন্যায় মলিন হইলেন। সাধুকুলের অন্য কুলীনেরা পূর্ব্বেই ভঙ্গ হইয়াছিলেন, পুঁটিয়াতে কেবলমাত্র কুল ছিল, রামচন্দ্র ঠাকুর হইতে তাহাও গেল। এই জন্যই কুলজ্ঞেরা কহেন "সাধুর ভড়াতল পুঁটিয়াতে গলুই জাগে।" (১)

রামচন্দ্র ঠাকুরের রূপনারায়ণ নরনারায়ণ দর্পনারায়ণ জয়নারায়ণ নামা চারি পুত্র জন্মে। এই দর্পনারায়ণ, নাটোর রাজ্যস্থাপয়িতা রঘুনন্দনকে পুঁটিয়ার পক্ষে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া ঢাকাতে প্রেরণ করেন। নরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ তৎপুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ, তৎপুত্র ভুবেন্দ্রনারায়ণ, তৎপুত্র জগন্নারায়ণ ঠাকুর। জগন্নারায়ণ ঠাকুর সম্পত্তিবৃদ্ধি এবং গয়াতে অতিথিশালা ও কাশীতে ঘাট ও অতিথিশালা স্থাপন করেন। জগন্নারায়ণের বিধবা পত্নী রাণী ভুবনময়ীও উদারচরিতা ও দানশীলা ছিলেন। এই বিখ্যাত মহিলা পুঁটিয়াতে শিবস্থাপন করিয়া তদুপলক্ষে বহুদান এবং ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছেন। জগন্নারায়ণের পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ তৎপুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ। যোগেন্দ্রনারায়ণের বিধবা পত্নী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী; ইনিও উদারশীলা ও সচ্চরিত্রা। নানাবিধ সৎকর্ম্ম করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে রাণী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ৩৬ পুরুষীয় ব্যক্তি।

(১) বোঝাই নৌকাকে ভড়া কহে। বোঝাই নৌকা জলমগ্ন হইলে দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। নৌকার অগ্র বা পশ্চাৎ ভাগের জলই লক্ষ্য হইলে নৌকার পরিচয় মাত্র থাকে, পাঁচুড়িয়া দোষগ্রস্ত পুঁটিয়ার ঠাকুরদের সেই দশা।

রুদ্র বাগছির বংশ।

রুদ্রবাগছির পুত্র হরদেব তৎপুত্র বামদেব তৎপুত্র কামদেব তৎপুত্র অনঘাচার্য্য তৎপুত্র জিগনি ওঝা,তৎপুত্র রেক প্রভৃতি চারিজন। রেকের পুত্র গণ্ডু মহানিধি, তৎপুত্র ধুমাই প্রভৃতি। ধুমাইর পুত্র ছিয়াই তৎপুত্র সুয়াই লুরাই ধনঞ্জয়। সুয়াইর পুত্র মানাই, শ্রীপতি, গোপাই। মানাইর সমাজ বোয়ালজানি। শ্রীপতির সমাজ সিমুলিয়া। গোপাইর সমাজ গয়নাকান্দি। মানাইর প্রপৌত্র ধ্রুবজগন্নাথ বাগছি অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন;কিন্তু অবশেষে সুসঙ্গের সংশ্রবে তিনি পরাণ মৌলিকি অবসাদগ্রস্ত হন। সুকিবাগছি ধ্রুবজগন্নাথকে আস্তাড়ন করিয়া সমাজে স্থগিদ করেন, কিন্তু জীবধর মৈত্রের সহিত করণ করিয়া ধ্রুবজগন্নাথ শুদ্ধ হন,এই করণে জীবধর মৈত্রের গৌরব বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং তিনি উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। জীবধর মৈত্রেয় হইতে ধ্রুবজগন্নাথ বাগছি শ্রেষ্ঠব্যক্তি ছিলেন অথচ জীবধর মৈত্রকে উপলক্ষ করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। ইহাতে কুলীনেরা ধ্রুব জগন্নাথকে রাম এবং জীবধরকে সুগ্রীব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। (১) শ্রীপতির পুত্র লক্ষ্মণ তৎপুত্র শশধর তৎপুত্র সুকি, তৎপুত্র রাম ব্রহ্মচারী, তৎপুত্র গোপীজন তৎপুত্র শ্রীহরি,তৎপুত্র প্রাণনাথবাগছি। প্রাণনাথবাগছি পাচুড়িয়া অবসদগ্রস্ত সাতৈরের রাজা রামকৃষ্ণের ভয়ে পলায়ন করিয়া রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি তাম্বুলপুরে বসতি করেন। ভাকলা আলুগদিয়া প্রভৃতি স্থানের বাগছিরা প্রাণনাথের বংশধর।

১। নাবুঝি সুসঙ্গে গেলা ধ্রুব জগন্নাথ।
সোণার চাঙ্গরে সুকি তুলে দিলেন হাত॥
সময় পাইয়া কুশ ধরে জীবধরে।
রামকে তরায় কেন সুগ্রীব বানরে॥

লাহেড়ি বংশ।

ভট্টনারায়ণ হইতে লোকনাথ অধস্তন ১৫ পুরুষের লোক। লোকনাথের পুত্র ভূতনাথ, তৎপুত্র দিগম্বর, তৎপুত্র চুট ওঝা। চুট ওঝার পুত্রগণের নাম হলী, বলী এবং বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি। হলী, ... নামা বর্ণসঙ্কর জাতির পৌরহিত্য কর্ম্ম করিয়া পতিত এবং বর্ণ ব্রাহ্মণ হন। বল্লভাচার্য্য লাহেড়ি কুলে শ্রেষ্ঠ, ইহার সহিত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির পরিবর্ত্ত এবং করণ হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তে বল্লভাচার্য্য উদয়নাচার্য্যের লীলাবতী নাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। বল্লভের তিন পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম, অর্ক, কেশব এবং দনুজারি লাহেড়ি। এই তিন ভ্রাতা হইতে লাহেড়ির তিন সমাজ পত্তন হয়। অর্কের সমাজ ঢাকঢোর, কেশবের সমাজ নকড়িয়া, দনুর সমাজ চয়ড়া। দনু লাহেড়ি চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকারের করণে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ছয় ঘরিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হন। নকড়িয়াবাসী কেশব লাহেড়ির বংশধরগণই এখন লাহেড়ি কুলে শ্রেষ্ঠ। কেশবের পুত্র শ্রীনারায়ণ লাহেড়ি (বিখ্যাত খেঁকাই লাহেড়ি)। খেকাইর মাধব অনন্ত প্রভৃতি বহুপুত্র জন্মে। মাধবের পুত্র মহামিশ্র, তৎপুত্র বিদ্যাপতি। (১) অনন্ত লাহেড়ির পুত্রের নাম শ্রীধর। শ্রীধরের পুত্র

১। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ লাহেড়ি বংশসম্ভূত, মাধবের অন্ববায়ে জাত। বিদাভূষণ, এই বিদ্যাপতিকেই শিবসিংহের সভাসৎ কবি বিদ্যাপতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "মাধবস্তস্য তনয়ো মহা মিশ্রস্ত তৎসুতঃ। কুলীনঃ-কর্ম্মণাশুদ্ধঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। বিদ্যাপতি স্তস্যপুত্রঃ কবীনাং বিভূষাম্বরঃ। মৈথিলে শিবসিংহস্য সভাসৎ পণ্ডিতোঽভবৎ॥" লঘুভারত ৪ খণ্ড ৮৫ পৃঃ। কিন্তু বিদ্যাভূষণের এই লেখার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। লাহেড়ি বংশ সম্ভূত বিদ্যাপতি মিথিলার অধিপতি শিবসিংহের সভাপণ্ডিত হইয়া ব্রজ ভাষাতে গান সকল প্রস্তুত করা একরূপ অসম্ভব। নাম সাদৃশ্যেই বিদ্যাভূষণ অনুমান

বাণীনাথ, বাণীনাথের পুত্র মদন লাহেড়ি। মদন লাহেড়ির স্ত্রীর অনুদ্দেশ হওয়াতে মদন বহু সন্ধান করিয়া যখন স্ত্রী প্রাপ্ত হইলেন না, তখন স্ত্রীর মৃত্যু ভান করিয়া একটী ছাগী দাহ করিয়াছিলেন, ইহাতে মদন লাহেড়িতে ছাগি পোড়া অপবাদ হয়। (১) যদি মদন লাহেড়ি অনুদ্দিষ্ট স্ত্রীকে প্রাপ্ত হইয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গুরুতর অপবাদ হইত। ছাগী দাহ করাতে মদনের যে অপবাদ হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি কিছু খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মদনের পুত্র চান্দাই, তৎপুত্র রামচন্দ্র লাহেড়ি। রামচন্দ্র প্রথমে জোনালি পরে

করিয়াছেন; পক্ষান্তরে লাহেড়িবংশসম্ভূত বিদ্যাপতি এবং শিবসিংহের সভাসৎ কবি বিদ্যাপতি ইহারা যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। মিথিলাতে পঞ্জী নামে একখানি গ্রন্থ আছে; তাহা হরিসিংহ নৃপতির সময়ে ১২৪৮ শাকে লিখিতে আরম্ভ হয়। পরপর রাজাদের বৃত্তান্তাদি পরবর্ত্তী রাজগণ তাহাতে সন্নিবেশ করিয়াছেন, ঐ পঞ্জী গ্রন্থ মিথিলাদেশে অত্যন্ত মান্য, তাহাতে কবি এবং পণ্ডিতদিগের বৃত্তান্তও লিখিত আছে। ঐ পঞ্জী গ্রন্থ মতে মৈথিল বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত। শিবসিংহ নৃপতি বিপসী নামক গ্রাম বিদ্যাপতিকে দান করেন। শাসন পত্রে লিখিত আছে "অব্দে লক্ষ্মণ সেন ভূপতিমিতে বহ্নি গ্রহদ্ব্যঙ্কিতে মাসি শ্রাবণ সংজ্ঞকে শুভতিথৌ পক্ষে বলক্ষে গুরৌ। বাগ্বত্যাঃ সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যা প্রসিদ্ধেপুরে দিৎসোৎহাস বিবৃদ্ধ বাহুপুলকং সভ্যায় মধ্যেসভং॥ প্রজ্ঞাবান্ প্রচুরোর্ব্বরং পৃথুভবাভোগং নদীমাতৃকং সারণ্যং স সরোবরঞ্চ বীপসী নামান মাসীমতঃ। শ্রীবিদ্যাপতি শর্ম্মণে সুকবয়ে রাজাধিরাজঃ কৃতী বীর শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতি গ্রামং দদৌ শাসনং॥ বিদ্যাপতির উত্তরাধিকারীগণ অদ্যাপি বীপসী গ্রাম অধিকার করিতেছেন।" এবং শাসন খানি তাহাদের অধিকারে আছে। দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী এবং পুরুষ পরীক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যাপতির রচনা। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন আপন স্মৃতি সংগ্রহে দুর্গাভক্তির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বঙ্গদর্শন ৪র্থ খণ্ড ২ সংখ্যা ৭১ পৃ০।

১। বহুবহু করিয়া মদনে বেড়ায়
বহু না পাইয়া শ্মশানে যাইয়া ছাগী পোড়ায়।

ভূষণা অপবাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পুত্র অনন্ত, বাসুদেব, গঙ্গাধর। অনন্তের পুত্র যাদব, কাশীনাথ, যাচাই,মৃত্যুঞ্জয়। যাচাইয়ের পুত্র কৃষ্ণদাস লাহেড়ি। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রঘুদেব, তৎপুত্র শিবরাম, শিবরামের পুত্র মুক্তারাম এবং রামভদ্র লাহেড়ি। এই দুই ভ্রাতা বরেন্দ্র ভূমিতে কৈচড় গ্রামে বসতি করিতেন। পাঁচুড়িয়া দোষযুক্ত সাঁতৈরের রাজা রামকৃষ্ণের ভয়ে মুক্তারাম পলাইয়া জেলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি তাম্বূলপুরে বসতি করেন। রামচন্দ্র কৈচড়ে থাকিয়া পাঁচুড়িয়া হন। (১) পরে মুক্তারাম নলডাঙ্গাতে বিবাহ করিয়া নলডাঙ্গাতে বসতি করেন। মুক্তারামের পুত্র রতিদেব, রামদেব কৃষ্ণদেব। রতিদেবের সময়ে সম্পত্তি অর্জ্জন হইতে আরম্ভ হয়। রতিদেবের পুত্র রমানাথ, তৎপুত্র কালীমোহন, তৎপুত্র নীলকমল লাহেড়ি। কৃষ্ণদেবের পুত্র রাধাকৃষ্ণ তৎপুত্র কালীচন্দ্র লাহেড়ি। ইনি কোচবেহারের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। রামদেবর পুত্র কাশীনাথ লাহেড়ি,ইনি কোচবেহারের মহারাজের রাজ্যের সাজওয়াল ছিলেন। কাশীনাথের দত্তক কৃষ্ণহরি লাহেড়ি, তৎপুত্রদ্বয় শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র। ইহারা সকলেই ভূষণা পঠীব কুলীন। ভট্টনারায়ণ হইতে নীলকমল ৩৭ পুরুষীয় ব্যক্তি।

নন্দনা বসী।

মৌণভট্টের পুত্রের নাম কৃষ্ণানন্দ মহানন্দ ভুবনানন্দ। ভুবনের পুত্র কনকদণ্ডী, তৎপুত্র যদু উপাধ্যায়,তৎপুত্র বেদ উপাধ্যায়,তৎপুত্র

১। রামভদ্র পাঁচুড়িয়া দোষে আক্রান্ত হন। তাঁহার সন্তানেরাও সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, শ্রোত্রিয় সংসর্গে ভূষণাপটির কুলীনে রামভদ্রী দোষ আসিয়াছে কিন্তু মুক্তারামের সন্তানেরা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন।

ত্রিলোকাচার্য্য, তৎপুত্র গঙ্গাদাস উপাধ্যায়, তৎপুত্র দিবাকর ভট্ট জগৎগুরু। দিবাকরের ৪টি পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম পুরুষোত্তম বেদান্তী, খোঁড়া আচার্য্য, কুল্লুক ভট্ট, মকরন্দ মিশ্র। নাম দেখিয়া সকলকেই বিদ্বান্ এবং শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া জানা যায়। কুল্লূক ভট্ট যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তৎকৃত মনুসংহিতার মন্বর্থমুক্তাবলী নাম্নী টীকা, তাহার পরিচয় দিতেছে (১) দেশীয় পণ্ডিতেরা মন্বর্থ মুক্তাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন, মন্বর্থ মুক্তাবলী সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম জোন্সের উক্তি স্মরণ করিলে আর কিছুই কহিতে হয় না। (২) কুল্লুকভট্ট যমসংহিতারও একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন। পুরুষোত্তম বেদান্তী ও মকরন্দ মিশ্র ইহারা টুটহলা গ্রামে বসতি করেন। কুল্লূকভট্ট গুয়াখরা, মকরন্দ মিশ্র জামকথি

১। গৌড়েনন্দনবাসি নাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুকভট্টোঽভবৎ।
কাশ্যামুত্তরবাহি জহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ
তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী॥

2.—At length appeared Kullaka Bhatta a Bramine of Bengal,who after a painful course of study and the collec.ion of mumerous manuscripts, produced a work, of which it may perhaps bә said very truly, that it is the shortest yet the most luminous, and the least ostentatious,yet the most learned, the deepest yet the most agreeable commentary ever-composed on any author, ancient or modern, European or Asiatic.

ব্যবস্থাদর্পণধৃত স্যার উইলিয়ম জোন্সের বাক্য।

গ্রামে বসতি করাতে প্রথমে নন্দনাবাসীদের টুটহলা গুয়াখরা এবং জামকখি এই তিন সমাজ পত্তন হয়। বংশাবলী গ্রন্থ দৃষ্টে জানা যায়, গুয়াখরা গ্রামে কুল্লূকভট্টের সন্তানেরা বসতি করিয়াছিলেন, এক্ষণে কুল্লূকভট্টের বংশে কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, বর্ত্তমান নাই, অথবা কুল্লকভট্টের পরে জন্ম গ্রহণ করে নাই। মানোড়ার ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী খেঁাড়া আচার্য্যের বংশজাত।

পুরুষোত্তম বেদান্তীর বংশই নান্ন্যাসী গ্রামীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। পুরুষোত্তম বেদান্তীর অধস্তন ৮ পুরুষে (১) কামদেব ভট্টের জন্ম হইয়াছিল, এই কামদেব হইতেই ভট্টাখাত হয়। এবং কামদেব ভট্ট হইতেই এই বংশের সৌভাগ্য হইয়াছিল। অবশেষে কামদেবের সন্তানেরা রাজা আখ্যা পান। কামদেবের পুত্রের নাম বিজয়লস্কর, তৎপুত্র রাজা উদয়নারায়ণ, ইনি নিরাবিল পঠীর বাহির ভাব পত্তন করেন। উদয়ের পুত্রগণের নাম হৃদয়নারায়ণ, জীবনারায়ণ এবং হরিনারায়ণ। হৃদয়নারায়ণের পৌত্র দর্পনারায়ণ বড় ঠাকুর। ইহা হইতে দর্পনারায়ণী অবসাদ জন্মে। হরিনারায়ণের পুত্রের নাম রাজা কংসনারায়ণ। (২) ইহারা তাহেরপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদার। তাহেরপুর সম্পত্তি ৷৷৶৹ আনা এবং ৷৶৹ আনা অংশে বিভক্ত হইলে রাজা বলেন্দ্রনারায়ণ আনন্দীরাম রায়ে কন্যা সমর্পণ করেন; বলেন্দ্রের অভাবে ৷৷৶৹ আনা অংশ ভাদুড়িকুলের আনন্দীরামের

১। পুরুষোত্তমের পুং নাভসভট্ট পুং শশীকুলীন পুং সঙ্কর্ষণ পুং নন্দন পুং বামন পুং কন্দর্প পুং কামদেব।

২। কংসনারায়ণ পুং ইন্দ্রজিত। তাহার দুইপুত্র চন্দ্রনারায়ণ সূর্য্যনারায়ণ। সূর্য্যের পুত্র জয়নারায়ণ, স্মরনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ। নরেন্দ্রের পুত্র বিজয়নারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কন্দর্পনারায়ণ পুং রবীন্দ্র পুং বলেন্দ্র।

অধিকৃত হয়। ক্রমে।৶০ আনা অংশের ভূম্যধিকারীগণও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছেন এবং সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়াছে। বিজয় লস্করের অন্যতর ভ্রাতা ধনঞ্জয়ের পুত্র লক্ষ্মণ তলাপাত্রে আদি নিরাবিল পত্তন করেন। থুরির ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ কোলের মজুমদার সোনাতনির চক্রবর্ত্তী কোলার চক্রবর্ত্তী বরিয়া পাকুড়িয়ার ঠাকুরগণ এই গাঞি-সম্ভূত। এই বংশে বহু পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। বরিয়া পাকুড়িয়ার ঠাকুর নাটোর রাজার গুরু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত।

চম্পটী গাঞি।

আদি মাধবের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্র বৎসাচার্য্য এবং বল্লভাচার্য্য। বল্লভাচার্য্য তাড়োয়াল গ্রামী, এই হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রে তাড়োয়াল গাঞির সৃষ্টি হয়। বৎসাচার্য্য পৈতৃক গ্রামীই থাকেন। (১) বৎসাচার্য্যের অজ, প্রজ, মনু এবং মার্ত্তণ্ড নামে চারি পুত্র জন্মে। প্রজের পুত্র রাম, মেরু এবং কালিসী ওঝা, এই কালিসী ওঝা হইতে বিশী গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে। রামের পুত্র বররুচি, তাহার পুত্রদ্বয় সেতু ওঝা এবং বৈকুণ্ঠ ওঝা। বৈকুণ্ঠওঝা মৎসাশী গ্রামী। উত্তর বারেন্দ্রদিগের কুলগ্রন্থে চম্পটী প্রকরণে লিখিত আছে মার্ত্তণ্ড দক্ষিণ দেশ গত, অজাদিতিনের বংশধরগণ উত্তর বারেন্দ্র দেশে বসতি করেন। চম্পটী

১। জনয়ামাস বৈ পুত্র মভিমন্যুস্তু মাধবঃ।
অভিমন্যুস্থতাবেতৌ বৎস বল্লভসংজ্ঞকৌ॥
কনীয়ান্ বল্লভোযোঽসৌ তাড়ো আলে প্রতিষ্ঠিতঃ।
বৎসাচার্য্য ইতি প্রোক্ত শ্চম্পটী যঃ কুলোত্তমঃ।

চম্পটীর বংশাবলী।

গাঞির বংশাবলী দৃষ্টে প্রজের পুত্রগণ দক্ষিণ বারেন্দ্র ভূমিতে ছিলেন দেখা যায়। বিশী ও মৎস্যাশী গ্রামী ব্রাহ্মণেরা প্রজের বংশধর। উত্তর বারেন্দ্রদিগের কুলগ্রন্থের লিখার সহিত দক্ষিণ বারেন্দ্রগণের চম্পটী গাঞির বংশাবলীর সমন্বয় করিতে হইলে ইহাই বলা প্রয়োজন যে প্রজ, রাম প্রভৃতি পুত্রগণকে দক্ষিণ বারেন্দ্র রাখিয়া স্বয়ং উত্তর বরেন্দ্রে বসতি করিয়াছিলেন ইহাতেই দক্ষিণ এবং উত্তর বারেন্দ্র উভয় কুলেই প্রজের বংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। বালুভরার চৌধুরী, বোন গ্রামের রায়, বানিয়াদির বিশ্বাস, দুয়াজানির চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি চম্পটী গ্রামী। এবং জোয়াইরের বিশী কালিসীওঝার সন্তান।

সিহরী গাঞি।

স্বর্ণরেখের পুত্র কিঙ্কিণি দেব। কিঙ্কিণিদেবের, অচল এবং চল নামক দুই পুত্র জন্মে। অচল উত্তর বারেন্দ্র ভূমিতে বাস করেন, তাহার পুত্রেরা উত্তর বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। চল, দক্ষিণ বারেন্দ্রে বসতি করাতে তাহার সন্তানেরা দক্ষিণ বারেন্দ্র নামে খ্যাত হন। (১) কালক্রমে দক্ষিণ শব্দ লোপ হইয়া বারেন্দ্র এবং উত্তর বারেন্দ্র আখ্যা দাঁড়াইয়াছে। চল যিনি দক্ষিণভাগে থাকিলেন তাঁহার সন্তানেরাই বারেন্দ্র শ্রেণীর সিহরী গাঞি। চলের পুত্র মাঙ্গলি, তৎপুত্র ধরাধর, তৎপুত্র ভূদেব, তৎপুত্র বজ্রধর। বজ্রধরের ৪ পুত্র

১। স্বর্ণরেখস্য পুত্রোঽভূৎ কিঙ্কিণি দেবসংজ্ঞকঃ।
কিঙ্কিণেস্তু সুতৌ দ্বৌচ তস্যাচলচলাহ্বয়ৌ॥
গতবানচলো জ্যেষ্ঠো বারেন্দ্রমুত্তরং শুভং।
বারেন্দ্র্যাং দক্ষিণস্যান্তু কনীয়ান্ সমুবাসহ॥

সিহরী গাঞির বংশাবলী।

তাহাদের নাম অন্তয়, বেদ, শিব, মাধব। অন্তয়ের বসতি গ্রামের নাম অমৃত কুণ্ডা, বেদের বসতি গ্রামের নাম গসো বাড়ি। শিবের বসতি গ্রামের নাম পুখরিপাড়, মাধবের বসত গ্রামের নাম কাপাশ কান্দা। এই হইতে সিহুরী গাঞির চারিটি সমাজ পত্তন হয়, সমাজ স্থান দৃষ্টে অবগতি হয় পাবনা জেলার অন্তর্গত ভূভাগই সিহরী গ্রামীদের বসতি স্থান।

বাৎস্যগোত্রের বংশাবলী।

কোলাঞ্চ বাসোঽখিল যজ্ঞকর্ত্তা ক্রিয়া কলাপেন বশিষ্ঠ তুল্যঃ।
ধরাধরোদেব কৃশানুকল্পঃ বেদোহি যস্মাৎ সুসুতা মবাপ॥

ধরাধরের পুত্র বেদ, বেদের পুত্র শিবওঝা তৎপুত্র বেদান্তাচার্য্য এবং দামোদর। বল্লালসেন কৃত শ্রেণীভাগে বেদান্তাচার্য্য এবং দামোদর উপস্থিত ছিলেন, দামোদর তৎকালে রাঢ়দেশে গমন করিয়া রাঢ়ীয় দলে প্রবেশ করেন, বেদান্তাচার্য্য বারেন্দ্রভূমিতে থাকিয়া বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। বেদান্তাচার্য্যের হরিহর, লক্ষ্মীধর, জযমান মিশ্র, দিবাকর, শশিধর নামা পুত্র জন্মে। ইহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা বিধানকালে বল্লালের সভাতে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীধর এবং জযমান মিশ্র নবগুণবিশিষ্ট থাকাতে কৌলীন্য পদ পাইয়াছিলেন। (১) লক্ষ্মীধর সঞ্জামিনী অর্থাৎ সান্ন্যাল গ্রামী, জযমান

১। শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ১৩ পুরুষীয় ব্যক্তির সময় শ্রেণীভাগ ও ১৫ পুরুষীয় ব্যক্তির সময় কৌলীন্য মর্য্যাদা অবধারণ হয়। কাশ্যপ গোত্রে সুষেণ হইতে ৮ পুরুষে শ্রেণীভাগ ১০ ম পুরুষে কৌলীন্য মর্য্যাদা অবধারণ হয়। ভরদ্বাজ গোত্রে গৌতম হইতে ১৪ পুরুষীয় ব্যক্তির সময় শ্রেণীভাগ ১৫ পুরুষীয় ব্যক্তির সময় কৌলীন্য মর্য্যাদা ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু বাৎস্যগোত্রে ধরাধর হইতে অধস্তন ৪ পুরুষীয় ব্যক্তির সময়ে শ্রেণীভাগ এবং ৫ পুরুষীয় ব্যক্তির সময়ে কৌলীন্য মর্য্যাদা অবধারণ হওয়া দেখা

মিশ্র ভীমকালিহাই গ্রামী, দিবাকর ভাড়িয়াল গ্রামী এবং হরিহর-কুড়মুড়িয়াল গ্রামী, (১) আখ্যাত হন। লক্ষ্মীধরের তিন পুত্র বর্দ্ধমান, বিশ্বম্ভর বিশ্বপতি। বিশ্বপতি জামরুখি এবং বিশ্বম্ভর সিমুলী গাঞি হন। লক্ষ্মীধরাত্মজ বর্দ্ধমান কুড়মইল গ্রামে ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি আপন পিতৃব্য হরিহরসহ বসতি করিতেন, পরে পৈতৃক বসতি সঞ্জামিনী গ্রামে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন, তাহাতেই বর্দ্ধমান সঞ্জামিনী গ্রামীও কুলীন হন। বর্দ্ধমানের পুত্রের নাম বাসুদেব, তৎপুত্র মেধাতিথি, তৎপুত্র নরসিংহ। নর-

যায়, এই বিভিন্নতা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বর্ত্তমান ব্যক্তির পুরুষ সংখ্যা ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬।৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ, কাশ্যপগোত্রে ৩১।৩২।৩৩।৩৪ পুরুষ, ভরদ্বাজ গোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, কিন্তু বাৎস্য গোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্টি হয়। এইরূপ বিসদৃশ পুরুষ সংখ্যা রাঢ়ীয় শ্রেণীতেও দৃষ্টি হয়। বল্লালসেনের সভাতে রাঢ়ীয় শ্রেণীর যে ১৯ জন কুলীনের পূজা হইয়াছিল তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ১০ম পুরুষীয় ব্যক্তি, সাবর্ণ গোত্রীয় শিশগাঙ্গুলি, বেদগর্ভ হইতে অধস্তন ৮ পুরুষীয় ব্যক্তি, কাশ্যপ গোত্রীয় বহুরূপ, দক্ষ হইতে ৮পুরুষের অধস্তন ব্যক্তি, ভরদ্বাজ গোত্রীয় উৎসাহ শ্রীহর্ষ হইতে ১৩ পুরুষীয় অধস্তন ব্যক্তি। কিন্তু বাৎস্য গোত্রীয় শির ঘোষাল, ছান্দড় হইতে ৪ পুরুষীয় ব্যক্তি।

১। কুড়মইল যাহাকে বলিহার কহে সেই গ্রাম বাৎস্য গোত্রীয় আদি ব্যক্তির বসতি স্থান বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত শ্লোকে কুড়মইলকে কুড়ম্ববল্লী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পাবনা জেলার অন্তঃপাতি হাটি কুমল্লী গ্রামকেও কেহ কেহ কুড়ম্ববল্লী (কুড়মইল) বলিয়া থাকেন, তথাতেও সান্ন্যালের বসতি আছে। কুড়মুড়িয়াল কুড়মইল, কুড়ম্ববল্লী একগ্রামেরই নাম। যমুনানদীর পূর্ব্বপারে ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী আটিয়া পরগণার মধ্যস্থ জামুরকি সম্ভবতঃ জামরুখী এবং রাজসাহি জেলায় উত্তর বাঙ্গলা রেলওয়ের আত্রাই ষ্টেসনের সন্নিহিতা সিমলা গ্রামই সিমলী হইতে পারে।

কুড়ম্ববল্লী সরসীরুহার্কঃ   কৃতী কৃতজ্ঞো দ্বিজ বর্দ্ধমানঃ।
নিজাং পরিত্যজ্য সমস্ত ভূমিং স্থানঞ্চ লেভে হরিসৌরযুক্তং॥
তস্যান্বয়েঽভূচ্চ সুচারুবংশঃ স বাসুদেবো গুণিনাংগরিষ্ঠঃ।
মেধাতিথিস্তস্য সুতোপি জজ্ঞে যস্যাত্মজোঽভূন্নরসিংহনামা॥

সান্ন্যালের বংশাবলী পুস্তক।

সিংহের পুত্রের নাম মহেশ্বর, তৎপুত্র ভূতনাথ, ভূতনাথের পুত্রদ্বয়ের নাম শিকাই সান্ন্যাল এবং দামোদর সান্ন্যাল। শিকাই সান্ন্যাল উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা ধার্য্যের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীনারায়ণ লাহেড়ির সহিত শিকাই সান্ন্যালের করণ এবং পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। শিকাইর পুত্র কানাই, বনাই এবং পিয়াই প্রভৃতি। বনাই সান্ন্যাল চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকারকরণে লিপ্ত হইয়া ছয়-ঘরিয়া দল সৃষ্টি করেন, পরে নিষ্কুল হন। বনাইর সমাজ গাঁড়াদহ। পিয়াইর পুত্র আনুয়াই। আনুয়াইর সমাজ কুজিল। কানাইর পুত্র মহী, তৎপুত্র দামোদর, তৎপুত্র অনন্ত, রামনাথ, রমানাথ। অনন্তের পুত্র গোপীজন চক্রবর্ত্তী, তৎপুত্র নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী, নৃসিংহের পুত্র গোপাল, গোপালের পুত্রত্রয়ের নাম কৃষ্ণদেব প্রাণকৃষ্ণ রামরাম। কৃষ্ণদেব (১) বাহিরবন্দ পরগণার ভূম্যধিকারিণী রাণী সত্যবতীর (২) ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া পরগণে স্বরূপপুরের অন্তর্গত লক্ষণপুর নামা

১। কৃষ্ণদেবের পুত্র রাধাকৃষ্ণ তৎপুত্র শিবকৃষ্ণ। শিবকৃষ্ণের দুই পুত্র বিশ্বনাথ, শম্ভুনাথ, শম্ভুনাথের পৌত্র গোবিন্দনাথ। বিশ্বনাথের প্রপৌত্র বিজয়নাথ সান্ন্যাল। ইহারা অদ্যাপি লক্ষণপুরে বসতি করিয়া রাণী সত্যবতীর দত্ত সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। উত্তর বাঙ্গলা রেলওয়ের সোদপুর ষ্টেসনের নিকট লক্ষ্মণপুর গ্রাম।

২। চান্দরায় বাহির বন্দ পরগণরে জমিদার ছিলেন। পূর্ব্বে বাহিরবন্দা পরগণা ৷৶০ আনা এবং ।৶০ আনা অংশে বিভক্ত ছিল। চান্দরায়ের পূর্ব্বাধিকারী ৷৶০ আনা ও আদিত্য রায় ।৶০ আনার অংশী ছিলেন। চান্দরায়ের পুত্র রঘুনাথ রায় রাণী সত্যবতীকে বিবাহ করেন। রাণী সত্যবতী, কাশ্যপ গোত্রীয় করঞ্জগাঞি কাশীনাথরায়ের কন্যা। কাশীনাথের পূর্ব্ব পুরুষ বিক্রমপুরের অন্তঃপাতি রাইলচেরা গ্রাম হইতে বাহিরবন্দে আসিয়া বসতি করেন। অদ্যাপি রাইলচেরা গ্রামে কাশীনাথের জ্ঞাতি চৌধুরীগণ বাস করিতেছেন। ১১০০ সালে রঘুনাথ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, রঘুনাথ রায় অভাবে ১১৩০ সালে রাণী সত্যবতী জমিদারি পাইয়াছিলেন। বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়বাড়ি, স্বরূপপুর, আমবাড়ি, পাতিলাদহ, ইসলামবাড়ি, সুজানগর এই ৮ পরগণা রাণী সত্যবতীর জমিদারী ছিল। রাণী সত্যবতী বর্ত্তমানে নওয়াব

সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণদেবের বৈবাহিক সম্বন্ধনিবন্ধন প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম রাণী সত্যবতীর প্রধান কার্য্যকারক হইয়া ভিতরবন্দ পরগণা অধিকার করেন। রাণী সত্যবতীর স্বামী রঘুনাথ রায় ১১৩০ বাঙ্গলা সালে অভাব হন, তাহার পরে রাণী সত্যবতী জমিদারি প্রাপ্ত হন এবং ১১৮৯ সাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন। রামনাথের পুত্র কৃষ্ণ-গোবিন্দ সান্ন্যাল ১১৬১ সালে বাসুদেব ভাদুড়িকে ভিতরবন্দ পর-গণার অন্তঃপাতি পয়বাডাঙ্গা গ্রামে ৪০০ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করেন। কর ধার্য্যের মকদ্দমায় সেই দান সিদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে, অতএব রাণী সত্যবতী বর্ত্তমানেই ভিতরবন্দ পরগণাতে কৃষ্ণগোবি-ন্দের স্বামিত্ব স্বত্ব উদ্ভব হইয়াছিল জানা যায়। পরে প্রাণকৃষ্ণ ও রামরামের সন্তানগণের মধ্যে ভিতরবন্দ পরগণা ॥১৫ আনা ।৶৫ আনা অংশে বিভক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ রামরামের সন্তান ॥১৫ আনা ও কনিষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণের সন্তান ।৶৫ আনা অংশ প্রাপ্ত হন।

রামনাথের পুত্রের নাম কৃষ্ণগোবিন্দ সান্ন্যাল তৎপুত্র কৃষ্ণকান্ত তৎপুত্র কালীকান্ত রায়। পূর্ব্বে কুলীনগণের মধ্যে দত্তকগ্রহণ হইত না, দত্তকগ্রহণ হইলে কুল থাকিত না। কৃষ্ণকান্ত সম্পত্তিবান ব্যক্তি ছিলেন অপুত্রক অভাব হইলে সম্পত্তি জ্ঞাতিতে প্রাপ্ত হইবার সম্ভা-বনা ছিল; তাহা নিবারণ জন্যই হউক অথবা অপুত্রক ব্যক্তি দত্তক-গ্রহণ করিতে বাধ্য এই বিবেচনাতেই হউক কালীকান্তকে, কৃষ্ণ-কান্ত দত্তক গ্রহণ করেন। বারেন্দ্র শ্রেণীতে প্রথমে এই দত্তক-কুলীন মধ্যে গ্রহণ হয়; কালীকান্তের কুলসম্বন্ধে বহু আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের যত্নে ও সহায়তাতে

সরকারে রাণী ভবানীর নাম জারি ছিল এবং রাণী ভবানীর প্রতি রাজস্ব শোধের ভার ছিল। রাণী সত্যবতীর অভাব হইলে বাহির বন্দ পরগণা নাটোর রাজস্ব ভুক্ত হয়। পরে লার্ড ক্লাইবের সময়ে কাশীমবাজারের কান্তিবাবু বাহিরবন্দ প্রাপ্ত হন।

দত্তকের কুল থাকা অবধারণ হয়। (১) এই হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীনগণের মধ্যে দত্তক গ্রহণ প্রথা আরম্ভ হইয়াছে। কালীকান্তের পুত্র আনন্দচন্দ্র তৎপুত্র মহেশচন্দ্র তৎপুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী নিবাস দিনহাটা জেলা রঙ্গপুর। প্রাণকৃষ্ণের পুত্রের নাম রামনাথ, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ রায়, তৎপুত্র রাজেন্দ্র রায়। ইনি রাজা রামকৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহু ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রের পুত্র শিবপ্রসাদ, শিবপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণেন্দ্র রায় নিবাস বলিহার। সম্প্রতি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। লক্ষণপুর দিনহাটা এবং বলিহার নিবাসী, কৃষ্ণদেব রামনাথ ও প্রাণকৃষ্ণের সন্তানেরা নিরাবিল পঠীর কুলীন। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় ধরাধর হইতে অধস্তন ২৫ পুরুষ ব্যক্তি।

বাৎস্য গোত্রে ভীম কালিহাই।

ভীম কালিহাই জয়মানমিশ্রের পুত্রগণের নাম হয়গ্রীব, হলধর, চক্রপাণি। হয়গ্রীব, নিদ্রালীগ্রামী। হলধর, দেউলিগ্রামী। চক্রপাণি, ভীম কালিহাই গ্রামী। চক্রপাণির পুত্র নারায়ণ রাজগুরু ; তৎপুত্র পীতাম্বর মিশ্র, তৎপুত্র বলদেব অগ্নিহোত্রী। বলদেবের পুত্রগণের নাম অধিপতি, রামদেব, কামদেব, হরদেব। কামদেব কালীগ্রামী (২)

১। সমশ্রেণীর কুলীন হইতে দত্তক গ্রহণ হইলেই কুল থাকে, শ্রোত্রিয় অথবা কাপের পুত্র দত্তক গৃহীত হইলে গৃহীত দত্তকের কুল থাকে না। এবং গ্রহীতারও কুলভ্রষ্ট হয়, ভিন্ন পঠী হইতে দত্তক গ্রহণ এপর্য্যন্ত হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে কাশ্যপ গোত্রীয় স্বর্ণরেখের পুত্র সিন্ধু ওঝা গরুড়কে দত্তক গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন না।

২। মাকুল্যার এবং কেশবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ কালীগ্রামী।

হরদেব,কালীহয়গ্রামী; অধিপতি ভীম কালিহাই। অধিপতির পুত্র জয়, শশী, অনন্তশশী,কামকালী গ্রামী (কামদেব কালিহাই)। অনন্ত পৌণ্ড্র কালী গ্রামী। জয় ভীম কালিহাইগ্রামী।,জয়ের পুত্র উচ্চৈঃশ্বর এবং মহীধর। উচ্চৈঃশ্বর ভীম কালিহাই, মহীধর ভট্টশালীগ্রামী। উচ্চৈঃশ্বরের পুত্র ভোজ এবং বটু। ভোজের পুত্র, অনন্ত বাঙ্গালওঝা, ইহার সহিত আনাই লাহেড়ির করণ এবং পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। অনন্ত বাঙ্গালের পুত্রগণের নাম ধামাই,ধুমাই, বরাই,অচ্যুত। ধামাইর সমাজ পয়ালমুর, ধুমাইর সমাজ ধুরাইশ, বরাইর সমাজ হাপানিয়া, অচ্যুতের সমাজ বোয়ালিয়া। বরাইর পুত্রগণ ধরাই,শশধর, পদ্মনাভ,মিতাই,মধু, ডাকুয়াই,অগ্রবিন্দ এবং অরবিন্দ। ধরাইর সমাজ হাপানিয়া,শশধরের সমাজ আড়ঙ্গাইল, পদ্মনাভ এবং মিতাইর সমাজ বায়সা। মধু ডাকু অগ্রবিন্দ এবং অরবিন্দ এই চারি ভ্রাতা পাঁচুড়িয়া দোষে কুলভ্রষ্ট। ভীম কালিহাই হইতেই প্রথমে পাঁচুড়িয়া দোষ জন্মে।

সাধারণতঃ সংস্কার এই,ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান,স্তেয়, গুর্ব্বঙ্গনাগমন, এবং ইহাদের সংসর্গ এই পঞ্চবিধ (১) মহাপাতককারী ব্যক্তিতেই পাঁচুড়িয়া দোষ জন্মে,অর্থাৎ পঞ্চ মহাপাতকের অপভ্রংশ সংজ্ঞাই পাঁচুড়িয়া। এই কথা সত্য হইলে মধু প্রভৃতি ভ্রাতা চতুষ্টয় পঞ্চ মহাপাতকে পাতকী ছিলেন। কুলজ্ঞেরা কহেন, মধু প্রভৃতি ৪ভ্রাতা, অমাবস্যার নিশীথে শ্যামাপূজা করিয়াছিলেন। উহারা ৪ ভ্রাতা এবং পুরোহিত এই ৫জনেই মদ্যপানে বিহ্বল, হইয়া মহিষ ভ্রমে একটি বৃষ বলি দিয়াছিলেন, পুরোহিত সহ পাঁচজন এই ব্যাপারে

১। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপিতৈঃসহ।
মানবে ১১ অধ্যায়।

লিপ্ত ছিলেন হেতু ঐ পাপের নাম পাঁচুড়িয়া হইয়াছে। রাঢ়ী শ্রেণীর পিরালি বারেন্দ্র শ্রেণীর পাচুড়িয়া দোষ এখনও নিষ্কৃতি হয় নাই অথচ অনেক যবন দোষ নিষ্কৃতি হইয়া গিয়াছে, অনেকানেক পিরালি এবং পাঁচুড়িয়া যোগ প্রয়োগে চলিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লোকের অনুপায়, পুঁঠিয়ার এবং কলিকাতার ঠাকুরগণ পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। পাঁচুড়িয়াগ্রস্ত ভাকুয়াইর পুত্র বামন ও দুর্গাবর। দুর্গাবরের পুত্র হরিহর তৎপুত্র জনার্দ্দন তৎপুত্র পুষ্পকেতন মীনকেতন এবং বদনপাঁজা। এই বদনপাঁজার সংশ্রব দোষে নিবারিলে বাহিরভাব পত্তন হইয়াছে। পুষ্পকেতনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র গোপীরায় যবনধর্ম্মগ্রহণ করিয়া পাঁচুড়িয়া অবসাদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। বামনের পুত্র চক্রপাণি, রামচন্দ্র, পাঠক, বশিষ্ঠ, ভীম, পরাশর। ইহাদের বংশধরেরা স্বচ্ছন্দে সমাজে চলন আছেন।

অচ্যুতের পুত্র অভয় অতিথি জগাই। জগাইর সমাজ রিম্বাদাইড়। এই জগ, ভীম কালিহাই, চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকারের কারণে লিপ্ত থাকেন, তাহাতে ছয়ঘরিয়া আখ্যাত হইয়া পরে নিষ্কুল হন। অভয়ের পুত্র ঠাকুর কুশলী। এই হইতে ভীম কালিহাইর কৌলীন্য রহিত হয়, ঠাকুর কুশলী ভঙ্গ হন, অন্যান্য যেসকল কুলীন এই গাঁঞিতে ছিলেন তাঁহারাও অগ্র পশ্চাৎ ভঙ্গ হইয়াছেন। ঠাকুর কুশলীর তিন পুত্র, ঠাকুর চণ্ডীদাস। ঠাকুর কালিদাস ঠাকুর নরোত্তম। কালিদাস জমিদার ছিলেন, সর্ব্বদা প্রজাপীড়ন এবং দেশ মধ্যে উপদ্রব করিতেন, ক্রমাগত নওয়াব সরকারে অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ হওয়াতে নবাবের আদেশ ক্রমে কলিদাস ১৮ পুত্র সহ ধৃত ও রাজধানীতে নীত হইয়া ১৭ পুত্র সহিত হত হন। নাথাই

কৌজদার নামক পুত্র পলায়ন করিয়া স্বদেশে আইসেন এবং পৈতৃক জমিদারি অধিকার করেন। নাধাই কৌজদারের পুত্রের নাম হরিশ মল্লিক, তৎপুত্র বিজয় মল্লিক, তৎপুত্র যশশ্চন্দ্র রায়, তৎপুত্রগণ সুবুদ্ধি রায়, মথুরা রায়. বসন্ত রায় প্রভৃতি। এই মথুরা রায় হরিহর ন্যায়লঙ্কারের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া হরিহর ন্যায়লঙ্কারকে আপন অধিকারে বসতি করাইয়া ঐ স্থানের মথুরা নাম করেন।(১) বসন্তরায়ের নিবাস ছাতক ছিল। এই বসন্ত রায় বেণী রায় প্রভৃতির সহিত একত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। বসন্ত রায়ের পুত্রের নাম রাজীব রায়। তৎপুত্র রাম রায়, তৎপুত্র রঘুরাম রায়, তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ রায়, তৎপুত্র রাজনারায়ণ রায়, তৎপুত্র রূপেন্দ্র রায়। বর্ত্তমান নিবাস বাগ, জেলা পাবনা। ধরাধর হইতে রূপেন্দ্র অধস্তন ২৭ পুরুষের লোক।

কাবারিখোলার মল্লিক, ভারেঙ্গার চৌধুরী, হাটুরিয়ার রায়, চণ্ডীদাসের সন্তান। বাগ, কাশীনাথপুর, খেতুপাড়া, সঙ্করপাশার রায়গণ কালিদাসের সন্তান। সাঁড়াশিয়া,বেলতৈল, ব্রাহ্মণগ্রাম. সাকল্লা এবং

১। আতুওঝা রত্নাবলী, তৎপুত্র পরীক্ষিত তৎপুত্র দেওওঝা তৎপুত্র শ্রীকান্ত তৎপুত্র দৈত্যদামব এবং গতিওঝা। গতিওঝার পুত্র নিধাই তৎপুত্র হিরণ্য ও মন্মথ প্রভৃতি। হিরণ্যের সন্তান বুড়ইলের রায় সম্প্রতি নিবাস ইসলামপতি। মন্মথের পুত্র নকেড় তৎপুত্র জালু, তৎপুত্র পঞ্চানন, তৎপুত্র শ্রীনাথ, তৎপুত্র চণ্ডীদাস, তৎপুত্র বাদবানন্দ আচার্য্য, তৎপুত্র হরিহর ন্যায়লঙ্কার। হরিহর অত্যন্ত পণ্ডিত এবং তাপস ছিলেন, সর্ব্বদাই ভ্রমণেরত থাকিতেন এবং নির্জ্জন প্রদেশ ভাল বাসিতেন। প্রবাদ এই যে হরিহর আত্রেয়ী নদীর পারে তপস্যা করিতেন, একটি বৃহৎ সর্প ফণাবিস্তার করিয়া সূর্য্যাতপ হইতে হরিহরকে রক্ষা করিত; ইহা দেখিয়াই হরিহরের স্থানে মথুরা রায় দীক্ষিত হন। হরিহরের সন্তানেরাই মথুরার ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত। ইঁহাদের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি শিষ্য নাই। অদ্যাপিও ইহাঁরা শূদ্র ও বৈদ্যদের দান ও অন্ন গ্রহণ করেন না।

এলাসিনের রায়গণ পরোত্তমের সন্তান। মধ্যপ্রদেশে অর্থাৎ পাবনা জেলাতে কালিহাই গ্রামী, কাপেরা প্রসিদ্ধ লোক। ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্যান্য বহুস্থানে ভীমকালিহাইর বসতি আছে, তন্মধ্যে অনেকে শ্রোত্রিয় হইয়াছেন। বাগ এবং কাশীনাথপুরের রায়গণও শ্রোত্রিয় হইয়াছেন। তাঁহারা মান্য শ্রোত্রিয়।

বাৎস্যগোত্রে ভট্টশালী।

মহীধরের পুত্র ময়ূরভট্ট। প্রবাদ এই যে, মহীধর আপন গর্ভবতী পত্নীকে সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে মহীধর পত্নী একটী পুত্র প্রসব করেন। সদ্যঃপ্রসূত বালককে পরিত্যাগ করিয়া পিতা মাতা তীর্থে গিয়াছিলেন; একটী ময়ূর ঐ অভিনবজাত বালককে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া ময়ূরভট্ট নাম হয়। এই প্রবাদ সত্য অথবা মিথ্যা সম্বন্ধে যাহার যেমত বিশ্বাস, তিনি তদ্রূপই বিশ্বাস করিবেন। তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এই ময়ূরভট্ট, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির সমসাময়িক লোক, এবং পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা বিধানকালে উদয়নাচার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। অনেকেরই সংস্কার এই যে, ভট্টশালী গ্রামী ময়ূরভট্টই সূর্য্যশতক প্রণেতা, বাস্তবিক তাহা নহে। সূর্য্যশতকের "কমল বনোদ্ঘাটনং কুর্ব্বতেযে" পদ, কলাপ ব্যাকরণের প্রাচীন টীকাতে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। সূর্য্যশতক গ্রন্থ প্রণেতা ময়ূরভট্ট এবং কাদম্বরী রচয়িতা বাণভট্ট ইহারা উভয়ে, শ্রীহর্ষরাজার সভাসৎ ছিলেন। ১) প্রসন্ন

১। অহো প্রভব বাগ্দেব্যা যস্যাতঙ্গ দিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমবাণ ময়ূরয়োঃ॥
ঐতিহাসিকরহস্য ২খণ্ড ৮ম পৃঃ।

রাঘব নাটককর্ত্তা জয়দেব, অন্যান্য কবির সহিত ময়ূরভট্টের বর্ণন করিয়াছেন। (১) মাধবাচার্য্য কহেন, বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীহর্ষ ইহাঁরা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। (২) ভট্টশালী ময়ূরভট্টের পুত্রের নাম বাণভট্ট। এই বাণভট্ট কাদম্বরী রচয়িতা বাণভট্ট হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। কাদম্বরী রচয়িতা বাণভট্টের পিতার নাম চিত্রভানু পিতামহের নাম অর্থপতি। তিনি বাৎসায়ন গোত্রসম্ভব। (৩) ভট্ট-শালী বাণভট্টের পুত্র নীলমেঘ ভট্ট। তাহেরপুরের রাজগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ কামদেব ভট্ট, নীলমেঘের কন্যাকে বিবাহ করেন। নীল-মেঘ ভট্টের পুত্রদ্বয়ের নাম কণারি ভট্ট এবং দানবারি ভট্ট। দানবারির পুত্র ইতিহাস ভট্ট, পুরন্দর ভট্ট, ভুতনাথ ভট্ট, দিগম্বর ভট্ট। ইতিহাসের সমাজ সিমুলতলা, পুরন্দর ও ভুতনাথের সমাজ বায়রা। দিগম্বরের সমাজ নাউনাড়া। ভট্টশালী বংশে বহু পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। কোড়কদির ভট্টাচার্য্যগণও এই বংশসম্ভূত। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রামধন তর্কপঞ্চানন এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছেন।

কামদেব কালিহাই।

শশী, কামদেব কালিহাই। তৎপুত্র সোমনাথ, ভুতনাথ, পুণ্ডরী-কাক্ষ, ভৈরব। ভৈরবের অন্যতর পুত্রের নাম প্রজাপতি। প্রজা-

১। যস্যাশ্চোরশ্চিকুর নিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো
হাসোহাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয় বসতি পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতা কামিনী কৌতুকায়॥

২। মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্কর দিগ্বিজয়।

৩। বাণভট্টকৃত কাদম্বরী, কবিবংশ বর্ণন।

পতির পুত্র রাম; তাঁর পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথের পুত্র শৈচন্দ্র, গঙ্গানন্দ, বরাই, শশধর, অভয়। শৈচন্দ্রের সমাজ পঞ্চক্রোশী। গঙ্গানন্দ এবং বরাইর সমাজ কাণশোণা। শশধরের সমাজ কৈজুড়ি অভয়ের সমাজ জয়ন্তীপুর।

ভরদ্বাজ গোত্রের বংশাবলী।

লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ ভরদ্বাজ গোত্রীয় বংশাবলী লিখিতে আরম্ভ করিয়া তিনি গৌতম হইতে গুণাকর পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে গৌতমের পুত্র বিভাকর ভট্ট, তৎপুত্র প্রভাকর ভট্ট, তৎপুত্র বিষ্ণু মিশ্র, তৎপুত্র কাকুৎস্থ, তৎপুত্র প্রজাপতি অগ্নিহোত্রী, তৎপুত্র গোপী ওঝা, তৎপুত্র বাচস্পতি, তৎপুত্রদ্বয় গুণাকর আকাশবাসী এবং লক্ষ্মণ, তন্মধ্যে গুণাকর আকাশী বারেন্দ্র এবং লক্ষ্মণ রাঢ়ী। (১) কিন্তু রাঢ়ীয় শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ১৩ পুরুষে জাত উৎসাহ, বল্লালসেন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন স্মরণ করিয়া বিদ্যাভূষণের লিখার প্রতি কিঞ্চিৎ সন্দেহ হওয়াতে ভারেঙ্গার ঘটক মহাশয়দিগের নিকট তত্ত্ব করি এবং স্বয়ং তাঁহাদের পুস্তক দেখি; তাহাতে দৃষ্ট হয়, গৌতমের পুত্র গুণাকরাচার্য্য

১। ভরদ্বাজ গৌতমস্য পুত্রো ভট্টবিভাকরঃ।
প্রভাকরস্তস্য পুত্রো বিষ্ণুমিশ্রস্তদাত্মজঃ।
কাকুৎস্থস্তৎ সুতস্তস্য অগ্নিহোত্রী প্রজাপতিঃ।
গোপীওঝা তস্য পুত্রো বাচস্পতিস্তদাত্মজঃ।
গুণাকরলক্ষ্মণৌচ তস্য পুত্রৌ গুণাকরৌ।
আকাশগামী বারেন্দ্রো-রাঢ়ীয়ো লক্ষ্মণাস্তবৎ।
লঘুভারত ২ য় খণ্ড ১৪৩ পৃঃ।

আকাশী, তৎপুত্র নারায়ণ পঞ্চতপা, তৎপুত্র
তৎপুত্র শরভাচার্য্য, তৎপুত্র মাতঙ্গ ওঝা তৎপুত্র জিম্বানি আচার্য্য, তৎপুত্রদ্বয় ভাস্কর বেদান্তী এবং পরাশর। ভাস্কর বেদান্তী বারেন্দ্র পরাশর রাঢ়ী। ইহাতে সন্দেহ দূরীভূত না হইয়া আরও সন্দেহ বৃদ্ধি হয়। পরিশেষে মাজগ্রামের কুলজ্ঞদিগের প্রাচীন পুস্তকে যে বংশাবলী পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে জানা গিয়াছে, বিদ্যাভূষণ, নারায়ণ পঞ্চতপা হইতে ভাস্কর বেদান্তী পর্য্যন্ত কয়েকটী পুরুষ এবং ভারেঙ্গার ঘটকেরা বিভাকর ভট্ট হইতে বাচস্পতি মিশ্র পর্য্যন্ত কয়েকটী পুরুষ ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাজগ্রাম, শ্যামনগর মাধারি গ্রাম বারেন্দ্র কুলজ্ঞের আদিস্থান। ভারেঙ্গার ঘটকেরা মাজগ্রাম প্রভৃতির কুলজ্ঞদের নিকট হইতে পুস্তকের প্রতিলিপি লইয়াছেন, সহজেই ভ্রম হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। মাঝগ্রামের পুস্তক মতে গৌতমের বংশাবলী নিম্নে লিখিত হইল।

আদৌ গৌতম, তস্য পুত্র বিভাকর ভট্ট, তস্য পুত্র প্রভাকর ভট্ট, প্রভাকরের পুত্র বিষ্ণু মিশ্র, তৎপুত্র কাকুৎস্থ মিশ্র, তৎপুত্র গোপী ওঝা, তৎপুত্র বাচস্পতি ওঝা, তৎপুত্র গুণাকরাচার্য্য আকাশবাসী, তৎপুত্র নারায়ণ পঞ্চতপা ও বর্দ্ধমান অগ্নিহোত্রী। অগ্নিহোত্রীর পুত্র পৃথ্বীধর, তৎপুত্র শরভাচার্য্য, তৎপুত্র মাতঙ্গাচার্য্য, মাতঙ্গের পুত্র জিম্বানি আচার্য্য, জিম্বানির পুত্র ভাস্কর বেদান্তী। ভাস্করের পুত্র কণ, ধন, সুকাশী, সায়ন, ভুবনেশ্বর এবং বিনায়ক। ধন গোগ্রামী, কণ গোচ্ছাসী গাঞি, সুকাশী গোস্বালম্বি গাঞি। সায়নাচার্য্য ভাদড় গাঞি। ভুবনেশ্বর আতুর্থি গাঞি। বিনায়ক উচ্ছরখি গাঞি। সায়নের পুত্রত্রয় বেদ, আল্প এবং আতুওঝা। বেদ ভাদড়, আল্প নাড়িয়াল, আতুওঝা রত্নাবলী। বেদের পুত্র

বাপি ভাদড়, বাপির পুত্র পেতু, তস্য পুত্র আকাই, জলধর, গঙ্গেশ। আকাই ভাদড়, জলধর শিম্বি গাঞি, গঙ্গেশ সরিয়াল গাঞি। ভাদড়ের পুস্তকানুসারে "ভাস্কর বেদান্তীর পুত্রগণের নাম কণ, ধর্ন, সুকাশী, আরুওঝা, আতুওঝা, বাপি, বিনায়ক, নিধ, বিশ এবং জয়। তন্মধ্যে কণ গোচ্ছাসী গ্রামী, ধন গোগ্রামী, সুকাশী গোস্বালম্বি, আরুওঝা নাড়িয়াল, আতুওঝা রত্নাবলী, বাপি ভাদড়, বিনায়ক উচ্ছরখি, নিধ সরিয়াল, বিশ আতুর্থি, জয়মিশ্র শিম্বিগ্রামী। বাপী ভাদড়ের তিন পুত্র; আদ, বেদ ও মহীধর। আদ ঝামাল গাঞি, মহীধর কাছটি গাঞি, বেদ ভাদড়। বেদের পুত্র নেতু, পেতু, গুহ, শৈল, ডাক, সরল, নাথ, পিথ (১)। সরল রাইগাঞি, পিথ দধিআল গাঞি। আরুওঝা নাড়িয়ালের পৌত্রগণ মধ্যে জটাধর শাকটিগ্রামী।" শাকটিগ্রামী ব্রাহ্মণেরা অসৎকার্য্যে লিপ্ত থাকাতে বারেন্দ্র কুলে অতি হেয়। নীচ ব্রাহ্মণ বলিয়া গালি দিতে হইলে শাকটি ব্রাহ্মণ বলিয়া গালি দেওয়া হইয়া থাকে।

যখন বল্লালসেন বারেন্দ্রকুলে কৌলীন্য মর্য্যাদা অবধারণ করেন তখন ভাদড়গ্রামী ব্রাহ্মণকে লইয়া ৮গাঞি ব্রাহ্মণেরা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি ভাদড়গ্রামী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহই কুলীন নাই, এবং "ভাদড়ঃ পংক্তি পূরকঃ এই লেখার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক কুলজ্ঞ ও ঘটকেরা কহিয়া থাকেন, মৈত্র ভাদুড়ি রুদ্রবাগছি সাধু-বাগছি লাহেড়ি সান্ন্যাল ভীম কালিহাই এই ৭ গ্রামী ব্রাহ্মণেরা কৌলীন্য পদ পাইয়াছিলেন। ভাদড় গাঞির ব্রাহ্মণ কুলীনের পংক্তি পূরণ করেন, প্রকৃত পক্ষে ভাদড় কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন

(১) ভাদড়েরার ঘটকেরা কহেন গুহের পুত্র খাকো তৎপুত্র আকাই।

নাই, শ্রোত্রিয়ের পদ পাইয়াছিলেন। ভারেন্দ্রার [illegible] বংশাবলী মধ্যে ভাদড়ের বংশাবলী লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত ইতিহাস বিবেচনা করিতে গেলে ভাদড় কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভাদড়গ্রামী পাইকড়হাটির বিশ্বাস প্রভৃতি কাপগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। ভাদড়গ্রামী চতুরঙ্গ খাঁ ভাদড় উমাপতি সান্ন্যালে কন্যা সম্প্রদান করাতে উমাপতির কুল ভঙ্গ হয়। যদি চতুরঙ্গ খাঁ ভাদড় শ্রোত্রিয় হইতেন তাহা হইলে উমাপতির কুল ভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল না। এতদ্ব্যতীত ভাদড়গ্রামী ব্রাহ্মণেরা যে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়। নিধিপতি সান্ন্যাল নামক জনৈক কুলীন,কার্য্য উপলক্ষে শ্রীহট্টে গিয়া বসতি করেন। তাহার ৭ টী কন্যা জন্মে; সেই কন্যাগণের বিবাহ নিমিত্ত তিনি বরেন্দ্রদেশ হইতে ভাদড়, ভাদুড়ি,মৈত্র,লাহেড়ি,বাগছি এই কয়েক গ্রামী কুলীন লইয়া গিয়া কন্যার বিবাহ দেন। অদ্যাপি শ্রীহট্ট জেলাতে তাহাদের সন্তানেরা বসতি করিতেছেন। (১) এবং ভাদড় কুলীন বলিয়া মান্য। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি যখন পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন তখন ভাদড়কে কৌলীন্য হইতে বহিষ্কৃত করেন, সেই হইতে ভাদড়ের কৌলীন্য মর্য্যাদা রহিত হইয়াছে।

আকাইর পুত্র নরপতি, (২) রাজপতি, উমাপতি,বিদ্যাপতি এবং বৃহস্পতি। নরপতির সমাজ পাযরা। রাজপতির সমাজ শৈল-কোপা। উমাপতির সমাজ সাতবাড়িয়া। উমাপতির পুত্র জিযাই,

---

১। শ্রীহট্টের অধীন ইটা,লাজলা,ব্রহ্মচাঙ্গা, পঞ্চখণ্ড,ডাক দক্ষিণ,পাতাবিথা, তরফ, ছত্রশ্রী প্রভৃতি গ্রামে উহাদের সন্তানেরা বাস করিতেছেন। তাহারা সকলেই সেই স্থানে কুলীন বলিয়া মান্য।

(২) রাজগ্রামের পুস্তকমতে ভাদড়ের বংশাবলী লিখিত হইল।

আন্দাই, কন্দাই, মাধাই, ও সুরাই। [illegible] বসতি কেউটিয়া, কন্দাই এবং মাধাইর বসতি [illegible]কোল। সুরাইর বসতি খাগজানা। আন্দা-ইর পুত্র শুভঙ্কর তৎপুত্র নিতাই তৎপুত্র চতুরঙ্গ খাঁ ভাদড়। চতুরঙ্গ ভাদড় গৌড়ের বাদসাহের সরকারে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহা-তেই খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। ভাদড়কুলে ইনি অতি বিখ্যাত হইয়া-ছিলেন। সাতবারিয়া সমাজস্থ জিয়াইর পুত্র গণপতি, শ্রীপতি, শ্রীধর। শ্রীধরের পুত্র প্রভাকর, তৎপুত্র ভবানন্দ, তৎপুত্র ভুবনানন্দ, তৎপুত্র দেবীদাস, তৎপুত্র রামদাস, তৎপুত্র সূর্য্য-দাস, তৎপুত্র জগদীশ ভৌমিক। জগদীশের দুই পুত্র শ্যামরাম এবং জয়রাম। শ্যামরাম ঢাকার নবাব সরকারে কানুনগো পদে নিযুক্ত হইয়া মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং বাড়াদিয়া গ্রামে বসতি করেন। অদ্যাপিও শ্যামরামের সন্তানেরা মজুমদার এবং জয়রামের সন্তানেরা ভৌমিক উপাধিতে আখ্যাত। শ্যামরামের দুই পুত্র রামরাম এবং কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণবল্লভের দুই পুত্র শ্রীবল্লভ রামবল্লভ। শ্রীবল্লভের তিন পুত্র দয়ারাম, বিনোদরাম, দুর্গারাম। দয়ারামের পুত্র রামমোহন, রামানন্দ। রামমোহনের পুত্র রামকুমার, রামলোচন। রামলোচনের পুত্র মহিমাচন্দ্র মজুমদার এবং কৈলাস-চন্দ্র মজুমদার গৌতম হইতে অধঃস্তন ৩৫ পুরুষীয়।

ভরদ্বাজ গোত্রে উচ্ছরখি গাঞি।

কুসদহ রাজবংশ।

বিনায়ক উচ্ছরখি গাঞি প্রবর্ত্তক। বিনায়ক হইতে অধস্তন ১১ পুরুষে। অনিরুদ্ধ হাজরা এবং কামাই হাজরা নামক দুই ভ্রাতার

জন্ম হয় (১)। অনিরুদ্ধের পুত্র বুদ্ধিমন্ত খাঁ (২) সুসঙ্গ পরগণা বাদসাহ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই হইতে নবাবাদ উচ্ছরখি-গ্রামীণদের সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হয়। বুদ্ধিমন্ত খাঁর পরেই মল্লিক জানকী বল্লভ, সুসঙ্গে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। মল্লিক জানকী বল্লভ জগদানন্দ খাঁর পুত্র (৩)। উচ্ছরখি গ্রামীণেরা নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয়, বিশেষতঃ আসামের নিকট নিবাস হেতু কুলাংশে অতি হেয় ছিলেন (৪)। মল্লিক জানকী বল্লভ হইতে সুসঙ্গের কুলোন্নতি হয়।

১। বিনায়ক তৎপুত্র পরীক্ষিত, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র আদিবর ধূর্জ্জটি, তৎপুত্র পিগড়ওঝা, তৎপুত্র মহীওঝা, তৎপুত্র শ্রীগর্ভ, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ, তৎপুত্র জটাধর, তৎপুত্র সুধাকর, তৎপুত্র সোমেশ্বর, তৎপুত্রদ্বয় অনিরুদ্ধ এবং কামাই হাজরা।

২। প্রবাদ এই যে সুসঙ্গ রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দিল্লীর বাদসাহের নিকট আপন বলবিক্রমের পরিচয় দেওয়াতে দিল্লীর বাদসাহ তাহাকে ক্রমে দ্বারপালের অধ্যক্ষপদে উন্নত করেন, অবশেষে আসাম এবং বাঙ্গলার সীমা সুসঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া সীমা রক্ষার্থ নিযুক্ত করেন। সৈন্যব্যয় নির্ব্বাহ জন্য সুসঙ্গ পরগণা জায়গির দেওয়া হয়। ১৮০৬। ১২ মে দিবসীয় সদর দেওয়ানীর নিষ্পন্ন মকদ্দমায় আর্জিতে লিখিত আছে বুদ্ধিমন্ত খাঁ সুসঙ্গ পরগণা প্রথমে প্রাপ্ত হন, অতএব বুদ্ধিমন্তকেই বলবীর্য্যশালী দ্বারপালাধ্যক্ষ বলিতে হয়। যদি প্রবাদ সত্য হয় তাহা হইলে বুদ্ধিমন্ত উন্নত পদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ এবং সিংহ এই দুইটী উপাধি প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি সুসঙ্গ রাজগোষ্ঠীর খাঁ উপাধি নাই।

৩। সুসঙ্গের রাজার বংশাবলী সংগ্রহ নিমিত্ত দুই খানি বংশাবলী পুস্তক সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহার একখানির লেখাদৃষ্টে জানা যায় জগদানন্দ খাঁ, বুদ্ধিমন্তের ভ্রাতা। অন্য খানির লেখাদৃষ্টে জানা যায় জগদানন্দ কামাই হাজরার পৌত্র।

৪। একদল লোক আছেন তাহারা কেবল দোষানুসন্ধান করিয়াই সময় অতিবাহিত করেন। সেই দোষানুসন্ধানকারীদিগের মতে, সুসঙ্গের রাজগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ পশ্চিমা ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা কেবল সুসঙ্গ রাজগোষ্ঠীর সম্বন্ধে এইরূপ দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত নহেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান পরিবারস্থ লোকের উপরও দোষারোপ করেন, এবং আপনাদের বাক্যের প্রমাণ জন্য কুলীনগণের অবসাদ আদির উল্লেখ করেন। এইরূপ অসার প্রবাদ ও দোষানুসন্ধানকারীদের কথা হইতে গ্রন্থের লিখিত প্রমাণ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। সুসঙ্গের রাজাগণ বারেন্দ্রকুলের আশ্রয় এবং তাহাদের ধারাবাহিক বংশাবলী কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়।

আন্দাই, বলাই, মাধাই, সুয়াই। আন্দাইর সমাজ কেটকা বলাই এবং মাধাইর সমাজ লক্ষ্মীকোল। সুয়াইর সমাজ খাগজানা। আন্দাইর পুত্র শুভঙ্কর তৎপুত্র নিতাই তৎপুত্র চতুরঙ্গ খাঁ ভাদড়। চতুরঙ্গ ভাদড় গৌড়ের বাদসাহের সরকারে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন তাহাতেই খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। ভাদড়কুলে ইনি অতি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সাতবারিয়া সমাজস্থ জিয়াইর পুত্র গণপতি, শ্রীপতি, শ্রীবর। শ্রীবরের পুত্র প্রভাকর, তৎপুত্র ভবানন্দ, তৎপুত্র ভুবনানন্দ, তৎপুত্র দেবীদাস, তৎপুত্র. রামদাস, তৎপুত্র সূর্য্যদাস, তৎপুত্র জগদীশ ভৌমিক। জগদীশের দুই পুত্র শ্যামরাম এবং জয়রাম। শ্যামরাম ঢাকার নবাব সরকারে কানুনগো পদে নিযুক্ত হইয়া মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং বাড়াদিয়া গ্রামে বসতি করেন। অদ্যাপিও শ্যামরামের সন্তানেরা মজুমদার এবং জয়রামের সন্তানেরা ভৌমিক উপাধিতে আখ্যাত। শ্যামরামের দুই পুত্র রামরাম এবং কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণবল্লভের দুই পুত্র শ্রীবল্লভ রামবল্লভ। শ্রীবল্লভের তিন পুত্র দয়ারাম, বিনোদরাম, দুর্গারাম। দয়ারামের পুত্র রামমোহন, রামানন্দ। রামমোহনের পুত্র রামকুমার, রামলোচন। রামলোচনের পুত্র মহিমাচন্দ্র মজুমদার এবং কৈলাসচন্দ্র মজুমদার গৌতম হইতে অধঃস্তন ৩৫ পুরুষীয়।

। গোত্রে উচ্ছরখি গাঞি।

সুসঙ্গ রাজবংশ।

বিনায়ক উচ্ছরখি গাঞি প্রবর্ত্তক। বিনায়ক হইতে অধস্তন ১১ পুরুষে। অনিরুদ্ধ হাজরা এবং কামাই হাজরা নামক দুই ভ্রাতার

জন্ম হয়।(১) আনন্দের পুত্র বুদ্ধিমন্ত খাঁ (২) সুসঙ্গ পরগণা বাদসাহ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই হইতে সুসঙ্গবাসী উচ্ছরখি-গ্রামীণদের সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হয়। বুদ্ধিমন্ত খাঁর পরেই মল্লিক জানকী বল্লভ, সুসঙ্গে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। মল্লিক জানকী বল্লভ জগদানন্দ খাঁর পুত্র (৩)। উচ্ছরখি গ্রামীণেরা নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয়, বিশেষতঃ আসামের নিকট নিবাস হেতু কুলাংশে অতি হেয় ছিলেন (৪)। মল্লিক জানকী বল্লভ হইতে সুসঙ্গের কুলোন্নতি হয়।

১। বিনায়ক তৎপুত্র পরীক্ষিত, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র আদিবর ধূর্জ্জটি, তৎপুত্র পিপড়ওঝা, তৎপুত্র মহীওঝা, তৎপুত্র শ্রীগর্ভ, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ, তৎপুত্র জটাধর, তৎপুত্র সুধাকর, তৎপুত্র সোমেশ্বর, তৎপুত্রদ্বয় অনিরুদ্ধ এবং কামাই হাজরা।

২। প্রবাদ এই যে সুসঙ্গ রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দিল্লীর বাদসাহের নিকট আপন বলবিক্রমের পরিচয় দেওয়াতে দিল্লীর বাদসাহ তাহাকে ক্রমে দ্বারপালের অধ্যক্ষপদে উন্নত করেন, অবশেষে আসাম এবং বাঙ্গলার সীমা সুসঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া সীমা রক্ষার্থ নিযুক্ত করেন। সৈন্যব্যয় নির্ব্বাহ জন্য সুসঙ্গ পরগণা জায়গির দেওয়া হয়। ১৮৫৬। ১২ মে দিবসীয় সদর দেওয়ানীর নিষ্পন্ন মকদ্দমার আর্জ্জিতে লিখিত আছে বুদ্ধিমন্ত খাঁ সুসঙ্গ পরগণা প্রথমে প্রাপ্ত হন, অতএব বুদ্ধিমন্তকেই বলবীর্য্যশালী দ্বারপালাধ্যক্ষ বলিতে হয়। যদি প্রবাদ সত্য হয় তাহা হইলে বুদ্ধিমন্ত উন্নত পদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ এবং সিংহ এই দুইটী উপাধি প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি সুসঙ্গ রাজগোষ্ঠীর খাঁ উপাধি নাই।

৩। সুসঙ্গের রাজার বংশাবলী সংগ্রহ নিমিত্ত দুই খানি বংশাবলী পুস্তক সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহার একখানির লেখাদৃষ্টে জানা যায় জগদানন্দ খাঁ, বুদ্ধিমন্তের ভ্রাতা। অন্য খানির লেখাদৃষ্টে জানা যায় জগদানন্দ কামাই হাজরার পৌত্র।

৪। একদল লোক আছেন তাহারা কেবল দোষানুসন্ধান করিয়াই সময় অতিবাহিত করেন। সেই দোষানুসন্ধানকারীদিগের মতে,সুসঙ্গের রাজগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ পশ্চিমা ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা কেবল সুসঙ্গ রাজগোষ্ঠীর সম্বন্ধে এইরূপ দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত নহেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান পরিবারস্থ লোকের উপরও দোষারোপ করেন, এবং আপনাদের বাক্যের প্রমাণ জন্য কুলীনগণের অবসাদ আদির উল্লেখ করেন। এইরূপ অসার প্রবাদ ও দোষানুসন্ধানকারীদের কথা হইতে গ্রন্থের লিখিত প্রমাণ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। সুসঙ্গের রাজাগণ বারেন্দ্রকুলের আশ্রয় এবং তাহাদের ধারাবাহিক বংশাবলী কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়।

কামাই হাজরা, বামন খাঁ, গন্ধর্ব্ব খাঁ ; ইঁহারা ক্রমাগত কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করেন। মল্লিক জানকী বল্লভ কমল লাহেড়ির পৌত্র রামচন্দ্র লাহেড়িতে কন্যা সম্প্রদান করেন। কমল লাহেড়ি মল্লিক যদুনাথী অবসাদের ভয়ে (১) পৌত্রকে ত্যাগ করিয়া নিবাস ভূমি হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পদ্মাপার ভূষণা প্রদেশে যান এবং রাজা কুমুদের আশ্রয় লইয়া তথায় বাস করেন। এই কন্যাদানে মল্লিক জানকী বল্লভ বিষণ্ণ হইয়া মল্লিক যদুনাথী অবসাদ নিষ্কৃতির চেষ্টা করেন। 'কমল লাহেড়ি পৌত্র গ্রহণ এবং তাহেরপুরের রাজা ইন্দ্রজিত যদি সুসঙ্গের কন্যা গ্রহণ করেন তাহা হইলে মল্লিক যদুনাথী নিষ্কৃতি হয়, কুলজ্ঞদের এই ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে রাজা ইন্দ্রজিত বাকি রাজস্বের নিমিত্ত ঢাকাতে আবদ্ধ ছিলেন, মল্লিক জানকী বল্লভ, তাহাকে মুক্ত করিয়া কন্যাদানের কথা জানাইল, "কমললাহেড়ি পৌত্র গ্রহণ করিলে তিনিও কন্যা গ্রহণ করিবেন, বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু কমল লাহেড়ি সহজে আসিলেন না। মল্লিক জানকী বল্লভের সহিত চান্দরায়ের (২) বন্ধুত্ব ছিল।

১। পরাণ মৌলিকী, মল্লিক যদুনাথী, অবসাদ সুসঙ্গ হইতে হইয়াছে। ইহাতেই দেখা যায় উচ্ছবখি গ্রামীণেরা নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয় ছিলেন। সুসঙ্গ রাজবংশ হইতে বহু কুল-কার্য্য হওয়াতে উচ্ছরখি গ্রামীণেরা সাধ্য শ্রোত্রিয় বলিয়া গণনীয়।

২। বাদসাহী সময়ে বাঙ্গলা দেশ ১২ ভাগে বিভক্ত ছিল এবং ১২ জন রাজা বাদসাহের অধীনে থাকিয়া বাঙ্গলার রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। যশোহরের প্রতাপাদিত্য ঐ ১২ জনের একজন ছিলেনসাধারণতঃ ইহাদের বারভুঁয়া বলা যাইত। প্রতাপাদিত্য বাদসাহের বিরোধী হইয়া মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং বন্দী হন। প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যের নাম বসন্ত রায় তৎপুত্র কচু রায়। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর কচু রায় প্রতাপাদিত্যের অধিকৃত দেশ শাসন ও তাহার করসংগ্রহ জন্য বাদসাহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। চান্দ রায় উক্ত কচুরায়ের বংশধর এবং ঢাকার নওবাব পক্ষ করসংগ্রাহক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে রাজতা করিয়া কমল লাহেড়িকে আনা হয় অর্থাৎ তাহার ইচ্ছার বিপরীতে রাজশাসন দ্বারা আনা হইয়াছিল।

চান্দরায়ের দ্বারা ভুষণার রাজা কুমুদকে অনুরোধ জানাইয়া রাজা কুমুদের সহায়তায় কমল লাহেড়ি প্রভৃতি ৫ জন কুলীনকে মল্লিক জানকী বল্লভ সুসঙ্গে আনিয়া করণ করাইয়াছিলেন। এই করণের পর কমল লাহেড়ি পৌত্র গ্রহণ করেন। অতএব রাজা ইন্দ্রজিতও পূর্ব্ব অঙ্গীকারানুসারে মল্লিক জানকী বল্লভের কন্যা গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এই বিবাহে আবাল সরস্বতী নামা কুলজ্ঞ মধ্যস্থ ছিলেন। মল্লিক জানকী বল্লভ,বহু সমারোহে এবং উৎসাহের সহিত রাজা ইন্দ্রজিতে কন্যার বিবাহ এবং যৌতুকে বহুমূল্য সম্পত্তি দিয়াছিলেন। কুলজ্ঞেরা রাজা ইন্দ্রজিতকে কহিলেন দুষ্কুল হইতে স্ত্রীরত্ন গ্রহণের বিধি শাস্ত্রে পাওয়া যায় কিন্তু দুষ্কুল হইতে যৌতুক গ্রহণের কোন বিধি নাই। রাজা ইন্দ্রজিত এতদনুসারে যৌতুক দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না। মল্লিক জানকী বল্লভ ঐ সকল দ্রব্য যৌতুকে দিয়াছেন সুতরাং দত্ত বস্তু তিনি পুনরায় লওয়া উপযুক্ত জ্ঞান করেন নাই সুতরাং কুলজ্ঞেরা ঐ বহুমুল্য যৌতুক দ্রব্য সকল গ্রহণ করিলেন। রাজা ইন্দ্রজিতের ও কুলজ্ঞদিগের এই ব্যবহারে মল্লিক জানকী বল্লভ তাহেরপুর রাজগোষ্ঠীতে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সন্তোষ লাভ করা দূরে থাকুক বরং ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং যাহাতে তাহেরপুরের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার উদ্যোগে থাকিলেন। অবশেষে রাজা ইন্দ্রজিতের বৈমাত্রেয় ভগিনীর সহিত আপন পৌত্র রামনাথের বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন। এই হইতে বারেন্দ্রকুলের শ্রোত্রিয় গণনাতে সুসঙ্গ উদয়াচল,তাহিরপুর.অস্তাচল,মধ্যে গুদিবাড়ি সুমেরু পর্ব্বত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল। ইহার পরেও সুসঙ্গ রাজবংশে তাহেরপুরের কন্যা গ্রহণ হইবার নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাদুড়ি কুলব্যাখ্যা নামক পুস্তকে লিখা আছে লক্ষ্মীনারায়ণের ভগিনীকে রাজা রামজীবন

বিবাহ করেন। এই রামজীবন সম্ভবতঃ নাটোরের রামজীবন নহেন। নাটোরের রামজা... নর পুত্র কালিকাপ্রসাদ লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নাটোর বংশে এই বিবাহ দ্বারা প্রথমে তাহিরপুরের কন্যা গৃহীত হয়। সদর দেওয়ানি আদালতের ১৮২১। ৩০ আপরেল তারিখের নিষ্পন্ন এক মকদ্দমার রিপোর্টে লিখা আছে রামসিংহ ...নারায়ণের দৌহিত্র ছিলেন। এই রামসিংহ সুসঙ্গের রামসিংহ হওয়াই বোধ হয়। উক্ত মকদ্দমা তাহেরপুরের সম্পত্তি-ঘটিত ছিল।

মল্লিক জানকী বল্লভের তিন পুত্র, রাজা রঘুনাথ এবং রমাদাস ও উমাদাস কোঙর। রাজা রঘুনাথের পুত্রগণের নাম রাজা রামনাথ, রাজা রমানাথ, রাজা গোপীনাথ, রূপনারায়ণ, ভবদেব, রাজা ভুপতি, রাজা শ্রীপতি। রাজা শ্রীপতির পুত্র রামকৃষ্ণ। সাহজাহান বাদসাহর দত্ত ১৬৫০ ইংরেজি সনের সনন্দে দৃষ্টি হয় রাজা রমানাথের ভ্রাতার পুত্র রাজা রামজীবন সুসঙ্গ পরগণা জায়গির প্রাপ্ত হন। রাজা রাম-জীবনের অন্তে রাজা রামকৃষ্ণ রাজা হন। রাজা রামজীবনে এবং রাজা রামকৃষ্ণে কি সম্পর্ক তাহা প্রকাশ নাই সম্ভবতঃ তাঁহারা সহোদর অথবা জ্যেষ্ঠতাত কি খুল্লতাত ভ্রাতা হইতে পারেন। রাজা রামকৃষ্ণের পরে তাঁহার পুত্র রামসিংহ রাজা হন। রামসিংহের পুত্র রণসিংহ। রামসিংহ মুর্শিদাবাদ মোকামে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আবদুর রহিম নাম প্রাপ্ত হন। মোসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করার পর রামসিংহের তারা নাম্নী কন্যা ও রহিম খাঁ নামে পুত্র জন্মে। আবদুর রহিম (রামসিংহ) সুসঙ্গ পরগণা ॥৶০ আনা ।৶০ আনা অংশে বিভাগ করিয়া তাঁহার মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের পুর্ব্বে জাত রণসিংহ নামক পুত্রকে ॥৶০ আনা ও মোসলমান পুত্র কন্যাকে ।৶ আনা অংশ দেন কিন্তু আওরঙ্গজেব

বাদসাহ এই বিভাগ স্বীকার করেন নাই। বাদসাহ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের সনন্দ দ্বারা সুসঙ্গ পরগণা রণসিংহকে অর্পণ করেন। ঐ সনন্দে লিখিত আছে যদিস্যাৎ রণসিংহ ২৫০ পদাতি এবং ১২৫ অশ্বারূঢ় সৈন্য যোগাইতে পারে তাহা হইলে আবদুর রহিমের পরিবর্ত্তে উক্ত জায়গির রণসিংহকে দেওয়া যাইবে। রামসিংহের কৃত বিভাগ অন্যথা হইলে তিনি ডিহি মহাদেও একনির্দ্দিষ্ট জমাতে আপন অধিকারে রাখিয়া অবশিষ্ট মোছলম পরগণা পুত্র রণসিংহের দখলে ছাড়িয়া দেন। রামসিংহ তাহার অধিকৃত ডিহি মহাদেও তাঁহার মোসলমান পুত্র রহিম খাঁকে অর্পণ করিয়া অভাব হন। অদ্যাপি সুসঙ্গে রহিমখাঁর বংশ বর্ত্তমান থাকিয়া ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। এইক্ষণে যাঁহারা প্রকৃত রাজা আছেন তাঁহাদের সহিত উহাদের বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে। রামসিংহের উভয় পক্ষের বংশধরেরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহারা কোনরূপ অসৌহার্দ্দতার কার্য্য করেন না বরং পরস্পর ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

রাজা রণসিংহের দুই পুত্র, কিশোর সিংহ ও রাজসিংহ। রণসিংহের অভাবে, কিশোর সিংহ, আহম্মদ সাহ বাদসাহের ১৭৪৯ সালের সনন্দ মতে সুসঙ্গ জায়গির প্রাপ্ত হন। কিশোর সিংহের অভাবে খালিশা দপ্তরের ১৭৮৪,১৭৮৫ সালের দুই পরওয়ানা মতে রাজসিংহ রাজা হন। রাজসিংহের সহিত সুসঙ্গ পরগণার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে সুসঙ্গ পরগণা জায়গির প্রণালীতে রাজারা ভোগ করেন। তখন ইহাতে কেবল পেস্কস জমা ধার্য্য ছিল। সেই জমাতেই দশশালা বন্দোবস্ত হইয়াছে। ১২২৮ সালে রাজসিংহ পরলোক গমন করেন। রাজসিংহের বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ, গোপীনাথ, জগন্নাথ নামে চারি পুত্র জন্মে। পূর্ব্বে সুসঙ্গ অবি-

ভাজ্য ছিল। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র গদি প্রাপ্ত হইতেন ও সমস্ত ভোগ করিতেন। অপর ভ্রাতারা কোঙর ও তাঁহার পুত্রেরা ঠাকুর ও মহাশয় উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। ইহারা সকলেই মোশাহেরা পাইয়া থাকেন। যদি রাজার পুত্র নাথাকে তবে রাজার ভ্রাতা কি ভ্রাতষ্পুত্র গদি প্রাপ্ত হইত। কিন্তু ক্রমাগত বহু মকদ্দমা হইয়া অবশেষে প্রিবিকৌন্সিল অবধারণ করিয়াছেন যে, সুসঙ্গ সম্পত্তি অবিভাজ্য নহে। রাজা বিশ্বনাথের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ রাজকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ এবং জগৎকৃষ্ণ।

সুসঙ্গরাজবংশীয়েরা কিছু দিন পূর্ব্বে ভুষণা পটীর শ্রোত্রিয় ছিলেন এবং ভুষণা পটীতে কন্যা সম্প্রদান করাতেই সুসঙ্গের ভাদুড়ি গোষ্ঠী সিংহ উপাধি গ্রহণ ও ৶০ আনি জমিদারী পাইয়াছেন। ইহা-দিগকে দুই আনির রাজা কহে। পরে বেণী রায়ের সংসৃষ্ট কুলীনগণ অবসাদগ্রস্ত হইলে এই রাজবংশীয়দিগের উদ্যোগে বেণী অবসাদ নিষ্কৃতি হয়, তদবধি ইহারা বেণী পটী অবলম্বন করিয়াছেন। সেই অবধি কুলজ্ঞেরা বণী পটীকে ত্রিবেণী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং এই রাজগোষ্ঠী হইতেই বেণী পটীর মানসম্ভ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে। এই রাজগোষ্ঠী বারেন্দ্রকুলে অত্যন্ত মান্য শ্রোত্রিয়, অদ্যাপি ইহাদিগকে উদয়াচল কহে।

ভরদ্বাজগোত্রে কেবল মাত্র ২টী গাঞির বংশাবলী লিখিত হইল। এতদ্ভিন্ন সিধি, সড়িয়াল, রাই, আতুর্ত্তি, ঝম্পটী, রত্নাবলী, নাড়িয়াল প্রভৃতি গ্রামী ব্রাহ্মণেরা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন এবং কুলগ্রন্থে তাহাদের বংশাবলী লিখিত আছে, কোন প্রসিদ্ধ কৌলিক ঘটনার সহিত সংস্রব না থাকাতে তাহাদের বংশাবলী বাহুল্য ভয়ে এই স্থানে লিখা গেল না।

সাবর্ণগোত্রের বিবরণ।

সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ মধ্যে কেহ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং সাবর্ণগোত্রে কাপও নাই। সিদ্ধ এবং সাধ্য শ্রোত্রিয় বলিয়া যে সকল গাঞির গণনা হইয়াছে, তাহার কোন একটী গাঞি সাবর্ণ গোত্রে নাই। বারেন্দ্রকুলে সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণের পদ এবং সংখ্যা এতই অল্প যে, বারেন্দ্রকুলে সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন ; ইহা অনেকে জ্ঞাত নহেন। সাবর্ণগোত্রীয় গাঞি সকলের নাম দৃষ্টে সেই সকল গ্রাম কোন জেলার অন্তঃপাতি কোন ভূভাগে ছিল তাহা স্থির করাও কঠিন। এই স্থলে রাঢ়ীয় সাবর্ণগোত্রের সহিত বারেন্দ্র সাবর্ণগোত্রের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, বল্লালসেন যখন কৌলীন্য মর্য্যাদা বিধান করেন, তখন সাবর্ণগোত্রীয় বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণেরা কেহই এমত উপযুক্ত ছিলেন না যে কৌলীন্য মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে রাঢ়দেশবাসী সাবর্ণগোত্রীয় শিশগাঙ্গুলী এবং রোষাকর কুন্দ এই দুই জন মুখ্যকুলীন, বল্লাল কর্ত্তৃক পূজিত হন।

পরাশর হইতে বারেন্দ্রকুলে সাবর্ণগোত্রের বংশাবলী গণনা হয়। লঘুভারতে নিম্নলিখিত মতে বংশাবলী লিখিত আছে। যথা, পরাশরের পুত্র দিগম্বর ওঝা, তস্যপুত্র অনিরুদ্ধ এবং বিশ্বম্ভর, তস্যপুত্র লম্বোদর তৎপুত্র মকরধ্বজ, তস্যপুত্রদ্বয় গোপালাচার্য্য এবং মাধবাচার্য্য, মাধবের পুত্র ভরত পাঠক, তস্যপুত্র বিদ্যানন্দ, তস্যপুত্র ভবানন্দ। ভবানন্দের দুই পুত্র গোবিন্দ এবং নারায়ণ, তন্মধ্যে গোবিন্দ বারেন্দ্র, নারায়ণ রাঢ়ী।(১) বিদ্যাভূষণ কোন্ প্রমাণ দৃষ্টে এই বংশাবলী লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থকর্ত্তার

১। লঘুভারত ২ খণ্ড ১৪৩ পৃঃ।

লিখনানুসারে [illegible] ... তদনন্তর [illegible] [illegible] ... বোধ হয়না। তিনি যে বংশা- [illegible] ... সন্তান [illegible] পুত্র মহীপতি তৎপুত্র [illegible] তৎপুত্র [illegible] তৎপুত্র নারায়ণ অগ্নিহোত্রী, তৎপুত্র [illegible], তৎপুত্র সোমাচার্য্য, সোমাচার্য্যের দুই পুত্র অনিরুদ্ধ এবং গুণার্ণব। অনিরুদ্ধ বারেন্দ্র, গুণার্ণব রাঢ়ী। (১)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাবর্ণগোত্রে কেহ কুলীন কাপ, কি সিদ্ধ অথবা সাধ্য শ্রোত্রিয় নাই। সহজেই কুলজ্ঞেরা সাবর্ণগোত্রের বংশাবলী রক্ষা করিতে তত যত্নশীল না হইতে পারেন, কাজেও ঘটনা তাহাই হইয়াছে। বহু অনুসন্ধান করিয়াও সাবর্ণগোত্রের সম্পূর্ণ বংশাবলী পাই নাই। অন্যান্য গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামী ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী যেমন শৃঙ্খলার সহিত লিখিত আছে সাবর্ণগোত্রে তাহা নাই। সাবর্ণগোত্রীয় কোন্ গ্রামী ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন তাহাও বংশাবলীর পুস্তক দৃষ্টে স্থির করিতে পারা যায় না। যে পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে উত্তম পুস্তক থাকিতে পারে। যাহাহউক, যতদূর সন্ধান লইয়াছি তাহাতে সম্বন্ধনির্ণয় ধৃত বংশাবলী শুদ্ধ বোধ হয়। বারেন্দ্রকুলে সাবর্ণ গোত্রে সিংদিয়াড় এবং পাকড়ী গ্রামী ব্রাহ্মণ বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। জেলা রাজসাহীর মধ্যগত বিরকুচ্ছা গ্রামনিবাসী মজুমদারগণ, সিংদিয়াড় গ্রামী। নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ বিরকুচ্ছার মজুমদার গোষ্ঠীর কন্যা বিবাহ করাতে তাঁহারা মান্য শ্রোত্রিয় হইয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলার মধ্যগত কালী হাতি গ্রামবাসী চক্রবর্ত্তীগণ পাকড়ী গ্রামী।

২। সম্বন্ধনির্ণয় ২২১ পৃঃ।

পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন এবং
করণ প্রথা প্রবর্ত্তন।

বল্লালসেন বারেন্দ্রকুলে কৌলীন্ত প্রথা স্থাপন করেন, তখন কুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই দুই সংজ্ঞা হয়। জন্ম মাত্রেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত,ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার হইলে দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হন। যে দ্বিজ বেদাধ্যায়ী তাহাকে বিপ্র বলা যায়। জন্ম,সংস্কার এবং অধ্যয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রিয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।(১) বল্লাল সেন কান্যকুব্জাগত বিপ্রসন্তানগণকে শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের অধ্যয়ন ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, বল্লালসেনের কৌলীন্যপ্রথা গুণ দৃষ্টে হইয়াছিল। যাহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা,প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা,শান্তি,তপ,দান এই নবগুণ বিশিষ্ট তাঁহারা কুলীন হইলেন।(২) তখন কুলীন শ্রোত্রিয়ে বিবাহ হইতে পারিত অর্থাৎ শ্রোত্রিয়গণও কুলীন কন্যা গ্রহণ করিতেন, তাহাতে কুলীনের কুলচ্যুতি হইত না। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি নিজে কুলীন ছিলেন, শ্রোত্রিয়গণের কুকর্ম্ম দৃষ্টে অথবা কুলীনগণের সম্মান বৃদ্ধির অভিলাষে রাঢ়ীয় কুলের দৃষ্টান্তানুসারে বারেন্দ্রকুলে

১। জন্মনাব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণং॥
প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

২। আচারোবিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাশান্তিস্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥

রাঢ়ীয় কুলে পূর্ব্ব হইতেই পরিবর্ত্ত প্রথা প্রচলন ছিল। ইহাতেই ঘটকেরা প্রকৃত পাঠ শান্তি শব্দ স্থলে আবৃত্তি পাঠ যোজনা করিয়া " নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং " পাঠ করেন। বারেন্দ্রকুলে যে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা না ছিল সে পর্য্যন্ত শান্তি পাঠ থাকা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা অবধারণ হইলে পর আবৃত্তি পাঠ হওয়াই উচিত।

অভিনব নিয়ম অবধারণ করিতে মনন করিলেন ; কিন্তু একা তাঁহার দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা না থাকাতে তিনি মল্লকাবাসী-গ্রামীণ কুল্লূক ভট্ট, ভট্টশালী গ্রামীণ মযূর ভট্ট, করঞ্জাগ্রামীণ মঙ্গল ওঝা এই তিন জন প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। (১)

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি সমাজ-শোধনে প্রবৃত্ত হইয়া ন্যায় শাস্ত্রের সুচিক্কণ যুক্তি অবলম্বনে স্থির করিলেন যে ভাদড়েরা প্রকৃত কুলীন নহেন, কুলীনের পংক্তি পূরণার্থ গৃহীত হইয়াছিলেন মাত্র। অতএব তিনি প্রথমে ভাদড় গ্রামীণদিগকে কুলীনের শ্রেণী হইতে বর্জ্জন করিলেন। (২) তাহার পর, শ্রোত্রিয়গণের কুলীনের কন্যা গ্রহণ করার যে নিয়ম ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়া কুলীনের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা ও করণ-প্রথা প্রচলন করিলেন। পরিবর্ত্ত নিয়মে কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়গণ বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ মতে নিবারণ করা হইল,কেবল কুলীনেরাই পরস্পর আদান প্রদান করিতে পারিবেন

১। ১০৪ পৃষ্ঠার নোটের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাভূষণ স্বকৃত লঘুভারতে লিখিয়াছেন, কামদেব ভট্টের সহায়তায় উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন। লঘুভারত ৩ খণ্ড ১৫৯ পৃং। অন্যস্থানে কহিয়াছেন উদয়নাচার্য্য ও কুল্লূকভট্ট এক সময়ের লোক ছিলেন। ৩খণ্ড ১৬০ পৃং। কামদেব ভট্ট, কুল্লূক ভট্টের ভ্রাতা, পুরুষোত্তম বৈদান্তিকের অত্যন্তিবৃদ্ধ প্রপৌত্র; সুতরাং কুল্লূক ভট্ট হইতে কামদেব অধস্তন ৭ পুরুষের লোক। এই ৭ পুরুষে ১৫০ বৎসর হইলে কামদেব ভট্ট উদয়নাচার্য্যের ও কুল্লূকভট্টের ১৫০ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

২। উদয়নাচার্য্য কর্ত্তৃক ভাদড় কুলীন শ্রেণী হইতে বাহির হইয়াছেন। সাধুবাগছি এবং ভীম কালিহাই গ্রামীণ কুলীনেরা সকলেই ভঙ্গ হইয়াছেন। সম্প্রতি বারেন্দ্রকুলে মৈত্রেয়, রুদ্রবাগছি, সান্ন্যাল, লাহিড়ি, ভাদুড়ি এই ৫ গ্রামীণ কুলীন আছে।

ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থামতে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি এবং বলভা-চার্য্যে পরিবর্ত্ত এবং করণ হইয়াছিল। বলভাচার্য্য উদয়নাচার্য্যের লীলাবতী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। (১) উক্ত পরিবর্ত্ত এবং করণ দৃষ্টে নরসিংহ মৈত্র এবং ধূর্জ্জটি রুদ্র বাগছিতে, শিকাই সান্ন্যাল এবং শ্রীনারায়ণ লাহিড়িতে, উচ্চৈঃশ্বর ভীম কালিহাই এবং বলাই সাধু বাগছিতে পরিবর্ত্ত এবং করণ হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে আরাই লাহিড়ি এবং অনন্ত বাঙ্গাল ওঝাতে পরিবর্ত্ত হয়। উদয়না-চার্য্য ভাদুড়ি শ্রোত্রিয়ের মনোরঞ্জন নিমিত্ত শ্রোত্রিয়ের পক্ষে তিলক দেওয়ার নিয়ম করেন। কোন শ্রোত্রিয় কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিলে বরের ললাটে ফোঁটা দিবার যে পদ্ধতি পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল (২) তাহাই শ্রোত্রিয়গণের পক্ষে সম্মানবর্দ্ধক কার্য্য বলিয়া ব্যবস্থা করিলেন। কুলীনগণের মধ্যে অনেকেই অলস এবং উদ্যোগবিহীন। বিবাহই তাহাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপায়। অতএব উদয়নাচার্য্য কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদাস্থাপন করিয়া এবং কুলীনগণের পক্ষে, শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করার প্রথা স্থির রাখিয়া কুলীনগণের জীবনোপায় নির্ব্বাহের পথ করিয়া দিয়াছেন।

১। সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা কহেন, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির কন্যা লীলাবতীর স্বামীর নাম মণ্ডন মিশ্র। সম্বন্ধনির্ণয় ২৩৯ পৃঃ। শঙ্করাচার্য্যের ও মণ্ডন মিশ্রের বিচারকালে মণ্ডন মিশ্রের পত্নী লীলাবতী মধ্যস্থ ছিলেন এমত প্রবাদ আছে। সেই লীলাবতীর পিতার নাম ও উদয়াচার্য্য সময় বিবেচনা করিলে সেই লীলাবতী এবং এই লীলাবতী এক নহেন এবং সেই উদয়াচার্য্য ভাদুড়ি উদয়নাচার্য্য হইতে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

২। গোরোচনং সগোমূত্রং শুক্লং গো শকৃত্তথা।
দধিচন্দনসংমিশ্রং ললাটে তিলকং ন্যসেৎ ॥
উদ্বাহতত্ত্বধৃত মৎস্যপুরাণবচন।

উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা সংস্থাপন কালে আপনার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ভূপতি, ভবানীপতি, চণ্ডীপতি, গৌরীপতি, রুদ্রাণীপতি, শচীপতি নামা ৬ পুত্রকে পরিত্যাগ এবং কৌলীন্য হইতে বহিষ্কৃত করেন। উপেক্ষিত পুত্রেরা আপনাদিগকে প্রকৃত কুলীন জ্ঞান করিয়া পরিবর্ত্ত এবং করণ করিতে লাগিলেন। চণ্ডীপতি ভাদুড়ির সহিত চয়ড়া সমাজের দনাই লাহিড়ির, দনাই লাহিড়ির সহিত অক্কারো সমাজের জীবর ওঝা মৈত্রের, জীবর ওঝা মৈত্রের সহিত গাড়াদহ সমাজের বনাই সান্ন্যালের, বনাই সান্ন্যালের সহিত ধামসারের শ্রীকণ্ঠ সাধু বাগছির, শ্রীকণ্ঠের সহিত বিন্নাদাড়ির জগাই ভীমকালি হাইর পরিবর্ত্ত এবং করণ হইয়াছিল, (১) ইহাকে চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকারের করণ কহে। প্রধান শ্রোত্রিয়েরা উদয়নাচার্য্যের পক্ষাবলম্বী থাকাতে কালক্রমে ইহারা সকলেই নিষ্কুল হইলেন। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির ছয় পুত্র এই দলে ছিলেন এই জন্যই হউক অথবা ৬ গ্রামীণেরা পরস্পর পরিবর্ত্ত ও করণ করিয়াছিলেন এই কারণেই হউক, কুলজ্ঞেরা ইহাদিগকে ছয়ঘরিয়া কহেন। চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকারের করণ হইতে বারেন্দ্র কুলে—ছয় ঘরিয়া নামে একদল হইল।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্র কুলে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়া, সমাজের কি উন্নতি সাধন করিলেন তাহা বুঝা যায় না। বরং বিস্তৃত সংখ্যক ব্রাহ্মণ হইতে অল্প সংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুলীন কন্যাগণের বিবাহের নিয়ম করাতে বহুবিবাহ প্রভৃতি দোষের উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর পটীবদ্ধ হইয়া সার্ব্বদ্বারিক বিবাহ রহিত হইয়াছে। তাহার পর আবার পটীগুলি নানা

১। চণ্ডীপতির্দনাজীবঃবনাঃ শ্রীকণ্ঠকোজগঃ। এতে ছয়ঘরিয়া। কোন কোন কুলজ্ঞ শ্রীকণ্ঠকে ভাদড়কুলসম্ভূত কহেন।

থাকে বিভক্ত হইয়াছে। এইরূপ অল্প সংখ্যক কুলীনের মধ্যে পরস্পর কন্যাদানের নিয়ম বহুদোষের আকর হইয়া উঠিয়াছে। রাঢ়ীয় কুলে দেবীবর, বারেন্দ্র কুলে উদয়নাচার্য্য ধূমকেতুস্বরূপ উদয় হইয়াছিলেন।

করণ বহুপ্রকারের ; কন্যা আদান প্রদান বিষয়ক প্রতিজ্ঞা,করণ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত উপকারের করণ এবং কুলজ্ঞ করণ হইয়া থাকে। করণ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

কন্যা আদানপ্রদান বিষয়ক করণ।

পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা বারেন্দ্রকুলে সংস্থাপিত হওয়াতে কুলীনগণকে পরস্পর আদান এবং প্রদান করিতে হইবেক, কেবল প্রদান কি কেবল আদান দ্বারা কুলরক্ষা হয় না। যে যে কুলীনে পরস্পর আদান প্রদান হইবেক তাহারা যথা সম্ভব আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের এবং কুলজ্ঞের সহিত পুষ্করিণী অথবা নদীর ঘাটে গমন করিয়া পরস্পর জলপূর্ণ মৃদ্ভাণ্ড অথবা পিত্তল ভাণ্ড ধারণ করিয়া বাদ্যানের বিধান মতে আদান প্রদান বিষয়ক প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া জলপূর্ণ পাত্র জল মজ্জন করেন ; ইহাই আদান প্রদান বিষয়ক করণ। কন্যা অথবা ভগিনীর অভাবে পরিবর্ত্ত হইতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত, তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, কুশময় পাত্র এবং কুশময়ী কন্যার ব্যবস্থা করেন (১)। কুশময়ী কন্যা প্রকৃত পাত্রে এবং কুশময় পাত্রে কুশময়ী কন্যার দান হইতে পারে। কুশময় পাত্রে প্রকৃত কন্যা প্রদান হইলে সেই কন্যা অন্যপূর্ব্বা কন্যার ন্যায়

১। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুশত্যাগের নিয়ম আছে, তদ্দৃষ্টে বারেন্দ্রকুলে কুশময় পাত্র কুশময়ী কন্যার ব্যবস্থা হইয়াছে।

দোষিণী হন।(১)যে কন্যার পিতা বা ভ্রাতা নাই অর্থাৎ যে কন্যার বিবাহ হইলে দানগ্রহণকারী কুলীন, পরিবর্ত্তের নিয়মানুসারে আপন ভগিনী অথবা কন্যাকে পরিবর্ত্ত দিতে পারেন না,কুলীন পাত্রে সেই কন্যার বিবাহ হইতে পারে না। পিতা এবং ভ্রাতাহীন কন্যাও কুলীনগণ সময়ে সময়ে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ বন্ধুহীনা কন্যা কাপে এবং শ্রোত্রিয়ে সমর্পিতা হয়।

স্বগোত্রে করণ হইতে পারে না। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের করণ করিবার অধিকার নাই। দুইজন করণকারী কুলীনে সম্বন্ধ অনুত্তর হইলে অথচ তাহাদের পুত্র কন্যার মধ্যে আদানপ্রদান হইতে পারিলে সে স্থলে কুশময়ী কন্যা ও কুশময় পাত্রের কল্পনা হইতে পারে। যে গ্রামীণ কুলীনের সহিত একবার করণ হয়, অন্য গ্রামীণ কুলীনের সহিত করণ না হইলে সেই গ্রামীণ কুলীনের সহিত আর করণ হইতে পারে না। তদ্রূপ করণ হইলে কুলীন দোষাশ্রিত হন। কিন্তু তাহাতে কুলভঙ্গ হয় না; নির্দ্দোষ করণ দ্বারা কুলীন দোষমুক্ত হইতে পারেন।

কুলজ করণ।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্র,কন্যা অথবা ভগিনী কিম্বা কুশময়ী কন্যা দ্বারা যে পরিবর্ত্ত করেন তাহাকে কুলজ করণ কহে। কুলীনের জ্যেষ্ঠ সন্তানে এই করণ করিতে হয়, এই করণ দ্বারা কুলীনের কুল

১। পূর্ব্বে কুশময় কুলীন বানাইয়া তাহাতে কন্যা সমর্পণ করিয়া কুলরক্ষা করা হইত। সেই কন্যা অন্যপূর্ব্বা বলিয়া দুষ্টা হওয়াতে পরে বংশজ কি শ্রোত্রিয়ে সেই কন্যার বিবাহ হইত। ইহাকে কুশছাড়ান কন্যা কহে। অসার কুলরক্ষার জন্য এই সকল জঘন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও একেবারে যে এই প্রথা রহিত হইয়াছে এমত বলা যায় না।

স্থাপন হয়। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের করণ করিবার অধিকার নাই এবং পিতার মৃত্যুর পর কুলজ করণ না হইলে কুলীনের কুলস্থাপন হয় না। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে কেবল কুলীনের বংশে জন্মিলেই কুলীন হয় না। জন্ম ও পরিবর্ত্ত এই উভয় দ্বারা কুল স্থাপন হয়। কুলজ করণ না হইলে এক ভ্রাতার কুলচ্যুতি নিবন্ধন অন্য ভ্রাতার কুল দোষাশ্রিত হয়; ইহাকে ভাই করা দোষ কহে। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রে, কাপে কিম্বা শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে কি কাপের কন্যা গ্রহণ করিলে পিতার কুল দোষাশ্রিত হয়। ইহাকে পোকরা দোষ কহে। পশ্চাৎ নির্দ্দোষ করণ দ্বারা ভাই করা এবং পোকরা দোষের নিষ্কৃতি হইতে পারে।

উপকারের করণ।

কুলীনের কুল দোষাশ্রিত হইলে যে করণ করা যায় তাহাকে উপকারের করণ কহে। শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করা কুলীনের পক্ষে প্রশস্ত কর্ম্ম নহে। শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীন পাত্রের সংখ্যা অল্প হয়; ইহাতেই শাসন স্বরূপ শ্রোত্রিয়-কন্যা-গ্রহণকারী কুলীনের প্রতিও উপকারের করণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রোত্রিয়কন্যাগ্রহণকারী কুলীনের পিতা বর্ত্তমান থাকিলে; পিতা, পিতার অভাব হইলে শ্রোত্রিয় কন্যাগ্রহণকারী কুলীন স্বয়ং, তাহার অভাব হইলে তৎপুত্র উপকারের করণ করিতে বাধ্য। শ্রোত্রিয়ের কন্যা-গ্রহণকারী দুই জন কুলীনে করণ হইতে পারে না, তদ্রূপ করণ হইলে পাণি নামা দোষ জন্মে। উপকারের প্রথম করণের পর দ্বিতীয় তাহার তৃতীয় করণ করিতে হয়। শ্রোত্রিয়ের মর্য্যাদানুসারে এক করণই স্থান বিশেষে প্রচুর বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপ করণ

বিনা কোন কুলীন ক্রমাগত শ্রোত্রিয়ের ছয় কন্যা গ্রহণ করিলে তাহাতে ছয় শ্রোত্রিয় দোষ জন্মে। ছয় শ্রোত্রিয় দোষে কুলীনের কুল এককালে ধ্বংস হয় না।

প্রকৃত কুলীনের মধ্যে পরিবর্ত্ত এবং করণ প্রথা প্রচলিত হইলে, তদ্দৃষ্টে উদয়নাচার্য্যের উপেক্ষিত পুত্রেরা আপনাদিগকে কুলীন বোধ করিয়া, করণ এবং পরিবর্ত্ত করিতেন। চণ্ডীপতি প্রভৃতির সন্তানগণ এবং মধুমৈত্রের উপেক্ষিত পুত্রেরা কাপ আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহাতেই কাপেরা পূর্ব্ব ব্যবহারানুসারে কন্যা গ্রহণ ও দান কালে করণ করিয়া থাকেন। কাপগণের মধ্যে পরিবর্ত্ত নিয়ম প্রচলিত নাই। কাপের সহিত কুলীনের করণ হইলে কুলীনের কুলপাত হয়।

বারেন্দ্রকুলে পঠী বন্ধের ইতিহাস।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি কর্ত্তৃক বারেন্দ্র কুলে পরিবর্ত্ত নিয়ম স্থাপিত হইবার পরে,ক্রমাগত কুলীনগণের মধ্যে নানাদোষ ঘটিল। সেই দোষ গুলি দুইভাগে বিভক্ত, যথা, আঘাত এবং অবসাদ। আঘাত-গ্রস্ত কুলীনের কুলচ্যুতি হওয়াতে তাহারা প্রকৃত কুলীন সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কাপদলে প্রবেশ করেন। অবসাদ-গ্রস্ত কুলীনেরা সমাজে স্থগিদ হইয়াছিলেন, পরে অন্যকুলীনের সহিত করণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহাতেই কুলীনদিগের মধ্যে আটটি পঠী হইয়াছে। সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা কহেন "উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্র কুলীনগণের দোষ নির্ব্বাচন করিয়া কুলীনগণকে আট শাখা অথবা পঠীতে বিভক্ত করেন" ১। বিদ্যানিধির এই উক্তি সত্য বলিয়া

১। সম্বন্ধনির্ণয় ২৩১ পৃঃ।

প্রতীয়মান হয় না। প্রথমে দর্পনারায়ণী প্রভৃতি দোষে জোনালী পঠী হয়, উদয়নাচার্য্যের সমসাময়িক কুলূক ভট্টের ভ্রাতা পুরুষোত্তম বৈদান্তিকের অধস্তন ৯ম পুরুষে জাত দর্পনারায়ণ ঠাকুরে দর্পনারায়ণী অবসাদ জন্মে। উদয়নাচার্য্যের অধস্তন ৯ম পুরুষীয় শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি, দর্পনারায়ণী অবসাদে আস্তাড়িত হন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র জগদানন্দ রায়ের সময়ে দর্পনারায়ণী অবসাদের নিষ্কৃতি এবং জোনালী পঠী নাম হয়। সর্ব্বশেষে বেণী পঠী বদ্ধ হইয়াছে। বেণী রায়, গোপীনাথ কোঙরে কন্যা দেন; গোপীনাথ কোঙর রাজা রামনাথের ভ্রাতা; রাজা রামজীবন, রামনাথের—ভ্রাতৃপুত্র সাহজাহান বাদশাহার ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের সনন্দমতে রামজীবন সুসঙ্গ পরগণা প্রাপ্ত হন। অতএব উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির সময়ের বহুপরে বারেন্দ্র কুলে পঠী বদ্ধ হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইতেছে।

বারেন্দ্রকুলের কুলীনগণ মধ্যে নিম্নলিখিত অবসাদগুলি হইয়াছিল।

	অবসাদের নাম।	যাঁহাতে অবসাদ হইয়াছিল।
১।	জোন্নালী	পুরন্দর মৈত্র।
২।	দর্পনারায়ণী	শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী।
৩।	চাঁড়ালী	রামচন্দ্র লাহেড়ি।
৪।	মদুইকলা	শ্রীনারায়ণ মৈত্র।
৫।	মৈয়ালা	গঙ্গারাম সান্ন্যাল।
	আলানি	রামচন্দ্র লাহেড়ি।
৬।	রোহিলা	প্রচণ্ডখাঁ ভাদুড়ী।
৭।	কুতবখানী	মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র।
৮।	আলিয়াখানী	কমলস্থবুদ্ধি রায়।
৯।	ভবাণীপুরী	রামচন্দ্র বাগছি।
১০।	বেণী	যদুরাম সান্ন্যাল প্রভৃতি।
১১।	পাঁচুড়িয়া	ঠাকুর ডাকুয়াই প্রভৃতি।
১২।	কালাপুরী	সুয়াই বাগছি।
১৩।	পিয়ারি	অনন্ত লাহেড়ি।
১৪।	পরাণ মৌলিকী	ধ্রুবজগন্নাথ বাগছি।
১৫।	পিতাম্বর তকী	মুকুন্দ ভাদুড়ি।
১৬।	পয়নালি	
১৭।	শুভরাজখানী	মাধব সান্ন্যাল।
১৮।	আলমাসখানী	চকাই সান্ন্যাল।
১৯।	ভাইকরা	দেবাই সান্ন্যাল।
২০।	খোজাম্বরী	গোপীনাথ বাগছি।

এতদতিরিক্ত তের আনী, বাওবাজু, ইরাখানী, সুজাখানী, সাদিখানী, লট্টুয়াডামা মল্লিক যদুনাথী নামা আরও ১২।১৪টী অবসাদ আছে।

এই সকল অবসাদের সমুদয় অবসাদই নিষ্কৃতি হইয়াছে। পাঁচুড়িয়া অবসাদ এখনও বজ্রলেখ সদৃশ হইয়া রহিয়াছে। প্রথমোক্ত ১০টী অবসাদে পঠীবদ্ধ হইয়াছে।

জোনালী পটী।

জোনালী, চাঁড়ালী, দর্পনারায়ণী এবং অদৃষ্টকন্যক এই ৪টী অবসাদে জোনালী পটীবদ্ধ হইয়াছে।

জোনালী অবসাদ।

বর্দ্ধি নামাগ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়, তথাকার ব্রাহ্মণেরা শব দাহ না করিয়া জোনালী গ্রামে রাখিয়া যায়। জোনালীর ব্রাহ্মণেরা ঐ শবদাহ করেন। পুরন্দর মৈত্র অত্যন্ত অহঙ্কারী কুলীন ছিলেন, কুলজ্ঞদিগকে অবহেলা করিতেন। ঐ পুরন্দর মৈত্র শবদাহকারীর অন্যতর, ভগবান সান্ন্যালের বিধবা ভগিনীর হস্তান্ন গ্রহণ করেন, কুলজ্ঞেরা সুযোগ পাইয়া জোনালী অবসাদ দিয়া পুরন্দর মৈত্রকে আস্তাড়ন করিলেন। পরস্পর করণ সংশ্রবে ভগবান সান্ন্যাল, গোপীনাথ সান্ন্যাল, হিরণ্য ভাদুড়ি, জগাই চামটা, গোবিন্দ মৈত্র,হরিগোস্বামী সান্ন্যাল,ইহারা সকলেই জোনালী অবসাদে আবদ্ধ হইলেন।

চাঁড়ালী।

বিষ্ণু ভাণ্ডার নবিস চাণ্ডালী গমন করিয়াছিলেন। বিজয় লাঠী বিষ্ণু ভাণ্ডার নবিসের কন্যা গ্রহণ করেন, রামচন্দ্র লাহেড়ি বিজয়ের পৌত্রী গ্রহণ করাতে, রামচন্দ্র লাহেড়িতে চাঁড়ালী অবসাদ ঘটিয়াছিল।

দর্পনারায়ণী।

তাহেরপুরের দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুরের পোস্তাখানাতে সাতকৈড় নামা ব্রাহ্মণহত্যা হয়। তাহাতে দর্পনারায়ণ ঠাকুরে ব্রহ্মহত্যার

পাপস্পর্শ হয়, শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি, দর্পনারায়ণের ঘরে ভোজন করিয়া দর্পনারায়ণী অবসাদে আস্তাড়িত হন। শ্রীকৃষ্ণের পিতা মুকুন্দ ভাদুড়ি পুত্র পরিত্যাগ না করাতে তাহাতেও দর্পনারায়ণী অবসাদ স্পর্শ করে।

অদৃষ্টা কন্যা।

পিতা কিম্বা ভ্রাতার অজ্ঞাতে কুলীন কন্যা শ্রোত্রিয় পাত্রে দানের নিমিত্ত বাগ্‌দত্তা হইলে সেই কন্যা অদৃষ্টা কন্যা নামে অভিহিতা হয়। শ্রীনারায়ণ মৈত্র অদৃষ্টা কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ির পুত্র জগদানন্দ রায়, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনেয় ছিলেন। উভয়ের যত্ন এবং শাসনে, সুবুদ্ধি খাঁ এবং লক্ষ্মণ সান্যালে, পুরন্দর মৈত্রের পৌত্র বাণীনাথ মৈত্র এবং জিতাই মিশ্র সান্যালে, অমোঘলাহিড়ি এবং মহানন্দ মিশ্রে,রামচন্দ্র লাহিড়ি এবং গঙ্গারাম সান্যালে করণ হইয়া জোনালী অবসাদ নিষ্কৃতি হয়; ইহারা সকলেই জোনালী পঠী বদ্ধ হইলেন। নাটোরের নিকটবর্ত্তী মাজগ্রাম মাথারি গ্রাম এবং শ্যামনগরের কুলজ্ঞগণ এই পঠীর কুলীন, ইহারা এখনও শূদ্রের দান এবং শূদ্রান্ন গ্রহণ করেন না।

নিরাবিল পঠী।

অষ্ট, অষ্টকুলের রমানাথ গনি
মৈত্রে, লোকনাথ, ভাদুড়ির বাণী।
সান্যালে নয়ান বিষ্ণুদাস মধু
লাহেড়ী দ্বিজরাজ, নয়ান লাহেড়ী।

যখন শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি দর্পনারায়ণী, রামচন্দ্র লাহেড়ি চাঁড়ালী অবসাদে স্বশিদ্ধ হন, তখন হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মণতলাপাত্র এবং শঙ্করাচার্য্য এই তিনজন শ্রোত্রিয় মন্ত্রণাপূর্ব্বক, রমানাথ এবং লোকনাথ মৈত্র বাণীনাথ ভাদুড়ি, নয়ান সান্ন্যাল, মধু সান্ন্যাল বিষ্ণুদাস সান্ন্যাল. দ্বিজরাজ লাহেড়ি, এবং নয়ান লাহেড়ি দোষ রহিত এই ৮ জন কুলীনকে লইয়া এক থাক করেন। ইহাকে আদি নিরাবিল পত্তন কহে। ঐ ৮ জন কুলীনে কোনরূপ দোষ না থাকাতে উহার নিরাবিল নাম হইয়াছিল কিন্তু তখনও পঠী আখ্যা হয় নাই। পরে জানকীবল্লভ রায় স্বয়ং নিরাবিলে প্রবেশ করেন এবং রোহিলা ভূষণা বর্জ্জিত রাখিয়া দর্পনারায়ণী দোষযুক্ত কুলীনগণকে নিরাবিলে আনেন, ইহাতেই নিরাবিলকে পঠী বলা হয়।

পাঁচুড়িয়া অবসাদ গ্রস্ত ঠাকুর ভাকুয়াইর বৃদ্ধ প্রপৌত্র বদন পাঁজা ঘঠিত পরম্পর সংস্রব জনিত দোষে নিরাবিলের কয়েকটী কুলীন আবদ্ধ হন। তাহেরপুরের তাৎকালিক রাজা নিবারিল পঠী হইতে সেই সকল কুলীনগণকে বাহির করিয়া দেন; ইহাতেই নিবারিলে বাহির ভাব নামে এক থাক হইয়াছে। ১

কুলীনেরা দত্তক গ্রহণ করিতেন না, করিলে গৃহীত দত্তক কুলীন হইতে পারিতেন না, কিন্তু নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের শাসনে এবং

১। পাঁচুড়িয়া অবসাদ গ্রস্ত ঠাকুর ভাকুয়াইর বংশসম্ভূত বদন পাঁজা, বাণীনাথে কন্যা সম্প্রদান করেন। মথুরা কোপা বাণীনাথের কন্যা বিবাহ করেন। মথুরা কোপা, রঘুরাম মজুমদারে আপন কন্যা দান করেন। রঘুরাম ও রাজারাম খাঁতে করণ হয়, রাজারাম রঘুদেব লাহেড়ির পুত্রে কন্যা দেন। ইহাতে তাহেরপুরের রাজা উদয়নারায়ণ কতকগুলি কুলীনকে নিবারিল পঠী হইতে বাহির করার চেষ্টা করেন, পরে তাহেরপুরের রাজা চন্দ্রনারায়ণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া ঐ দোষের নিষ্কৃতি করেন।

যত্নে কৃষ্ণকান্তের গৃহীত দত্তক কালীকান্ত রায়ের কুল রক্ষা হয়। এই হইতে দত্তকের এক থাক হয়।

ভূষণা পঠী।

রামচন্দ্র গঙ্গারাম, কেন কৈল কুকাম,
কেন খেলে ভূষণার পাণি।
খাইয়া রূপদলের ভাত, হিন্দুয়ে না ছোয় পাত,
গালিবদ্ধ মৈসালালামি।

ভূষণা প্রদেশে মৈসালা এবং আলামি নামা দুইখানি গ্রাম ছিল। রূপদল নাম্নী একটী নিচ জাতীয়া স্ত্রী ঘটিত অবসাদে তত্রত্য শ্রোত্রিয়গণ অবসাদিত হন। রত্নাবলী গ্রামীণ জিতামিশ্রও (১) তাহাতে সংলিপ্ত হইয়াছিলেন। জিতামিশ্রের পুত্র হরিনারায়ণ তলাপাত্র, রামচন্দ্র লাহেড়িতে, শ্রীনারায়ণ তলাপাত্র, গঙ্গারাম সান্ন্যালে কন্যা সমর্পণ করেন। ইহাতেই রামচন্দ্র এবং গঙ্গারাম মৈসালা এবং আলামি অবসাদে আস্তাড়িত হন। পরে মথুরা রায় ও গঙ্গারাম সান্ন্যালে, রামচন্দ্র লাহেড়ি এবং দেবনারায়ণ মৈত্রে করণ হইয়া রামচন্দ্র এবং গঙ্গারাম নিষ্কৃতি লাভ করেন। সেই হইতে দেশের নামানুসারে ভূষণা পঠী নাম হয়।

নিবারিল পঠীর দৃষ্টান্তানুসারে সুসঙ্গের রুদ্রচন্দ্র সিংহ, গোপীনাথ সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। ছাতিন গ্রামের গোকুল সান্ন্যাল

১। অতুওঝা রত্নাবলী। তৎপুত্র পরীক্ষিত, পুং দেওওঝা পুং শ্রীকান্ত পুং দৈত্যদামব এবং গতিওঝা। দৈত্যদানবের পুত্র বনমালী মিশ্র পুং কৃষ্ণ ও কংসারি। কৃষ্ণের পুং স্বরানন্দ পুং রামমিশ্র পুং সত্যবান্ (জিতা মিশ্র) ইহার পুত্রগণের নাম রামকৃষ্ণ, হরিনারায়ণ, শ্রীনারায়ণ রূপনারায়ণ। রামকৃষ্ণের সন্তানেরা খাগজানা এবং আবদালপুরে হরিনারায়ণের সন্তানেরা ধুপলিয়া গ্রামে, রূপনারায়ণের সন্তানেরা আমূলদয়ে বসতি করেন।

প্রমুখ কুলীনগণ ইহাকে গোপীনাথের কুল সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করাতে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের উদ্যোগে ১২০৭ সালে ভুষণা পঠীতেও দস্তকের মত স্থাপন হয়,তাহাতে কুলীনেরা দুইভাগে বিভক্ত হইলেন। দস্তকের মতস্থ কুলীনেরা গোকুল সান্ন্যালকে ছয় শ্রোত্রিয় দোষে স্থগিদ করিয়াছিলেন, পরে রাণী ভবানীর যত্নে গোকুল সান্ন্যাল প্রমুখ কুলীনেরা নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই হইতে ভুষণা পঠীতে দস্তকের মত এবং গোকুল সান্ন্যালী মত এই দুই থাক হইয়াছিল। সম্প্রতি ৮০ বৎসর পরে, ১২৮৭ সালে দস্তক এবং গোকুল সান্ন্যালী মতস্থ কুলীনেরা একত্র হইয়াছেন।

রোহিলা পঠী।

প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ি দিল্লীর বাদসাহার অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, বাদসাহ তাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া খাঁ উপাধি দেন। প্রচণ্ড খাঁ কার্য্যবশতঃ রোহিলখণ্ড দেশে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহ করেন। ঐ পত্নীর গর্ভে প্রচণ্ড খাঁর চান্দরায় হরিরাম রায় নামা দুই পুত্র জন্মে। প্রচণ্ডখাঁর মৃত্যুর পর পুত্রদ্বয় মাতা সহ দেশে আসিলেন, তাহাদের মাতা বাঙ্গলা কথা বলিতে পারিতেন না,ইহাতেই সমাজস্থ লোকেরা,প্রচণ্ড খাঁ রোহিলা জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া দোষারোপ করেন। হরিরাম রায়, প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়িতে কন্যা সম্প্রদান করেন, প্রাণবল্লভ রায় এবং দুর্গাদাস সান্ন্যালে করণের প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু রোহিলা অবসাদ প্রযুক্ত দুর্গাদাস অস্বীকৃত হওয়াতে অবসাদটী গুরুতর হইয়া উঠিল, পরে অনুসন্ধানে প্রচণ্ড খাঁ ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করা প্রমাণ হওয়াতে সুবুদ্ধিখাঁর পুত্র জনার্দ্দনখাঁর উদ্যোগে রোহিলা অবসাদ

নিষ্কৃতি হয়। এই হইতে রোহিলা পঠী নাম হইল। ইহার পর ভুষণা এবং রোহিলা একত্র [illegible]ারর প্রস্তাব হইয়া ভুষণার তিনজন কুলীনের সহিত রোহিলার তিনজন কুলীনের করণ হইয়াছিল কিন্তু সর্ব্ববাদী-সম্মত না হওয়াতে ভুষণা রোহিলা একত্র হয় নাই।

পূর্ব্বে এই পঠীর কুলীনেরা দত্তক গ্রহণ করিতেন না। সম্প্রতি দত্তক গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। এই পঠীতে মমিনপুরী মেঘনা এবং রুপাই নামে তিনটী থাক আছে। মমিনপুরের থাকে, রামনাথ লাহিড়ীর মত, ছয় ঘরিয়ার মত, কৃষ্ণরাম সান্ন্যালের মত। মেঘনা থাকে, চামুবাগছির মত, বিনোদ বাগছির মত, হরেকৃষ্ণ বাগছির মত, শঙ্কর মৈত্রের মত, যদুলাহিড়ির মত, তিনকড়ি সান্ন্যালের মত, আরবার এই কয়েকটী বিভাগ হইয়াছে। পিরগাছা নিবাসী কোন শ্রোত্রিয় রোহিলা পঠীতে কন্যাদান করাতে, শ্রোত্রিয় দোষে পিরগাছার ভাব বলিয়া আর একটি থাকও হইয়াছে।

কুতুব খানী পঠী।

কয়ড়ার মথুরা চৌধুরীর কন্যাকে, কুতব খাঁ নামা সোয়ারে হরণ করিয়া লয়, মথুরা চৌধুরী কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া, মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেন। ইহাতেই মৃত্যুঞ্জয়ে কুতব খানী অবসাদ হইয়া কুতব খানী পঠী নাম হয়। বাস্তবিক কুতব খানী অবসাদ মধ্যে গণনা না হইয়া আঘাত মধ্যে গণনা হওয়া উচিত ছিল। কালক্রমে তাহাই হইয়াছে, এইক্ষণ কুতব খানী পঠীর কুলীন দেখিতে পাওয়া যায় না, শ্রোত্রিয়ের অনাদর হেতু ভঙ্গ হইয়া কুতব খানী পঠীর কুলীনেরা কাপ হইয়াছেন।

আলিয়া খানী।

আলিয়ার খান কমল সুবুদ্ধি রায়কে মজবান বুড়িমাথির এতাবন্মাত্র লিখিত আছে। উহা যে কোন প্রকারের দোষ হউক না কেন, যাবনিক দোষ বটে, ইহাতেই কমল সুবুদ্ধিরায়ে আলিয়া খানী অবসাদ হয়। অনেকেই ভঙ্গ হইয়াছেন, কেবল হালন্দার কয়েক জন মাত্র চৌধুরী এখনও কুলীন আছেন।

ভবানীপুরী পটী।

জেলা বগুড়ার অন্তঃপাতী ভবানীপুরে বিরাজমানা ভবানী নাম্নী (১) ঠাকুরাণীর পুরোহিত মথুরেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র বাগছিতে কন্যাসম্প্রদান করেন। রামচন্দ্রের সহিত আলিয়া খানী অবসাদগ্রস্ত সদানন্দ চৌধুরীর মনোবাদ ছিল, সদানন্দ সুযোগ পাইয়া কুলজ্ঞদিগকে আপন পক্ষে আনিলেন। কুলজ্ঞেরা, পূজক নামাদোষ এবং গ্রামনামা (ভবানী পুরী) অবসাদ দিয়া রামচন্দ্র বাগছিকে আস্তাড়ন করিলেন। রামচন্দ্র স্থগিদ হইলেন। পরে পুঁঠিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর ভবানীপুরী অবসাদ নিষ্কৃতি করেন।

১। বগুড়া জেলার ১০ ক্রোশ দক্ষিণে করতোয়া নদীর প্রাচীনখাদের তীরবর্ত্তী ভাবতা গ্রামে ভবানী ঠাকুরাণী বিরাজমানা। একান্ন পীঠের এক পীঠ ভবানীপুরে। "করতোয়া তটে তল্পং বামে বামন ভৈরবঃ। অপর্ণা দেবতাতত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা। তন্ত্রচূড়ামণি। নাটোরের ছোট তরফের রাজা ইঁহার সেবাইত; ঠাকুরাণীর ৬০০০। ৭০০০ টাকা বার্ষিক উৎপন্নের স্থাবর সম্পত্তি আছে। রাজা রামকান্ত দত্ত ৮০০০০ আশি হাজার টাকা মূল্যের মতির হার সম্প্রতি অপহৃত হইয়াছে। এই ভবানীপুরে নানা তীর্থস্থান হইতে উদাসীন সন্ন্যাসীরা আসিয়া দর্শন করে।

বেণী পটী।

গঙ্গাপথের গঙ্গারাম, কড়াতের বেণী।
হাতকের বসন্তরায় পঁড়ালির ভবানী॥
হুজরাপুরের মোহন চৌধুরী, পাইক পাড়ার রূপা।
বা। [illegible]রর আদিত্য রায়, সাকোলার শিবা।

বেণীরায়ে দস্যু অপবাদ ছিল। কুলজ্ঞেরা কহেন, "তাহার গাঞি গোত্রের বড় ঠিকানা ছিলনা।" বেণীরায় ক্ষমতাবলে, মহেশ মল্লিকে, ভবানীচরণ আচার্য্যে, সুসঙ্গের গোপীনাথ ও শ্রীপতি কোঁওরে, কন্যা এবং পীতাম্বর সান্যালে, রামচন্দ্র লাহেড়িতে, যদুরাম সান্যালে, পৌত্রী সম্প্রদান করেন। বেণীরায়ের সংসৃষ্ট কুলীনেরা, বেণী অবসাদে সমাজে স্থগিদ হইলেন। পরে সুসঙ্গের রাজার উদ্যোগে কুলীনেরা নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই হইতে বেণীরায়ের সংসৃষ্ট কুলীনদিগের একপটী হইল। সেই পটীর নাম বেণীপটী। কুলজ্ঞেরা বেণীপটীকে ত্রিবেণীতুল্য পবিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বেণী পটীতে হুজরাপুরী এবং বেণী নামে দুইটা থাক ছিল। কয়েক বৎসর হইল দুই থাক এক হইয়াছে। সুসঙ্গের রাজা, পূর্ব্বে ভুবণার শ্রোত্রিয় ছিলেন, পরে বেণী অবসাদ মুক্ত করিয়া বেণীপটী অবলম্বন করেন, তাহাতেই বেণীপটীর কিছু সমাদর আছে।

কাপোৎপত্তি।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় লাড়ুলিগ্রামী নরসিংহ নাড়িয়াল (১) তাম্বুল

১। আরুওঝা লাড়ুলি তৎপুত্র বহুপণ্ডিত সুধাকর ওটাধর। বহু পণ্ডিতের পুত্র শ্রীপতি তৎপুত্র কুলপতি, তৎপুত্র বিভাকর, তৎপুত্র প্রভাকর, তৎপুত্র নরসিংহ। সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া নাড়িয়াল গাঞি পবিত্র করিয়াছেন।

বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। (১) অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামী-গণ কহেন শ্রীহট্টের অধীন লাউড়গ্রামে নরসিংহের বাস ছিল। তথা হইতে এদেশে আসিয়া বসতি করেন। তাম্বুল বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ অথবা শ্রীহট্টে বাসনিবন্ধন, নরসিংহ সমাজ কর্তৃক আদৃত ছিলেন না। ব্রাহ্মণ বালাগ্রামনিবাসী শুকদেব আচার্য্যের পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা নরসিংহকে পংক্তি হইতে উঠাইয়া দিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। নরসিংহ সমাজ কর্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ কুলীন মধুমৈত্রের সহিত করণ করিয়া কন্যা-দান করার মানস করিলেন। পরিবর্ত্ত মর্য্যাদার নিয়মানুসারে শ্রোত্রিয়ের সহিত কুলীনের করণ হইতে পারেনা, নরসিংহ ইহা অব-গত থাকিয়াও, আপন অভিলাষ সিদ্ধির মানসে, আপন কন্যা ও একটী গাভি এবং শালগ্রাম শিলা নৌকাতে উঠাইয়া মাজগ্রামে মধুর ঘাটে উপস্থিত হইয়া মধু মৈত্রকে আপন অভিলাষ জানাইলেন। মধু-মৈত্র এবং তাহার পুত্রেরা নরসিংহের প্রার্থনাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, নরসিংহ নৌকা সহিত গভীর জলে যাইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার উদ্যোগ করেন, অভিপ্রায় এই যে মধুর ঘাটে স্ত্রীহত্যা

নরসিংহের পুত্র বিদ্যাধর, তৎপুত্র ছকড়ি, তৎপুত্র কুবেরাচার্য্য, তৎপুত্র অদ্বৈতাচার্য্য। লঘুতোষণকর্ত্তা কহেন, অদ্বৈতাচার্য্য নরসিংহের পুত্র, দ্রষ্টব্য (ল, তো, ৩য় খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠা,) তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ঘটকদিগের বংশাবলী গ্রন্থ দৃষ্টেই উপরিউক্ত বংশাবলী লিখিত হইল। বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থেও অদ্বৈতাচার্য্য কুবেরাচার্য্যের পুত্র এবং শিবের অবতার বলিয়া লিখিত আছে। কুবেরাচার্য্যও কুবেরের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যথা "ভক্তাবতার আচার্য্যো অদ্বৈতোযঃ শ্রীসদাশিবঃ। মহাদেবস্ত মিত্রোযঃ কুবেরোগুহ্যকেশ্বরঃ। কুবের পণ্ডিতঃ সোহস্য জনকোহভূদ্য বিদাম্বরঃ। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

১। ১২৮০ সালের ভাদ্র মাসীয় ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যক আর্য্যদর্শন ১৯৬ পৃঃ।

গোহত্যা [illegible] এবং আলাওয়ার বিসর্জন হইলেও মধু [illegible] পতিত হইয়া [illegible] পুত্রগণের বিবেক থাকিলেও [illegible] সহিত করণ করিয়া তাহার কন্যা গ্রহণ করি[illegible]ন। (১) এই ব্যাপারে কুলজ্ঞেরা নরসিংহকে নৃসিংহ অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, প্রকৃতপক্ষে ইহাতে মধুর কুল ক্রটি হইল (২)।

মধুমৈত্রের আবাই এবং অর্জ্জুনাই নামা পুত্রদ্বয় [illegible] সকলের আশ-কাতে পিতা হইতে পৃথক হইয়া রহিলেন, সমাজস্থ অধিকাংশ কুলীনেরা পুত্রদ্বয়ের পক্ষাবলম্বী হইলেন। খেঞ্জি বাগছি তৎকালে একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তাহার সহিত মধুর সদ্ভাব ছিলনা। মধু বিপাকে পড়িয়া খেঞ্জি বাগছির সাহায্য প্রার্থনা করায় খেঞ্জি

১। সম্বন্ধতত্ত্বকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ কহেন, এই বিবাহে হোসেনশাহ বাদসাহার ভাণ্ডার লুঠ হইয়াছিল। স, তা ৩য়, ১৮০ পৃঃ। নরসিংহ এবং মধু উভয়েই দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ এইরূপ বিবাহে বাদসাহের ভাণ্ডার লুঠ হইবার কিছুই কারণ নাই। হোসেনসাহ ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের বাদসাহ হন, ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে নরসিংহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র অদ্বৈতাচার্য্য বর্ত্তমান ছিলেন। ভাদুড়িকুলব্যাখ্যা নামা কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, চতুরঙ্গ খাঁ ভাদড়ে উমাপতি সান্যালের টুট হয়, তন্নিবন্ধন মহেশ্বর সান্যালে উপকারের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই উপকারের করণ ব্যয় চতুরঙ্গ খাঁ দিয়াছিলেন, চতুরঙ্গ খাঁ গৌড়ের বাদসাহার প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন, অধিক পরিমাণে ব্যয় হওয়াতে কুলজ্ঞেরা হোসেন সাহার ভাণ্ডার লুঠ হওয়ার কথা কহেন।

২। এই কারণে মধুমৈত্রের কুলক্রটি হয়, খেঞ্জি বাগছির অনুগ্রহে কুল রক্ষা হইল। ইহার পর মধুর প্রপৌত্র বিভাই মৈত্রে আলিয়াখাসী আঘাত হয় তাহাতেও বিভাইর কুল গিয়াছিল। সেখানেও সমাজের অনুগ্রহে বিভাইর কুল রক্ষা হয়। তৎপরে ভট্টাচার্য্যের ছিটাতে গুড়ইর আনা মৈত্রের কুল যায়। ঘটকদিগের অনুগ্রহে আজও কোন কোন সন্তানের কুল রক্ষা হয়। প্রকৃতপক্ষে মৈত্রের কুল বহু দিন হইল গিয়াছে।

মধুকুলের অমর্য্যাদা [illegible] করিয়া [illegible] বিকৃতি করিয়া [illegible]) ।
মেজিক বাগছির দোষোৎকর্ষমতে অনুষ্ঠানের অকাথ্য পুত্রদ্বয় পিতা কর্তৃক উৎসর্গীকৃত ও নিষ্কুল হন। প্রকৃত কুলীনেরা আনাই এবং অর্জ্জুনাইকে সমাজের দ্বার না দেওয়াতে গত্যন্তর না দেখিয়া তাহারা ছয়ঘরিয়া দলে প্রবেশ করেন। ছয়ঘরিয়া দলাশ্রয় নিষ্কুল কুলীনেরা আপনা-দিগকে কুলীন জ্ঞান করিয়া করণাদি করিতেন; তাহাদের এইরূপ কপট ব্যবহারে ছয়ঘরিয়া দলের লোকেরা কাপাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। (২)

এই ঘটনার সমকালে ও পরে কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে ভট্টাঘাত, ভরতাঘাত, কটমেয়া আঘাত, গাহতলি আঘাত, আলিয়া-খালী আঘাত, বাহাদুরখানী আঘাত, না[illegible]ঘাত, কামিনী আঘাত, কান্দুর-খালী আঘাত, মন্দ্যাঘাত নামে কয়েকটী আঘাত জন্মে। তাহাতে কুলীনেরা ভঙ্গ হইয়া কাপদলে প্রবেশ করেন। তাহেরপুরের কামদেব

১। সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা কহেন, "রাজা কংসনারায়ণ এবং উদয়নাচার্য্য মধুর কুল রক্ষা করেন এবং কংসনারায়ণ মধুমৈত্রে কন্যা দিয়া নিজে কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় হন। সম্বন্ধনির্ণয় ২০৫ পৃষ্ঠা। এই উক্তি সত্য নহে। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ আদি শ্রোত্রিয়। মধু মৈত্রের বহুকাল পরে কংসনারায়ণের জন্ম হয়, উদয়নাচার্য্য, মধুমৈত্রের পিতামহের সময়ের লোক। উদয়নাচার্য্য এবং কংসনারায়ণ এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না।

২। সংস্কৃত কপট শব্দ হইতে কাচ্ এবং কাপ এই দুইটী অপভ্রংশ শব্দোৎপত্তি হইয়াছে, বরেন্দ্রভূমিতে কপটার্থে অদ্যাপিও কাপ শব্দের ব্যবহার হয়। কোন কুলজ্ঞ কহেন, মধু পতিত হইয়াছেন, বোধ করিয়া মধুর পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে আনাই অর্জ্জুনাই উদ্যোগ করেন, তাহাতে মেজিক বাগছি কহিয়াছিলেন, তোমরা কি একটা কাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ইহাতেই মধুর পুত্রগণের কাপাখ্যা হয়। অন্যেরা কহেন, ছয়ঘরিয়া দলস্থ ব্যক্তিগণ করণাদি করিতেন, তদৃষ্টে প্রকৃত কুলীনেরা কহিতেন উঁহাদের কুল নাই, তথাপি কাপ করিতেছে, ইহাতেই কুলভ্রষ্ট কুলীনগণের কাপ আখ্যা হয়।

ভট্টের ৫ কন্যা বাদসাহি সোয়ারে ঘেরিয়া লইয়া [illegible]কে ভট্টাবাত কহে (১)। কামদেব ভট্ট এই ৫ কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া, রঘুপতিকে, নারায়ণ আচার্য্যে, সাতোড়ের শ্রীধর মৈত্রে, উ[illegible] মনোজ সান্যালে এবং কুজিপুখরের নারায়ণ সান্যালে দান করেন। কন্যাগ্রহণকারী কুলীনেরা ভঙ্গ হইয়া নিজে কাপ হইলেন এবং তাহাদের সংসর্গে আরও অনেক কুলীন ভঙ্গ হন।

উদয়নাচার্য্য ও মধুমৈত্রের ত্যক্ত পুত্রগণের সন্তান এবং যাবনিক দোষাক্রান্ত আঘাতযুক্ত কুলীনগণ যাহাদের কুলভঙ্গ হয় তাহাদিগকে লইয়া কাপ সমাজ গঠিত হইয়াছে। তাৎকালিক কুলীনেরা কাপদিগকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, বারেন্দ্রকুলে কাপের কোনরূপ সম্মান অথবা স্থিতিস্থান ছিলনা। কাপের সহিত সম্বন্ধ ভোজন প্রভৃতিতে কুলীনের কুলপাত হইত। এইরূপে কুলীনের সংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ কুলীন কুলজ্ঞ শ্রোত্রিয় এবং কাপ সকলকে তাহেরপুরে আহ্বান করিয়া সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অবধারণ করেন।

১। কুলীনের সহিত কাপের, কুশবারি যুক্ত করণ হইয়া কুলীন কাপের কন্যা গ্রহণ করিলে কি কাপে কন্যাদান করিলে, কুলীনের কুলপাত হইবে অন্য প্রকারে কুলপাত হইবে না। (২)

১। "কামদেব ভট্টের পাঁচ কন্যাকে বাদসাহি সোয়ারে ঘেরিয়া লইয়া যায়।" ভাদুড়ি কুল ব্যাখ্যা নামা পুস্তকে এতাবন্মাত্রই লিখিত আছে। কন্যাগণ যবনস্পৃষ্টা হইবার প্রমাণাভাব। যদি কন্যাগণ যবনস্পৃষ্টা হইত, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাহারা তাহেরপুরে আসিতে পারিতেন না—নওয়াব অথবা বাদসাহের অন্দরেই তাহাদের জীবন যাপন করিতে হইত।

২। কুশবারিযুক্ত করণ বিনা, শ্রোত্রিয়ের নিয়মানুসারে যদি বরের ললাটে ফোঁটা দিয়া

২। যখন শ্রোত্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ পঠীতে যাইবেন অর্থাৎ কন্যা তখন কাপে কন্যাদান করিতে হইবে। উদ্দেশ্য এই যে অধম পঠীর দোষ কাপের স্কন্ধে দিয়া শ্রোত্রিয় নির্ম্মল হইয়া অন্য পঠীতে যাইবেন। (১).

৩। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি কৃত পরিবর্ত্ত নিয়মে কন্যা অথবা ভগিনীর অভাব হইলে পরিবর্ত্ত হইতে পারিত না সেই কাঠিন্য নিবারণ জন্য কুশময় পাত্র কন্যার ব্যবস্থা হয়।

৪। শ্রোত্রিয় বরে কন্যাদান করিলে কাপ শ্রোত্রিয় হইবেন ব্যবস্থা হয়।

যদিচ যাবনিক আঘাতাদি দ্বারা ভঙ্গ কুলীনেরা কাপদলে প্রবেশ করিয়া কুলীনগণের নিতান্ত ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন, কিন্তু কাপগণের দৌরাত্ম্যে কুলীন সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়াতেই সমাজ রক্ষার্থে রাজা কংসনারায়ণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কাপের স্থান দিয়া, সাধারণের বিশ্বাস এবং কাপগণের পরিত্রাণ নিমিত্ত, স্বয়ং আপনার এক কন্যা জিবাই ধাপাড়সিংহে দ্বিতীয় কন্যা সদানন্দ সান্ন্যালে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্থলে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির এবং রাজা কংসনারায়ণের স্বভাব এবং উদারতা তুলনা কর। উদয়নাচার্য্য নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করেন সেই হইতে ছয়ঘরিয়া এবং ক্রমে কাপ সমাজ গঠিত হয়। রাজা কংসনারায়ণ তাহাদের সমাজে স্থান দেন। উদয়নাচার্য্য বারেন্দ্র কুলের মূলে

কোন কাপ কুলীনে কন্যা দান করেন, তাহা হইলে কুলীনের কুলভঙ্গ হইবে না। কাপ শ্রোত্রিয় হইবেন এরূপ ঘটনাও হইয়াছে।

১। এখনও শ্রোত্রিয়গণ এই নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই এবং ব্যবহার দৃষ্টে বোধ হয় তাহাদের জন্য এইনিয়ম হয় নাই। এখন কাপে কন্যাসম্প্রদানের পরিবর্ত্তে কাপের ললাটে ফোটা দিয়া কাপগ্রহণের নিয়ম দেখা যায়। তেজস্বী কুলীন শ্রোত্রিয়গণ তাহাও মানেন না।

ছুটাছাট করিয়াছিলেন। যদি [illegible] উপরিউক্ত নিয়ম সকল স্থাপন না করা হয় তাহা হইলে এতদিন কাপের কুলে কুলীন বর্ত্তমান থাকিত কিনা তাহা সন্দেহের স্থল।

রাজা কংসনারায়ণ কাপের সম্বন্ধে নিয়ম স্থাপন করিয়া শ্রোত্রিয়গণকে সিদ্ধ সাধ্য এবং কষ্ট এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। যাহারা শুদ্ধবংশজ এবং ক্রমাগত কুলকার্য্য করেন তাহারা সিদ্ধ এবং যাহারা কুলার্চ্চনা দ্বারা সমাজে পরিচিত তাহারা সাধ্য এবং অন্যেরা কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া খ্যাত হন। করঞ্জ নন্দনবাসী ভট্টশালী দাড়ুলী চম্পটী ঝম্পটী (ঝামাল) আতুর্ত্তি এবং কামদেব কালিহাই এই ৮ গ্রামীনেরা সিদ্ধ (১) এবং উচ্ছরখি জামরুখি রত্নাবলী শিহরী রাই গোষালঘী বিশী খর্জ্জুরী এই ৮ গ্রামীনেরা সাধ্য(২) অন্যেরা কষ্ট (৩) আখ্যা প্রাপ্ত হন। রাজা কংসনারায়ণ কাপ এবং শ্রোত্রিয়ের মর্য্যাদা বিধান করিয়া কুলীন কাপ এবং শ্রোত্রিয়গণের একত্রে ভোজন দিয়াছিলেন, সেই হইতে কাপের অপর নাম স্থগিদ কুলীন বলা হয়।

১। করঞ্জানন্দনবাসী ভট্টশালী চ দাড়ুলিঃ।
চম্পটী ঝম্পটী চৈব আতুর্ত্তি কামদেবকঃ।
এতেহষ্টৌ সিদ্ধাঃ।

২। উচ্ছরখি জামরুখী তথা রত্নাবলীস্থতঃ।
সিহরী রাইগ্রামী চ গোষালঘী তথা বিশী
খর্জ্জুরী চেব বিখ্যাতা সাধ্যাশ্চাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

৩। কষ্ট শব্দে পীড়াদায়ক। যে শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীন কষ্ট পান, তাহাকে কষ্ট শ্রোত্রিয় বলে।

ইহার পরে সুসিদ্ধ নামে আর একপ্রকার শ্রোত্রিয় কল্পনা হইয়াছে। কাপেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে ভঙ্গ হইয়া শ্রোত্রিয় হন, যদি তাঁহাদের কুলক্রিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলা যায়। নাটোরের রাজা সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের একটি উদাহরণ।

কাপ এবং শ্রোত্রিয়ের কুল উঠাপড়া অর্থাৎ কাপেরা উত্তম কাপের সহিত করণ করিয়া কন্যা দিতে পারিলে তাঁহাদের কুল-গৌরব হয়। কুলীনের কন্যা গ্রহণ এবং করণ করিয়া কুলীনে কন্যা দান করা কাপের পক্ষে সমধিক গৌরবের বিষয়। কুলীনে কন্যা-দান এবং কুলক্রিয়া যাহার আছে এমত সৎ শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ শ্রোত্রিয়ের কুলগৌরব বৃদ্ধির হেতু। যিনি শ্রোত্রিয় কর্ত্তৃক আদৃত তিনিই মান্য শ্রোত্রিয়। কুলীন এবং কাপ ইহারা ভঙ্গ হইলে আর কখনই পুর্ব্বাবস্থা পাইতে পারেন না। কাপের সহিত করণ দ্বারা কুলীন কাপ হন, শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে, কুলীন শ্রোত্রিয় হন।

বারেন্দ্র শ্রেণীর বংশাবলী এবং ইতিহাস পাঠে দেখা যায় কুলী-নেরা নির্ধন অলস উৎসাহহীন এবং বিবাহ ব্যবসায়ী। অনেক কুলীন শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণ করিয়া বড় মানুষ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রোত্রি-য়েরা উৎসাহী বিদ্বান্ বড় মানুষ এবং জমিদার। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি কুলীন বংশজাত; তাহার দ্বারা সমাজের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছিল শ্রোত্রিয় রাজা কংসনারায়ণ দ্বারা তাহা কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে। এই জন্যই কুলজ্ঞেরা কহেন কুলীনেরা দেবতা শ্রোত্রিয়গণ মেরুপর্ব্বত, ঘটকেরা স্তুতিপাঠক। (১) যেমন সুমেরুপর্ব্বত ভিন্ন দেবতাদের আশ্রয়স্থান নাই সেইরূপ শ্রোত্রিয় ভিন্ন কুলীনের আর অন্য আশ্রয় নাই। কুলক্রিয়া দ্বারা কষ্ট শ্রোত্রিয়গণ সিদ্ধ এবং সাধ্যভাব প্রাপ্ত হন। কুলক্রিয়াবিহীনে সিদ্ধ এবং সাধ্য তথা সুসাধ্য শ্রোত্রিয়গণও কষ্ট ভাবাপন্ন হন। এইজন্যই "ধনেন কুলং অন্নেন বসতিঃ" এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। বহুকাল পুর্ব্ব হইতেই এইরূপ ব্যবহার হইয়া আসি-

---

(.) বল্লাল বিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ং।
শ্রোত্রিয়া মেরবোজ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥

তেছে। হিতোপদেশে [illegible] ধনঃ পুংসো ন্যাস্তে বিপুলং ধনং। শশিনস্তুল্যবংশোপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে।"

কোন্ সময়ে ছয়ঘরিয়া পত্তন, এবং কোন্ সময়ে মধুমৈত্রের সহিত নরসিংহ নাড়িয়ালের করণ, এবং কোন সময়ে পঠীবদ্ধ হয় এবং কোন সময়ে রাজা কংসনারায়ণ কাপ কুলীনে ভোজন্ন দিয়া কুলীনগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন স্পষ্টভাবে কুলগ্রন্থে তাহা লিখা নাই। অন্যান্য ঘটনা এবং পুরুষগত ব্যবধান বিবেচনা করিয়া কথঞ্চিৎ সময়ের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। যিনি বারেন্দ্রকুলে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন সেই উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি ১২৫০ শকের সমকালে বর্ত্তমান থাকা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে সুতরাং বারেন্দ্রকুলে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন এবং ছয়ঘরিয়া পত্তন ১২৫০ শকের সমকালে হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির প্রবর্ত্তিত পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা অবধারণ সময় মৈত্রকুলের নরসিংহ মৈত্রের সহিত ধূর্জ্জটি রুদ্রবাগছির পরিবর্ত্ত এবং করণ হইয়াছিল অতএব উদয়নাচার্য্য এবং নরসিংহমৈত্র সমসাময়িক লোক হইতেছেন। মধুমৈত্র নরসিংহ মৈত্রের পৌত্র সুতরাং শকাব্দা তেরশত শতাব্দীর শেষভাগে মধুমৈত্র এবং নরসিংহ নাড়িয়ালে করণ হইয়াছিল। অন্যপ্রকার গণনাতেও প্রায় এইরূপ সময় লব্ধ হয়, যথা ১৪০৭ শকে গৌরাঙ্গদেবের জন্ম হয় তখন অদ্বৈত অর্দ্ধ প্রাচীন। অদ্বৈতের পিতার নাম কুবেরাচার্য্য, তৎপিতা ছকড়ি তৎপিতা বিদ্যাধর তৎপিতা নরসিংহ নাড়িয়াল। যদি উক্ত ৫ পুরুষে ৪ পুরুষ (অর্থাৎ অদ্বৈতের অর্দ্ধেক ও নরসিংহের অর্দ্ধেক বয়স ধরিয়া) গণনা করিয়া ১০০ বৎসর হয় তাহা হইলে ১৪০০ শক হইতে ১০০ বিয়োগ করিলে ১৩০০ শকে নরসিংহ নাড়িয়ালকে দেখিতে পাই।

যখন গৌরাঙ্গ নবদ্বীপে লীলা খেলা করেন, তখন সুবুদ্ধি খাঁ

গৌড় বাদসাহের প্রধান [illegible] কর্মচারী ছিলেন, এই একটী প্রাচীন প্রবাদ আছে। ৯৫৪ শকে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আইসেন। এখন ১৮০৪ শকাব্দ অতএব ৮৫০ বৎসর হইল গৌড়ে ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। সুষেণ হইতে ভাদুড়িকুলে ৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫ পুরুষের লোক দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের একটা গড় ৩২।৩৩ পুরুষ ধরিয়া লইলে প্রায় ২৫ বৎসর প্রতিপুরুষে হয়। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি হইতে সুবুদ্ধি খাঁ ৮ পুরুষের লোক; এই ৮ পুরুষে ২০০ বৎসরে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির বর্ত্তমানকাল ১২৫০ শক যোগ করিলে ১৪৫০ শক প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুবুদ্ধি খাঁ নবদ্বীপে বাদসাহের কর্ম্মচারী থাকুন আর না থাকুন তিনি যে গৌরাঙ্গের সমকালের লোক তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারেনা। (১) সুবুদ্ধি খাঁ জগদানন্দ রায় কেশব খাঁ ইহারা তিনভ্রাতা রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনেয়। জগদানন্দ রায়ের উদ্যোগে রাজা কংসনারায়ণ জোনালী নিষ্কৃতি করিয়া কাপ কুলীনে ভোজন দিয়াছিলেন। তাহার পর সুবুদ্ধি খাঁর পুত্র জনার্দ্দন খাঁ রোহিলা নিষ্কৃতি করেন। জোনালী নিষ্কৃতির পর রামচন্দ্র লাহেড়িতে ভূষণা অবসাদ হয় এবং রোহিলা নিষ্কৃতির পূর্ব্বে ভূষণা নিষ্কৃতি হয়। যখন কুলীন মধ্যে পরস্পর অবসাদের প্রবর্ত্তনা আরম্ভ হয় তখনই আদি নিবারিল পত্তন হয়। আদি নিবারিল পত্তনের পর জোনালী নিষ্কৃতি হইয়াছিল।

কুতুবখানী এবং আলিয়াখানী অবসাদ কোন সময়ে সংঘটিত হয় এবং কোন সময়ে তাহার নিষ্কৃতি হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট কোন প্রমাণ

১। ১০৫০ বাঙ্গলা সালের (শকাব্দ ১৫৬৫ শকের) সমকালে বেণী অবসাদ হয়। সুবুদ্ধি খাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি, তাহার ভ্রাতা গোপীনাথ তৎ প্রপৌত্র রামবল্লভ ভাদুড়িতে বেণী অবসাদ ঘটে। সুবুদ্ধি খাঁ রামবল্লভের পিতামহস্থানীয় লোক।

নাই। এই দুই পটীর কুলীন মধ্যে এমন কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়না যে তদ্দৃষ্টে সময় নিরূপণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। ভবানীপুরী এবং বেণীপটীর অবসাদ ও নিষ্কৃতি বিবরণ স্মরণ করিলে প্রায় সমকালে ভবানীপুরী এবং বেণী অবসাদ হইয়াছিল বোধ হয় তন্মধ্যে ভবানীপুরী অবসাদ কিছুপূর্ব্বে সংঘটিত ও নিষ্কৃতি হইয়াছিল।

মথুরেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তী, রামচন্দ্র বাগছিকে কন্যাদান করাতে ভবানীপুরী অবসাদ জন্মে। পুঁঠিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর ভবানীপুরী অবসাদ নিষ্কৃতি করেন। নাটোর রাজ্য স্থাপয়িতা রঘুনন্দন ১১১৩ বাঙ্গলা সালে বাণগাছি পরগণা অধিকার করেন, এই নাটোরের প্রথম সম্পত্তি উপার্জ্জন। তাহার পর ১১৩১ সালে রঘুনন্দনের মৃত্যু হয়। রঘুনন্দন উপযুক্ত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার অকাল মৃত্যু হয় নাই। যদি তাঁহার ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়া থাকে তাহা হইলে ১০৭০ বাঙ্গালাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। রামচন্দ্র ঠাকুরের পুত্র দর্পনারায়ণ ঠাকুর রঘুনন্দনকে পুঁঠিয়ার পক্ষে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া ঢাকাতে পাঠান, তখন নবাবের আসন ঢাকাতে ছিল। রঘুনন্দনের সময়ে ১৭০৪খৃষ্টাব্দে(১১১২বঙ্গাব্দে) মুর্শিদাবাদে নবাবের আসন আইসে। সম্ভবতঃ রঘুনন্দন ২৫।৩০ বৎসর বয়সে মোক্তার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব রঘুনন্দনের সমসাময়িক দর্পনারায়ণ ঠাকুরের জনক রামচন্দ্র ঠাকুর ১০৫০ কি ১০৬০ বাঙ্গলা সালে বর্ত্তমান থাকিয়া ভবানীপুরী অবসাদ নিষ্কৃতি করিয়াছিলেন। নিষ্কৃতির ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে অবসাদ ঘটে।

বেণীরায় হইতে বেণী অবসাদ ঘটনা হয়। বেণীরায় সুসঙ্গের গোপীনাথ কোঙরে এক কন্যা এবং শ্রীপতি কোঙরে অন্য কন্যা সম্প্রদান করেন। গোপীনাথ এবং শ্রীপতি ইহাঁরা উভয়েই রাজা

রঘুনাথের পুত্র এবং রাজা রামনাথের ভ্রাতা। রাজা রামনাথের অভাবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা রামজীবন সুসঙ্গরাজ্য প্রাপ্ত হন। দিল্লীর বাদসাহ আওরঙ্গজেব সাহ, ১০৬০ হিজরা, বাঙ্গলা ১০৫১।৫২ সালের সনন্দ দ্বারা রামজীবনকে সুসঙ্গ রাজত্ব সমর্পণ করেন। রাজা রাম-জীবন গোপীনাথ কোঙর শ্রীপতি কোঙর ইহারা প্রায় সমসাময়িক লোক। বেণীরায়ও সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ১০৫০ বাঙ্গলা সালের সমকালে বেণী অবসাদ ঘটনা হইয়াছিল।

এই স্থলে আর একটী বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে তাহা এই কুল্লূকভট্ট, ময়ূরভট্ট, মঙ্গলওঝা এই তিনজন উদয়নাচার্য্যের সমসাময়িক অথচ পুরুষগত বিভিন্নতা বিলক্ষণ রহিয়াছে। ক্রতুভাদুড়ি,মৌনভট্ট, নন্দনবাসী জয়মান মিশ্র, ভীমকালিহাই, বল্লালের সমকালের ব্যক্তি। ক্রতু ভাদুড়ি হইতে উদয়নাচার্য্য অধস্তন ৭ পুরুষের, মঙ্গলওঝা ৬ পুরুষের, মৌনভট্ট হইতে কুল্লূকভট্ট অধস্তন ৯ পুরুষের, জয়মানমিশ্র হইতে ময়ূরভট্ট অধস্তন ৯ পুরুষের লোক হইতেছেন। (১) ভিন্ন ভিন্ন

(১)

১ ক্রতু	মৌনভট্ট	জয়মান মিশ্র
২ সঙ্কর্ষণ	ভুবনানন্দ	চক্রপাণি
	কনকদণ্ডী	নারায়ণ
৩ ভল্লুকাচার্য্য	যদু উপাধ্যায়	পীতাম্বর
৪ যোগেশ্বর,	বেদ উপাধ্যায়	বলদেব
৫ পুণ্ডরীকাক্ষ,	ত্রিলোকাচার্য্য	অধিপতি
	গঙ্গাদাস	জয়
৬ বৃহস্পতি	দিবাকর ভট্ট	মহীধর
৭ উদয়নাচার্য্য	কুল্লূকভট্ট	ময়ূরভট্ট

বংশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে এইরূপ পুরুষগত ন্যূনাতিরিক্ত সংখ্যা হওয়া অসম্ভব নহে। এখনও কোন কোন বংশে এইরূপ ন্যূনাতিরিক্ত সংখ্যা সর্ব্বদা দেখা যায়। ১২৫০ শকের সময়ে উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন। ১২৫০ শকাব্দে ১৩২৮ খৃষ্টাব্দ হইতেছে। বক্তিয়ার খিলিজির বাঙ্গলা জয়ের ১২৫ বৎসর পরে যখন পূর্ব্ব বাঙ্গলাতেও হিন্দু সাম্রাজ্য লোপ হইতেছিল, সেইকালে বরেন্দ্র ভূমিতে উদয়নাচার্য্য বারেন্দ্র সমাজ সম্বন্ধে যে নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি চলিতেছে। উদায়নাচার্য্যের অধ্যবসায় ও যত্নকে প্রশংসা করিতে হয়।

উত্তর বারেন্দ্র। *

জেলা দিনাজপুর এবং মালদহের স্থানে স্থানে উত্তর বারেন্দ্রগণের বসতি। বিদ্যাভূষণ কহেন, স্বর্ণকৌশিক রজতকৌশিক কৌণ্ডিন্যকৌশিক ঘৃতকৌশিক এবং কৌশিক এই পঞ্চ-গোত্র-সম্ভব ব্রাহ্মণেরা উত্তর বারেন্দ্র; (১) এবং বল্লালকৃত কৌলীন্য মর্য্যাদা বর্জ্জিত। (২) লঘুভারতের এই লিখন দৃষ্টে সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তাও উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণকৌশিকাদি গোত্র সম্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (৩) বাস্তবিক বিদ্যাভূষণ এবং বিদ্যানিধি ইহাঁদের

*

১। তত্রাদাবাগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাগতঃ পশ্চাদ্বিপ্রো রজতকৌশিকঃ॥
কৌণ্ডিন্যকৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে উত্তর বারেন্দ্রা উত্তরেচ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
(ল, ভা, ২খ ১৩৩ পৃ)

২। অনাদৃতা যথাতীর্থে বেশাঃ পাণ্ডববর্জ্জিতাঃ।
তদ্বদুত্তরবারেন্দ্রা বিপ্রা বল্লালবর্জ্জিতাঃ। ল, ভা ৩য়, ১৮৯ পৃঃ।

৩। সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট ৯। ১০ পৃঃ।

উভয়ের লিখাই অমূলক। স্বর্ণকৌশিকাদি পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা আদিশূরের আহ্বান মতে চন্দ্রমুখীর ব্রত সম্পাদন নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, উত্তর বারেন্দ্রগণ সে বংশ সম্ভূত নহেন।

উত্তর বারেন্দ্রগণ কহেন, বল্লাল সেন এক অজ্ঞাত কুলশীলা সুন্দরী কন্যাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন. তন্নিবন্ধন লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। সেই সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিকাংশ বল্লার সেনের পক্ষাবলম্বন করেন, কিয়ৎ সংখ্যক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ সেনের মতাবলম্বন করিয়া, তাঁহার নিবাসভূমি গৌড়ের নিকটে বাস করিলেন। যাঁহারা লক্ষ্মণসেনের মতাবলম্বন করেন, তাঁহারা এবং তদ্বংশীয়গণ উত্তর বারেন্দ্রভূমিতে বাস করাতে তাঁহাদের উত্তর বারেন্দ্র আখ্যা হয়। বল্লালসেনের সহিত তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের স্ত্রীঘটিত মনান্তর বিবরণ বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুব নামা গ্রন্থেও আছে, কিন্তু বল্লালসেনের সময়ে বারেন্দ্রগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে বল্লালসেনের রাজত্বের বহু পরে বারেন্দ্রগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন বোধ হয়।

ক্রতু ভাদুড়ি বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত থাকিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ক্রতুর পুত্র ভল্লুকাচার্য্য তৎপুত্র দিবাকর হইতে করঞ্জগাঞির প্রথমোৎপত্তি হয়। উত্তর বারেন্দ্রকুলে সেই করঞ্জ গ্রামী ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন। দ্বিতীয়তঃ সিহরী-গ্রামী স্বর্ণরেখ বল্লাল সেনের সভাতে উপস্থিত ছিলেন। স্বর্ণরেখের পুত্র কিঙ্কিণি দেব, তৎপুত্রদ্বয় চল এবং অচল ; এই দুই ভ্রাতার মধ্যে চল দক্ষিণ বারেন্দ্র, অচল উত্তর বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। তৃতীয়তঃ চম্পটী গাঞি সম্বন্ধে উত্তর বারেন্দ্রকুল গ্রন্থে লিখিত আছে, ভট্টনারায়ণ

বংশীয় অজ প্রজ এবং মনু, ইহাঁদের বংশ উত্তর বারেন্দ্র দেশে বসতি করে, এবং তাহাদের সন্তানেরাই উত্তর বারেন্দ্রকুলে চম্পটী গ্রামীণ। বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত বংশাবলী গ্রন্থ দৃষ্টে, জানা যায় ভট্টনারায়ণ-বংশীয় আদি মাধব চম্পটী গ্রামীণ এবং আদি মাধব বল্লাল সেনের সভাতে উপস্থিত ছিলেন। আদি মাধবের পুত্র অভিমন্যু তৎপুত্র বৎসাচার্য্য তৎপুত্র অজ প্রজ মনু মার্ত্তণ্ড; অতএব সম্ভবতঃ বল্লাল সেনের রাজত্বের একশত বৎসর পরে বারেন্দ্র শ্রেণীর এক শাখার, উত্তর বারেন্দ্র আখ্যা হইয়া থাকিবেক।

উত্তর বারেন্দ্রদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য কাশ্যপ বাৎস্য ভরদ্বাজ এবং সাবর্ণ এই পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদের কুল গ্রন্থের লিখাতে অবগতি হয়, গৌড়াধিপতি আদিশূর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম, সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর এই পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণেরা আপন আপন পরিজন সহিত গৌড়ে আইসেন (১)

উত্তর বারেন্দ্রগণ, চম্পটী বাগছি গোপূর্ব্ব কালায়ী করঞ্জা নর্ম্মদা-বাসী ভাদুড়ি গৃহশোধনী অন্নাশনী শিরঃশিণ্ঠী শিম্বী ঝামাল রাই

১। আসীদ্গৌড়ে মহারাজা আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ সর্ব্বানাহূয় দেশদেশতঃ॥
শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথৈবচ।
সাবর্ণিঃ কথিতা বিপ্রা আগতা গৌড়মণ্ডলং॥
নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা।
বাৎস্যো ধরাধরো জ্ঞেয়ো ভরদ্বাজস্তু গৌতমঃ॥
পরাশরশ্চ সাবর্ণিঃ পঞ্চৈতে পঞ্চগোত্রকাঃ॥

লাবড় মধুগ্রামী এবং সিহরী এই ১৬ গাঞিতে বিভক্ত (১) কোন গোত্রে কোন গাঞি নিম্নলিখিত তালিকাতে তাহা দৃষ্ট হইবে।

শাণ্ডিল্যগোত্রে	কাশ্যপগোত্রে	বাৎস্যগোত্রে	ভরদ্বাজগোত্রে	সাবর্ণগোত্রে
চম্পটী	ভাদুড়ি	কালায়ী	রাই	অম্লাশনী
বাগছি	করঞ্জা	গৃহশোধনী	গোপূর্ব্ব	
লাবড়	শিখী	মধুগ্রামী	শিরশিঠী	
নন্দনাবাসী			ঝামাল	
সিহরী				

এই ষোড়শ গ্রামীণ ব্রাহ্মণের মধ্যে চম্পটী বাগছি গোপূর্ব্ব কালায়ী করঞ্জা নন্দনবাসী ভাদুড়ি এবং গৃহ শোধনী এই ৮ আট গ্রামীণেরা কুলীন অন্যেরা শ্রোত্রিয়। উত্তর বারেন্দ্রকুলে কাপ নাই। কুলীনগণের মধ্যে কোন পঠী বদ্ধ নাই কিন্তু কুলীনেরা বারেন্দ্র,নসিরা, পানসি এবং ঝাড় এই ৪ সভাতে বিভক্ত। শ্রোত্রিয়-গণের মধ্যে সিদ্ধ এবং কষ্ট এই দুই শ্রেণী আছে। কন্যা মূল্যগ্রহণ-কারী শ্রোত্রিয়েরা কষ্ট। কুলীনেরা শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে তাহাদের কুলভঙ্গ হয়।

১। আদৌ চম্পটি বাগছিশ্চ গোপূর্ব্বঃকালায়ী তথা।
করঞ্জা নন্দনাবাসী ভাদুড়ি গৃহ শোধনী।
অম্লাশনী শিরঃ শিঠী শিখী ঝামলি রেবচ।
রাইল বিড়ঃ মধুগ্রামী সিহরী ষোড়শস্তথা।

সপ্তম অধ্যায়।

রাঢ়ীয় বিবরণ।

রাঢ়দেশে ভট্টনারায়ণাদি যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন, কালক্রমে তাঁহাদের ৫৯ পুত্র জন্মে। ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর তাঁহাদিগকে এক এক খানি গ্রাম প্রদান করেন, ইহাতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের গাঞি নির্ণয় হয়। সম্প্রতি রাঢ়ীশ্রেণীতে ৫৬ গাঞি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই "পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঞি ইহা ছাড়া বামন নাই" এই এক প্রবাদ প্রচলন হইয়াছে। (১) কোন কোন ঘটক কহেন নুলা পঞ্চানন নামা জনৈক ঘটক, বাৎস্য গোত্রের পূর্ব্ব গাঞি দিঘল গাঞি এবং চৌৎখণ্ডী গাঞি পরিত্যাগ করিয়া ছান্দড়ের ৮ পুত্র কল্পনা করেন, তাহাতেই তদবধি রাঢ়ীয় কুলে ৫৬ গাঞি গণনা হইয়া থাকে, কিন্তু ধ্রুবানন্দ মত ব্যাখ্যানামা গ্রন্থেও পঞ্চগোত্র সমুৎপন্ন ছাপ্পান্নগাঞির বিবরণ পাওয়া যায়। (২) কি জন্যে রাঢ়ীয় শ্রেণীতে গাঞি সংখ্যাগত বৈষম্য দোষ ঘটিয়াছে এবং কি জন্যইবা নুলা পঞ্চানন গাঞি গণনা করিতে তিনটী বর্জ্জন করিলেন তাহা

১। প্রবাদটী সত্য বলিয়া জ্ঞান করিলে বারেন্দ্র, বৈদিক ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কুলরমাদি গ্রন্থের লিখার সহিত প্রবাদের ঐক্য নাই। রাঢ়দেশীয় কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি ৫৬ গাঞির কথা শুনিতেন তিনিই প্রবাদ প্রচলনের কর্ত্তা ইহা বোধ হয়।

২। পঞ্চগোত্র সমুদ্ভূতাঃ ষট্‌পঞ্চাশত গাঞিকাঃ।
তেষাং দ্বাবিংশাত্কুলা অপরে শ্রোত্রিয়াবরাঃ॥

গোপাল শর্ম্মকৃত
ধ্রুবানন্দ মত ব্যাখ্যা।

বুঝা যায় না, যাহাহউক ৫৯ গাঞিের বিবরণ বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে লিখিত হইল, তদ্দ্বারা ৫৬ গাঞিের বিবরণও জানা যাইবে।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের ১৬ টী পুত্র জন্মে, সেই সকল পুত্রেরা গ্রামীণ হইয়াছিলেন। বরাহ বন্দ্যগ্রামীণ, রামগড়গড়ি গাঞি। নীপ কেশরকুনীগাঞি। নাম কুসুমকলিগাঞি। বৈকুণ্ঠ পারিহালগাঞি। গুয়ি, কুলভিগাঞি। গণ, ঘোষলিগাঞি। শান্তেশ্বরি, সেযুগাঞি। বুড়, মাসচটকগাঞি। বিকর্ত্তন, বড়াল গাঞি। নীল, বসুযারিগাঞি। মধুসূদন, কড়ালগাঞি। কোয়, কুশারিগাঞি। বাসু, কুলিসাগাঞি। (কুলিসাকে কুলকুলিও কহে)। মাধব, আকাশগাঞি। মহামতি, দীর্ঘগ্রামী। (১) কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষেরও ১৬ টী সন্তান জন্মে, তাঁহারাও প্রত্যেকে গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষাত্মজ ধীর, গুড়গাঞি। নীর, অম্বুলীগাঞি। শুভ, ভুরিগাঞি। শম্ভু, তৈলবাটীগাঞি। কৌতুক, পীতমুণ্ডীগাঞি। ত্রিলোচন, চট্টগাঞি। পালু, পলসায়ীগাঞি। কাক, হড়গাঞি। কৃষ্ণ, পোড়ারিগাঞি। রাম, পালধিগাঞি। জন, কোয়ারিগাঞি। বনমালী, পাকড়াশীগাঞি। শ্রীহরি, সিমলায়ীগাঞি। জট, পূবলি

১। আদৌবন্দ্যোবরাহঃ স্যাদ্গ্রামো গড়্গড়িকোমতঃ।
নীপঃস্যাৎকেশরশ্চৈব নাম্নো কুসুমকুলিকঃ॥
বৈকুণ্ঠঃ পারিহালোহসৌ কুলভিঃ গুয়িনামকঃ।
গণোঘোষলিতাং প্রাপ্তঃ সেযুঃ শান্তেশ্বরিস্তথা॥
বুড়োমাসচটকশ্চৈব বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ।
বসুযারিস্তথানীলঃ কড়ালো মধুসূদনঃ।
কুশারিঃ কোয়নামাচ কুলিসাচৈব বাসুকঃ।
আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামীচৈব মহামতিঃ॥
এতে ষোড়শ শাণ্ডিল্য নারায়ণ তনূদ্ভবাঃ॥

(পুতিলাল) গাঞি। শশিধর, ভট্টগাঞি। কেশব, মূলগ্রামী। (১) ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের ধুরন্ধর নামা পুত্র, মুখৈটিগাঞি। জন, ডিংসাইগাঞি। নান, সাহরিকগাঞি। রাম, রায়ীগাঞি। (২) সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভের ১২টী পুত্র জন্মে। হলনামাপুত্র, গাঙ্গুলীগাঞি। রাজ্যধর, কুন্দগাঞি। বশিষ্ঠ, সিদ্ধলগাঞি। মদন, দায়ীগাঞি। বিশ্বরূপ, নন্দীগাঞি। কুমার, বালিগাঞি। যোগী, সিয়ারিকগাঞি। রাম, পুংসিকগাঞি। দক্ষ, শাটেশ্বরীগাঞি। মধুসূদন, পারিয়ালগাঞি। মাধব, ঘণ্টেশ্বরীগাঞি। গুণাকর, নায়ারীগাঞি। (৩)

বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়ের পুত্র সংখ্যা এবং তাহাদের নাম ঘটিত বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা ৫৬ গাঞি কহেন, তাঁহারা ছান্দড়ের

১। ধীরোঽভবদ্দাড়গ্রামীনীরঃ স্যাদামরুলিকঃ।
কুশিগ্রামী গুভশ্চৈব শম্ভুঃ স্যাত্তৈলবাটিকঃ॥
কৌতুকঃ পীতমুণ্ডী স্যাচ্চট্টগ্রামী ত্রিলোচনঃ।
পলশায়ী পালুনামা হড়ো কাকো মতস্তথা॥
পোড়ারিঃ কৃষ্ণসংজ্ঞোঽসৌ পালধিঃ রামনামকঃ।
কোয়ারি র্জনামাস্যাৎ পর্কটি র্বনমালিকঃ॥
সিমলায়ী শ্রীহরিঃস্যাজ্জটঃ পুষলিকস্তথা।
ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামীচ কেশবঃ॥
এতে ষোড়শভূদেবাজ্ঞেয়াঃ কাশ্যপ গোত্রজাঃ॥

২। ধুরন্ধরো মুখৈটিঃ স্যাজ্জনঃ স্যাড্ডিণ্ডিসায়িকঃ।
নানো সাহরিকঃ জ্ঞেয়ো রায়ীচরাম নামকঃ॥
শ্রীহর্ষস্য সুতাএতে ভরদ্বাজকুলোদ্ভবাঃ।

৩। হলনামাচ গাঙ্গুলী কুন্দো রাজ্যধরস্তথা।
বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলোজ্ঞেয়ো দায়ীচ মদনোঽভবৎ॥
বিশ্বরূপস্তথানন্দী কুমারো বালি গাঞিকঃ।
যোগীসিয়ারিকজ্ঞেয়ঃ পুংসিকো রামনামকঃ॥
দক্ষঃ শাটকঃ সংজ্ঞোঽস্যৌ পারীচ মধুসূদনঃ।
ঘণ্টেশ্বরী মাধবশ্চ নায়ারীচ গুণাকরঃ।
এতেপুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাবর্ণে দ্বাদশস্মৃতাঃ॥

৺পুত্র এবং বাৎস্য গোত্রে ৮গাঞি কহিয়া থাকেন।(১) চৌৎখণ্ডী দিঘল এবং পূর্ব্ব এই তিন গাঞি বর্জ্জন করেন। কিন্তু কুলরমাতে ছান্দড়ের ১১ পুত্র ও ১১ গাঞির বিবরণ আছে। যথা রবি, মহিন্তা গাঞি। সুরভি, ঘোষালগাঞি। কবি, শিমলায়ীগাঞি। মহাযশ, বাপুলিগাঞি। ধীর, পিপ্পলাইগাঞি। শঙ্কর, পূতিতুণ্ড-গাঞি। বিশ্বম্ভর, পূর্ব্বগাঞি। শ্রীধর, কাঞ্জিলালগাঞি। নারায়ণ, কাঞ্জিয়ারিগাঞি। গুণাকর, চৌৎখণ্ডীগাঞি। মন, দিঘাল-গাঞি। (২) কিন্তু অন্য পুস্তকে ছান্দড়ের ১১টী পুত্রের বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়, যথা সুরভি, রবি, কবি, সাধক, বলভদ্র, কানু, ভানু, ধীত, মাধব, নারায়ণ, বিনায়ক। (৩) বাৎস্য গোত্রে এইরূপে কেবল নাম

১। অষ্টাবথপরিজ্ঞেয়া উক্ত্বাতাশ্ছান্দড়ামুনেঃ।

গাঞি নাম যথা।

কাঞ্জিবিল্লি মহিন্তাচ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারীচ তথৈবচ॥
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যক সংজ্ঞকাঃ॥

২। রবির্ম্মহিন্তা সুরভিশ্চ ঘোষঃ।
কবিঃ পৃথিব্যাং খলু শিম্বলালঃ।
মহাযশো বাপুলিঃ পিপ্পলিশ্চ
ধীরশ্চ পূতির্ন্নু শঙ্করাখ্যঃ॥
বিশ্বম্ভরোভূৎ খলু পূর্ব্বগাঞিঃ
বাৎস্যাশ্চ তাদর্থ নিবাসদেশাঃ।
শ্রীশ্রীধরোভূৎ খলু কাঞ্জিবিল্লিঃ।
নারায়ণো নামচ কাঞ্জিয়ারিঃ।
চৌৎখণ্ডিকো নাম গুণাকরঃ স্যাৎ।
মনো দিঘালো ভুবিরুদ্র তুল্যঃ॥

৩। ছান্দড়াৎ সুরভিজাতো বাৎস্যে রবিঃ কবিস্তথা।
সাধকো বলভদ্রশ্চ কানুর্ভানুস্তথৈবচ।
ধীতো মাধবনামাচ নারায়ণবিনায়কৌ।
এতে বাৎস্য কুলোদ্ভূতাশ্ছান্দড়াক্রম সংখ্যকাঃ॥

এবং গাঞি ঘটিত গোলযোগ আছে, পুরুষ সংখ্যা ঘটিত গোলযোগও দৃষ্ট হয়। শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ হইতে ১০ম পুরুষীয় মহেশ্বর, কাশ্যপ গোত্রে দক্ষ হইতে অধস্তন ৮ম পুরুষে বহুরূপ প্রভৃতি, ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ১৩শ পুরুষীয় উৎসাহ, সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভ হইতে ৮ম পুরুষে শিশ গাঙ্গুলী ইহাঁরা বাৎস্য গোত্রীয় শির ঘোষাল যিনি ছান্দড় হইতে অধস্তন ৪ পুরুষে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহার সহিত বল্লাল সেনের সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্র শ্রেণীতেও বাৎস্য গোত্রের পুরুষ সংখ্যা বল্লাল সেনের সময়ে অন্যান্য গোত্রের পুরুষ সংখ্যা হইতে ন্যূন দেখা গিয়াছে। বস্তুত বাৎস্য গোত্রের এইরূপ গোলযোগের কারণ কি? তাহার নিশ্চয় নাই।

রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের গ্রাম-দাতা ক্ষিতিশূরের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র ধরাশূর রাজা হন। তিনি আপন রাজত্বকালে ৫৯ গ্রামীণ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের সন্তানগণকে, কুলীন, গৌণকুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। ধরাশূর-কৃত কৌলীন্যমর্য্যাদা-বিধানে আদিবরাহ বন্দ্য, কাশ্যপ গোত্রে সুলোচন চট্ট; ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষের পুত্র ধুরন্ধর মুখৈটি; বাৎস্য গোত্রে সুরভি, ঘোষাল, কবি কাঞ্জিলাল, রবি পূতিতুণ্ড, সাবর্ণ গোত্রে বীরব্রত গাঙ্গুলী, সুধীর কুন্দলাল. এই ৮ জন মুখ্য কুলীন। রাম গড়গড়ি. দীপকেশর কুনী, গুয়ি কুলভি, বটু দীর্ঘাটী. বৈকুণ্ঠ পারিহাল, কাশ্যপ গোত্রীয় জগহড় ধীরগুড় কাকপীতমুণ্ডী, বিনায়ক ডিংসাই গন্ধর্ব্ব রায়ী. সাবর্ণ গোত্রে মধুসূদন ঘণ্টেশ্বর, বাৎস্য গোত্রে ভানু চৌৎখণ্ডী, কানু মহিন্তা বনমালী পিপ্পলী ইহারা গৌণ কুলীন হইয়াছিলেন। ৫৯ গাঞি গণনাকারী ঘটকেরা গৌণ কুলীনের গণনাতে চৌৎখণ্ডীকে

গণনা করেন কিন্তু ৫৬ গাঞিবাদী ঘটকেরা চৌৎখণ্ডীকে পরিত্যাগ করিয়া পোড়ারি লইয়া গৌণ কুলীন ১৪ গাঞি গণনা করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত তালিকা দ্রষ্টব্য।

৫৯ গাঞিবাদী ঘটকদিগের মতে মুখ্য কুলীন।	৫৬ গাঞিবাদী ঘটকদিগের মতে মুখ্য কুলীন।
বন্দ্য	বন্দ্য
চট্ট	মুখৈটি
মুখৈটি	কাঞ্জিলাল
ঘোষাল	ঘোষাল
পূতিতুণ্ড	চট্ট
গাঙ্গুলী	পূতিতুণ্ড
কাঞ্জিলাল	গাঙ্গুলী
কুন্দলাল(১)	কুন্দলাল(২)

১। বন্দ্যশ্চট্টোমুখৈটি ঘোষঃ পুতিকাগাঙ্গোথ কাঞ্জিহ্বয়ঃ
কুন্দোরায়ী গুড়োমহিন্তা কুলভিশ্চৌৎখণ্ড পিপ্পলীগড়ঃ।
ঘণ্টাকেশর ডিণ্ডীপারিহাড়কাঃ পীতারি দীর্ঘসংজ্ঞকঃ
শ্রীবল্লাল মহানৃপেনহি পুরা দ্বাবিংশতি সংস্থাপিতাঃ॥
অমী দ্বাবিংশতো শ্রেষ্ঠা বন্দ্যামুখ ঘোষ চট্টজাঃ
পূতিতুণ্ড গাঙ্গুলী কাঞ্জী পুরাকুন্দেন চাষ্টমঃ।

২। বন্দ্যঃ মুখৈটিঃ কাঞ্জীচ
ঘোষালস্তু তথাপরে।
চট্টঃ পূতিশ্চ গাঙ্গুলী
কুন্দগ্রামী ক্রমাদমী॥

বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরাম

৫৬ গাঞি বাদীতের মতে গৌণ কুলীন। (১)	৫৭ গাঞি বাদীদের মতে গৌণ কুলীন।
রায়ী	দির্ঘাটী
গুড়	পারিয়াল
মহিন্তা	কুলভি
কুলভি	পোড়ারি
চৌত্‌খণ্ডী	রায়ী
পিপ্পলী	কেশরকুনী
গড়গড়ি	ঘণ্টেশ্বরী
ঘণ্টেশ্বরী	ডিংসাই
কেশরকুনী	পীতমুণ্ডী
ডিংসাই	মহি[illegible]া
পারিহাল	গুড়
হড়	পিপ্পলী
পীতমুণ্ডী	হড়
দির্ঘাটী	গড়গডি(২)

১। পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ১ম সংখ্যক নোটদ্রষ্টব্য।

২। দীর্ঘাটিঃ পারিঃ কুলভিঃ পোড়ারিঃ রায়ীকেশরী
ঘণ্টাডিণ্ডী পীতমুণ্ডী মহিন্তাগুড়পিপ্পলী
হড়শ্চগড়গড়িশ্চৈব ইমে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

৫৯ গাঞিবাদী ঘটকেরা, চৌৎখণ্ডী সহিত ১৪ গাঞি গৌণ-কুলীন ও মুখ্যকুলীন ৮ গাঞি এই ২২ গাঞির অতিরিক্ত ৩৭ গ্রামীণ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রোত্রিয় কহেন। তাঁহাদের মতে ১ পূর্ব্বগ্রামী, ২ পালধি, ৩ সিদ্ধল, ৪ কুশারি, ৫ বাপুলি, ৬ কাঞ্জারি, ৭ মাসচটক, ৮ সাহরিক, ৯ নন্দী, ১০ কুসুম, ১১ ভুরিষ্ঠাল, ১২ বড়াল, ১৩ অম্বুলী, ১৪ কুলিসা (কুলকুলী), ১৫ সিয়ারি, ১৬ করাল, ১৭ সিমলায়ী, ১৮ পাকড়াশী, ১৯ পোড়ারি, ২০ তৈলবাটী, ২১ পুষলী, ২২ পলশায়ী, ২৩ নায়ারি, ২৪ দীর্ঘগ্রামী, ২৫ মূলগ্রামী, ২৬ পারিহাল (সাবর্ণগোত্রে) ২৭ বালী, ২৮ সিমলা, ২৯ শাটেশ্বরী, ৩০ ভট্ট, ৩১ সেয়ক, ৩২ পুংসিক, ৩৩ বসুয়ারি, ৩৪ দায়ারি, ৩৫ ঘোষলী, ৩৬ আকাশ, ৩৭ কোয়ারি, এই সকল গ্রামীণেরা শ্রোত্রিয় (১)। ৫৬ গাঞিবাদী ঘটকেরা পোড়ারিকে গৌণকুলীন গণনা করেন এবং দিঘল, চৌৎখণ্ডী, পূর্ব্ব, এই তিনটী গাঞি তাঁহাদের মতে না থাকাতে ৫৯ গাঞিবাদী ঘটকদের কথিত ৩৭ গাঞি শ্রোত্রিয় হইতে পোড়ারি, দিঘল ও পূর্ব্ব এই তিন গাঞি বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট ৩৪ গাঞিকে শ্রোত্রিয় কহেন (২)।

১। পূর্ব্বঃ পালধি সিদ্ধলো কুশারি বাপুলি কাঞ্জারিকাঃ
মাস সাহরিক নন্দী কুসুমাঃ ভূরি বটব্যালকৌ।
অম্বুলী কুলিসা সিয়ারি করলা সিমলিয়সি পর্কটিঃ
পোড়া তৈলক পোশলাশ্চ পলশঃ নায়ারি দির্ঘাঙ্গিকৌ।
মূলগ্রামিকঃ পারী বালী সিমলা শাটেশ্বরী ভট্টকঃ
সেয়ুঃ পুংসিকশ্চ বসুস্তদপরে দায়ারিকঃ ঘোষলী।
আকাশশ্চ কোয়ারি কোপি গণনাত্রিংশজ্জনঃ সপ্তচ।

২। পালধিঃ পর্কটিশ্চৈব সিমলায়ীচ বাপুলিঃ।
ভূরি কুলী বটব্যালঃ কুশারি সেয়কস্তথা॥
কুসুমো ঘোষলী মাসঃ বসুয়ারি করালকঃ।

ধরাশূরের সময়ে রাঢ়ীয়কুলে যে প্রণালীতে কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন হয়, তাহাই বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। ধরাশূরের পরবর্ত্তী নৃপতি বরেন্দ্রশূর, প্রদ্যুম্নশূর, অনুশূর ইহাঁরা কেহই তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন নাই। শূরবংশীয় শেষ রাজা অনুশূর, অপুত্রক গতাসু হইলে, সেনবংশীয় বিজয়সেন দক্ষিণ হইতে আসিয়া বাঙ্গলা দেশ অধিকার করেন। বিজয়সেনও ব্রাহ্মণগণের উন্নতি নিমিত্ত কোন যত্ন করেন নাই. তাহা না করাই সম্ভব, তাহার অধিকাংশ সময়, সমর ব্যাপারে অতিবাহিত হইত। বিশেষতঃ অভিনবজিতদেশের প্রজা-গণের সমাজ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করাই রাজার পক্ষে সদ্বিবেচনা বটে। বিজয়সেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বল্লালসেন রাজা হইলেন; সেনবংশের রাজত্ব বদ্ধমূল হইল, বল্লালসেন বিদ্যোৎসাহী. আস্তিক, ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তিনি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সন্তানগণকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত এবং সৎপথে রাখিবার ও আপনার কীর্ত্তিস্থাপনের নিমিত্ত তাহাদিগকে কোন নিয়মে বদ্ধ করিতে মনন করেন।

বল্লালসেন, একটী স্বর্ণময়ী ধেনু দান করেন। রাঢ়ীয় কুলের শঙ্কর পীতমুণ্ডী. দিবাকর গড়গড়ি, ডাউক গুড়, দোকড়ি পিপ্পলী, বাৎস্যবংশজ মার্ত্তণ্ড, আনারি,গণারি,হাড়, গোপী; দোকড়ি মাসচটক, মধুসূদন রায়ী, যবকুশারি, নারায়ণহড়. কেশবদায়ারি, ও কেশব

অম্বুলী তৈলবাটীচ মূলগ্রামীচ পোষলী।
আকাশঃ পলশায়ীচ কোয়ারিঃ সাহরিস্তথা।
ভট্টঃশাটন্চ নায়ারিঃ দায়ী পায়ী সিয়ারিকঃ।
সিদ্ধলঃ পুংসিকো নন্দী কাঞ্জারিঃ সিমলালকঃ।
থালীচেতি চতুস্ত্রিংশদ্বল্লাল নৃপ পূজিতাঃ।

মহিন্তা, শকুনি চণ্ড, নয়ারী তৈলবাটী, বিশ্বেশ্বর কুন্দ, বিঠুবন্দ্য মদন এবং বিশ্বরূপ ঘোষাল, হাস্যগাঙ্গুলী, গৌতম পুতিতুণ্ড, পরাশর সিমলাই, শঙ্কর ডিংসাই, ইহারা ঐ স্বর্ণময়ীধেনু ছেদন করিয়া সুবর্ণদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং রাজার শাসনানুসারে স্বর্ণময়ী ধেনুচ্ছেদনকারী কর্ম্মকার স্বর্ণবণিক এবং গোদান গ্রহণ কর্ত্তা ব্রাহ্মণেরা পতিত হইলেন (১)।

১। ধেনুস্বর্ণময়ীং কৃত্বা দদৌ বিপ্রায় পার্থিবঃ।
সাচ স্বর্ণময়ী ধেনুচ্ছেদনে প্রজগৌমুখঃ॥
ছিন্না বহিস্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিকোত্তবৎ।
বিপ্রা প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতা॥
শঙ্করঃ পিতমুণ্ডীচ গড়োপিচ দিবাকরঃ।
গুড়ো ডাউকনামাচ দোকড়িশ্চৈব পিপ্পলী॥
বন্দ্যোমার্ত্তণ্ড নামাচ তপোনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রতঃ।
আনায়িশ্চ গণায়িশ্চ হাড়ো গোপীচ বন্দ্যজাঃ॥
মাসো দোকড়ি নামাচ রায়ীচ মধুসূদনঃ।
কুশারির্ব্বিব নামাচ হড়ো নারায়ণোপিচ।
মহিন্তা দ্বিবিধনামা দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ।
চট্টশকুনি নামাচ তৈলবাটী নয়ারিকঃ॥
কুন্দো বিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়ো বন্দ্যজো বিঠু সংজ্ঞকঃ।
ঘোষজৌ ভ্রাতরাবেতৌ মদন বিশ্বরূপকৌ॥
গাঙ্গুলীচ হাস্যনামা পুতি গৌতম সংজ্ঞকঃ।
সিমুলি পরাশরঃ খ্যাতঃ শঙ্করো ডিণ্ডিসায়িকঃ॥
অমীকুলোদ্ভবাশ্চৈব গোদানং জগৃহুর্ব্বিপ্রাঃ।
তেষাং সম্বন্ধ মাত্রেণ পক্কে গৌরিবসীদতি॥
সম্বন্ধে ভোজনেচৈব দানে যজ্ঞে তথৈবচ।
বিবর্জিতঃ শ্রাদ্ধকালেচ বর্জ্যাএতে পুনঃ পুনঃ।

কুলার্ণব।

বল্লালসেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ঈদৃশব্যবহার দৃষ্টে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-গণের মধ্য হইতে মুখ্যকুলীন, চট্টবংশীয় বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ হলায়ুধ, বাঙ্গাল; পুতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্য, শিরঘোষাল, শিশগাঙ্গুলী, রোষাকর কুন্দলাল; বন্দ্যবংশীয় জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান, মকরন্দ; মুখবংশীয় উৎসাহ এবং গরুড়; কাঞ্জিলালবংশীয় কানু এবং কুতুহল, প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ এই ১৯ জনকে আপন রাজধানীতে আনয়ন করিয়া, ইহারা দোষরহিত কুলীন ইহা প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগকে পূজা করিয়াছিলেন। (১) ইহার অল্পকাল পরেই বল্লালসেনের মৃত্যু হয়। যখন বল্লাল-সেন বারেন্দ্রকুলে কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করেন, তখনই রাঢ়ীয় ১৯ জন কুলীনকে পূজা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহাতে বিষময় ফলোৎপত্তি হইল, ঊনিশ জন কুলীন পরস্পর আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিলেন, কেহই কাহা হইতে ন্যূন বলিয়া স্বীকার

১। বহুরূপঃ শুচোনামা অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
পুতি গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষাল সম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীচ শিশোনামা কুন্দো রোষাকরস্তথা॥
জাহ্লনাখ্যস্তথাবন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামন শ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥
উৎসাহ গরুড় খ্যাতৌ মুখবংশ প্রতিষ্ঠিতৌ।
কানু কুতুহলাবেতৌ কাঞ্জিকুল সমুদ্ভবৌ॥
ঊনবিংশতি সংখ্যাতাঃ সমতা লোক সম্মতাঃ।
এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং বল্লালস্যচ।
রাজ্ঞঃ প্রপূজিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখাঃ॥

বাচস্পতি মিশ্র কৃত
কুলরাম।

করিলেন না। ইহাতে আদান প্রদান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন সমাজ মধ্যে এইরূপ পরস্পর ঈর্ষা-জনিত ভাব দৃষ্টি করিয়া তাহা রহিতের মানসে, প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ কুলীনগণের মর্য্যাদার সমীকরণ করেন, অর্থাৎ সকলেই সমশ্রেণীর কুলীন ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমীকরণ কালে উৎসাহ এবং গরুড়কে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সন্তান আইত, অভ্যাগত, পণ্ডিত, বাদলি, এই ৪ জন লইয়া মর্য্যাদার সমীকরণ করেন। সমুদয়ে ২১ জন কুলীনে দুই সমীকরণ হয়। প্রথম সমীকরণে আইত, বহুরূপ, শির, গোবর্দ্ধন, শিশ গাঙ্গুলী, মকরন্দ, জাহ্লন এই ৭ জনের; (১) দ্বিতীয় সমীকরণে অরবিন্দ, হলায়ুধ, শুচ, বাঙ্গাল, দেবল, মহেশ্বর, ঈশান, রোষাকর, বাদলি, বামন, পণ্ডিত, অভ্যাগত, কানু, কুতূহল এই ১৪ জনের গণনা হইয়াছিল। (২) লক্ষ্মণসেনের সময়ে গৌণকুলীনেরা আচার ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। বল্লালসেন তাহাদের সম্বন্ধে কোন বিধান করেন নাই। কিন্তু লক্ষ্মণ-সন তাহাদিগকে কুলীনের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

১। আইতো বহুরূপাখ্যঃ শিরো গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
গাংশিশো মকরন্দশ্চ জাহ্লনাখ্যঃ সমা ইমে॥
ইতি প্রথম সমীকরণং।

২। অরবিন্দো হলনামা শুচো বাঙ্গাল দেবলৌ।
মহেশ্বরস্তথেশানো রোষো বাদলি বামনৌ॥
পণ্ডিতোঽভ্যাগতশ্চৈব কানুঃ কুতূহলস্তথা।
সমানাঃ কথিতা এতে লক্ষ্মণেন প্রপূজিতাঃ॥
ইতি দ্বিতীয় সমীকরণং।

বিদ্যারত্ন ঘটক প্রেরিত মিশ্রগ্রন্থ ধৃত বচন।

বল্লালসেন-পূজিত ১৯ জন কুলীনের মধ্যে চট্টবংশজ হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী কি না, এবং কৌলীন্যমর্য্যাদার সমীকর্ত্তা লক্ষ্মণ-সেনের সহিত বল্লালসেনের কি সম্বন্ধ, তাহা বিবেচনা করিতে হয়। সম্বন্ধ-নির্ণয় প্রণেতা কহেন, লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধই, চট্টবংশীয় হলায়ুধ ; এবং তিনিই বল্লালসেন কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন (১)। মৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের যত্নে প্রকাশিত, বেণীসংহার নাটকের ভূমিকাতে(২)ও দায়ভাগে লিখিত হইয়াছে,লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টনারায়ণের বংশ-সম্ভূত এবং ঠাকুর গোষ্ঠীর আদিপুরুষ। বোধ হয়, বাবু শ্যামাচরণ সরকার, তদনুসরণ করিয়াই ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব-প্রণেতা হলায়ুধকে ভট্টনারায়ণের অম্ববায়ে বন্দ্যকুল-জাত বলিয়াছেন। (৩) সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা বিদ্যানিধির মতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য মর্য্যাদার সমীকর্ত্তা লক্ষ্মণসেন, কেশবসেনাত্মজ। সুতরাং বল্লালসেনের প্রপৌত্র। (৪) হলায়ুধ তাঁহারই মন্ত্রী ছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ, "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামা যজুর্ব্বেদের মন্ত্রব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।তিনি স্বকৃত গ্রন্থে আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন ; বাৎস্য মুনির বংশে অদ্বিতীয় যাজ্ঞিক ধনঞ্জয়ের জন্ম হয়। ধনঞ্জয়ের পত্নীর নাম গোচ্ছাষণ্ডী, ধনঞ্জয়ের ঔরসে এবং গোচ্ছাষণ্ডীর

১। সম্বন্ধ নির্ণয় ১৬২ পৃঃ।

২। ভট্টনারায়ণাদধস্তন ষোড়শতমঃ পুরুষো হলায়ুধো নাম, তেন স্মৃতিশাস্ত্রস্যানেকান্ নিবন্ধান্ রচয়িত্বা মহা সমজ্ঞাহবতারিতা। তেচ গ্রন্থা অদ্যাপি লোকে প্রচলন্তি। সচ হলায়ুধো গৌড়াধিপস্য লক্ষ্মণসেনস্য সংসদি মন্ত্রিকার্য্যং করোতিস্ম। শ্রীমুক্তারাম বিদ্যা-বাগীশ প্রকাশিত, এবং ১৭৭৭ শকে বাঙ্গাল সুপিরিয়র যন্ত্রে মুদ্রিত, বেণীসংহার নাটকের অবতরণিকা।

৩। শ্যামাচরণ সরকার কৃত ব্যবহাদর্পণের ভূমিকা।

৪। সম্বন্ধনির্ণয়। ১৬৩। ২০৭। ২০৮। ২০৯ পৃষ্ঠা।

গর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি প্রথম বয়সে লক্ষ্মণের সভা পণ্ডিত, মধ্য বয়সে ধর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ বিচারক, শেষ বয়সে মন্ত্রী হইয়াছিলেন। (১) হলায়ুধের আত্মপরিচয় অনুসারেই দেখা যায় তিনি কাশ্যপ কি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নহেন, বাৎস্যগোত্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয়। যিনি বল্লালসেন কর্ত্তৃক পূজিত হন তিনি কাশ্যপগোত্রীয় চট্টবংশজ হলায়ুধ; যিনি ভট্টনারায়ণের বংশসম্ভূত ঠাকুরবংশের পূর্ব্বপুরুষ, তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যবংশজ হলায়ুধ, তাহার পিতার নাম রামরূপ। অতএব ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব রচয়িতা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ, ঠাকুর বংশের পূর্ব্বপুরুষ হলায়ুধ; এবং বল্লালসেন কর্ত্তৃক পূজিত চট্টবংশজ হলায়ুধ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, ইহা প্রমাণ হইতেছে।

১। বংশে বাৎস্যমুনের্মুনেরিব সদাচারস্য বিশ্রামভূ
ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ঃ সমজনি ক্ষ্মায়াং পরং জ্যোতিষঃ।
যস্মিন জুহ্বতি জাতবেদসি হবির্ব্যোমাঙ্গনব্যাপিভি
র্ধূমৈর্ধূপিত মন্ত্রসিন্ধুসরিতো বৃন্দারকৈঃ পীয়তে॥
গোচ্ছাযত্তীদৈবত মলয়মতি ধৈর্য্য সম্পদাং বসতিঃ।
প্রকৃতিরিব পরম পুংসস্তস্যাভূদ্‌যজ্জনো গেহিনী॥
যত্নূবতস্যাং প্রকৃতের্মহানিবশ্রেয়ো নিবাসায়তনং হলায়ুধঃ।
যৎ কীর্ত্তিরম্ভোনিধিবীচি দণ্ড দোলাধিরোহব্যসনং বিভর্ত্তি
লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াত্তগবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে
রাবৃত্যা সদৃশী নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
বাল্যেধ্যাপিত রাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসিক্ত মহামহত্তক পদং দত্ত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলং ক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতির্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥

হলায়ুধ কৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

[illegible] লক্ষ্মণসেন রাঢ়ীয় কুলীনগণের মর্য্যাদার সমীকরণ করেন এবং হলায়ুধ তাঁহারই মন্ত্রী ছিলেন, সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তার এই উক্তিও সুসঙ্গত বোধ হয় না। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণসেন দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। হলায়ুধ আত্ম-পরিচয়ে লিখিয়াছেন, তিনি বাল্যকালে লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত, মধ্যবয়সে ধর্ম্মাধ্যক্ষ, শেষ বয়সে মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যানিধিও কহেন হলায়ুধ বল্লালসেনের সভাতে পূজিত হন। অতএব বল্লালসেনের প্রপৌত্র লক্ষ্মণসেনের সময়ে তাহার বাল্যকাল, কিরূপে হইতে পারে? বিশেষতঃ বল্লালসেন-পূজিত ১৯ জন কুলীনের মধ্যে উৎসাহ এবং গরুড় ব্যতীত আর ১৭ জনই সমীকরণের কুলীন। যে ১৭ জন, প্রপিতামহ বল্লালসেনের সময়ে ছিলেন, সেই ১৭ জনই প্রপৌত্র লক্ষ্মণসেনেরর সময়ে জীবিত ছিলেন ইহাও অসম্ভব। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে বিদ্যানিধি উমাপতিধর প্রভৃতিকেও কেশবাত্মজ লক্ষ্মণের সভাপণ্ডিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে উমাপতিধর বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের সভাতে ছিলেন এবং যিনি বিজয়-সেন নির্ম্মিত হরিহরাত্মক প্রদ্যুম্নেশ্বরনামা শিবের মন্দির-ভিত্তিতে যোজিত প্রস্তর ফলকাঙ্কিত কবিতা সকল রচনা করেন, তিনি কিরূপে বল্লালসেনের প্রপৌত্রের সভাপণ্ডিত থাকিবেন? রাঢ়ীয় কুলীন গণের কুলসম্বন্ধে বল্লালসেন কিছুই নিয়ম করিয়াছিলেন না। কেবল-মাত্র কুলীনগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ইহাতেই তদাত্মজ লক্ষ্মণ-সেনকে কৌলীন্য মর্য্যাদার সমীকরণ করিতে হইয়াছিল।

যে চতুর্দ্দশ গ্রামীণ গৌণ কুলীনেরা কুক্রিয়া নিবন্ধন লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য হইতে বহিষ্কৃত হন, তাঁহারা শ্রোত্রিয়দলে প্রবেশ করিয়াও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা শ্রোত্রিয়দলে প্রবেশ করাতে

শ্রোত্রিয়গণ, সুসিদ্ধ, সিদ্ধ, সাধ্য এবং অরি এই ৪ ভাগে বিভক্ত হইলেন। ৩৭ গ্রামীণ প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়। পিপ্পলী দির্ঘটী ডিংসাই ইহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। মহিন্তা, হড়, গুড়, পারিয়াল সাধ্য শ্রোত্রিয়। কেশরকুনী, চৌৎখণ্ডী, পীতমুণ্ডী, ঘণ্টেশ্বরী, কুলভি, গড়গড়ি, বায়ী, ইহারা অরি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। সুসিদ্ধগণ দোষ রহিত, সিদ্ধেরা কুলকার্য্য দ্বারা সম্মানিত হইবার উপযুক্ত। সাধ্যেরা অবস্থানুসারে কুলার্চ্চন দ্বারা সম্মান লাভ করিতে পারেন। অরিগণ কুলনাশক; তাহাদের কন্যা গ্রহণ করিলে কুল ধ্বংস হয়। (১) আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ: দান, এই নব গুণান্বিত ব্যক্তিরা কৌলীনত্ব প্রাপ্ত হন। রাঢ়ীয় কুলে প্রথম হইতেই পরিবর্ত্ত প্রথা চলিত হওয়াতে ঘটকেরা শান্তি শব্দের স্থলে আবৃত্তি পাঠ কল্পনা করিয়াছেন। (২) সপর্য্যায় হইতে কন্যাগ্রহণ এবং সপর্য্যায়ে কন্যাদান করাকে আবৃত্তি কহে। সমান

১। চতুর্দ্ধাঃ শ্রোত্রিয়াজ্ঞেয়াঃ সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধকাঃ।
অরিবপ্যপরোজ্ঞেয়ঃ যথার্থং নামতঃ শৃণু॥
সিদ্ধাঃ সিদ্ধন্তি কালেন সাধ্যাঃ সিদ্ধন্তিবা নবা।
সুসিদ্ধা দোষরহিতা অরয়ঃ কুলনাশকাঃ॥
পিপ্পলী দির্ঘটীচৈব ডিণ্ডিশায়িস্তথৈবচ। এতেসিদ্ধাঃ।
মহিন্তা হড়গুড় পারিয়ালাঃ সাধ্যাঃ।
কেশরকুনীচৌৎখণ্ডী পীতঘণ্টা কুলভি গড়বারিকা অরয়ঃ॥
কন্যাগ্রহণ যোগাচ্চ সপ্তেতে কুলশত্রবঃ॥
বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম।

২। আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। বাচস্পতি মিশ্রকৃত
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধাকুললক্ষণং॥ কুলরাম।

কুলভাব, সমান দানাদান, সমানবংশ পর্য্যায় শব্দে কথিত হয়। (১) কুলীনের মধ্যে পরিবর্ত্ত ব্যতীত বিবাহ হইবার নিয়ম না থাকাতে, কন্যার অভাবে পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা বিরহে; অনেক কুলীনের বিবাহ স্থগিদ এবং অনেকের কন্যা অবিবাহিতাবস্থায় থাকিল। আদান প্রদানকারী কুলীনের সমবংশ সর্ব্বদা পাওয়া যাইত না। ইহাতে কুলীন কুলজ্ঞেরা পরামর্শ করিয়া, কন্যার অভাব স্থলে, কুশময় কন্যা কল্পনা করিয়া, অথবা কন্যাদান করিলাম ঘটকের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া পরিবর্ত্তের,(২) এবং সমান পর্য্যায় পিতৃপর্য্যায়ও পুত্র পর্য্যায় ব্যক্তির সহিত আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে রাঢ়ীয়কুলে,আর্ত্তি,ক্ষেম, উচিত অথবা মধ্যাংশ নামে তিন প্রকার কুল হইল। পিতৃ পর্য্যায় ব্যক্তির সহিত আদানপ্রদান আর্ত্তিশব্দে, পুত্র পর্য্যায় ব্যক্তির সহিত আদানপ্রদান ক্ষেমশব্দে, সমান পর্য্যায়ের ব্যক্তির সহিত আদানপ্রদান উচিত অথবা মধ্যাংশ শব্দে কথিত হয়। (৩) এই তিন প্রকার কুল পুনরায় পোণের ভাগে বিভক্ত। যথা আর্ত্তি সদার্ত্তি, পূর্ণার্ত্তি, কিঞ্চিদার্ত্তি। ক্ষেম্য সৎক্ষেম্য পূর্ণক্ষেম্য

১। সমানং কুলভাবঞ্চ দানাদানন্তথৈবচ।
তয়োর্ব্বংশং সমানংহি সপর্য্যায়ঃ প্রচক্ষ্যতে।
কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাং দদৌ।
পর্য্যায় ক্রমতশ্চৈব সএব কুলদীপকঃ। কুলদীপিকা।

২। সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমং।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞাবা পরস্পরং।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগ স্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু কুলধর্ম্ম চতুর্ব্বিধঃ।

৩। পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানন্ত ক্ষেমকং।
উচিতঞ্চ সমানং স্যাৎ ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে।

কিঞ্চিংক্ষেম্য। লভ্য, অতিলভ্য, কিঞ্চিল্লভ্য, কিঞ্চিন্ন্যুন, গ্রহ, ন্যুন, তুল্য। এই পোনেরটি বিভাগ অংশ শব্দে কথিত হয়। যাঁহারা কুলের অংশগুলি জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত (১) মহাবংশাবলী এবং মিশ্রাচার্য্যকৃত মিশ্রগ্রন্থ দেখিবেন।

কুলের এইরূপ বিভাগ এবং পরিবর্ত্তন কোন্ সময়ে হইল তাহার নিশ্চয় পাওয়া যায় না। ধরাশূর বল্লালসেন অথবা লক্ষ্মণসেনের সময়ে এইরূপ সূক্ষ্ম তারতম্য বিবেচিত হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। বহু আদানপ্রদান দৃষ্টে ঘটক কর্ত্তৃক এইরূপ কুলবিভাগ হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক মেলবন্ধনের পরে রচিত গ্রন্থে এইরূপ বিভাগের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। রাঢ়ীয়কুলে প্রথম হইতেই পরিবর্ত্ত নিয়ম চলন হয়। কুলীনেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিতে পারিতেন না, দিলে কুলভঙ্গ হইয়া বংশজ হইতেন। (২) অথচ বারেন্দ্রকুলে প্রথমে পরিবর্ত্ত প্রচলন হয় নাই। শ্রোত্রিয়েরা কুলীন কন্যা গ্রহণ করিতেন ইহাতে অনুমান হয় রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় অপেক্ষা বারেন্দ্র শ্রোত্রিয়গণ সমধিক সদাচারসম্পন্ন ছিলেন।

ধরাশূর যখন কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করেন, তখন বংশজ ছিল না। বল্লালসেনের সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই বংশজোৎপত্তি হয়। বারেন্দ্রকুলেও প্রথমে কাপ ছিল না। যাহাদের কুলভঙ্গ হয় তাহারাই বংশজ। বংশজ উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কহেন যাহারা পরিবর্ত্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই

১। দেবীবরের বংশাবলী দ্রষ্টব্য; মহাদেবের পুত্র হুক্কলী তৎপুত্র হরি এবং সংকেত। দেবীবর সংকেতের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ধ্রুবানন্দ মিশ্র হরির প্রপৌত্র। দেবীবরের বাক্যানুসারে ধ্রুবানন্দ মিশ্র মহাবংশাবলী গ্রন্থ লিখেন।

২। শ্রোত্রিয়ায় সুতাংদত্ত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ।

তাঁহারাই বংশজ (১)। অন্যেরা কহেন যে কুলীন শ্রোত্রিয়বরে কন্যাদান করিয়াছেন তিনিই বংশজ হইয়াছেন (২)। বাস্তবিক ঐ দুইটী কথাই একার্থে ব্যবহৃত, কুলীনগণ শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলেই, পরিবর্ত্তনহীন হন। কুলার্ণবীয় প্রমাণ দৃষ্টে জানা যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ স্বর্ণময়ী ধেনু-চ্ছেদনোদ্ভূত স্বর্ণখণ্ড গ্রহণ করেন তাহাদিগের মধ্যে গণবন্দ্যের কন্যা বশিষ্ঠ, শকুনী চট্টের কন্যা ঠোঠ, হাড়বন্দ্যের কন্যা দায়িক, হাস্যগাঙ্গুলীর কন্যা কুবের এবং চক্রপাণি, বিঠুবন্দ্যের কন্যা কুলভূষণ চট্ট বিবাহ করেন। ইহাতেই ঐ ছয় জন বংশজ হন। (৩) ইহাদ্বারা "প্রতিগ্রাহিসুতোদ্বাহী বংশজঃ" কুলরমার এই উক্তির পোষক হয়। যাহাদের কুলভঙ্গ হয় তাহারাই বংশজ। যেমন বারেন্দ্রকুলে ছয় ঘরিয়া সমাজের এবং মধুমৈত্রের উপেক্ষিত পুত্রগণ কাপ হন, এবং ভট্টাঘাত দ্বারাও কাপোৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ রাঢ়ীয়কুলেও ভিন্ন ভিন্ন কারণে কুলভঙ্গ হওয়াতে বংশজের উৎপত্তি হইয়াছে।

বারেন্দ্র শ্রেণীর কাপ এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীর বংশজ এক পদার্থ। কিন্তু উভয় শ্রেণীর নিয়মগত কিছু বিভিন্নতা আছে। কাপেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে তাহাদের কাপত্ব থাকে না, শ্রোত্রিয় হন।

১। অনবরত পরিবর্ত্তবিহীনত্বং বংশজত্বং। ইতি বিদ্যারত্ন ঘটকঃ।

২। শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্বা কুলীনোবংশজো ভবেৎ।

৩। গণোকন্যাবশিষ্ঠেন ঠোঠেন শকুনীসুতা।
হাড়োকন্যাদায়িকেন কুবেরো হাস্যজাপতিঃ।
চক্রপাণিনাপি কন্যাগৃহীতা ধনলোভতঃ।
বিঠুসুতাপতির্ভূত্বা চট্টজঃ কুলভূষণঃ
প্রতিগ্রাহিসুতোদ্বাহাৎ ষড়েতে বংশজাঃ স্মৃতাঃ।
কুলার্ণব

কিন্তু বংশজগণ শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে তাহাদের বংশজত্ব রহিত হয় না কিম্বা তাহারা শ্রোত্রিয় হন না, কেবল শ্রোত্রিয়ান্তঃ বংশজ এই এক দোষ ঘটে। বারেন্দ্র শ্রেণীতে কুলীনেরা ভঙ্গ হইবা মাত্রই কাপ হন, এবং যে কাপের সহিত করণ করিয়া ভঙ্গ হন সেই কাপের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। রাঢ়ীয়কুলে ব্যবহার তদ্রূপ নহে, কুলভঙ্গ হইবামাত্রই বংশজ হইতে হয় বটে, কিন্তু রাঢ়ীয়কুলের ঘটকেরা অধিকাংশই বংশজ, দেবীবর প্রভৃতি ক্ষমতাপন্ন ঘটকেরা বংশজ ছিলেন, তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন বংশজের অন্ন গ্রহণ করিলে কুলীনের কুলপাত হয়, যখন স্বকৃতভঙ্গ, তাহার পুত্র, পৌত্র, ইহারা তাহাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহকে পিণ্ড দেন, এস্থলে যদি স্বকৃতভঙ্গ, তাহার পুত্র এবং পৌত্র বংশজ হন, তাহা হইলে মুখ্য-কুলীন পিতৃলোকে বাস করিয়া কি প্রকারে বংশজের অন্ন গ্রহণ করিবেন? ঘটকদিগের চাতুরীপূর্ণ এই ব্যবস্থা মতে স্বকৃতভঙ্গ ও তাহার পুত্র পৌত্র বংশজ হইতে, অধিক সম্মানার্হ বটেন, তদনুসারে স্বকৃতভঙ্গ ও তাহার পুত্র পৌত্রেরা কুলীনের নিম্নে স্থান পাইয়াছেন। রাঢ়ীয়কুলে কুলীন এবং বংশজ ব্যতীত স্বকৃতভঙ্গ এই এক থাক হইয়াছে। ঘটকদিগের এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা রাঢ়ীয়কুল কলঙ্কিত হইয়াছে। মুখ্যকুলীনেরা কুলরক্ষার অনুরোধে, কখনও বা ধনলোভে বহুবিবাহ করেন। কিন্তু স্বকৃতভঙ্গ ও তাঁহার পুত্রগণ বিবাহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ইহাদিগকে বিবাহবণিক বলা যাইতে পারে।

লক্ষ্মণসেন, কর্তৃক রাঢ়ীয়কুলে কৌলীন্য মর্যাদার যে কিছু পরি-বর্ত্তন হয়, তাহার পর আর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কুলবিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। হিন্দুরাজার অভাববশতঃ কুলীনগণকে সৎপথে

রাখিবার লোক ছিল না, কুলীনেরা ধনলোভে স্বেচ্ছাচারী হইয়া নিষিদ্ধবিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজদত্ত কৌলীন্য মর্য্যাদা অর্থোপার্জ্জনের সোপান হইয়া দাঁড়াইল। যখন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিসংগ্রহ, গৌরাঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার এবং রঘুনাথ শিরোমণি (কাণাভট্ট শিরোমণি) মিথিলাতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, তত্রত্য প্রধান নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে পরাস্ত করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের দীধিতি নামাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই সমকালে ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১৬পুরুষে বন্দ্যবংশে সর্ব্বানন্দ ঘটকের ঔরসে (১) দেবীবর ঘটক জন্ম গ্রহণ করেন। শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দেবীবরের জন্ম হইয়া থাকিবেক। দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীনগণকে দুষ্কর্ম্মান্বিত দেখিয়া তাহাদিগকে ৩৬ মেলে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

প্রবাদ এই যে যোগেশ্বর পণ্ডিত ও সর্ব্বানন্দাত্মজ দেবীবর, এক মাতামহের দৌহিত্র ছিলেন। যোগেশ্বর মুখ্যকুলীন, দেবীবর বংশজ।

১। ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি বরাহ বন্দ্য, পুং বৈনতেয়, পুং সুবুদ্ধি, পুং বিবুধেশ, পুং শুঁয়ি; পুং গঙ্গাধর, পুং পহশ পুং শকুনী পুং মহেশ্বর পুং মহাদেব পুং দুর্ব্বলী তাহার ৫ পুত্র অনন্ত, হরি, ভাস্কর, নারায়ণ, সঙ্কেত। সঙ্কেতের পুত্র অনন্ত পুং লক্ষ্মীকান্ত পুং সর্ব্বানন্দ এই হইতে ঘটকাখ্যা হয়। শকুনীর ভ্রাতা বিঠু প্রতিগ্রহদোষে নিষ্কুল হন। দেবীবর সর্ব্বানন্দের পুত্র।

নিত্যানন্দের দুই পুত্র গঙ্গা আর বিরু।
মাধব গঙ্গার স্বামী সর্ব্বশাস্ত্রে গুরু॥
যে কালে বিরুর কন্যা পারুনিয়া যায়।
সেই কালে লোকে দেখে দেবীর উদয়॥
বন্দ্যবংশে অংশে তার হইল আবির্ভাব।
সঙ্কেত বাড়ুরি নাম অতি প্রাদুর্ভাব॥
সঙ্কেত দুর্ব্বলী পুত্র লোকে পরিচয়।
তাহার পঞ্চমে দেখ দেবী মহাশয়।

একদিন যোগেশ্বর দেবীবরের আলয়ে গিয়াছিলেন. কিন্তু কুলগৌরব নিবন্ধন দেবীবরের অন্ন গ্রহণ করেন নাই. ইহাতেই দেবীবর কুলীন-গণের দোষানুসন্ধান করিয়া মেলবন্ধন করার মনন করেন। এই অসামান্য কার্য্য দৈববল ব্যতীত হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া দেবীবর কামরূপ যাইয়া মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া আরাধ্যা কামরূপেশ্বরী দেবী হইতে স্বাভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মেলবন্ধনকালে একবার যাহাকে যাহা কহিবেন তাহার অন্যথা করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। "একদা যৎবদেদ্ধীমন্নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি" এই নিয়মযুক্ত বর প্রাপ্ত হন।(১) তাহার পর দেবীবর রাঢ়ে বঙ্গে ভ্রমণ করিয়া কুলীনদিগের দোষগুলি নির্ব্বাচন করিয়া কুন্দলাল গাঞি কুলীন-গণের নিষ্কুল বলিয়া প্রচার ও অবশিষ্ট সপ্তগ্রামীণ কুলীনগণকে ৩৬ ভাগে বিভক্ত করেন। দেবীবরকৃত ৩৬ ভাগের সকল কুলীনই দোষযুক্ত। (২) দেবীবরের মতে "দোষ নাই যার কুল নাই তার," ইহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে দেবীবর দোষরহিত কুলীন পান নাই।

১। প্রবাদ এই যে দেবীবর যোগেশ্বরের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহাকে নিষ্কুল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। মেলবন্ধনকালে দেবীবরের মুখ হইতে নিম্নোক্ত শ্লোক নির্গত হইয়া-ছিল।

শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদিচ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলং।

কিন্তু পরে যোগেশ্বরের অনুনয় বিনয়ে তাহার কুল রক্ষা হয়। এই প্রবাদ সত্য হইলে, "একদা যৎবদেৎ ধীমন্নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি" এই বাক্য রক্ষা হয় না। দুইটী প্রবাদ পরস্পর বিসম্বাদী।

২। দোষান্মেলয়তীতিমেলঃ। অর্থাৎ যাঁহারা দোষে মিলিত তাঁহারাই মেলবন্ধনের কুলীন। ইহাতেই দেবীবর কৃত ভাগের নাম মেল হইয়াছে।

বারেন্দ্র এবং রাঢ়ীয় কুলীন কন্যাগণের দুরবস্থা, কুলীনগণের মূর্খতা এবং দৌরাত্ম্য দেখিয়া, ইতিহাসানভিজ্ঞ লোকেরা বল্লাল-সেনের দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ধরিতে গেলে বল্লাল সেনের অভিপ্রায় অতি মহৎ ছিল, তিনি কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপক প্রথম ব্যক্তি নহেন। ধরাশূর এবং বল্লালসেনের স্থাপিত মর্য্যাদা স্বতন্ত্র প্রণালীর ছিল। উদয়নাচার্য্য বারেন্দ্রকুলের, দেবীবর রাঢ়ীয় কুলের, কৌলীন্যমর্য্যাদার উৎকর্ষসাধন করিতে গিয়া, উহাকে সভ্য সমাজের ঘৃণার্হ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করিয়া রাঢ়ীয় কুলীনকন্যাদিগকে চিরদিনের নিমিত্ত দুঃখিনী করিয়াছেন। মেলবন্ধন হইয়া সার্ব্বদ্বারিক বিবাহ রহিত হওয়াতে উপযুক্ত পাত্রাভাবে কুলীন কন্যাগণ অনেকেই অবিবাহিতাবস্থায় যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। দেবীবরের জন্যেই অনেক স্থানে ষষ্ঠিবর্ষ বয়স্ক বরে এক সময়ে ৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা ৮।১০ টী কন্যা সমর্পিতা হয়। দেবীবর কুলীন সমাজকে রসাতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। যাহাতে সমাজের উন্নতি না হইয়া অধোগতি হয়, এমত নিয়ম না করাই উত্তম কর্ম্ম। কুলীনেরা ইহা বুঝিতে পারেন না যে দেবীবর তাহাদিগের নিমিত্ত ঘোরতর নরক প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন এবং ইহ-কাল পরকাল খাইয়াছেন। মেলদুর্গভঙ্গ এবং পালটী প্রথা উঠিয়া না গেলে রাঢ়ীয় কুলীনগণের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। প্রাচীন ঘট-কেরাও দেবীবর কৃত মেলবন্ধনের নিন্দা করিয়াছেন নিম্নলিখিত পয়ার পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবেক।

চৈয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
রঘো বেটা মোটাবুদ্ধি ঘটে করে থাম ॥
কাণাছোড়া বুন্ধেদড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধর যারে করে সাথ ॥
তিনজনে তিনপথে কাঁটাদিল শেষ।
ন্যায়স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দাহাতে গত ॥
শচীছেলে নিমেবেটা নষ্টমতি বড়।
মাতা পত্নী দুইত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড় ॥
এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধূম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্দ্ধূম ॥
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে ॥
সেই ছোড়া মনে করে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ ॥
দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীনপুত্র কুলে হয় সার ॥

দেবীবর ঘটক বিশারদ কৃত ৩৬ মেলের এবং মেলবন্ধের কুলীনের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

মেলের নাম	যে কুলীনে মেলবন্ধ হয়	মেলের নাম	যে কুলীনে মেলবন্ধ হয়
১। ফুলিয়া	গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য	১৯ শ্রীবর্দ্ধনী	মুখ শ্রীবর্দ্ধন
২। খড়দহ	যোগেশ্বর পণ্ডিত	২০ শতানন্দখানী	মুখ শতানন্দ খাঁ
৩। বল্লভী	বল্লভাচার্য্য	২১ ছয়ী	খুইনার চট্টছয়ী
৪। সর্ব্বানন্দী	সর্ব্বানন্দ বন্দ্য	২২ আচম্বিতা	মুখপালিত
৫। পাণ্ডিত রত্নী	দেবকীনন্দন মুখৈটি	২৩ দশরথ ঘটকী	মুখদশরথ ঘটক
৬। বাঙ্গাল	মকরন্দচট্ট	২৪ শুভরাজখানী	আখণ্ডলবংশ মাধব শুভরাজ খাঁ
৭। সুরাই	পূতিতু ও পরমানন্দ ঘটকর্	মালাধরখানী	মালাধর খাঁ মুখৈটি
৮। আচার্য্যশেখরী	বন্দ্যাত্রি ।।চনাচার্য্য	৬। রাঘব ঘোষালী	রাঘব ঘোষাল
৯। গোপাল ঘটকী	মুখৈটি পাল ঘটক	৭ দেহাটি	চট্টদেহাটা শ্রীপতি
১০। চট্টরাঘবী	রাঘব চট্ট	৮ নরিয়া	গঙ্গাধর গাঙ্গুলী
১১। বিজয়পণ্ডিতী	বিজয় পণ্ডিত	কাকুস্থী	চৈতন কাকুস্থ
১২। মাধাই	মাধব বন্দ্য	ধরাধরী	ধরাধর ঘোষাল
১৩। বিদ্যাধরী	চট্ট অবসথী বি	রায়ী	কাঞ্জিলাল শতানন্দ
১৪। পারিহাল	অবসথী চট্ট রাঘ	ভৈরব ঘটকী	বন্দ্যভৈরব ঘটক
১৫। শ্রীঅঙ্গভট্টী	পূতিতুণ্ড শ্রীঅঙ্গ	৩৩ পরমানন্দ মিশ্রী	বন্দ্য পরমানন্দ মিশ্র
১৬। প্রমোদনী	মুখৈটি জিতামিত্র	সুঙ্গসর্ব্বানন্দী	সুঙ্গবংশীয় মুখ সর্ব্বানন্দ
১৭। বালী	অবসথীচট্ট কেশব	হরিমজুমদারী চান্দাই	চট্ট নৃসিংহ বংশীয় হরিমজুমদার
১৮। চন্দ্রপতি	মুখৈটিচন্দ্রপতি		

উপরি উক্ত ৩৬ মেলের মধ্যে যে যে মেলে ন্যূন দোষ দৃষ্ট হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য, তদনুসারে ফুলিয়া ও খড়দহ মেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদি ফুলিয়া মেলের ধান্ধা দোষও গুরুতর দোষ না হয় তাহা হইলে গুরুতর দোষ কাহাকে বলে তাহা বুঝা যায় না। উক্ত ৩৬টী মেল আর বার ভাগ, যুথ, থাক, এই তিন নামে বিভক্ত হইয়া যথাসম্ভব ঐ সকল মেলের ভাগ হইয়াছে। যিনি দোষাদির বিবরণ জানিতে চাহেন তিনি মেলমালা গ্রন্থ দৃষ্ট করিলেই জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক মেলের বিবরণ লিখিতে হইলে বহু কুলীনের কুল বিবরণ এবং শতাধিক দোষের ইতিবৃত্ত লিখিতে হয়, কুলবিষয়ক সাধারণ ঐতিহাসিক এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্থান হইতে পারে না। ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, এই ৪ মেলই প্রসিদ্ধ অতএব সংক্ষেপতঃ ঐ ৪ মেলের বিবরণ লিখিত হইল।

ফুলিয়া মেল।

নাধা, ধান্ধা, বারুইহাটী, আর মুলুকজুরি।
কুলের প্রধান তাতে পড়ে হুড়হুড়ি॥

নাধা, ধান্ধা, বারুইহাটী এবং মুলুকজুরি দোষে ফুলিয়া মেল বদ্ধ হইয়াছে।

নাধাদোষ।

নাধানিবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়গণ বংজশ ছিলেন, গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর ভট্টাচার্য্য নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের কন্যা গ্রহণ করেন তাহাতে তাহার কুলভঙ্গ হয়। পরে ঘটকেরা যুক্তি করিয়া নাধার বন্দ্যগণকে মাসচটক নামে শ্রোত্রিয় করিয়া

দিলেন ; ইহাতেই মাসচটক শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কেহ কেহ মার্জ্জিত শ্রোত্রিয়। ইহাতে মনোহরের কুলরক্ষা হইল কিন্তু কুলে নাধা দোষ জন্মিল। পরবর্ত্তী ঘটকেরা কহেন মনোহরের বিবাহের পর নাধার বন্দ্যগণ ভঙ্গ হইয়াছিলেন। (১)

ধান্ধাদোষ।

অনূঢ়া শ্রীনাথসুতা ধন্ধঘাট স্থলগতা।
হাসাই থানাদারেন যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্ধস্থান গতা কন্যা শ্রীনাথ চট্টজাত্মজা।
যবনেন চ সংপৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেনবৈ॥
নাথাই চট্টের কন্যা হাসাই থানাদারে।
সেই কন্যা বিভা কৈল বন্দ্য গঙ্গাধরে॥

শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুইটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল. তাহারা ধান্ধা নামক খালে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। হাসাই থানাদার নামা জনৈক যবন ঐ দুই কন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া বলাৎকার করে। তাহার এক কন্যা কংসারি তনয় পরমানন্দ পুতিতুণ্ড, আর এক কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন, ইহার নাম ধান্ধাদোষ। ক্রমে আদান প্রদান সংস্পর্শে ধান্ধাদোষ সংক্রামক হইয়া গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য মুখোপাধ্যায়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এই ধান্ধা দোষ গোপন করিবার নিমিত্ত কুলাজ্ঞরা বহু চেষ্টা করিয়াছেন। যথা—

১। মনোহর বিয়ে করে নাধার বাড়ুরী।
পরে কুলে ভেঙ্গে হয় সৌধার আকুড়ি।
এই সব দোষ যদি যথার্থ হইত।
চারি মেলে কুল আর কোথায় থাকিত।

পঞ্চগুণ সিন্ধু পুন ইন্দু তাহে ধরি
মেলকুল শুন তার নিবেদন করি
যথা যার স্থিতিতার দোষ বলি পাছে
ফুলে মেল তাহে শেল খর্দ্দ দোষ আছে
হেতু তার শুন সার ধনোয় সন্ততি
ব্যাসবংশ গরিষ্ঠাংশ শ্রীনাথ চাটুতি
তার সুতা রূপযুতা উর্ব্বশীর প্রায়
যত সখী সবে ডাকি স্নান হেতু যায়
ভৃগুবারে তাহে আর দশদণ্ড কালে
সখীসঙ্গে নানারঙ্গে যায় ধাক্কা খালে
ধাক্কাখালে যাইয়া স্নান করে সখিগণে
হেনকালে কাল ঘন উদিত গগণে
বিন্দুপাত তার সাত পঞ্চলা সঞ্চারি
কাদম্বিনী করে ধ্বনি শুনি চমকারি
বৈশাখেতে পশ্চিমেতে ঝড়ের আলয়
ঝড় জোর হইল ঘোর হইল প্রলয়
উড়েপ্রাংশু, সহস্রাংশু ঢাকিল সত্বরে
ঘোরদায় আঁখিতায় প্রকাশিতে নারে
ত্বরাকরি যত নারী যায় নিজালয়
এই হেতু পথভ্রমে চট্টসুতা রয়
তদা আশা করি বাসা হাসাই থানাদার
ঘাটেকর সাথে ডর নাহিক কাহার
হাসা নাম তার ধাম নিকটে পাইল
চট্টসুতা সেই স্থানে আশ্রয় লইল
খাটীপরি বাতাধরি ছিল ক্ষণকাল
সেই হইতে চট্টসুতে ঘটিল জঞ্জাল
পুনর্ব্বার গৃহে তার চট্টসুতা যায়
ব্যাজ দেখি যত সখী কাব্য কথা কয়
আইলা আইস বৈস বৈস বুঝিলাম ঐ
ছলকরি থানাদার ভেটি আইলা সৈ
তাহা শুনি কাণাকাণি বিপক্ষেতে করে
এদেশ ওদেশ অন্য দেশেতে সঞ্চরে
সেই হইতে বিপক্ষেতে ধাক্কা ধাক্কা কয়
কিন্তু জানি মিশ্রমানি পরমার্থ নয়।
সেই হইতে চট্ট নাথু দোষী ধাক্কাদোষে
বসি ভাবে কিবা হবে কেহ না সম্ভাষে
তবে ধীর করে স্থির করিয়া সন্ধান
কংসারিরে কন্যা দিয়ে চতুর্ভুজে যান
সহোদর পুত্রবর দিলা পুতিরাজ
চট্ট যে যে কন্যাদিয়ে করে নিজ কায। (১)

বারুইহাটী দোষ।

বারুইহাটী গ্রামবাসীদের অন্ন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের জাতিপাত হইত। কাচনার মুখৈটি অর্জ্জুন মিশ্র ঐ গ্রামে ভোজন করিয়া বারুই-হাটী দোষগ্রস্ত হন। আদান প্রদান সংস্পর্শে উহা গঙ্গানন্দে আইসে।

১। আকাডাঙ্গানিবাসী রামহরি ন্যায়ালঙ্কারকৃত মেলমালা।

মুলুকজুরি দোষ।

গঙ্গানন্দের ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য সপ্তশতী মুলুকজুরি কন্যা গ্রহণ করিয়া সপ্তশতী ভাবাপন্ন হন, পরে শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা গ্রহণ করেন।

সাগরদিঘার বাড়ুরিগণের এক থাক গয়ঘড় নামে খ্যাত হইয়াছিল। সাগরদিঘার বাড়ুরিগণও যবন দোষে আস্তাড়িত হন। ফুলিয়া মেলের গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুর, সাগরদিঘার গয়ঘড় থাকের কুলীনগণকে নিষ্কৃতি করেন। যথা ;

লবনযবনযোগাৎ সাগরো দগ্ধসারঃ।
কুসুমকুলকুলারিঃ কালকূটঃ কুলারিঃ।
ইতিবিষম সময়ে নীলকণ্ঠোপি কুণ্ঠঃ
গয়ঘড়কুলকেতুঃ কেবলং ত্রাণহেতুঃ॥

অর্থ।

যবনরূপ লবণ দ্বারা সাগরের সারদগ্ধ হইয়াছিল। কুসুমকুলি শ্রোত্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হেতু, সেই কুসুমকুলি সাগরের কালকূট হইয়াছিল, মহাদেব যেমন সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত বিষ পান করিয়া জগত রক্ষা করিয়াছিলেন, এই বিষম সময়ে নীলঠাকুরও তদ্রূপ গয়ঘড়কুলের ত্রাণকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। তিনিই মেলকুল উদ্ধার করেন। (১) গঙ্গানন্দ উপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করেন ইহাতেই মুখৈটিগণের মুখোপাধ্যায় এই উপাধি ব্যবহার হইয়াছে। মুখকুলের উপাধি

১। গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফুলিয়ার সার।
যাহা হইতে মেলকুল হইল উদ্ধার।

দৃষ্টে বন্দ্য চট্ট এবং গাঙ্গুলী ইহারাও উপাধ্যায় শব্দ ব্যবহার করেন ইহাতেই বর্ত্তমান সময় মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় শব্দ দৃষ্টিগোচর হয়—

খড়দহ মেল।

খড়দা ফুলিয়া মেল যুগলং
সম্প্রতি যাতং ফুলিয়া বিমলং।
আদৌ খড়দা ফুলিয়া শেষঃ
খড়দা ফুলিয়া নাস্তি বিশেষঃ॥

ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখৈটি যোগেশ্বর পণ্ডিত, এবং কাশ্যপ গোত্রীয় মধুচট্টকে লইয়া খড়দহ মেলবন্ধন হয়। যোগেশ্বরের পিতা হরি মুখৈটি গড়গড়ি কন্যা গ্রহণ করিয়া নিস্কুল হন। (১) যোগেশ্বর পিপ্পলাই কন্যা গ্রহণ করেন। মধুচট্ট ডিংসাই পরমানন্দ রায়ের কন্যা গ্রহণ করেন। পরমানন্দ কুলনাশক শ্রোত্রিয় ছিলেন, (২) তিনি গৌড়ের বাদশাহের কার্য্যকারক ছিলেন, তাহারই যত্নে ডিংসাই মার্জ্জিত শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হয়. তদবধি সত ডিংসাই, এবং জন ডিংসাই এই দুই ভাগ হয়, সতডিংসাই প্রসিদ্ধ। মধুচট্টের প্রতি যোগেশ্বরের অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, যোগেশ্বর বিপদাপন্ন হইয়া, পরমানন্দ রায়ের অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষাতে মধুচট্টে কন্যা দান করিয়াছিলেন। মধুচট্ট, যোগেশ্বর এবং যোগেশ্বরের ভ্রাতা কামদেব পণ্ডিত ও তাঁহার

১। কেশর পীতমুণ্ডীচ রায়ীগাক্রিশ্চ গড়গড়িঃ।
ঘণ্টেশ্বরী চৌৎখণ্ডীচ কুলভিন্নয়ঃস্মৃতাঃ
যৎকন্যালাভ মাত্রেণ সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

২। মহিন্তা জগদানন্দঃ জদ্ধবাটি গজেন্দ্রকঃ।
ডিতীচ পরমানন্দস্ত্রয়োরায়াঃ কুলান্তকাঃ॥

সন্তানগণ সকলেরই কুলগৌরব হ্রাস হইয়াছিল।(১) মেলবন্ধন হওয়ার পরেও খড়দহ মেলে কাশ্যপ কাঞ্জারি রায়ে আর একটী দোষ ঘটিয়াছে. অজ্ঞাত কুল কোন ব্রাহ্মণ খড়দা মেলের কুলীনে কন্যা দেন, বিবাহ সভাতে কন্যাদাতার পরিচয় জিজ্ঞাসা হওয়াতে, তিনি আপনাকে কাশ্যপ গোত্র কাঞ্জিয়ারি গাঞি বলিয়া পরিচয় দেন। প্রকৃত পক্ষে কাঞ্জিয়াড়ি গাঞিটী, বাৎস্য গোত্রে; ইহাতেই কন্যাদাতা যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ নহেন ইহা প্রকাশ হইয়া উঠে, কুলীন কুলজ্ঞেরা ঐ দোষটী সংগ্রহ করিয়া লইলেন। কাশ্যপ কাঞ্জিয়ারি শ্রোত্রীয়গণ এখন রাঢ়ীয় কুলে মান্য শ্রোত্রিয়, কিন্তু কুলীনের দোষ রহিয়া গেল। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেগেগ্রামবাসী গাঙ্গুলীগণ খড়দহ মেলের আশ্রয় স্থান।

বল্লভী মেল।

রণ্ডপিণ্ডাদি দোষৈরিদানীংযাচ কুলশ্রীঃ সা বল্লভী॥

যে কন্যার, পিতা ভ্রাতা এবং পিতামহাদি, দান করার উপযুক্ত পাত্রে নাথাকে অর্থাৎ যাহার পরিবর্ত্ত হইতে পারেনা তাহাকে রণ্ডপিণ্ড কহে। কুলীনেরা ঐ কন্যা গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করিলে কুল ভঙ্গ হয়। বন্দ্য বল্লভাচার্য্যে রণ্ডপিণ্ড দোষ ঘটিয়াছিল। গঙ্গানন্দ ভট্টা-

১। সত্যবানে দুই সুত নবাই শুভাই।
শুভসুত মধুচট্ট বিবাহ ডিংসাই।
রায়ের দোষে বিষত্যাগে পড়ে সত্যবান।
সেই কালে যোগেশ্বর মধুচট্ট পান।
কামদেব সুতাঃসর্ব্বে দামোদর সুতাবুভৌঃ
যোগেশ্বর সুতা সর্ব্বে মধুদোষেন দূষিতাঃ॥

চার্য্যের পিতা মনোহরের ভ্রাতা দুর্গাবর হইতে বল্লভী মেল বন্ধন হয়। শান্তিপুর বল্লভী মেলের প্রধান স্থান।

সর্ব্বানন্দী মেল।

"সর্ব্বানন্দী মহিন্তয়া।"

মহিন্তা গাঞি ব্রাহ্মণেরা সাধ্য শ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু তাহাদের কন্যাগ্রহণ করিলে কুলীনের কুল ভঙ্গ হইত। মহিন্তা কন্যা গ্রহণ নিবন্ধন সর্ব্বানন্দী মেল হইয়াছে।

বারেন্দ্রকুলে প্রধান কুলীন এবং শ্রোত্রিয়গণ নায়কাখ্যা প্রাপ্ত হন, রাঢ়ীয় কুলে প্রধান কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণ গোষ্ঠীপতি আখ্যা পাইয়া থাকেন। যে কুলীনের এবং শ্রোত্রিয়ের ঘরে কুলীন শ্রোত্রিয়গণ ভোজন করেন, যাঁহারা কুলীনেই কন্যা সমর্পণ করেন, তাঁহারাই গোষ্ঠীপতি।(১) গাঙ্গবংশে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার; মুখবংশে মদন ভট্টাচার্য্য, গন্ধর্ব্বরায়; বন্দ্যবংশে শুভরাজ খাঁ; চট্টবংশে অনন্ত ভট্টাচার্য্য ইহাঁরা প্রাচীন গোষ্ঠীপতি। বারেন্দ্র শ্রেণীতে যেমন অন্যপূর্ব্বাকন্যা গ্রহণ নিন্দার কর্ম্ম এবং গ্রহণ করিলে সমাজে নিন্দা হয়, রাঢ়ীয়কুলেও সেইরূপ ব্যবহার ছিল এবং অদ্যাপিও অনেক স্থলে আছে, অন্যপূর্ব্বা কন্যাগ্রহণ দোষেই সুরাই মেল হইয়াছে।

পিরালি।

রাঢ়ীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পিরালি নামে একটী থাক আছে। পাঁচুড়িয়া দোষাক্রান্ত ব্রাহ্মণেরা যেমন, বারেন্দ্রশ্রেণীর একটী স্বতন্ত্র

১। কুলীনাঃশ্রোত্রিয়াঃসর্ব্বে যস্যান্নং ভুঞ্জতেমুহঃ।
কুলীনায়সুতাং দদ্যা স গোষ্ঠীপতিরুচ্যতে॥

থাকে আছেন, পিরালি দোষযুক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছেন। পিরালি দোষ সঙ্ঘটনসম্বন্ধে তিনটী প্রবাদ আছে। প্রথম যথা, যশোহর জেলার অন্তঃপাতী গ্রাম বিশেষের কোন এক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কন্যাকে পিরালি নামা জনৈক রাজকর্ম্মচারী হরণ করিয়া লয়। ব্রাহ্মণ উক্ত কন্যাকে গ্রহণ করাতে পিরালি দোষে আক্রান্ত হন। (১) দ্বিতীয় যথা, পিরালিনামা জনৈক রাজকর্ম্ম-চারীর অধীনে কোন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ চাকর ছিলেন। ব্রাহ্মণের অখাদ্য মাংসাদিজাত ব্যঞ্জনাদির ঘ্রাণ ব্রাহ্মণের নাসিকাতে প্রবেশ হয়; তাহাতেই "ঘ্রাণেনাপ্যর্দ্ধভোজনং" সূত্র ধরিয়া সমাজস্থ লোকেরা ব্রাহ্মণকে পিরালি দোষে আস্তাড়ন করেন। (২) তৃতীয় যথা, পিরালিনামা জনৈক যবন নিকটে একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ চাকর ছিল; পিরালি, ভৃত্য ব্রাহ্মণকে ভাল বাসিতেন। এক দিন উত্তম আম্র পিরালির নিকট আনীত হইলে; পিরালি আম্রের ঘ্রাণ হইয়া তাহার কতিপয় ভৃত্য ব্রাহ্মণকে দেন। আঘ্রাত আম্র ভুক্তাবশিষ্ট তুল্য, ঘ্রাণ লইলে অর্দ্ধেক ভোজন হয়, অতএব যবন কর্ত্তৃক আঘ্রাত আম্র লইতে ব্রাহ্মণ অস্বীকৃত হন, ইহাতে পিরালি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের উপর দৌরাত্ম্য ও তাহার জাতিধ্বংস করেন। সামাজিক লোক কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ পরিত্যক্ত না হওয়াতে সকলেই পিরালি দোষে আস্তাড়িত হন।

বারেন্দ্রশ্রেণীর কুতবখানী অবসাদ ও ভট্টাঘাত, এবং রাঢ়ীশ্রেণীর ধান্ধা দোষগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সমাজে চলন হইয়াছেন; কিন্তু পিরালি দোষ বজ্রলেখ সদৃশ হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে অনুভব হয় কুতব খানী অব-

---

১। বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের প্রমুখাৎ শ্রুত।

২। রাঢ়ীশ্রেণীর মেলমালাতে এই দ্বিতীয় প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়াই "ঘ্রাণমাত্রে পির-আলি দোষে সর্ব্বজন" লিখিত হইয়া থাকিবে।

সাদ, ভট্টাঘাত এবং ধাক্কা দোষ হইতে পিরালি দোষ গুরুতর দোষ হইবে। কোন্ সময়ে পিরালি দোষ সঙ্ঘটন হয় তাহার নিশ্চয় নাই। যশোহর জেলার অন্তঃপাতী বাগেরহাট সবডিবিজনের অনতিদূরে খানজাহান আলির কব্বরের নিকটে মহম্মদ তাহেরের একটী ক্ষুদ্র কব্বর আছে। মহম্মদ তাহের খানজাহান আলির দেওয়ান অথবা রাজস্ব মন্ত্রী এবং তিনি ধর্ম্মচ্যুত ব্রাহ্মণ এবং পিরালি নামে খ্যাত ছিলেন। (১) খানজাহান আলির কব্বর ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে। (২) অতএব পিরালি ৪৫০ বৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। যশোহর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগণা পিরালির আদিস্থান। সম্ভবতঃ এই পিরালি হইতে পিরালি দোষের সূত্র হইয়া থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ৪৫০ বৎসরের পূর্ব্বে পিরালি দোষ ঘটিয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও পিরালি দোষের নিষ্কৃতি হইতেছে না। বিবাহ সম্বন্ধে ক্রমেই পিরালির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর গোষ্ঠীর পূর্ব্ব পুরুষ জগন্নাথ নামা ব্যক্তি, ইশপ্‌পুর নিবাসী সুধারাম নামা পিরালি ব্রাহ্মণের কন্যা গ্রহণ করাতে ঠাকুর বংশীয় ব্যক্তিগণও পিরালি দোষে আক্রান্ত হইয়াছেন (৩)।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৪ আইনের ৭ ধারাতে বিধান হইয়াছিল পিরালিরা জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ঐ ৭ধারাতে

( ) Statistical accounts of Bengal by Dr Hunter vol II page 230.

(২) ,, ,, ,, ,, page 228.

(৩) ভট্টনারায়ণাচ্চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধস্তন পুরুষো জগন্নাথেতি সংজ্ঞিতঃ। সতুপৈত্র ...নবপহায যশোহর নগরে বাসঞ্চকার। তেনহি ইশপপুর নিবাসিনঃ সুধারামনামধেয়স্য ...স্যচিৎ কলঙ্কিত বিপ্রস্য দুহিতরং পরিণীয় ঠাকুরবংশগণাঙ্কে কলঙ্ক আরোপিতঃ।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রকাশিত বেণীসংহার নাটকের পত্রিকা।

যে তালিকা সংযোগ আছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় (১) নটী অথবা কসবি (২) কুলাল অথবা শুঁড়ি (৩) মাছুয়া (৪) নমশূদ্র অথবা চণ্ডাল (৫) ঘুসকি (৬) গাজুর (৭) বাগদি (৮) জুগি অথবা নুরবংশ (৯) কাহার বাউরি এবং দুলিয়া (১০) রাজবংশী (১১) পিরালি (*Peerally*) (১২) চামার (১৩) ডোম (১৪) পান (১৫) তিওর (১৬) ভুইমালী (১৭) হাড়ি ইহারা সকলেই জগন্নাথ মন্দিরে যাইতে বারিত হন। এই পিরালি এবং ব্রাহ্মণ পিরালি এক কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। ৭ধারাতে লিখিত আছে,"নিম্ন লিখিত নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ জগন্নাথ মন্দিরে যাইতে পারিবেন না।"(১) ব্রাহ্মণ পিরালিরা নীচজাতীয় নহেন। বিশেষতঃ ১৮০৯ সালে কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠীর ব্যক্তিগণ গণ্য মান্য ছিলেন। তাঁহারা হাড়ি,ডোম,চণ্ডালাদির সহিত একত্রে জগন্নাথ মন্দিরে যাইতে নিষেধিত হইবেন ইহা সম্ভব নহে। অতএব ৭ধারার লিখিত পিরালি শব্দে কোন স্বতন্ত্র নীচ জাতি বুঝাইতে পারে। যদি ব্রাহ্মণ পিরালিদিগকে লক্ষ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে আইন কর্ত্তাদের ভুল হইয়াছিল। ১৮১০ সালের ১১ আইন দ্বারা উপরি উক্ত তালিকা সংশোধন করিয়া পিরালির নাম তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ আইন দ্বারা ১৮০৯।৪ আইন ও ১৮১০। ১১ আইন সমগ্র রহিত হইয়া গিয়াছে।

Pangtirthees

(১) Fourth class or ~~punitirthees~~ comprehending the following description of persons of low caste who are not permitted to enter the temple
Section 7 of Regulation IV of 1809.

অষ্টম অধ্যায়।

বৈদিক বিবরণ।

বাঙ্গলা দেশে বৈদিক উপাধিধারী বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস আছে।—শ্রীহট্ট ত্রিপুরা চট্টগ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরাও বৈদিক আখ্যাত, অথচ দাক্ষিণাত্য কি পাশ্চাত্য বৈদিক দলভুক্ত নহেন। এই অধ্যায়ে কেবল পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক বিবরণ লিখিত হইল।

পাশ্চাত্য বৈদিক।

আদিশূরের রাজত্বের পরে এবং বিজয় সেনের রাজত্বের পূর্ব্বে পূর্ব্ববাঙ্গলাতে শ্যামলবর্ম্মা নামে জনৈক রাজার অধিকার ছিল। শ্যামলবর্ম্মা আপনাকে চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (১) তিনি কাশীর অধিপতি জয়চন্দ্রের সুশীলা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ

১। বাঙ্গলাদেশে আদিশূরের রাজত্বের পর বোধ হয় তাঁহার বংশীয় অপর নৃপতিগণ হীনতেজা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্যামলবর্ম্মা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরে বিজয়সেন কর্ত্তৃক তাঁহার অথবা তাঁহার অন্বয়জাত নৃপতির রাজ্য লোপ হইয়াছে। ইহাতেই শ্যামলবর্ম্মার নাম ও রাজত্ব বিবরণ সাধারণে প্রকাশ নাই। যশোধরকে ভূমিদান করাতে এবং পাশ্চাত্য বৈদিকদিগকে বাঙ্গলাতে বসতি করানে তাঁহার নামমাত্র রক্ষা হইয়াছে।

করেন। শ্যামলবর্ম্মার প্রাসাদোপরি গৃধ্র পতিত হওয়াতে ঘোর উপদ্রব উপস্থিত হয়, অনুগৌড়স্থিত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শান্তি করাতে উপদ্রব শান্তি হইল না। ইহাতে রাজা সস্ত্রীক হইয়া শ্বশুরালয় কাশীতে যান এবং তথাতে এক বৎসরকাল বাস করিয়া বারাণসীর পশ্চিম কর্ণাবতী সমাজের যশোধর নামা বিপ্রকে সঙ্গে করিয়া ১০০১ শকাব্দে আপন রাজধানীতে আইসেন। যশোধর, শান্তি-করণে সমুদয় উপদ্রব রহিত হয়; তাহাতেই শ্যামলবর্ম্মা যশোধরকে সামন্তসার গ্রাম নিষ্কর দান করিয়া তাম্রশাসন লিখিয়া দেন। উক্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি এই অধ্যায়ের শেষে সংযোগ করা গেল।

যশোধরবংশীয়গণ কহেন, যশোধর মন্ত্রবলে গৃধ্র আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তন্মাংস দ্বারা যজ্ঞ করিয়া পুনরায় সেই গৃধ্রকে জীবিত করিয়াছিলেন। (১) ঐরূপ শান্তিতে সমুদয় উপদ্রবের উপশম হইল। ইহাতে শ্যামলবর্ম্মা রাজা যশোধরকে তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে অনুরোধ করেন। যশোধর একা বঙ্গদেশে বাস করিতে অসম্মত হন, তাহাতে নৃপতি আরও ৪ জন ব্রাহ্মণ আনিতে অনু-রোধ করাতে,যশোধর স্বয়ং দেশে যাইয়া স্ত্রী-পুত্রাদি সহিত, শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় সামবেদী বেদগর্ভ, বশিষ্ঠ গোত্রীয় সামবেদী গোবিন্দ দেব, সাবর্ণগোত্রীয় সামবেদী পদ্মনাভ, ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী জিত-মিশ্র এই বিপ্রচতুষ্টয়কে আনয়ন করেন এবং আপনিও স্ত্রী-পুত্রাদি

১। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে লিখিত আছে আদিশূরের আহ্বানমতে কান্যকুব্জ হইতে যেসকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাঁহারা অর্ঘ্যদান করিয়া শুষ্ক বৃক্ষকে পল্লবিত করিয়াছিলেন। যশোধরও রাজার আহূত, তিনি মৃত শকুনকে জীবিত করিতে না পারিলে তাঁহার সম্মান কি প্রকারে রক্ষা হয়?

সহিত আইসেন। শ্যামলবর্ম্মা, তিন পুত্রসহ বেদগর্ভকে আখরা মধ্যভাগ, পানকুণ্ড ; চারি পুত্রসহ আগত গোবিন্দ দেবকে জোয়ারি, গৌরালি, আলাধি, দধীচি গ্রাম ; তিন পুত্রসহ আগত পদ্মনাভকে শান্তুক, ব্রহ্মপুর, মরীচি গ্রাম ; তিন পুত্রসহ আগত জিতমিশ্রকে চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ এবং কোটালিপাড়া গ্রামের ভূমি দান করিয়া তত্তৎ স্থানে উহাঁদের বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। যশোধর শাকুন সত্রের দক্ষিণাস্বরূপ সামন্তসার গ্রাম প্রাপ্ত হন। বেদগর্ভ আখরা গ্রামে, গোবিন্দ দেব গৌরালি গ্রামে, পদ্মনাভ শান্তুক গ্রামে, জিতমিশ্র নবদ্বীপে, যশোধর সামন্তসার গ্রামে বসতি করেন। কাল-ক্রমে ঐ সকল ব্যক্তির অভাব হইলে, বংশবৃদ্ধি নিবন্ধন তাহাদের সন্তানেরা জোয়ারি, গৌরালি, আলাধি, পানকুণ্ড, আখরা, মধ্যভাগ, শান্তুক, ব্রহ্মপুর, দধীচি, মরীচি, সামন্তসার, চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, কোটালিপাড়া, এই চতুর্দ্দশ গ্রামে বসতি করিলেন। কালে ঐ ১৪ খানি গ্রাম পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের সমাজ বলিয়া খ্যাত হইল (১)।

সামন্তসার গ্রাম সম্প্রতি ফরিদপুর জেলার অধীন। চান্দরায় যশোধর বংশীয় গৌরীচরণ সমাজদারকে পৌরহিত্য কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা করেন, শূদ্রযাজন করিতে গৌরীচরণ অস্বীকৃত হওয়াতে চান্দরায় কর্ত্তৃক নবাবির আমলে সামন্তসারের করাবধারণ হয় (২)। আখরা গ্রাম ফরিদপুরের মধ্যে ছিল ; নদীভঙ্গ হইয়াছে। পানকুণ্ড

১। আদৌ জোয়ারি গৌরালিঃ আলাধিঃ পানকুণ্ডকঃ।
আখরা মধ্যভাগশ্চ শান্তুকুব্র ্ক্ষপুরকঃ॥
দধীচি মরীচিগ্রামৌ তথা সামন্তসারকঃ।
চন্দ্রদ্বীপো নবদ্বীপঃ কোটালিপাড়এবচ॥
এতে সামাজাঃ পাশ্চাত্য বৈদিকানাং বিশেষতঃ॥

২। অদ্যাপিও সামন্তসার যশোধরবংশীয় সমাজদারগণের অধিকারে আছে। নবাবি আমলে করের নির্দ্ধারণ হওয়াতে দশশালা বন্দোবস্ত কালীন কর ধার্য্য হইয়াছে।

মাণিকগঞ্জ সবডিবিজনের অধীন, মধ্যভাগ কোন স্থানে ছিল তাহার নিশ্চয় নাই। বেদগর্ভ বংশীয় হরিদেব নামা ব্যক্তি যবনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঐ তিনখানি গ্রাম অধিকার করেন, সেই হইতে বৈদিককুলে শাণ্ডিল্য গোত্রের রাজদত্ত ভূমির লোপ হইয়াছে। জোয়ারিগ্রাম রাজসাহি জেলার অন্তর্গত, মুসলমানগণের অধিকার সময়ে জোয়রি গ্রামে বৈদিকগণের স্বামিত্ব স্বত্ব রহিত হইয়াছে। গৌরালি গ্রাম এখনও সামন্তসারের ন্যায় সকর ভোগ হইতেছে। আলাধি, দধীচি, ব্রহ্মপুর, মরীচিগ্রাম নদীভঙ্গ। শান্তকুগ্রাম ফরিদপুরের মধ্যবর্ত্তী; তাহারও করাবধারণ হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, কোটালিপাড়া, স্বনাম খ্যাত।

জিতমিশ্রের তিনপুত্র, তন্মধ্যে দুই পুত্রের বংশাভাব, অন্যতমের বংশে জগন্নাথ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রথীতর গোত্র-সম্ভুত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিষ্ণুদাসের ভগিনী শচীদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জগন্নাথের ঔরসে শচীর গর্ভে, বিশ্বম্ভর এবং বিশ্বরূপ নামা দুই পুত্রের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ বিশ্বরূপের নামই গৌরাঙ্গ। চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কহেন, জগন্নাথ শ্রীহট্ট-নিবাসী ছিলেন, গঙ্গাবাস নিমিত্ত নদীয়াতে বাস করেন।(১) কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস কাটোয়ার নিকট ঝামটপুরে ছিল। জগন্নাথ এবং বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর ১৪৯৫ হইতে ১৫০৫ শকের মধ্যে তিনি চৈতন্য

১। শ্রীহট্ট নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান॥
সপ্তমিশ্র যার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর।
জনার্দ্দন জগন্নাথ ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈলা জগন্নাথ॥

চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ১৩ পরিচ্ছেদ॥

চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। চৈতন্যের পিতামহের নিবাস-ভূমির বিবরণ তিনি শুদ্ধমতে জানিতেন কি না তাহা সন্দেহ। পাশ্চাত্য বৈদিকেরা শ্রীহট্টে বসতি করিয়াছিলেন না। কৃষ্ণদাসের উক্তি হইতে গৌরাঙ্গের পিতামহের পরিচয় পক্ষে কুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমধিক মান্য। চন্দ্রদ্বীপ এবং কোটালিপাড়া গ্রামে বিশ্বরূপের পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথ তাহার অন্যতর গ্রাম হইতে গঙ্গাবাসনিমিত্ত নদীয়াতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস উহার অন্যতর গ্রামকে শ্রীহট্টের অন্তর্গত বিবেচনা করিয়া থাকিবেন। গঙ্গাতীরবাসী লোকদের সংস্কার এই বাঙ্গালেরা সকলেই একখানে বসতি করে এবং শ্রীহট্টই বাঙ্গালদের বাসস্থান।

উপেন্দ্র মিশ্রের অপর ছয় পুত্রের বংশাভাব। চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ বিশ্বম্ভর সংসারাশ্রম ত্যাগ ও দণ্ডগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম সময়ে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। (১) অভিনবজাত শিশুর নিমাই নাম রাখা হয় (২)। অন্নপ্রাশনকালে বিশ্বরূপ নামকরণ

১। চৌদ্দশত সাতশক মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ।
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চৈঃ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ।
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন।
এত বলি রাহু, চন্দ্রে করিলা গ্রহণ।
চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১৩ পরিচ্ছেদ।

২। শাকিনী ডাকিনী হইতে, শঙ্কা উপজিল চিতে—
ভয়ে নাম থুইলা নিমাই। ঐ

হইয়াছিল, গৌরাঙ্গ ছিলেন, এজন্য গৌরাঙ্গ নামও প্রসিদ্ধ। সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম হইয়াছিল। বিশ্বরূপ বাল্য-কালে অতিদুরন্ত ছিলেন ; পঠদ্দশাতে কৃষ্ণপ্রেমের পথিক হন। প্রথমে বল্লভাচার্য্যের লক্ষ্মী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত ছিলেন। বিশ্বরূপ তন্ত্রোক্ত হিংসা এবং মদ্যপান উঠাইবার এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের উদ্যোগী হন ; অদ্বৈতাচার্য্য এবং নিত্যানন্দ তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ গয়াধামে গমন করিয়া ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষিত হন। পরে ১৪৩১ শকে মাতার অজ্ঞাতে কাটোয়াতে যাইয়া কেশব ভারতী নামা জনৈক দণ্ডীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন।

চৈতন্য, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, উড়িষ্যা এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করিয়া বহুতর ব্যক্তিকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া-ছিলেন. অনেক বৌদ্ধও বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। চৈতন্যের অনুগ্রহে জনৈক মোসলমান. বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া হরিদাস ঠাকুর নাম প্রাপ্ত হন, এবং অন্যান্য হিন্দু বৈষ্ণবগণের সহিত আহার বিহার করিতেন। রূপ, সনাতন দুই ভ্রাতা গৌড়ের বাদসাহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, যবন সংসর্গে তাঁহারা পতিত ও ম্লেচ্ছধর্ম্মী হন এবং তাঁহাদের দবিরখাস এবং সাগর মল্লিক নাম হয়, তাঁহারাও চৈতন্যের প্রসাদে বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া. গোস্বামী পদ পাইয়াছিলেন। (১)

১। "হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন। জগন্নাথ মন্দিরে না যান তিন জন॥" চৈতন্য চরিতামৃতের এই লিখা এবং চৈতন্য চরিতামৃতোক্ত, রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর "ম্লেচ্ছ সঙ্গী ম্লেচ্ছ ধর্ম্মী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম। গো ব্রাহ্মণ দ্রুহি সঙ্গে আমার সঙ্গম॥" পরি-

চৈতন্য বয়োবৃদ্ধি সহকারে প্রেমোন্মত্ত হইয়া শেষবার যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যান, তখন প্রেমোন্মত্ততা নিবন্ধন জলে চন্দ্রের রশ্মি দেখিয়া, কৃষ্ণ, যমুনাতে জল ক্রীড়া করিতেছেন এই ভ্রমে জলে ঝাঁপ দেন। পরদিন ধীবরের জালে তাঁহার মৃত দেহ উঠিয়াছিল। যেমন ক্রুশাঘাতে যীশুখৃষ্টের প্রাণবিয়োগ হইলেও তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জীবিত দেখিয়াছিল, তদ্রূপ চৈতন্যের শিষ্যগণও ধীবরজালোত্থিত মৃতদেহে চৈতন্যের জীবন থাকা দৃষ্টি করিয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের সংস্কার এই চৈতন্য জগন্নাথের দেহে লীন হইয়াছেন। ১৪৫৬ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে চৈতন্যের মানবলীলা সম্বরণ হয়। (১)

চৈতন্যদেব, বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিয়া অদ্যাপ তিনি চিরজীবিতের ন্যায় লোকস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি সংস্কৃতভাষা ও দর্শনাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট, শ্রীপাদ গোস্বামী রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন বন্দ্যের, সহিত একত্রে বিদ্যা শিক্ষা করেন।

চয়োক্তি দৃষ্টে, অনেকেই অনুমান করেন, রূপ সনাতন যবন অর্থাৎ মুসলমান কুলোৎপন্ন। জীব গোস্বামীকৃত বৈষ্ণব তোষিণী গ্রন্থে রূপ এবং সনাতনের বংশাবলী লিখিত আছে। তদনুসারে তাঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত। জীব গোস্বামী, রূপ সনাতনের ভ্রাতা বল্লভের পুত্র। শ্রীকান্ত রায়, রূপসনাতনের ভগিনীকে বিবাহ করেন। বাদশাহের চাকুরি করাতে যবন সংসর্গে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইবাতে, জগন্নাথ মন্দিরে রূপ সনাতনের যাইবার অধিকার ছিল না।

১। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পৃথিবীতে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি।
চৌদ্দশত সাতশকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান।

আদি খণ্ড ১৩ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যের শিষ্যগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার (১) নিত্যানন্দকে বলরামের, অদ্বৈতকে শিবের অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। (২) চৈতন্য বিষ্ণু অবতার ইহা প্রমাণ নিমিত্ত অনন্ত সংহিতা, গৌরগণোদ্দেশ নামা সংস্কৃত গ্রন্থ তৎ সমকালেই লিখিত হইয়াছে। অনন্ত সংহিতাতে চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি চৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের নামও দৃষ্ট হয়। বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্য ভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভাষা গ্রন্থ সকল কিছু পরে প্রস্তুত হইয়াছে।

অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামিগণ এবং অন্যান্য গোস্বামী অধিকারী বৈষ্ণব প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মোপজীবী ব্যক্তিগণের নিকটে চৈতন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া মান্য। বৈষ্ণবেরা যেমন অনন্ত সংহিতাদি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া চৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেইরূপ অন্যপক্ষীয় ব্যক্তিগণ কহেন, রত্নাকর তন্ত্রে লিখিত আছে যে মহাদেব দ্বারা নিহত ত্রিপুরাসুর শিবধর্ম্ম বিনাশের নিমিত্ত আত্মাকে তিন ভাগ করিয়া কলিতে প্রাদুর্ভূত

১। শ্রুত্বাতু কলিধর্ম্মাংস্তান্ ব্রহ্মলোকপিতামহঃ।
সর্ব্বলোক হিতার্থায় প্রোবাচ মধুসূদনং॥
ভবিষ্যতি কলৌ কেনোপায়েন ধর্ম্মপালনং।
ভক্তিমার্গস্থিতিঃ কর্ম্মাস্তদ্বদস্ব জগদ্গুরো॥
শ্রীভগবানুবাচ
অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজ গণৈঃসহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বধুর্ণী পরিবারিতে। অনন্ত সংহিতা।

২। নিত্যানন্দো ভক্তরূপো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ
ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যশ্রীসদাশিবঃ। গৌরগণোদ্দেশঃ।

হইয়াছিল, প্রথমাংশ শচীগর্ভে প্রবেশ করিয়া গৌরাঙ্গরূপে জন্ম-গ্রহণ করে, দ্বিতীয়াংশ নিত্যানন্দ, তৃতীয়াংশ অদ্বৈতরূপ ধারণ করিয়াছিল। (১) অনন্ত সংহিতার লেখাও যতদূর প্রামাণিক, তন্ত্র রত্নাকরের লেখাও সেইরূপ প্রামাণিক। কিছুদিন হইল চৈতন্য অবতার ও তাহার পূজাদির প্রমাণার্থে কুলার্ণবীয় ঈশান সংহিতা নামে একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। সম্প্রতি নবদ্বীপনিবাসী স্মার্ত্তবর ব্রজনাথ বিদ্যারত্নও চৈতন্যকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। চৈতন্য দণ্ড গ্রহণ করাতে পাশ্চাত্য বৈদিক কুলে সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রের লোপ হইয়াছে। [২]

চৈতন্য ঈশ্বরের অবতার হউন আর না হউন সে স্বতন্ত্র কথা, তৎসম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি তদ্রূপ বিশ্বাস করুন। চৈতন্যের পবিত্র চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক রটনা হইয়াছিল না। সম্প্রতি বাউল সম্প্রদায়ের প্রসাদাৎ চৈতন্যের পবিত্র চরিতে কলঙ্কারোপণ

১। সএষস্ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
কৃষয়াপরয়াবিষ্ঠ আত্মান মকরোত্ত্রিধা॥
শিবধর্ম্ম বিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে।
হিংসার্থং শিব ভক্তানামুপায়ানসৃজদ্বহূন॥
অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ।
নিত্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ॥
অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ।
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে॥

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় ১৩১ পৃঃ।

২। চৈতন্যোদণ্ডগ্রহণাৎ সামবেদী ভরদ্বাজোনাস্তি।

হইয়াছে। বিবর্ত্তবিলাস নামে (১) বাউল সম্প্রদায়ের একখানি পুস্তক আছে, তাহাতে চৈতন্যদেব, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ষাঠী-নাম্নী কন্যার সহিত সর্ব্বদা বিহার করিতেন, লিখা আছে। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদোক্ত "শুনিষাঠীর মাতা বুকে শিরেঘাত মারে। ষাঠী কন্যা রাণ্ডী হউক বলে বারবারে।" সার্ব্বভৌমের পত্নীর এই উক্তি, বিবর্ত্ত বিলাস রচয়িতা প্রমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাঁহারা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে ষাঠীর স্বামী অমোঘ ভট্টাচার্য্য চৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিতেন না, তাহাতে ধর্ম্মান্ধতা প্রযুক্ত ষাঠীর মাতা ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত বৈরাগীরা যে সকল কদর্য্য ব্যবহার করে তাহার সমর্থন জন্যই বিবর্ত্তবিলাস লিখিত হইয়াছে।

শ্যামলবর্ম্ম নৃপতি, যে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তাহার পর, ১১০২ শকাব্দে, সামগ কৃষ্ণাত্রেয় ও গৌতম এবং যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ, রথীতর, কাশ্যপ, বাৎস্য এই ষড়গোত্রীয়, ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বৈদিক কুলে মিলিত হন। তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহ নিমিত্ত, রাঢ়ী বারেন্দ্র ও বৈদিকেরা মন্ত্রণা করিয়া, তাঁহাদিগকে

১। বিবর্ত্ত বিলাস গ্রন্থ, লোচন নামা জনৈক বাউলের প্রণীত। ইহা সম্প্রতি ছাপা হইয়াছে। কোন্ যন্ত্রে কাহা কর্ত্তৃক ছাপা হইল তাহা অপ্রকাশ। গ্রন্থ খানি পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, অধ্যায়ের নাম বিলাস। কৃষ্ণ, বৃন্দাবনে ব্রজ গোপীনীর সহিত ক্রীড়া করিয়া সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে পারেন নাই, অতএব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণান্তে পরকীয়া রসাস্বাদন করিয়াছিলেন, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরকীয়া রসাস্বাদন আবশ্যক, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত গ্রন্থ খানি লিখা হইয়াছে। এরূপ কদর্য্য গ্রন্থ প্রচার না হওয়াই উচিত।

বৈদিক পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করেন। এই হইতে পূর্ব্ববাঙ্গলাতে বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং বৃষোৎসর্গ অঙ্গীয় হোমাদি বৈদিকেরাই নির্ব্বাহ করিতেন। সম্প্রতি বৈদিকগণের হীনাবস্থা জন্য স্থানে স্থানে বৈদিক পুরোহিতের কর্ম্ম রাঢ়ী বারেন্দ্র পুরোহিতগণ করিয়া থাকেন। ১১০২ শকাব্দ সমকালে রাঢ়ী বারেন্দ্র এবং শ্যামলবর্ম্মানীত বিপ্র সন্তানেরা বেদজ্ঞান বিমূঢ় হওয়াতেই (১) ১১০২ শকাব্দে আগত ষড় গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বৈদিক পুরোহিতের পদ পাইয়াছিলেন। এই সুযোগে বৈদিকেরা অনেকানেক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর মন্ত্রদাতা গুরু হন। কৃষ্ণাত্রেয়-গোত্র সম্ভূত ময়ূরভট্ট শৌনক-গোত্রীয় কন্যা গ্রহণ করিয়া ধানুকাগ্রামে অন্যেরা কোটালিপাড়াতে বসতি করেন। ষষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাবলে খ্যাতনামা হইয়াছিলেন। রথীতর গোত্র সম্ভূত, চৈতন্যের মাতুল বিষ্ণুদাস দ্বিতীয়পক্ষে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবা এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া সমাজে অতি নিন্দিত হন। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহিতা রাঢ়ীয় কন্যার গর্ভজাত সন্তানগণের জীবিকানির্ব্বাহার্থ বিষ্ণুদাস আপন ভাগিনেয় গৌরাঙ্গ সহিত পরামর্শ করিয়া এক বাসুদেব-মূর্ত্তি স্থাপন করেন। সেই বাসুদেব ইহাদের ভরণ পোষণ চালাইতেছেন। বিষ্ণুদাসের

১। তত্রকলৌ আয়ুঃপ্রজা উৎসাহ শ্রদ্ধাদীনা মল্পত্বাৎ
উৎকল পাশ্চাত্যাদিভির্ব্বেদাধ্যয়নমাত্রংক্রিয়তে।
রাঢ়ীয় বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নাদ্বিনা কিয়দেক বেদার্থ
কর্ম্ম মীমাংসা দ্বারেণ যজ্ঞে ইতিকর্ত্তব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে।

লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ কৃত ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব।

নিবাস জেলা ফরিদপুরের মুকডোরা গ্রামে ছিল। মুকডোরাগ্রামে অদ্যাপি বাসুদেব মুর্ত্তি বর্ত্তমান আছে।

ষড়গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আগমনের পর শুনক-গোত্র-সম্ভব যশোধর নামা জনৈক বিদ্বান ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া গৌতম-গোত্রীয়া এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া কোটালিপাড়াতে বসতি করেন। শুনক-গোত্রীয়-যশোধর বংশীয় হরিহরনামা পাত্রে, আথরা সমাজের শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সৃষ্টিধর কন্যা সমর্পণ করেন। এই বিবাহে চতুর্দ্দশ সমাজের বৈদিকেরা উপস্থিত ছিলেন. সামন্তসারের সমাজদার উপাধি বিশিষ্ট বৈদিক ভিন্ন অন্য সকলে এক হইয়া হরিহরকে গোষ্ঠীপতি পদে অভিষিক্ত করেন। চৈতন্য দণ্ড গ্রহণ করাতে সামবেদী ভরদ্বাজের লোপ হেতু তৎস্থানে হরিহরকে উন্নত করেন।সেই হইতে শুনক-গোত্রীয়গণ কুলীনবৎ মান্য ; কিন্তু সমাজদারেরা ঐ মর্য্যাদা স্বীকার করেন নাই। তন্নিবন্ধন অদ্যাপিও শুনক শৌনকে বিবাহ হয় না। শুনক-গোত্রীয়গণ কোটালিপাড়া এবং বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধবলছত্র আমতালি প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতেছেন। শুনক-গোত্রীয় যশোধরের আগমনের পর ১৪০৩শকাব্দে কান্যকুব্জ হইতে,সামগ কাশ্যপ, যজুর্ব্বেদী বশিষ্ঠ, বাৎস্য, কৃষ্ণাত্রেয়. ঘৃতকৌশিক, কৌশিক এই ছয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলাদেশে আসিয়া বসতি করেন। তন্মধ্যে সামগ কাশ্যপ সমাজদারগণের এক শাখার গুরু হইয়া সমাজে মান্য হন। এই ষড়গোত্রীরদের সন্তানেরা ঢাকা বরিশাল ফরিদপুর যশোহর হুগলি কৃষ্ণনগর জেলার স্থানে স্থানে বসতি করিতেছেন। ইহার পর আত্রেয়, সঙ্কর্ষণ, পরাশর, অগ্নিবেশ্য এই ৪ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা আইসেন। অগ্নিবেশ্য গোত্রীয়গণ নবদ্বীপে আছেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রমানাথ তর্কসিদ্ধান্ত অগ্নিবেশ্য গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য বৈদিক কুলে মৌদ্গাল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণও দৃষ্ট হয়। অনর্ঘ রাঘব নাটককর্ত্তা মুরারিমিশ্র মৌদ্গাল্য-গোত্র-সম্ভব এবং পাশ্চাত্য বৈদিক। তিনি পশ্চিম রাঢ়ে বিষ্ণুপুরে বাস করিতেন। মুরারিমিশ্রের সন্তানেরা অদ্যাপি তথায় বসতি করিতেছেন। স্মৃতিতত্ত্বটীকাকৃৎ কাশীরাম বাচস্পতি, মুরারিমিশ্রের বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১) মৃত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ অনর্ঘরাঘবের রচনাকাল সম্বন্ধে বিবেচনা করেন যে, অনর্ঘরাঘবের শ্লোকাদি উদাহরণে প্রাচীন নিবন্ধকার কর্ত্তৃক ধৃত হওয়াতে শকাব্দা একাদশ শত সম্বৎসরের পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ রচনা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, বিষ্ণুপুরের রাজা কর্ত্তৃক পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনা হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সহিত বঙ্গীয় পাশ্চাত্য বৈদিক-গণের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বঙ্গীয় বৈদিকেরা, বৈদিকের গোত্র গণনাতে মৌদ্গাল্য গোত্রীয়গণকে ধরেন না। পশ্চিম হইতে যে সকল বৈদিক ব্রাহ্মণ বাঙ্গলাতে আসিয়া বসতি করিয়াছেন, তাঁহারাই পাশ্চাত্য বৈদিক নামে অভিহিত। (২)

১। এতৎ কবিঃ কিল পাশ্চাত্য বৈদিক দ্বিজকুল প্রসূত মুরারিমিশ্রনামা পণ্ডিতবরস্তৎ কালাপ্রতিমল্ল মল্লাবনীপালভুজবলপালিতাং পশ্চিমরাঢ়দেশপ্রসিদ্ধাং বিষ্ণুপুরাভিধানাং রাজধানীমধ্যুবাস। এতস্যৈবান্ববায়ে স্মৃতিতত্ত্বটীকাকৃৎকাশীরামবাচস্পতিপ্রভৃতয়ো মহা-মহোপাধ্যায়াঃ সমজায়ন্ত। অদ্যাপি তদামুষ্যায়ণাঃ সন্তানাস্তত্রৈব প্রতিবসন্তি।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রকাশিত অনর্ঘরাঘবের ভূমিকা।
সুধার্ণব যন্ত্রে ১৭৮২ শকে মুদ্রিত।

২। সম্বন্ধ নির্ণয়ের লিখার ভাবে বোধ হয়, যাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী কালে বঙ্গে আগমন করেন তাঁহাদের পাশ্চাত্যবৈদিক আখ্যা হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার লিখার ভাবে আরও বোধ হয়, অগ্রে দাক্ষিণাত্য পশ্চাৎ পাশ্চাত্য বৈদিকের আগমন হইয়াছে। সম্বন্ধনির্ণয় ৩৪ পৃ"। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈদিকেরা অগ্রে আইসেন। পশ্চিম দেশোদ্ভব ব্যক্তি বুঝাইতে পাশ্চাত্য শব্দ প্রয়োগ হয়।

শ্যামলবর্ম্মানীত পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা কুলীনবৎ মান্য। তন্মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রের অভাব হওয়াতে শুনক গোত্রীয় ব্যক্তিগণ সেই মর্য্যাদা পাইয়াছেন। ১১০২ শকে আগত ষড় গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা উত্তম ষড় গোত্রীয়, অন্যেরা অধম ষড় গোত্রীয়। পঞ্চগোত্রীয়-গণ, পঞ্চগোত্রে এবং উত্তম ষড় গোত্রে কন্যাদান করার সম্ভব স্থলে অধম ষড় গোত্রে কন্যা দিলে কন্যা বিক্রয়কারীর ন্যায় নিন্দনীয় হন। পঞ্চ গোত্রীয় পাত্র উত্তম বংশের কন্যা পাইতে অধমবংশে বিবাহ করিলে কিঞ্চিৎ নিন্দার্হ হন। অধম ষড় গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা পঞ্চগোত্রে বিবাহ করিলে সম্মানিত হন। ইহাদের মধ্যে পণ প্রথা প্রচলন নাই। অনেক স্থলেই কন্যাগত কুল। অন্যপূর্ব্বা অথবা দোষিণী কন্যার পাণী গ্রহন করিলে বিবাহকারী সমাজে নিন্দিত এবং কুলমর্য্যাদাতে হীন হন। যাহারা কন্যা বিক্রয় করেন, কি যাহারা কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহ করেন তাহারা সমাজে অতি নিন্দার্হ হন। নবোঢ়া কন্যার পাকস্পর্শ সভাতে পঞ্চ গোত্রীয়গণ মাল্য চন্দন পাইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কৌলীন্য নিয়ম অবধারণ না হইলেও প্রকারান্তরে কৌলীন্য ব্যবহার চলিতেছে। সমাজমাত্রই আভিজাত্য এবং সৎকর্ম্মের পুরস্কার স্বীকার করেন। বৈদিকগণের ঘটক নাই, সমাজদারেরা কুলবিবরণ লিখিয়া রাখেন।

দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

মথুরার চোবে এবং গয়ার গয়ালি ব্যতীত আর সকল ব্রাহ্মণেরাই কান্যকুব্জীয় দ্বিজ সন্তান। গয়ালি ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্ম কল্পিত ব্রাহ্মণ। বরাহ অবতারে বরাহের ঘর্ম্ম হইতে মাথুর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি

হয়। (১) কান্যকুব্জ দ্বিজ সন্তানেরা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে বাসনিবন্ধন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উত্তরদিকবাসী ব্রাহ্মণেরা সারস্বত কান্যকুব্জ গৌড়ীয় উৎকলীয় এবং মৈথিলীয় এই ৫ ভাগে বিভক্ত। ইহারা পঞ্চ গৌড়ীয় নামে খ্যাত। দক্ষিণদিকবাসিগণ, কর্ণাটী তৈলঙ্গী গুজরাটী মহারাষ্ট্রী ও অন্ধ্রদেশবাসী এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ইহারা পঞ্চদ্রাবিড়ী নামে খ্যাত। পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণের কেহ কেহ বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করাতে দাক্ষিণাত্য বৈদিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ বাল্যকালেই কন্যার বিবাহ নিমিত্ত বাগ্দান করিয়া থাকেন, দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে সেই প্রথা প্রচলিত থাকাতে ইহারা যে দাক্ষিণাত্য হইতে বাঙ্গলাতে আসিয়াছেন, ইহা প্রমাণীকৃত হয়, কিন্তু কোন সময়ে কি উপলক্ষে আইসেন তাহারা নিশ্চয় তত্ত্ব জানা যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন উৎকলে বৈদিক ক্রিয়ার লোপ হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণ পুনর্ব্বার উৎকল দেশে বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নিমিত্ত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে কয়েক ব্যক্তিকে উৎকলে আনয়ন করেন; তদ্বংশীয়গণ তথা হইতে বাঙ্গলাতে আসিয়াছেন। যখন দাক্ষিণাত্য নৃপতি-

---

১। সর্ব্বেদ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধংবিনা।
মাগধো ব্রাহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিতোদ্বিজএবচ।
বরাহস্যতু বর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে তথা॥
ভৃগুসংহিতা।

২। সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতাঃ বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরারাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রবিড়াঃ পঞ্চবিন্ধ্য দক্ষিণবাসিনঃ॥
স্কন্দপুরাণ।

গণ উড়িষ্যা অধিকার করেন সেই সময়েও তাঁহাদের সহিত উড়িষ্যাতে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের আগমন হইয়াছিল ইহাও সম্ভবপর বটে।

দাক্ষিণাত্য বৈদিককুলে কাশ্যপ, গৌতম, বাৎস্য, কান্বায়ন, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, জাতুকর্ণ, এবং সাবর্ণ, এই ৮টি গোত্র, সাম এবং যজুঃ এই দুই বেদ আছে। প্রধানতঃ জেলা চব্বিশ পরগণার মেদনমল্ল হাতিয়াঘর বরিজহাটী ভাটপাড়া মুড়াগাছা পরগণা প্রভৃতি স্থানে, বর্দ্ধমানের মধ্যে ভালুকঘর সরূপনগর প্রভৃতি স্থানে মুরশিদাবাদের অন্তর্গত স্থানে স্থানে ইহাদের বাস। দাক্ষিণাত্য বৈদিক সংখ্যা অধিক নহে, ইহাদের মধ্যে কুলিন, বংশজ এবং মৌলিক তিন শ্রেণী আছে; কুলীন বৈদিকগণের কন্যার বিবাহ প্রণালী অতীব নিন্দনীয়। কুলীনের কন্যা জন্মিবামাত্রই অশৌচান্তের পর কন্যার পিতা পাত্রান্বেষণে বাহির হন, কন্যার বয়োজ্যেষ্ঠ (এমন কি ২।৪ দিনের হইলেই হয়) পাত্র স্থির করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানমতে বাগ্‌দান করেন। ইহাতেই দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে গর্ব্ভে গর্ব্ভে সম্বন্ধ হওয়ার কথা প্রচার হইয়াছে।

কুলীনেরা যে বয়সে কন্যাকে বিবাহ নিমিত্ত বাগ্‌দান করেন তাহাতে সর্ব্বদাই বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্‌দত্তা কন্যার ভাবী স্বামীর অভাব হইয়া থাকে। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে অন্যপূর্ব্বা কন্যাগ্রহণ করা যেরূপ নিন্দার কর্ম্ম, দাক্ষিণাত্য বৈদিককুলে তদ্রূপ নহে। বরং অন্যপূর্ব্বা কন্যাগ্রহণ করাই মৌলিকদিগের প্রশস্ত কর্ম্ম। বশিষ্ঠ সংহিতাতে বাগ্‌দত্তা কন্যার ভাবী স্বামীর মৃত্যু হইলে পুনরায় বিবাহের বিধি আছে, (১) এবং রাঢ়ী,

১। অদ্ভির্ব্বাচাচ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথবরো যদি।
নচ মন্ত্রোপনীতাস্যাৎ কুমারী পিতুরেবসা॥

বারেন্দ্র ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণও তদনুসারে অন্যপূর্ব্বা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। (১) দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলীনেরা কন্যার যে বয়সে বাগ্‌দান করেন তাহা না করাই উচিত। বাগ্‌দানের পর কন্যা কি পাত্রের মৃত্যু হইলে—উভয়কুলে ত্রিরাত্রি অশৌচগ্রহণ হইয়া থাকে।

বাগ্‌দানের পর কন্যার অভাব হইলে পাত্র কৃতদার বিবেচিত হন তিনি আর কুলীন কন্যা বিবাহ করিতে পারেন না, তিনি বংশজ কন্যা বিবাহ করেন। তন্নিবন্ধন তাহার কুলচ্যুতি হয় না। যদি কোন কুলীন তদ্রূপ পাত্রে কন্যা দেন তাহা হইলে তাহার কুলভঙ্গ হইয়া তিনি বংশজ হইয়া থাকেন। বাগ্‌দানের পর যে কন্যার ভাবী স্বামীর অভাব হয় সেই কন্যাকে কুলীনে কি বংশজ বিবাহ করেন না। মৌলিকেরা বিবাহ করেন। ঐ কন্যার কন্যা হইলে তাহাকে বংশজ বিবাহ করিতে পারেন এবং তাহার কন্যা হইলে সেই কন্যা কুলীনে প্রদত্ত হইতে পারে। মৌলিকের কন্যা মৌলিকেরা গ্রহণ করেন। মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের মর্য্যাদার ত্রুটি হয়।

যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি নসংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥ বশিষ্ঠসংহিতা।

(১) রাঢ়ীবারেন্দ্র ও পাশ্চাত্য বৈদিক কুলের ব্যবহার মতে অন্যপূর্ব্বা কন্যা, তাহার স্বামী, এবং তাহাদের সন্তানেরা পর্য্যন্ত সমাজে নিন্দনীয়। সম্প্রতি রাঢী শ্রেণীতে অন্যপূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ তত নিন্দার কর্ম্ম বলিয়া গণ্য নহে, বরং বিবাহসম্বন্ধ নির্ণয়ের পর, পাত্র বর্ত্তমানেও অন্য পাত্রে কন্যা সমর্পিতা হয়।

পাশ্চাত্য বৈদিককুলজ সামন্তসার নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি।

এই তাম্রশাসনের উপরিভাগে শ্যামলবর্ম্ম রাজার স্বনামাঙ্কিত কাংশ্য নির্ম্মিত একটী মোহর আছে। তাম্রশাসনখানি চতুর্দ্দিকে এক হস্ত পরিমিত।

স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্তালঙ্কৃত সতত বিরাজমানাশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি বর্ম্মবংশকুলকমল প্রকাশভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন কার্ণ গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌরভ মহারাজাধিরাজ বৃষভ শঙ্কর গৌরেশ্বর শ্রীশ্যামলবর্ম্ম দেব পাদাভ্যুদয়িনঃ সমুপাগতা শেষ রাজন্যক রাজ্ঞী-রাণক রাজামাত্য মহাধার্ম্মিক মহাসন্ধিবিগ্রহিক পৌরপতিক দণ্ডপাতক দণ্ডনায়ক বিষয় প্রভৃতীনন্যাংশ্চরাজোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্রবরান্ চট্ট ভট্ট(১) জাতীয়ান্ জনপ ক্ষত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ যথার্হ মান-য়ন্তঃ সমজ্ঞাপয়ন্তু বিদিত মস্ত ভবতাং। বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর-ভুক্তান্তে পূর্ব্বে নাগরকুণ্ডা দক্ষিণে ধীপূর পশ্চিমে লঙ্কাচুয়া উত্তরে ফুলকুষ্ঠী ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্না পাঠকত্রয়া ভূমিঃ সজলস্থলা সখিল-নালা সগুবাক নারিকেলাদি নানাবিধ ফলশাকভূয়সরা মহাভুপেন ঘটিতা আচন্দ্রার্ক ক্ষিতিং যাবৎ স্বচ্ছন্দ ভোগেনোপভোক্তুং ঋগ্বে-দীয় ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্লায়ন শাখৈকদেশধ্যায়িনে সৌনক গোত্রায় সৌনক সৌনিহোত্র গৃৎসমদ প্রবরায় শ্রীযশোধর দেবশর্ম্মণে

(১) পূর্ব্বকালে সুন্দরবন অঞ্চলে চণ্ড-ভণ্ডগণ বসতি করিত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের আসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা দেখ। ইহারা দেশ মধ্যে লুঠ পাঠ করিয়া বেড়াইত, অতএব তাম্রশাসোনোক্ত চট্ট ভট্ট ও আসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকোক্ত চণ্ড ভণ্ড একই হইতে পারে। লক্ষ্মণ সেন এবং কেশব সেনের তাম্রশাসনেও চট্ট ভট্ট জাতির উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরি শকুন পতিত্ত প্রপাতিত যজ্ঞ বিধৌ ভূমি-চ্ছিদ্র ন্যায়েন ইহ তাম্রশাসনীকৃত্য প্রাদত্তাস্মাভিঃ। অর্থ ধর্ম্মার্থ সংস্থিতা শ্লোকাঃ॥ ভূমিং যঃপ্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গগামিনৌ॥ বহুভির্ব্বসুধাদত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্যতস্য তদাফলং॥ ময়াদত্তামিমাং ভূমিং যঃ করোতিচ পালনং। তস্য দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যোহরেত বসুন্ধরাং। সবিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পচ্যতে পিতৃভিঃ সহ। ষষ্ঠীবর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠন্তি ভূমিদাঃ। আক্ষেপ্তা প্রতিহন্তাচ দ্বাবেব নরকং পচেৎ॥ হাটকস্যতু গৌরীণাং সপ্ত জন্মান্যকং ফলং হরন্নরকমাপ্নোতি যাবদাহুত সংপ্লবং॥ বাপীকূপ তড়াগৈশ্চ অশ্বমেধ শতৈরপি গবাং কোটি প্রদানৈশ্চ ভূমিহর্ত্তা ন শুদ্ধ্যতি॥

দাতাক্ষমী সর্ব্বগুণগ্রহীতা পিতেবশাস্তা নিখিলপ্রজানাং।
ক্ষিতৌ মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রতাপ গৌরেশ্বরঃ শ্রীশ্যামলবর্ম্ম সংজ্ঞঃ॥
তস্মৈ নৃপেন্দ্রায় নৃপোত্তমায় কাশীশ্বর শ্রীজয়চন্দ্র সংজ্ঞঃ।
শ্রীনামধেয়াং শ্রিয়মেব কেবলাং দদৌ বিবাহেন সুতাং সুশীলাং॥
তদা সুশীলাং প্রতিগৃহ্য রাজ্ঞি নিবেদ্য রাষ্ট্রাভিমুখং প্রতস্থে।
স্বামাত্যবর্গৈঃ সহধর্ম্মতৎপরঃ প্রিয়ং চিকীর্ষুঃ প্রিয়য়া প্রিয়ম্বদ॥
ততঃ কদাচিদপি সৌধভাগে প্রপাত গৃধ্রাদতিবিগ্নমানসঃ।
চকারয়ামাস বিধি প্রকারৈঃ শান্তিং সুবিপ্রৈরনু গৌরসংস্থৈঃ॥
তদ্বৈধ শান্ত্যানহি শান্তিরাসীদুপপ্লবা ঘোরতরা বভূবুঃ।
দৃষ্ট্বা তদাতঙ্কিত হৃৎপ্রিয়ায়া মাচক্ষিবান্ সর্ব্বমসহ্য কষ্টঃ॥
সোবাচ রাজ্ঞি পিতৃসন্নিধানাৎ ক্ষিপ্রং দ্বিজং সাগ্নিকমানয় ত্বং।
যতো ন শান্তিরভবৎ পুরায়া নিরগ্নি বিপ্রৈঃ কুতত্তঃ প্রশস্তা॥

ততঃ স রাজা হ্রিতবীক্ষ্যমানো গত্বা তয়া তৎ শ্বশুরে নিবেদ্য।
সম্বৎসরং তৎপিতৃতুষ্টিহেতৌ নিবাসয়ামাস দ্বিজং লিলিপ্সুঃ॥
তস্যাত্রত স্বস্ত্যয়নোৎসবায় বিধিং বিধিজ্ঞং পরিযাজনায়।
আদেশয়ামাস সতামভিজ্ঞং সুবিপ্রপূজ্যং শ্রুতিপাঠশীলং॥
বাগীশকল্পং বদতাং বরেণ্যমধীত বেদান্তমশেষকীর্ত্তিং।
রত্নাদিদানৈঃ পরিতোষয়ন্তং যশোধরং সৌনকগোত্রসম্ভবং॥
বারাণসী পশ্চিমসন্নিধানে কর্ণাবতী নাম সমাজসংস্থং।
ঋগে্বদিনং সাঙ্গত্রিবেদবিদ্যামধীতনিঃশেষিত পাণিনীয়ং॥
শাকেন্দু খশূন্যবিধৌ শকাব্দে বৈশাখ মাসস্য সিতেদশস্যাং।
প্রহর্ষিত স্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরঃ কুন্তলদেশমাগতঃ॥

ইতি কমলদলবিন্দুলোলাং শ্রিয়মণিগত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। অতিশয় তপসার্জ্জিতাঃ সাতানোহনুগ্রহত ইমাঃ কীর্ত্তযো ন বিলোপ্যাঃ। ইতি শ্রীসামন্তচূড়ামণিবদননির্গতং তাম্রশাসনং সমাপ্তং॥

নবম অধ্যায়।

কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণেরা ভৃত্য সহিত গৌড়ে আইসেন, ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা গিয়াছে। বারেন্দ্রকুল গ্রন্থে ভৃত্যগণের নাম নাই। অন্যান্য প্রমাণে ভৃত্যগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখা যায়। কোন প্রমাণে দেখা যায়, কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের সহিত গৌতম-গোত্রীয় দশরথ বসু, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের সহিত সৌকা-লীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষের সহিত কাশ্যপ-গোত্রীয় বিরাট গুহ, সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের সহিত কালিদাস মিত্র, বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড়ের সহিত. মৌদ্গাল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত আসিয়াছিলেন(১)। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলগ্রন্থে বিরাট গুহ নাম স্থলে দশরথ গুহ নাম, এবং পুরুষোত্তম দত্তের ভরদ্বাজ গোত্র লিখিত আছে(২)।

সম্প্রতি কান্যকুব্জাগত ভৃত্য সন্তানেরা আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। তাহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় আদিম অসভ্য জাতীয় ব্যক্তিগণই শূদ্র বলিয়া আখ্যাত, এই সংস্কার নিবন্ধনই তাঁহারা আপনাদিগকে কখন ক্ষত্রিয়, কখন

১) শব্দকল্পদ্রুম কায়স্থ শব্দ।
৭.২.১৩ পৃঃ

শব্দকল্পদ্রুম কুলীন শব্দ।

কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন। এই পুস্তকের ১ম অধ্যায়ে ইহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণ বিভাগ কর্ম্ম দ্বারা হইয়াছে। ভগবান মনু কহেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,এই তিন জাতি দ্বিজাতি, চতুর্থ জাতি শূদ্র, পঞ্চম জাতি নাই' (১)। এতদ্দ্বারা শূদ্রেরা এদেশের আদিম জাতি বলিয়া বোধ হয় না; হইলেই বা ক্ষতি কি? যাহাহউক দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে আগত ভৃত্যেরা শূদ্র জাতি ইহা লিখিত আছে (২)। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে রাজকুমার লাল আপিলাণ্টের মকদ্দমাতে কায়স্থগণের জাতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল,তাহাতে কায়স্থগণ শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত স্থির হইয়াছে (৩)। কান্যকুব্জাগত ভৃত্যগণ শূদ্র ছিলেন, কি কায়স্থ ছিলেন এবং শূদ্র

(১) ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ।

মনু ১০ অং ৪ শ্লোক।

(২) কেয়ূয়ং নাম কিম্বা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ।
কোলঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রাবয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূশূৰাণাং॥

শব্দকল্পদ্রুম ধৃত দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

(২) তত্র বঙ্গেষু যৈঃ শূদ্রৈর্নিবাসঃ ক্রিয়তেঽমুনা।
তেষাং নির্ণয়মাচক্ষে কুলকৈব বিশেষতঃ॥

রামানন্দ শর্ম্ম ঘটক কৃত বঙ্গজ কায়স্থকুলদীপিকা।

(২) যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চ শূদ্র আইলা॥

কাশীদাস কৃত বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুরনামা কুলগ্রন্থ।

(২) শব্দকল্পদ্রুম ৭১১ পৃঃ ধৃত অগ্নিপুরাণীয় জাতিমালা।

(৩) ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট কলিকাতা সেরিজ ১০ বালাম ৬৮৮ পৃঃ।

কায়স্থে কি বিভিন্নতা, এবং কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় কি না, এই সমুদয় প্রশ্ন উত্থাপন ও তাহার মীমাংসা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অতএব সে বিষয়ের পরস্পর বিরোধী প্রমাণের মীমাংসা করা নিষ্প্রয়োজন। কায়স্থগণের কুল বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল বলিয়া তাঁহাদের কুলশাস্ত্রে জাতিসম্বন্ধে কি লিখিত আছে, তাহাই মাত্র দেখান হইল (১)।

ব্রাহ্মণগণের সহিত আগত ভৃত্য সন্তানেরাই ঘোষ বসু গুহ মিত্র দত্ত উপাধিধারী গণ্য মান্য কায়স্থ বটেন। বারেন্দ্র কায়স্থকুলে প্রথমোক্ত ৪ টী উপাধিবিশিষ্ট কায়স্থ দেখিতে না পাইয়া সম্বন্ধ নির্ণয়-কর্ত্তা বারেন্দ্র কায়স্থদিগকে এদেশের আদিম বাসী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কায়স্থগণের ৪ টী শ্রেণীতেই এদেশীয় আদিম শূদ্র প্রবেশ করিয়াছেন। যখন রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হয়, সেই সময় বিপ্রগণের ভৃত্যসন্তানদিগকে উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ এবং বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণীতে বল্লাল সেন বিভক্ত করিয়াছিলেন (২)। কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা

(১) কায়স্থেরা ইহা বিবেচনা করিবেন না যে, প্রস্তাবলেখক তাঁহাদিগকে কায়স্থ হইতে নীচপদে শূদ্রশ্রেণীতে আনিতে অভিলাষী। প্রস্তাবলেখক বিবেচনা করেন, শূদ্র এদেশের আদিম অসভ্য জাতি নহেন।

(২) অথ বল্লাল ভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্র নিরোপণং॥
আদিশূরানীতবিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথাপরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়ৎ স নিজালয়ে॥
যত্রযত্র স্থিতা বিপ্রাস্তত্র দেশে নিরোপিতাঃ।
শ্রেণীদ্বয়ন্ত নির্ণীতং রাঢ়ীবারেন্দ্র সংজ্ঞকং॥

চলন আছে, এই মর্য্যাদা কোন্ সময়ে কাহা কর্ত্তৃক অবধারণ হইয়াছে, তাহার প্রকৃত ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। সাধারণতঃ সংস্কার এই যে, বল্লাল সেন কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন। বারেন্দ্র কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলন থাকিলেও বল্লালী মর্য্যাদা তাহাদের মধ্যে চলন নাই। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলজ্ঞেরা কহেন, "সৌকালীনগোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, গৌতমগোত্রীয় দশরথ গুহ, বিশ্বামিত্রগোত্রীয় কালিদাস মিত্র, ইহারা আদি কুলীন। এবং পুরুষোত্তম দত্ত বিনয়হীন হেতু আদিশূর নৃপতি কর্ত্তৃক নিষ্কুল হন (১)। আর দশরথ গুহ সাহঙ্কার উক্তি করাতে তিনি অবমানিত হইয়া বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন (২)। এই প্রমাণ সত্য হইলে বল্লাল

তথৈব দ্বিবিধ প্রোক্তং কুলঞ্চ স দ্বিজোত্তমে।
শূদ্রস্যাথ চতস্রশ্চ নৃপেণ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ॥
উদ্গা দক্ষিণ রাঢৌ চ বঙ্গ বারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃস্যুস্তদ্দেশনিবাসনাৎ॥
শব্দকল্পদ্রুম ৭১৩ পৃঃ দ্বিতীয় সংস্করণ।

(১) অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃকৃতী
সুদত্ত কুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলং॥
শব্দকল্পদ্রুম ধৃত দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা। ৭১০ পৃঃ।

(২) অহং গুহকুলোদ্ভব দশরথাভিধানো মহান
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।
নিশম্য গুহভাবিতং সকলসখ্যং হাসাং ব্যভূৎ
স বঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ।
আদিশূরের নিকটে দত্ত এবং গুহের পরিচয় কল্পদ্রুম, ৭১০ পৃঃ।

সেনের বহু পূর্ব্বে, আদিশূর নৃপতিকর্ত্তৃক কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন স্বীকার করিতে হয়। আদিশূর প্রথমেই ভৃত্যগণের কুল বিবেচনা করিবেন, ইহা অসম্ভব (১)।

কায়স্থ অথবা শূদ্রদিগের মধ্যে সৌকালীন, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, মৌদ্গাল্য, আলম্ব্যায়ন, পরাশর, সৌপায়ন, কুশিক, ঘৃতকৌশিক, বৈয়াঘ্রপদ্য, জামদগ্ন্য, আত্রেয়, বাস্থকি, অগ্নিবেশ্য, বশিষ্ঠ এবং কৃষ্ণাত্রেয় এই সকল গোত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কায়স্থদিগের মধ্যে এক কুলে ২।৩টী এবং ততোঽধিক গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোষকুলে, সৌকালীন, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য গোত্র; দত্তকুলে, মৌদ্গাল্য, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্র বিদ্যমান আছে।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের বিবরণ।

দশরথ গুহ সাহঙ্কার উক্তি করাতে অবমানিত হইয়া বঙ্গে গমন করেন। পুরুষোত্তম দত্ত ব্রাহ্মণের ভৃত্য, ইহা স্বীকার না করাতে তিনি নিষ্ফল হন। মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, এবং কালিদাস মিত্র এই তিনজন দক্ষিণ রাঢ়ে আদি কুলীন। মকরন্দ ঘোষের ষষ্ঠ পুরুষে, নিশাপতি ঘোষ, এবং প্রভাকর ঘোষ; দশরথ বসুর পঞ্চম পুরুষে শুক্তি বসু, এবং মুক্তি বসু; কালিদাস মিত্রের অষ্টম পুরুষে ধুঁইমিত্র এবং গুঁয়িমিত্র, জন্মগ্রহণ করিয়া অতিশয়

---

(১) আগত শূদ্র অথবা কায়স্থেরা কিরূপ ভৃত্য ছিলেন এবং কিজন্যে ব্রাহ্মণগণের সহিত আসিয়াছিলেন, তাহার নির্দ্দেশ কুলগ্রন্থে নাই। কোন বিদ্বান এবং সহৃদয় লেখক কহেন, "যখন আমরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিবরণ পাঠ করি, তখন বোধ হয় যেন ঠিক আমরা ইউরোপীয় টেম্পলর খ্যাত বীর পুরুষগণ এবং তাহাদের সঙ্গী স্কোয়ার নামক ভৃত্যের বিবরণ পাঠ করিতেছি।"

খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহাদের হইতেই দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থদিগের সমাজ স্থাপনা হয়। নিশাপতির সমাজ বালী, প্রভাকরের সমাজ আকনা, শুক্তির সমাজ বাঘণ্ডা মুক্তির সমাজ মাইনগর, ধূইর সমাজ বড়িশা, গুঁইর সমাজ টেকা। এতদ্ব্যতীত দত্ত প্রভৃতির আরও আঠারটী সমাজ আছে। কুলাচার্য্যদিগের মতে বালী প্রভৃতি সমাজ বল্লালসেনকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

দশরথ গুহ বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন, তিনি অথবা তাহার সন্তানেরা বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণ রাঢ়ে বসতি করিয়া থাকিবেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলে গুহ এবং দত্ত, ইঁহারা উভয়েই নিষ্কুল হইয়াছেন। গৌড় দেশের আদিম নিবাসী সেন, দাস, কর, পালিত, সিংহ, দেব, এই ৬ ছয় ঘরের সহিত কান্যাকুব্জাগত দত্ত এবং গুহ মৌলিক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, ইঁহারা সিদ্ধ মৌলিক। ইহা ভিন্ন হোড় প্রভৃতি বাহাত্তুর ঘর, এদেশীয় কায়স্থ অথবা শূদ্র সাধ্য মৌলিক হন (১)। হোড় প্রভৃতি দ্বিসপ্ততি ঘর কায়স্থকে বাহাত্তুরে কায়েত কহে (২)। এই সকল বাহাত্তুরে কায়স্থের অবস্থা ভাল ছিলনা। এখন বাহাত্তুরে কায়েত মধ্যে কেহ কেহ, আদান প্রদান নিবন্ধন

১। গৌড়েঽষ্টৌ কীর্ত্তিমন্তশ্চির বসতি কৃতা মৌলিকা যে হি সিদ্ধা
স্তে দত্তাঃ সেনদাসাঃ করগুহসহিতাঃ পালিতাঃ সিংহদেবাঃ।
যে বা পাদ্যাভিমুখ্যাঃ ক্ষিতিবিনয়জুষঃ সপ্ততিস্তে দ্বিপূর্ব্বা
হোড়াদাবীক্ষ্যরাজ্ঞাচরণগুণযুতা মৌলিকত্বেন সাধ্যাঃ॥

(২) বাহাত্তুর ঘর সাধ্য মৌলিক যথা—

হোড়, স্বর, ধর, ধরণী, বাণ, আইচ, সোম, পৈস্থর, নাগ, ভঞ্জ, বিন্দ, গুহ, নল, লোধ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, হুই, ভুই, চন্দ্র, রুদ্র, রক্ষিত, রাজ, আদিত্য, বিষ্ণু, নাগ, খিল, পিল, গুত, ইন্দ্র, গুপ্ত, পাল, ভদ্র, সোম, অঙ্কুর, বঙ্কুর, নাথ, সাই, হেশ, মনো, গণ্ড, রাহা, রাণা, রাহুত, সানা, লাহা, দানা, গণ, উগমান, ক্ষাম, ক্ষোম, ঘর, বৈত্তষ, বীদ, তেজ, অর্ণব, আশ, শক্তি, ভূত, ব্রহ্ম, শাল, ক্ষেম, হেম বৰ্দ্ধন, রঙ্গ, গুই, কীর্ত্তি, যশ, কুণ্ড, নন্দী, শীল, ধনু, গুণ।

সম্মানিত হইয়াছেন। অতএব দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রেণীতে তিন ঘর কুলীন, ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক, ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক। কুলীনের কুল-ভঙ্গ হইলে তাঁহাদের বংশজ আখ্যা হয়।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ, তেওজ, কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র, ছভায়া দ্বিতীয় পুত্র, মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র, তেওজ দ্বিতীয় পুত্র, এই নববিধ কুল। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটী কুল প্রধান। মুখ্য কুলীনের প্রথম পুত্র পিতৃতুল্য অর্থাৎ মুখ্য কুলীন। দ্বিতীয় পুত্র কনিষ্ঠনাম কুল বিশিষ্ট, কনিষ্ঠ কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছভায়া নাম কুল বিশিষ্ট, মুখ্য কুলীনের তৃতীয় পুত্র মধ্যাংশ নাম কুল বিশিষ্ট, মুখ্য কুলীনের চতুর্থ পুত্র তেওজ নামা কুলযুক্ত, এবং মুখ্য কুলীনের পঞ্চম হইতে অপর সকল পুত্রেরা দ্বিতীয় পুত্র নাম কুল বিশিষ্ট হন। কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র, ছভায়া দ্বিতীয় পুত্র, তেওজ দ্বিতীয় পুত্র, এই ত্রিবিধ কুল, কনিষ্ঠ ছভায়া এবং তেওজনামা কুল হইতে উৎপন্ন হয়। ছভায়া নামবিশিষ্ট কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুলের নাম মধ্যশ্রেষ্ঠ, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুলের নাম মধ্যাংশ, ইহারই অপর মধ্যাংশ এবং বার ভায়া মধ্যাংশ সংজ্ঞা হয়। মুখ্য কুলীনের দ্বিতীয় তৃতীয় পুত্রের কুলের নাম বাড়ি মুখ্য, চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ পুত্রের কুলের নাম বাড়ি কনিষ্ঠ, সপ্তম অষ্টম নবম পুত্রের কুলের নাম বাড়ি মধ্যাংশ, দশম একাদশ দ্বাদশ পুত্রের কুলের নাম বাড়ি তেওজ কনিষ্ঠ নাম কুলীনের দ্বিতীয় পুত্রের কুলের নাম তেওজ, এবং মুখ্য কুলীনের তৃতীয় পুত্রের দ্বিতীয় পুত্রের কুলের নামও তেওজ। মুখ্য কনিষ্ঠ ছভায়া মধ্যশ্রেষ্ঠ মধ্যাংশ এই কুল পঞ্চ হইতে মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্রনামা কুলের উৎপত্তি হয়।

প্রথমতঃ ষট্‌সমাজে প্রকৃত মুখ্য কুলই ছিল। ক্রমে কুল-বৃদ্ধি ক্রমে সহজ কোমল এই সংজ্ঞা} হইয়াছে। প্রকৃত মুখ্য কুলে দান গ্রহণ দ্বারা সহজ; কোমল মুখ্যকুলে দানগ্রহণ দ্বারা কোমল সংজ্ঞা হয়। সহজ, সহজের সহিত কোমল কোমলের সহিত কুল করিয়া তদ্ভাবাপন্ন হন। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থদের পুত্র এবং কন্যাগত কুল। কুলীনের পুত্র মৌলিক কন্যা গ্রহণ করিলে তাহার কুলধ্বংস হয়, মুখ্য কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলরক্ষার্থ প্রথমে কুলীন কন্যা বিবাহ করা প্রয়োজন। প্রথমে কুলীন কন্যা গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ মৌলিক কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। মৌলিকেরা বহু যত্ন করিয়া এইরূপ দ্বিতীয় পাত্রে কন্যা দিয়া থাকেন. ইহাকে, আদ্যরস কহে। আদ্যরস কারী মৌলিকেরা সমাজে বিশেষ মান্য। কুলীনে কন্যাদান এবং কুলীনের কন্যা গ্রহণ করা মৌলিক মাত্রেরই আবশ্যক। এখন মৌলিক মৌলিকে আদান প্রদান একরূপ বন্ধ হইয়াছে। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে মৌলিকে মৌলিকে আদন প্রদান তত দোষাবহ ছিল না।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলের ন্যায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলের বহুঅংশ এবং সূক্ষ্ম তারতম্য বিদ্যমান আছে। যাহারা ঐ সকল অংশ এবং সূক্ষ্ম তারতম্য আদান প্রদান বিষয়ক কর্ত্তব্য বিষয় গুলিন জানিতে ইচ্ছা করেন তাহারা ঘটক গ্রন্থ দেখিবেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা লিখা অপ্রয়োজন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীনদের মধ্যে পূর্ব্বে বিপর্য্যায়ে বিবাহ হইত, পরে পুরন্দর বসু সমপর্য্যায়ে বিবাহের নিয়ম করেন। সেই হইতে রঙপীও কুলের এবং বিপর্য্যায়ে বিবাহকারী কুলীনের কুল-ভঙ্গ হয়।

বঙ্গজ কায়স্থের বিবরণ।

বঙ্গজ কায়স্থ ঘটকেরা, অগ্নিপুরাণীয় জাতিমালোক্ত চিত্রসেন হইতে বঙ্গজ কায়স্থের কুল গণনা করেন। তাঁহারা কহেন ব্রহ্মার পাদ হইতে ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্র জন্মগ্রহণ করেন। শূদ্রের পুত্রের নাম হীম, হীমের পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র কায়স্থ। এই কায়স্থ লিপি-কারক; ইহার তিন পুত্র, চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন, এবং বিচিত্র। তন্মধ্যে চিত্রসেন পৃথিবীতে থাকেন (১)। চিত্রসেনের পুত্রগণের নাম বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ এবং মৃত্যুঞ্জয়। করণের পুত্রগণের নাম নাগ, নাথ, দাস। মৃত্যু ঞ্জয়ের পুত্রগণের নাম দেব, সেন, পালিত, সিংহ। ইহারা সকলেই পদ্ধতিকারক (২) এবং বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, দেব, সেন, পালিত, সিংহ, ইহারা শুদ্ধবংশজ এবং প্রসিদ্ধ (৩)। এতদতিরিক্ত মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ববায়ে জাত নিত্যানন্দ নামা নৃপতির বংশে সপ্তাশী জন কায়স্থের

(১) শব্দকল্পদ্রুম ৭১০ পৃ.

(২) বসু র্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এবচ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্রসেনসুতাভূবি॥
করণস্য সুতাজ্জাতা নাগ নাথশ্চ দাসকঃ।
মৃত্যুঞ্জয় তনূদ্ভূতা দেবঃসেনশ্চ পালিতঃ॥
সিংহশ্চৈব তথা খ্যাতশ্চৈতে পদ্ধতিকারকাঃ।

(৩) বসু র্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসো দেবস্তথা সেনঃ পালিতঃ সিংহ এবচ॥
এতে দ্বাদশ নামানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধ বংশজাঃ॥

জন্ম হইয়াছিল, তাঁহারাও বঙ্গজ কায়স্থকুলে পদ্ধতিকার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (১)।

যদিচ সংস্কৃত বচনে নিত্যানন্দ-বংশীয় ৮৭ জন অথবা ৮৭ ঘর পদ্ধতি-কারক বলিয়া উক্ত আছেন, কিন্তু প্রকৃত গণনাতে তাঁহাদের সংখ্যা ৮৫ পঁচাশী মাত্র হয় (২)। নিত্যানন্দ বংশীয় ৮৭ এবং শুদ্ধবংশজ ১২ এই ৯৯ জন বা ৯৯ ঘর কায়স্থ বঙ্গজ কুলজ্ঞেরা গণনা করেন, কিন্তু নিত্যানন্দের বংশীয় ৮৫ জন অথবা ৮৫ ঘর হওয়াতে মোটে ৯৭ জন অথবা ৯৭ ঘর বঙ্গজ কায়স্থ গণনাতে পাওয়া যায়। বারেন্দ্র কায়স্থ কুলজ্ঞেরা কহেন, নিত্যানন্দ নামা জনৈক শূদ্র ভূম্যধিকারী গোপকন্যা প্রভৃতি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই গোপকন্যা প্রভৃতির গর্ভজাত সন্তানদিগকে বল্লালসেন কায়স্থ মধ্যে চালাইয়াছেন (৩)।

(১) মৃত্যুঞ্জয় বংশভূতো নিত্যানন্দ নৃপেশ্বরঃ।
তস্যাপি বংশসংজাতাঃ সপ্তাশীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেঽপি পদ্ধতিকারাশ্চ মুনিভিঃ কথিতাঃপুরা॥
বঙ্গজ কায়স্থ ঘটক কারিকা।

(২) কর, ভদ্র, ধর, নন্দী, পাল, অঙ্কুর, দাম, স্মার, ধরণী, হোড়, বান, আইচ, সোম, পৈস্থর, শোণ, ভঞ্জ, বিন্দু, গুহ, বল, লোদ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, চন্দ্র, রক্ষিত, রাজ, আদিত্য, বিষ্ণু, গুপ্ত, খিল, পিল, চাঞ্চ, হেশ, বন্ধু, শাঞ্চি, সুমন, গণ্ডক, রাহা, রাণা, রাহুত, দাহা, দানা, গণ, মান, থাম, অপ, ঘার, ক্ষেম, বৈ, তোষ, বেদ, এন্দ, অর্ণব, অবশক্তি, ভূত, ব্রহ্ম, সংজ্ঞ, ক্ষোম, বর্দ্ধন, হেম, রঙ্গ, ভূঞ্চি, কীর্ত্তি, যশ, কুণ্ডু, শীল, ধন্মু, গুণ, দাঁড়ি, মনো, ক্ষিতি, চাকি, নন্দন, শ্যাম, আঢ্য, পুঞ্চি, তেজ, নাদ, রোই, হোম, হাথ, ঢোল, দূত।
শব্দকল্পদ্রুম ৭১১।৭১২ পৃঃ।

(৩) বারেন্দ্রকায়স্থ বিবরণ দেখ।

বঙ্গজ কায়স্থেরা ৪ ভাগে বিভক্ত। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, ইহারা কুলীন। নাগ, নাথ, দত্ত, ইহারা মধ্যল্য। দাস, সেন, কর, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ডু, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, সিংহ, আঢ্য, নন্দন ইহারা মহাপাত্র। মহাপাত্রের মধ্যে নিত্যানন্দ-বংশীয় যে ১৫ জন অথবা ১৫ ঘর তাহারা করণদ্বারা উন্নত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া নিত্যানন্দবংশীয় অপর ৭২ জন অথবা ৭২ ঘর অচল নামে খ্যাত (১)।

যেমন আদিশূরের আহূত ব্রাহ্মণেরা ভূশূরের রাজত্ব কালে রাঢ়দেশে গিয়া বসতি করেন, সেইরূপ আগত ভৃত্য-সন্তানেরাও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসতি করিয়াছিলেন। দশরথ বসুর পুত্র কৃষ্ণ বসু, পরম বসু। মকরন্দ ঘোষের পুত্র ভবনাথ ঘোষ, সুভাষিত ঘোষ। কালিদাস মিত্রের পুত্র অশ্বপতি মিত্র, শ্রীধর মিত্র। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণবসু, ভবনাথ ঘোষ, শ্রীধর মিত্র, দক্ষিণরাঢ়ে এবং পরম বসু, সুভাষিত ঘোষ, অশ্বপতি মিত্র, দশরথ দত্ত, নারায়ণ দত্ত

১। কুলীন ইতিসংজ্ঞাস্যান্মধ্যল্যশ্চ তথাপরঃ।
মহাপাত্রোঽচলশ্চৈব ইতি সংজ্ঞা চতুষ্টয়ম্॥
বসু ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসঃ সেনঃ করোদামঃ পালিতশ্চন্দ্র পালকৌ॥
রাহা ভদ্রোধরোনন্দী দেবঃ কুণ্ডশ্চ সোমকঃ।
রক্ষিতাঙ্কুর সিংহাশ্চ বিষ্ণুরাঢ্যশ্চ নন্দনঃ॥
চত্বারোঽগ্র্যাস্ত্রয়োমধ্যামহাপাত্রাঃ পরে তথা।
সপ্তবিংশতিঃ শূদ্রাণাং বল্লালেন প্রশংসিতা॥

নিত্যানন্দ বংশীয় ৮৭ জন পদ্ধতিকারক, তন্মধ্যে কর প্রভৃতি ১৫ জন মহাপাত্র মধ্যে উন্নত হইয়া গিয়াছেন; অবশিষ্টেরা অচল আখ্যাত; কিন্তু অচল গণনাতে ৭০ ঘর অথবা ৭০ জন হয়। পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ২ সংখ্যক নোটে ৮৭ জন পদ্ধতিকারের নাম দেওয়া গেল।

ইহারা বঙ্গ দেশে বাস করেন। এবং বসু বংশীয় লক্ষ্মণ ও পুষণ, ঘোষবংশীয় চতুর্ভুজ, মিত্র বংশীয় তারাপতি, গুহবংশীয় দশরথ, দত্তবংশীয় নারায়ণ ইহারা বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়া খ্যাত হন। (১)

পূর্ব্বে বঙ্গজ কুলে মিত্রের কুল ছিল, সম্প্রতি মিত্রের কুল নাই। মহাপাত্র ২০ ঘর মধ্যে শুদ্ধবংশীয় মহাপাত্রগণ নিত্যানন্দ বংশীয় মহাপাত্র অপেক্ষা মান্য। শুদ্ধ বংশীয় মহাপাত্রগণ সিদ্ধ মৌলিক, নিত্যানন্দ বংশীয় মহাপাত্রগণ সামান্য মৌলিক। অচলের মধ্যে ৮ ঘর কুলার্চ্চনা দ্বারা মহাপাত্র-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপর ৬৪ ঘর চৌষট্টি যোগিনী বলিয়া খ্যাত। বঙ্গজ শ্রেণীতেও কুলীনে কুলীনে বিবাহের সময় পর্য্যায়-দৃষ্টি হইয়া থাকে। কুলীনেরা মধ্যল্য ও মহাপাত্রের সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে সম্মানের লাঘব হয়, আর ক্রমাগত এইরূপ আদান প্রদানে কুলের নিন্দা হয়। মধ্যল্য ও মহাপাত্রে পরস্পর আদান প্রদান হইতে পারে, হইয়াও থাকে। অচলের কন্যা গ্রহণ করিলে যদিচ কুলীনের কুল এককালে ধ্বংস হয় না কিন্তু সমাজে ভারি নিন্দা ও কুল-গৌরব খর্ব্ব হয়। বঙ্গজকুলে দত্তকের কুল নাই সুতরাং কুলীন কর্ত্তৃক গৃহীত দত্তকে কন্যা দিলে কি তাহার কন্যা গ্রহণ করিলে

১। তত্রবঙ্গেষুযৈঃ শূদ্রৈর্নিবাসঃ ক্রিয়তেঽধুনা।
তেষাং নির্ণয মাচক্ষে কুলকৈব বিশেষতঃ॥
বসুবংশেচ মুখ্যো দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণ পূষণৌ
ঘোষেষুচ সমাখ্যাত শ্চতুর্ভুজ মহাকৃতী॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতেচ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥

কুলীনের কুলত্রুটি হয়। বাকলা সমাজের কুলীনদিগের মতে ফরিদপুরের নাম ফতেহাবাদ, এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ বাজুদেশ, সেই সেই প্রদেশে বাস কারী কুলীনের কুল নাই। কেবল মালখা নগরের বসু, শ্রীনগরের বসু, ও রাইসবরের গুহ মুস্তফি, ইহাদের কুল আছে। বিবাহকালে ইহাদের মধ্যে পর্য্যায় দৃষ্টি হইয়া থাকে। বঙ্গজ কায়স্থদের ঘটক আছে, ব্রাহ্মণেরাই ঘটক; যশোহর ও বাকর গঞ্জে ঘটকের নিবাস।

বারেন্দ্র কায়স্থের বিবরণ।

বারেন্দ্র কুলে দাস, নন্দী, চাকি, নাগ, সিংহ, দত্ত, দেব এই ৭ ঘর কায়স্থ। ইহার মধ্যে দত্ত ব্যতীত আর সকলেই এদেশীয় আদিম কায়স্থ। বারেন্দ্র কুলে দাস নন্দী চাকিই প্রধান; কিন্তু বঙ্গজকুলে দাস, মহাপাত্র আখ্যাত, নন্দীর ও চাকির অচল সংজ্ঞা। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলে, দাস সিদ্ধ মৌলিক, নন্দী বাহাত্তুরে। বারেন্দ্র কায়স্থগণের বল্লালসেন কর্তৃক বারেন্দ্রাখ্যা প্রদত্ত হয়; ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তবে তাহাদের মধ্যে বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা কেন অবধারণ হয় নাই তাহা সম্প্রতি নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার এবং অনুমানে এবিষম মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও উচিত নহে।

বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণের ঢাকুর নামা একখানি গ্রন্থ আছে; তাহাতে বারেন্দ্র কায়স্থ কুলের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থখানি কুরঞ্চ নগর নিবাসী কাশীদাস কৃত। কাশীদাস কোন্ সময়ের ব্যক্তি তাহা ঐ গ্রন্থে লিখিত নাই; কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে যে সকল ব্যক্তির নাম ও ঘটনা লিখিত আছে তদ্দৃষ্টে উহাকে ১২৫ কি ১৫০

বৎসরের অধিক প্রাচীন গ্রন্থ বলা যায় না। উক্ত ঢাকুরে লিখিত আছে বল্লালসেন মৃগয়াতে গমন করিয়া একটী সুন্দরী ডোমজাতীয়া কন্যা প্রাপ্ত হইয়া গৃহে আনিয়াছিলেন। যদিচ বল্লালসেন তাহাকে বিবাহ করেন নাই, তথাপি তাহাকে ত্যাগ করেন নাই।(১) দ্বিতীয়তঃ বল্লালসেন অস্পৃশ্য কৈবর্ত্ত জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের জল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া, কৈবর্ত্তদিগকে আচরণীয় করিয়া লন। (২) তৃতীয়তঃ বল্লালসেন পাল্কীতে ভ্রমণকালে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেন, ইহাতে যাহাদের জল ব্যবহার করা যায় এমত

১। এক দিন রাজা গেলা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে॥
ভাজিয়া কানন রাজা গেলা লোকালয়।
তথাতে বঞ্চিলা রাত্রি ডোমের আলয়॥
সেই রাত্রে তথায় রহিলা উপবাসী।
মিলিলেক ডোম কন্যা প্রাতঃকালে আসি॥
তাহাকে দেখিলা রাজা বড় রূপবতী।
পদ্মিণী লক্ষণ যুতা নবীন যুবতী॥
বিবাহ করিব বলি নিয়া আইলা ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে সবে নিন্দা করে॥

ঢাকুর।

উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরাও এই নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া কহেন, উহাই উত্তর বারেন্দ্র বিভাগের কারণ, কিন্তু তাহার প্রতি সন্দেহ করিবার যে সকল কারণ আছে তাহা উত্তর বারেন্দ্র বিবরণে লিখিত হইয়াছে।

২। প্রসিদ্ধ প্রবাদ এই যে গৌড়নগরস্থিত লক্ষ্মণ সেনকে কৈবর্ত্তেরা অতি সত্বরে বিক্রমপুরে লইয়া যায়, তাহাতে বল্লাল সেন কৈবর্ত্তকে আচরণীয় করেন। এখনও পূর্ব্ব বাঙ্গলার কোন কোন স্থানে কৈবর্ত্ত আচরণীয় নহে। কৈবর্ত্তের পুরোহিত সর্ব্বত্রই অনাচরণীয়।

বেহারার প্রয়োজন হওয়াতে এবং তদর্থে বল্লালসেন শূদ্রজাতীয় কতিপয় ব্যক্তিকে বেহারার কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ নিত্যানন্দ নামে জনৈক শূদ্র ভূম্যধিকারী ছিলেন, তিনি গোপকন্যা প্রভৃতি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই গোপকন্যা প্রভৃতির গর্ব্ভে নিত্যানন্দের বহু সন্তান জন্মে। কালক্রমে উপরের উক্ত আচরণীয় বেহারা ও নিত্যানন্দবংশীয়গণকে বল্লালসেন কায়স্থদলে প্রবেশ করান। তাহাতে ভৃগুনন্দী, রাজদত্ত কৌলীন্য মর্য্যাদা গ্রহণ না করিয়া ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করিয়া স্থানান্তর গিয়াছিলেন। ইহাতেই বারেন্দ্র কায়স্থকুলে বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা নাই।

ভৃগুনন্দী, মুরারি চাকি ও নরদাসের সহিত পলায়ন করিয়া শিবনাথ ভূম্যধিকারীর পুত্র জটাধরনাগ এবং কর্কটনাগের নিকট উপস্থিত হন। শৈলকোপা গ্রামে কর্কটনাগের এবং শরগ্রামে জটাধরনাগের বসতি ছিল। নাগদ্বয় ভৃগুনন্দী, মুরারি চাকি, এবং নরদাস এই তিনজনের বাস নিমিত্ত তিন খানি গ্রাম দেন। কাল-ক্রমে সেই তিন খানি গ্রামের যথাসম্ভব ব্যক্তির বাসানুসারে নন্দীগাঁতি, চাকিগাঁতি, দাসগাঁতি নাম খ্যাত হয়। এইরূপে, ভৃগু-নন্দী আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হইয়া, মুরারি চাকি নরদাস এবং নাগদ্বয়ের সহায়তাতে বারেন্দ্র কায়স্থকুলে পঠীবদ্ধ করেন। সেই পঠীবন্ধনকালে দাস,নন্দী,চাকি এই তিনঘর সিদ্ধ; নাগ, সিংহ, দেব. দত্ত এই চারি ঘর সাধ্য বলিয়া গণ্য হন। সিদ্ধেরা শ্রেষ্ঠ, সাধ্যেরা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহার পর সরমা নামে জনৈক নাপিত বারেন্দ্র কায়স্থদলে প্রবেশ করে (১)। তাহাকে আধ ঘর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল।

১ সম্বন্ধনির্ণয় কর্ত্তা কহেন "সরমা নাপিত ছিলেন দাস নন্দী চাকি সরমা হইতে উপ-কার প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে সমাজ চলন করেন, চাকি প্রভৃতি সরমার কন্যা গ্রহণ করিয়া-

কালক্রমে সরমার বংশ লোপ হইয়াছে। এবং ধর, কর, গুণ, দাম প্রভৃতি আরও দশঘর কায়স্থ বারেন্দ্র কায়স্থদলে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা হেজ (নিকৃষ্ট) বলিয়া খ্যাত।

বারেন্দ্র কায়স্থকুলে দাস অত্রি গোত্রীয়, নন্দী কাশ্যপ গোত্রীয়, চাকি গৌতম গোত্রীয়। নরদাস দাসগাঁতি ত্যাগ করিয়া বাকিগ্রামে বসতি করেন। নরদাসের তিন পুত্র। প্রথম পুত্র বাকিগ্রামে, মধ্যম বোধপুরে তৃতীয় বগুড়াতে বসতি করেন। এই হইতে বাকিগ্রাম বোধপুর এবং বগুড়া দাসের সমাজ বলিয়া খ্যাত। নন্দীরা নন্দীগাঁতি ত্যাগ করিয়া পোতাজিয়াগ্রামে বসতি করেন। পোতাজিয়ানিবাসী নন্দীবংশজ রূপরায় স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া সমাজে নিন্দনীয় হন, এবং পোতাজিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসতি করেন। নন্দীবংশীয় জনৈক বারেন্দ্র কায়স্থ পশ্চিমদেশে বিবাহ করেন, সেই কন্যার পাকস্পর্শ কালে কন্যা কহিয়াছিলেন "কাকর পাতমে দেওঙ্গে গরম পরমান(১)" ইহাতে পোতাজিয়ার রায় উপাধিধারী নন্দীবংশের এক শাখা কাকর পাতের নন্দী বলিয়া খ্যাত হন। অদ্যাপি এই অবসাদ রহিয়াছে। চাকিবংশীয়গণ চাকিগাঁতি ত্যাগ করিয়া মৌরট গ্রামে

ছিলেন।' সম্বন্ধনির্ণয় ১০৫ পৃ। ঢাকুরে লিখা আছে নীচ শূদ্র জাতীয় নরসুন্দর সরমা নামে একব্যক্তি ভৃগুনন্দীর পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত ছিল, সে ভৃগুনন্দীর নিকট মর্য্যাদা প্রার্থনা করাতে তাহাকে আধ ঘর বলিয়া স্থির করেন। বারেন্দ্র কায়স্থকুলে নাপিত ৷৷০ আধ ঘর ইহা প্রসিদ্ধ কথা।

১। শুন মেরাধাই হাম পুছে একবাৎ।
খবরদার হোকে কহ আগু দেওকাৎ।
হাম নেহি জানে কোমান্ গরমান্।
কাকর পাতমে দেওঙ্গে গরম পরমান্।

ঢাকুর।

বসতি করেন। কুরঞ্চনগর গ্রাম নাগের আদি বসতি স্থান; শরগ্রাম এবং শৈলকোপা নাগের সমাজ। শৈলকোপার নাগেরা প্রসিদ্ধ। ঢাকুরকর্ত্তা কি অভিপ্রায়ে শৈলকোপার নাগদিগকে বিষতিয়া বোড়া সর্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন, (১) তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। ফলে নাগদিগকে ক্রূর এবং তেজস্বী বলিয়া বর্ণনা করা গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় বোধ হয়। করতেজা গ্রামে সিংহের বসতি ছিল। কাউনাড়ি এবং বটগ্রাম দত্তের আদি বসতি স্থান। দত্তেরা বিবাহে কন্যা-মূল্য গ্রহণ করাতে সমাজে ঘৃণিত হইয়াছেন। কাণ-সোণা গ্রাম দেবের বসতি-স্থান, চড়িয়া গ্রামের শুকদেব তালুকদার, তারাগুণা গ্রামের গুণাকর এবং আর্য্যবর মণ্ডল, দেব মধ্যে এই তিনজন এবং ইহাদের সন্তানেরা মান্য, অন্যান্য দেবগণ নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন। (২) বর্দ্ধন কুঠির রাজগোষ্ঠী আর্য্যবর মণ্ডলের বংশ-সম্ভব। তাড়াসের জমিদারগণ শুকদেবের বংশজাত।

ভৃগুনন্দী বারেন্দ্র কায়স্থকুলে যে সকল নিয়মাবধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সন্নিয়ম বলিতে হইবেক। তৎকালে বারেন্দ্র

১। নাগ মধ্যে রূপরায় আর সব ঢোঁড়া।
শৈলকোপার নাগ যেন বিষতিয়া বোড়া।
বিষতিয়া বোড়ার বিষ নীচ মুখে ধায়।
তাহার তুলনা নাহি বলি শর গাঁয়।

ঢাকুর।

২। এই তিন কহিলাম দেবের বিস্তার।
ইহা বহির্ভূত দেব নাহ ব্যবহার ॥
তবে যদি কোন দেব পটী মধ্যে হয়।
তাহাকে করিবে সংখ্যা অপদেব প্রায়।

ঢাকুর।

কায়স্থ কুলে, কন্যা কি পুত্রগত কুল ছিল না। বিবাহে কন্যা-মূল্য গ্রহণ করা অতি ঘৃণিত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য ছিল, কন্যামূল্য গ্রহণ-কারিগণ নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন হইতেন। দান গ্রহণ এই দুই কুলধর্ম্ম ছিল। আদান প্রদানের শ্রেষ্ঠতা মধ্যমতা এবং অধম ভাবানুসারে কুলে শৌর্য্য, সমাবেশ, এবং নিন্দা হইত। সাধ্য ৪ ঘর, আদান প্রদানের গুণ এবং দোষানুসারে উত্তম এবং কষ্ট ভাবাপন্ন হন। সিদ্ধ তিন ঘরেও এই ব্যবস্থা অপ্রচলিত নহে। ঢাকুরোক্ত নিম্ন লিখিত পয়ার পাঠ করিলে আদানপ্রদান-বিষয়ক ভাব কিছু কিছু জানা যাইতে পারিবে।

সাধ্য চারি ঘর মধ্যে ভাব তারতম।
সিদ্ধ তুল্য নাগ ঘর জানিবা নিয়ম।
তার পর মধ্যবিৎ সিংহকে জানিবা।
তদপেক্ষা নীচ ঘর দেবকে বুঝিবা।
দত্তহ দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয়।
এই চারি ঘরে সপ্ত ঘরের নিয়ম।
সিদ্ধিভাবে উত্তমেতে যাহার করণ।
হস্তিদন্তে স্বর্ণ বৈছে রসানে মার্জ্জন।
সিদ্ধিতে সিদ্ধিতে তুল্য প্রধান চলন।
জাম্বুনদ হেম বৈছে উজ্জ্বল বরণ।
সিদ্ধি যদি প্রধান সাধ্য নাগে কার্য্য করে।
গজদন্তে রত্নহার যেমন প্রকারে।
নিরাবিল প্রধান সিংহে যদি কার্য্য হয়।
তথাপি উত্তম ভাব জানিহ নিশ্চয়।
চন্দ্রের মালিন্য যেন রহে নিন্দাস্থান।
সেই অনুভাব মাত্র জানিবা বিধান।
দেবদত্ত ঘরে যদি ক্রমে কার্য্য হয়।
চন্দ্রে যেন মেঘে ঢাকি রাখয়ে নিশ্চয়।
দৈবে যদি সিদ্ধ ঘরে এক ত্রুটি হয়।
তাহার সে দোষ কভু গ্রাহ্যযোগ্য নয়।
সাধ্য ঘরে হয় যদি মর্য্যাদার হ্রাস।
সাধ্যের প্রধান ত্রুটি বড় সর্ব্বনাশ।
এইত জানিহ ভাব মূলজ করণে।
অমূলজে সর্ব্বনাশ জান সর্ব্বজনে।

উত্তর রাঢ়ীয় কুল বিবরণ।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে শূদ্র অথবা কান্যকুব্জাগত বিপ্র পঞ্চকের সঙ্গীয় ভৃত্য-সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহাঁরা আপনাদিগকে করণ বলিয়া পরিচয় দেন, এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থদিগের ন্যায় উপাধির পূর্ব্বে দাস শব্দ ব্যবহার করেন না। ইহাদের মধ্যে বল্লালী কৌলীন্যমর্য্যাদাও ব্যবহার নাই।

উত্তর রাঢ়ীয়দের মধ্যে যজানের সোমেশ্বর ঘোষের বংশ, জেমো কান্দির অনাদিবর সিংহের বংশ, বহড়ানের হরিহর দাসের বংশ, মিত্রপুরার মিত্রবংশ, দত্তবাড়িয়ার দত্তবংশ অতি প্রাচীন। জনশ্রুতি এই যে, এই পাঁচ বংশের আদিপুরুষ কান্যকুব্জ হইতে আইসেন। উত্তর রাঢ়ীয়কুলে, সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষ এক ঘর, বাৎস্যগোত্রীয় সিংহ এক ঘর, বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র এক ঘর, মৌদ্গাল্যগোত্রীয় দাস এক ঘর, কাশ্যপগোত্রীয় দত্ত এক ঘর এই পাঁচ ঘর কান্যকুব্জাগত করণ সন্তান। ইহা ভিন্ন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঘোষ এক ঘর, কাশ্যপগোত্রীয় দাস এক ঘর, ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহ এক পোয়া ঘর, মৌদ্গাল্যগোত্রীয় কর এক পোয়া ঘর, এই ৪ ঘরে ২৷৷০ ঘর গণনা হইয়া মোট ৯ ঘরে ৭৷৷০ ঘর গণনা হয়। এই ৭৷৷০ ঘরে পরস্পর বিবাহ হইয়া থাকে। সৌকালীনগোত্রীয় ঘোষ ও বাৎস্যগোত্রীয় সিংহ ইহারা কুলীন, অপর ৫৷৷০ ঘর মৌলিক। তন্মধ্যে কান্যকুব্জাগত মিত্র, দাস, দত্ত, ইহারা সন্মৌলিক, অপরেরা সামান্য মৌলিক। মৌলিকের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঘোষের কন্যাগ্রহণ করিলে, গ্রহণকারী কুলীনের পুত্রের কুল-ত্রুটি হয়। কাশ্যপগোত্রীয় দাস মৌলিকের কন্যাগ্রহণ করিলে ধনক্ষয়, অর্থাৎ অর্থ দ্বারা অন্যান্য কুলীনের সম্মান করিতে হয়। ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহের কন্যা গ্রহণ

করিলে কুলভঙ্গ হয়। মৌদ্গাল্যগোত্রীয় করের কন্যা গ্রহণ করিলে কুল-গৌরব হ্রাস হয়। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পুত্রের কুলক্রিয়া করিতে না পারিলে কুল-গৌরব হ্রাস হয়, আবার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তম কার্য্য করিলে কুল-গৌরব বৃদ্ধি হয়। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পুত্রগত কুল।

বিবাহে, ইহাদের ভোজন-পদ্ধতি আশ্চর্য্যজনক, আসন পতন ও অন্নাদি পরিবেশন অন্তে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজন-স্থানে উপস্থিত হইয়া আসনে দণ্ডায়মান হন, এবং আহার্য্য বস্তু দৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং অভিরুচি অনুসারে আহার্য্য বস্তুর প্রশংসা অথবা নিন্দা করিয়া চলিয়া যান। ঐ দৃষ্টান্ন উচ্ছিষ্টান্ন বলিয়া গণ্য হয় ও তদ্রূপ ব্যবহার হয়, এবং হাড়ি প্রভৃতি নীচ জাতীয়েরা তাহা গ্রহণ করে। ইহাতেই ভোজনদাতার উদ্দেশ সফল হয়। উত্তর রাঢ়ীয়গণ কহেন পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে এই প্রথাই ছিল, সম্প্রতি বিবাহে প্রকৃত ভোজন হইয়া থাকে।

পরিশিষ্ট।

আদিশূরের এবং বল্লাল সেনের জাতি।

এই গ্রন্থে অনেক স্থানেই আদিশূর ও বল্লাল সেনের উল্লেখ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের রাজ্যকাল নির্ণয় করা গিয়াছে। এই দুই নৃপতি কোন বংশোদ্ভব তাহার এই গ্রন্থে উল্লেখ হয় নাই। বিষয়টী কিছু গুরুতর, আগে অনেকেই এই দুই নরপতিকে বৈদ্যবংশোদ্ভব বলিয়া জানিতেন, এখন আবার অনেকেই ক্ষত্রবংশোৎপন্ন কহেন। অতএব বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে আদিশূর বল্লাল সেনের জাতিঘটিত পরস্পর বিরোধী প্রমাণ সকল লিখিত হইল।

যাহারা আদিশূর ও বল্লাল সেনকে বৈদ্য-বংশোৎপন্ন কহেন তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রমাণ দর্শান।

১। অথ সকলদিগ্দেশীয়রাজমধ্যে কলিযুগাবতারইব নিখিল-মঙ্গলালয়ঃ শ্রীল শ্রীআদিশূরোনামা রাজা সদ্বৈদ্য-কুলোদ্ভবঃ পরমধার্ম্মিক আসীৎ।

২। ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ।
বল্লালসেননৃপতির্বভূব গুণোত্তরঃ॥

৩। শ্রীমদ্বল্লাল সেনঃ প্রকৃতিসুচতুরঃ পুণ্যবানেকধাতা।
সবিদ্যো বৈদ্যবংশোদ্ভবঃ।

১।২।৩ বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

৪। অম্বষ্ঠকুল সম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়গৌড়বারন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ ॥
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব।

৫। অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতিঃ শৌর্য্যবীর্য্যাদিযুক্ত-
স্তস্মন্নাম্নাদিশূরোবিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তোবভূব।

৬। পুরাবৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালেন মহীভূজা।
ব্যবস্থাপিচ কৌলীন্যং দুই সেনাদি বংশজে।

৭। অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্র নিরূপণং ॥

৮। আদিশূরাৎ কূলেজাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরং।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না ভাগ্যবতী শুভা ॥
স্বপ্নে সা দদৃশে চৈনং পুরুষং কামরূপিণং।
কিরীটিনং নীলবাসং লোহিতাঙ্গং দ্বিজোত্তমং ॥
তং দৃষ্ট্বা কন্যকা ভীত্যা কম্পিতৈবমুবাচহ।
কস্ত্বং ভো দেব পুরুষ কস্মাদত্রাগমো বদ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মপুত্রোপি তামুবাচ সতীম্প্রতি।
হে রাজকন্যে সুভগে ব্রহ্মপুত্রোঽহমাগতঃ।
নিমিত্তং শৃণু চার্ব্বঙ্গি যস্মাদহমিহাগতঃ।
বরার্থিনী ত্বং কল্যাণি বরত্বেন গৃহাণ মাং ॥

* * *

আস্তে মৎ সন্নিধৌ কন্যে রামপালেতি বিশ্রুতা।
নগরীপালিতা পূর্ব্বে আদি শূরস্য ভূপতেঃ।

৪। শব্দকল্পদ্রুম ধৃত দেবীবর।
৫। অম্বষ্ঠ সম্বাদিকা।
৬। কবিকণ্ঠহার প্রণীত বৈদ্য কুলজি।
৭। রামানন্দ শর্ম্মঘটক কৃত বঙ্গজ কায়স্থ কুলদীপিকা।

তত্রাসীদ্রাম নামৈকো বৈদ্যরাজো মহাধনী।
তৎপালিতা সা নগরী রামপালেতি সংজ্ঞিতা।
তদন্বয়াৎ সমুদ্ভূতো বেদ নামাপি তাদৃশঃ।
মদংশজো মহাভাগস্তব ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥
ব্রহ্মপুত্রোপি তাং পৃষ্ট্বা প্রাহ গুপ্তঃ স্থতোময়া।
গৃহাণ তে সুতং সাধ্বি গচ্ছ তূর্ণং নিজালয়ং।

* * *

মাতা পিতা বিহীনা সা স্বপ্নে লব্ধা বরং শুভং।
সখীং বিজ্ঞাপয়ামাস যদ্বচো ব্রাহ্মণোঽবদৎ।
বেদোপি তদ্বচঃ শ্রুত্বা তাঞ্চ কন্যামুদূঢ়বান্
কালে তদ্গর্ভতোজাতো বল্লালসেন ভূপতিঃ। (৮)

৯। অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাহার তনয় হন শূর সেন বীর।
যাহার ঔরসে জন্মে বীর সেন রায়।
তাহার পুত্র ভূপ সামন্তনাম তায়।
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিধ্বক তাত বলিয়ারে করে বন্দন।
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার।
আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিধ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা।

---

(৮) লঘুভারত ২খণ্ড ১২৭।১২৮ পৃষ্ঠা। গ্রন্থকর্ত্তা আমাকে জানাইয়াছেন, বারেন্দ্রকুল পঞ্জিকার বচন তিনি আপন গ্রন্থে উঠাইয়া দিয়াছেন। বিক্রমপুর অঞ্চলে বল্লালসেন ব্রহ্মপুত্রের পুত্র বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া বচন সকল লিখিত হইয়া থাকিবে। এই প্রমাণ এবং ৯ সংখ্যক প্রমাণ দৃষ্টে বল্লালসেনকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া জানা যায়।

৯। রাজনগর নিবাসী রাজা রাজবল্লভের অনুমতে প্রস্তুত বৈদ্যকুলজি।

যাঁহারা আদিশূরকে ক্ষত্রিয় কহেন তাঁহারা নিম্ন লিখিত প্রমাণ প্রদর্শন করেন।

১। শুদ্ধ শ্রীচন্দ্রবংশে কবিশূর তনয়ো মাধবো মাধবেন।
তস্য শ্রীলাদিশূরঃ ক্ষিতিতল বিজয়ী ইত্যাদি।

২। আদিশূরের উক্তি।
অহং ক্ষত্রকুলে জাতো নকুর্য্যাম্‌ত যজ্ঞকং।

যাঁহারা বল্লাল সেনকে ক্ষত্রিয় কহেন তাঁহারা তাম্রশাসনাদির উল্লেখ করেন।

ক ১। প্রস্তর ফলক প্রশস্তি। তাহাতে লিখিত আছে যে, চন্দ্রবংশের বর্ণনা করিয়া পরাশর-পুত্র ব্যাসদেব সকলকে মোহিত করিয়াছেন, সেই চন্দ্রবংশে বীরসেন প্রভৃতির জন্ম হয়। সেই সেনবংশে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ের শিরো-মালা স্বরূপ সামন্তসেন জন্ম গ্রহণ করেন। সামন্তের পুত্র হেমন্ত সেন, তৎপুত্র বিজয় সেন।

ক ২। লক্ষ্মণসেনের দুই খানি তাম্রশাসন।
ইহাতে লিখিত আছে ওষধিনাথ (চন্দ্র) বংশে হেমন্তসেনের জন্ম হয়, হেম-ন্তের পুত্র বিজয় সেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লালসেন। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন।

ক ৩। কেশব সেনের তাম্রশাসন।
ইহাতে লিখিত আছে চন্দ্রবংশে, মহাদেব চন্দ্রশেখর বিজয় সেন আখ্যাতে জন্মগ্রহণ করেন, বিজয়ের পুত্র বল্লাল সেন, বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন লক্ষ্মণের পুত্র কেশব সেন।

১। ১৮৫৭।১০ মার্চ্চ দিবসীয় ৩৭ সংখ্যক এডুকেশন গেজেট নামক সপ্তাহিক পত্র ধৃত কুল-পঞ্জিকা বচন।

(২) বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক প্রদত্ত বচন। ৫২ পৃঃ দেখ।

(ক১) বিজয়সেন নির্ম্মিত প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির-ভিত্তিতে সংযোজিত প্রস্তর ফলক লিপি। এই পরিশিষ্টে সম্পূর্ণ ৩৬টী শ্লোকই লিখিত হইল। ৩।৪।৫।১০।১৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(ক২ এবং ক৩) এই পরিশিষ্টের শেষে তাম্রশাসনের প্রতিলিপি দেওয়া হইল।

কুলশাস্ত্রের কোন প্রমাণে আদিশূর, এবং তাম্রশাসনাদির প্রমাণে সেন-বংশীয় নৃপতিগণ, চন্দ্রবংশীয় বলিয়া লিখিত, হওয়াতে তাহাদের জন্ম সম্বন্ধে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিতে হয়। অম্বষ্ঠ জাতির জন্ম সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় সংশ্রব নাই। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠের জন্ম হয়। (ক) অতএব শূর এবং সেন বংশীয় নৃপতিগণ অম্বষ্ঠ নহেন ইহা বুঝা যায়। দেবীবর ঘটক, কবিকণ্ঠহার ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের ঘটকগণ, প্রস্তরফলক লিপি এবং তাম্রশাসন-লিপি দেখিতে না পাইয়া থাকিলেও ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে (১) আদিশূর ও বল্লাল সেনের বংশ ও জাতিসম্বন্ধে তাঁহারা যে কিছু জ্ঞাত ছিলেন ইহা অসম্ভব নহে, অথচ তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলক লিপি সেনবংশীয় রাজাদের সমসাময়িক। বাস্তবিক ধরিতে গেলে কুল-শাস্ত্রোক্তকারিকা ও তাম্রশাসন পরস্পর বিরোধী নহে।

প্রস্তর ফলকাঙ্কিত প্রশস্তি ও তাম্রশাসন লিপিতে সেনবংশীয় রাজগণ চন্দ্রবংশীয় ইহা অতি স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে। আদিশূর এবং বল্লাল সেনের বহুপরে প্রণীত কুলশাস্ত্র যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে সম সাময়িক তাম্রশাসন ও প্রস্তর ফলকলিপি সমধিক মান্য হইলেও শূর এবং সেনবংশীয় নৃপতিগণকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে না। অত্যুক্তি-প্রিয় উমাপতিধর, প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির ভিত্তিতে সংযোজিত প্রস্তর ফলকা-ঙ্কিত শ্লোক গুলি রচনা করেন। তাহাতে তিনি সামন্ত সেনকে ব্রহ্ম

(ক) ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং জাতো অম্বষ্ঠজাতয়ঃ। মনু ১০ অধ্যায় ৮ শ্লোক। স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে, মহর্ষি গালব তীর্থ ভ্রমণে নির্গত হন, অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া বীরভদ্রানাম্নী বৈশ্যকন্যার নিকট হইতে জলযাচ্ঞা করিয়া পান ও পিপাসা নিবৃত্তি করেন। মহর্ষি গালবের বরপ্রভাবে অনূঢ়া বীরভদ্রার পুত্রজন্মে তাহার নাম অমৃতাচার্য্য; অম্বা কুলে বাস করাতে তাহার অম্বষ্ঠ নাম হয়। তেষাং মুখ্যাঽমৃতাচার্য্য স্তথাবম্বাকুলেঽভিতৎ। অম্বষ্ঠ ইত্যসাবুক্তঃ। ভরত মল্লিক কৃত বৈদ্যকুল তত্ত্ব।

(১) দেবীবর চৈতন্যের সময়ের লোক। দ্রষ্টব্য ২০৮।২০৯ পৃঃ।
বৈদ্যেরা কহেন কবিকণ্ঠহার, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের সময়ের লোক।

ক্ষত্রিয়কুলের শিরোদাম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অথচ পৌরাণিক প্রমাণে দেখা যায় চন্দ্রবংশীয় ক্ষেমক রাজার অভাব হইলেই চন্দ্রবংশে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বংশের অভাব হয়। (১) তাহার পর মহানন্দি রাজার সময় পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় বংশ ছিল, মহানন্দির শূদ্রাস্ত্রীতে জাত মহাপদ্মনন্দ নামা পুত্র ক্ষত্রিয়নাশ করেন। (২) এই সকল কারণেই বাচস্পতি মিশ্র ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই দুই স্মার্ত্তবর মহানন্দি রাজার পরে প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের অভাব কহিয়াছেন। ভাগবতের টীকাকর্ত্তা শ্রীধর স্বামী ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দের ভাবী রাজবংশের বর্ণনাতে বর্ণসঙ্কর রাজগণের রাজ্যারম্ভ কহিয়াছেন। বল্লাল সেন নিজকৃত দানসাগর গ্রন্থে সেন বংশকে ক্ষত্রকুলোৎপন্ন কহেন নাই, "ক্ষত্র চারিত্রচর্য্য" এই বিশেষণে বর্ণন করিয়াছেন। (৩) চর্য্যা শব্দের অর্থ —

১। ব্রহ্ম ক্ষত্রস্য যো যোনির্ব্বংশো দেবর্ষি সৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানংস সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥

বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ২১ অধ্যায়।
ভাগবত ৯ স্কন্দ ২২ অধ্যায়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় শব্দের ; Agarland for the noblest race of the Khotreya kings, অর্থাৎ "অত্যুচ্চ ক্ষত্রিয় বংশ অর্থ করেন।" see "on the Sen Rajas of Bengal" journal of the Asiatic Society No III 1865. বাস্তবিক, যে ক্ষত্রিয় কুল হইতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম হয় তাহাকে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বংশ কহে। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ২১ অধ্যায়ে শ্রীধর স্বামীর টীকা। কুরুকুল ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়বংশ।

(২) মহানন্দি সুতঃ শূদ্রাগর্ব্ভোদ্ভবোঽতি লুব্ধো মহাপদ্মো
নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিল ক্ষত্রান্তকারী ভবিতা॥
ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি।

বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ২৪ অধ্যায়।

(৩) দানসাগরের বচন এই পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

ঈর্ষ্যাপথস্থিতি এবং নিয়মাপরিত্যাগ। (১) অতএব বল্লাল সেনের বর্ণন দৃষ্টেই সেনবংশ নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বোধ হয় না। লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনেও লক্ষ্মণ সেনকে ক্ষত্রিয় বলা হয় নাই, তাঁহার বিশেষণে রাজন্য-ধর্ম্মাশ্রয় (২) শব্দ ব্যবহার হইয়াছে।

সেনবংশীয় রাজগণ বৈদ্যও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন, অম্বষ্ঠও নহেন, তবে তাঁহারা কোন জাতি এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে তঁাহাদের জন্ম সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় সংশ্রব থাকাতে তাঁহাদিগকে অম্বষ্ঠ কি বৈদ্য বলা কঠিন হয়। অথচ পৌরাণিক প্রমাণ এবং দান সাগরের ও লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনের বিশেষণ দৃষ্টে ক্ষত্রিয়ও বলা যায় না। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত সন্তান মূর্দ্ধাবষিক্ত। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান অম্বষ্ঠ। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান মাহিষ্য, এই তিন বর্ণ সঙ্কর, এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ সমুদয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবষিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্য এই ছয় জাতি দ্বিজ ধর্ম্মাবলম্বী। (৩) অম্বষ্ঠ মাহিষ্য ইহারা উভয়েই মাতৃ-ধর্ম্ম পালক। (৪) উভয়ের আচারগত কোন প্রভেদ নাই। যখন মাহিষ্যজাতি

১। শব্দকল্পদ্রুম ১১৫৩ পৃঃ চর্য্যাশব্দ। বল্লালসেন প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহেন অথচ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন ক্ষত্র চরিত্রের ঈর্ষ্যাপথে অবস্থান করিতেন।

২। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের ৬ শ্লোক। রাজন্য শব্দে ক্ষত্রিয় বুঝায় আশ্রয় শব্দে আধার, এবং রাজার সন্ধ্যাদি ষড়্গুণান্তর্গত গুণ বিশেষবোধ্য শব্দকল্পদ্রুম ৩৭৬ পৃঃ আশ্রয় শব্দ।

৩। সজাতিজানন্তরজা ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাঞ্চ সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃস্মৃতাঃ॥
মনুসংহিতা ১০ অধ্যায় ৪১ শ্লোক।

৪। স্ত্রীষ্বনন্তর জাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্ম্মাতৃ দোষ বিগর্হিতান্॥
ঐ ঐ ৬ শ্লোক।

পুত্রাযেঽনন্তর স্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাং
তাননন্তর নামস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥
ঐ ঐ ১৪ শ্লোক।

মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, তখন ইহারা অশ্বপতি গজপতি নরপতি ছত্রপতি এই ৪ শাখাতে বিভক্ত হন এবং পিতৃপক্ষ স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে চন্দ্রবংশজাত বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাতেই সেন বংশের সভাপণ্ডিতেরা তাম্রশাসনাদিতে সেন বংশকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ স্পষ্টাক্ষরে ক্ষত্রিয় বলিতে সাহসী হন নাই। মাহিষ্য জাতীয় গজপতি বংশোদ্ভব, গাঙ্গবংশীয় চুরঙ্গ দেব, কর্ণাট হইতে আসিয়া, ১০৫৪ শকাব্দে উড়িষ্যা অধিকার করেন, তাঁহার বংশীয় অনঙ্গ ভীম রাজা যিনি জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন (১), । তিনি আপনাকে "ক্ষত্রিয় কুলধর্ম্মকেতু" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রবল বংশাভিমানী বর্ত্তমান খুর্দারাজ ব্যবহৃত মুদ্রাদি পূর্ব্বে অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়; তাহাতে লিখা আছে "বীরশ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর "নবকোটি কর্ণাটোৎপল বর্গ্যেশ্বরাধিরাই ভূত ভৈরব সাধু শাসনোৎকরণ, রাবতরাই অতুলবল পরাক্রম সংগ্রাম সহস্রবাহু ক্ষত্রিয় কুলধর্ম্মকেতু।" লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ মাহিষ্য জাতিকেও বৈদ্য কহেন। এবং সেন বংশের আদি ব্যক্তি

(১) "শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপ নক্ষত্র নায়কে। প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গ ভীমেনধীমতা বিবিধার্থসংগ্রহে এই কবিতাটী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাব লেখক লিখিয়াছেন ১১১৯ শকে অনঙ্গ ভীম মন্দির প্রস্তুত করেন। এবং মন্দির মধ্যে শ্রীমূর্ত্তির পশ্চাতে খোদিত শ্লোকে শক নির্ণীত আছে। বিবিধার্থ সংগ্রহ ৩ খণ্ড ৫৮ পৃং। অনঙ্গ ভীম ১২৩০ সম্বৎসরে (১০৯৫ শকাব্দে) রাজা হন। অতএব ১১১৯ শকাব্দে মন্দির নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর, কিন্তু শ্লোকে যে মান বাচক শব্দ আছে তাহাতে ১৬১৯ বুঝায়। রূপশব্দ ছয় বাচক, এক বাচক নহে। দ্রষ্টব্য শব্দকল্পদ্রুম: ৫০৫ এবং ৫১০১ পৃষ্ঠা। বোধ হয় রূপ শব্দ স্থলে একবাচক অন্য কোন শব্দ থাকিতে পারে। অথবা একার্থে রূপশব্দ ব্যবহার হইয়াছে। ১৬০৯ শকাব্দে অনঙ্গ ভীমের রাজ্য ছিল না।

বীরসেনকে মাহিষ্য বলিয়াছেন।(১) বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গৌড় অধিকার করেন। (২) ক্রমে সেনবংশীয় মাহিষ্য নৃপতিগণ অম্বষ্ঠের সহিত মিলিত হন। অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যেরা মাতৃ-ধর্ম্মাবলম্বী হেতু, মাহিষ্য নৃপতিগণের অম্বষ্ঠ দলে প্রবেশ করা কঠিন কর্ম্ম ছিল না। কিন্তু অম্বষ্ঠ হইতে মাহিষ্য অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর হেতু, বল্লাল সেন নিকৃষ্টবৈদ্য বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন। অদ্যাপিও কোন কোন বংশীয় লোক আপনাদিগকে বল্লাল সেনের বংশজাত বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন ; কিন্তু তাহারা নিকৃষ্ট বৈদ্য বলিয়া গণ্য। বৈদ্যকুলে সেনবংশীয় বল্লাল সেনের বংশধর বিদ্যমান থাকাতে অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্য পরস্পর মিলিত হইয়াছে এই কথা দৃঢ়তর হইয়া উঠে। মুর্দ্ধাবষিক্ত, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ইহারা পরস্পর মিলিত হইবার বহুল প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য পরস্পর মিলিত হইয়াছে ইহা অসম্ভব নহে। কিছুদিন হইল কান্যকুব্জ দেশীয় সংগ্রাম নামা জনৈক বাদসাহের কর্ম্মচারী বাঙ্গলার বৈদ্যকুলে বিবাহ করাতে তাঁহার সন্তানেরা হাম বৈদ্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। চন্দনা নদীতীরে হাম বৈদ্যের নিবাস। (৩) অতএব যে সকল ঘটক স্ব স্ব প্রণীত কুলগ্রন্থে শূর এবং সেন বংশীয়দিগকে বৈদ্য বলিয়াছেন, তাহা মাহিষ্য বৈদ্য বলিয়া বোধ করিতে হইবে এবং তাম্রশাসনাদিতে যাহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাহারা মাহিষ্যের পিতৃপক্ষ স্মরণ করিয়া চন্দ্রবংশ লিখিয়াছেন, অনুমান করা যাইতে পারে।

১। আসীদম্বপতের্ব্বংশ চন্দ্রকেতু মহীপতিঃ।
প্রাচীন বৈদ্যবংশানাং বিখ্যাতঃ পূর্ব্বপুরুষঃ   ল, ভা ২খ ১০৭ পৃঃ
তদ্বংশাশ্চন্দ্রবংশীয়া বৈদ্যা মাহিষ্য জাতয়ঃ।
তদ্বংশোবীরসেনশ্চ দাক্ষিণাত্যমহীপতিঃ।

২। প্রস্তরফলকলিপি ২০ শ্লোক।

৩। লঘুভারত ৩ খণ্ড ১৯৩ পৃঃ।

রাজসাহীর প্রস্তরফলক।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ি থানার অধীন দেবপাড়া গ্রামের সন্নিকটে বারিন, প্রকাশ্য বারিন্দা নামক স্থানে, রাজসাহী জেলার ভূতপূর্ব্ব জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেস্তর মেটকাফ সাহেব একখানি প্রস্তর প্রাপ্ত হন। ইহাতে অনেকগুলিন শ্লোক লিখিত আছে; অক্ষর সকল বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা ও নাগরাক্ষর হইতে বহুলাংশে বিভিন্ন। মুঙ্গেরের তাম্রশাসনের গরুড় স্তম্ভলিপির এবং এই প্রস্তরফলকলিপির অক্ষরের সঙ্গে বহুলাংশে সাদৃশ্য ভাব লক্ষিত হয় এবং লক্ষণসেনের তাম্রশাসনের অক্ষর বর্ত্তমান নাগরাক্ষরের সহিত কতকাংশে মিলে।

মেটকাফ সাহেব লিখিয়াছেন "প্রস্তর ফলক যে জলাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে ঐ জলাশয় গৌড় হইতে ৪১ মাইল দূর, কিন্তু এই স্থান যে নদীর পারে, ঐ নদী, ৬ মাইল দক্ষিণে রামপুর বোয়ালিয়ার নিম্নে প্রবাহিত পদ্মানদীর পুরাতন খাদ। এই স্থানে যে কোন মন্দির ছিল তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়, এবং প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোক মন্দির-স্থাপয়িতার যশোবর্ণনা। ঐ জলাশয়ের মধ্যে আরও দুই খানি বৃহৎ প্রস্তর আছে। পূর্ব্বে ঐ প্রস্তর জলের উপর বিদ্যমান ছিল এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হইয়াছে। অঙ্কিত প্রস্তরফলক ইহারই নিকটে এক জঙ্গল মধ্যে অন্যান্য কতিপয় প্রস্তর ফলক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই স্থানে একটী বৃহৎ মসজিদ বর্ত্তমান আছে উহা সম্পূর্ণই প্রস্তর নির্ম্মিত এবং ৬৫০ বৎসর গত হইল প্রস্তুত হইয়াছে।"

১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গলা অধিকার করেন, মেটকাফ সাহেবের লিখামত ৬৫০ বৎসর হইল মস্‌জিদ হইয়া থাকিলে বাঙ্গলাজয়ের অব্যবহিত পরেই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ হইয়াছে। বিজয়সেন উহার পূর্ব্বে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। মন্দিরটী কি হইল ইহা স্মরণ করিলে মুসলমানেরা মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপকরণে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করি-

য়াছে ইহাই উপলব্ধি হয়। (১) মেটকাফ যে জলাশয়ের কথা কহেন সম্ভবতঃ তাহা প্রস্তর-ফলকাঙ্কিত ২৯ সংখ্যক শ্লোকোক্ত সরোবর হইতে পারে।

আদিশূরের বংশে প্রদ্যুম্নশূর নামা জনৈক রাজা ছিলেন, তিনি স্বনামখ্যাত হরিহর মূর্ত্তি স্থাপন করেন। বিজয় সেন শিবমন্দির নিম্মাণ করেন, উমাপতিধর (২) বিজয়সেনের বংশ, এবং যশোবর্ণন করিয়া ৩৬টী শ্লোকাত্মক প্রশস্তি রচনা করেন। রাণক শূলপানি নামা শিল্পী শ্লোক গুলি প্রস্তর ফলকে খুদিয়াছিলেন। উমাপতিধর অত্যুক্তিপ্রিয় কবি ছিলেন, তাঁহার রচনাতে ঐতিহাসিক ঘটনা অল্পই আছে, তথাপি সেনবংশের কিছু বিবরণ উহা হইতে পাওয়া যায়। নিম্নে সমুদয় শ্লোক গুলির প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল। (৩)

১। মুসলমানেরা দিল্লী অধিকার করণানন্তর ২৭টী হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করিয়া কুতবল এছলাম নামা মসজিদ প্রস্তুত করে। যদি মুসলমানেরা হরিহরের মন্দির ধ্বংস না করিত তাহা হইলে বিজয়সেনের কীর্ত্তি এখন দেখিতে পাইতাম।

২। উমাপতিধর কলাপ ব্যাকরণের কতকগুলি কারিকা প্রস্তুত করেন তাহা অদ্যাপি টোলে অধ্যাপনা হইয়া থাকে। জয়দেব উমাপতিধরের উল্লেখ করিয়াছেন। উমাপতিধর বিজয় সেনের পৌত্র লক্ষ্মণসেনের সভায় পঞ্চরত্নের একরত্ন ছিলেন। (পূর্ব্বের ৯৩ পৃঃ)

৩। এসিয়াটিক রিসার্চ ১৮৬৫ ইং অব্দের বাঙ্গলা খণ্ডের প্রথম অংশ ১৪১ পৃষ্ঠাতে শ্লোকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। প্রস্তরফলকখানি, এসিয়াটিক সোসাইটির চিত্রশালিকাতে আছে। মেটকাফ সাহেব দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তাতে পাঠোদ্ধার করেন। সমুদয় ভাগের, শুদ্ধমতে পাঠোদ্ধার হইয়াছে কিনা তৎপ্রতি সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ কোন কোন স্থান অপাঠ্য হইয়াছে। অক্ষরগুলিও দেবনাগর অক্ষর হইতে বহুলাংশে ভিন্নাকারের।

ওঁ নমঃ শিবায়।

১। বক্ষোঽহং শুকাহরণ সাধ্বসকুষ্টমৌলি মালাচ্ছটা হতরতালয় দীপভাসঃ।
দেব্যাস্ত্রপা মুকুলিতং মুখমিন্দুভাভির্ব্বীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ॥

২। লক্ষ্মীবল্লভ শৈলজা দয়িতয়োরদ্বৈত লীলা গৃহং।
প্রত্যুম্নেশ্বর শব্দ লাঞ্ছন মধিষ্ঠানং নমস্কুর্মহে॥
যত্রালিঙ্গন ভঙ্গ কাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো।
র্দ্দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্ন তনুতা শিল্পেঽন্তরায়কৃতঃ॥

৩। যৎ সিংহাসন মীশ্বরস্য কনক প্রায়ং জটামণ্ডলং
গঙ্গাশীকর মঞ্জরী পরিকরৈর্যচ্চামর প্রক্রিয়া।
শ্বেতোৎফুল্ল ফণাঞ্চল শিবশিরঃ সন্দানদামোরগ
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ॥ (ক)

৪। বংশে তস্যামরস্ত্রী বিতত রতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেন প্রভৃতিভি রভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তা পরিচয় শুচয়ঃ সুক্তি মাধ্বীকধারা
পারাশর্য্যেণ বিশ্ব শ্রবণ পরিসর প্রীণনায় প্রণীতাঃ॥ (খ)

(ক) ঈশ্বর অর্থাৎ মহাদেবের কনক প্রায় জটামণ্ডল যাহার সিংহাসন। এবং মহাদেবের শিরঃস্থিত গঙ্গাশীকর দ্বারা যাহার চামর ব্যজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মহাদেবের মস্তকস্থিত সর্পের ফণা যাহার ছত্র সেই সুধাদীধিতি অর্থাৎ চন্দ্র রাজা জয়যুক্ত হউন। (খ) পরাশরাত্মজ ব্যাসদেব মধুর বর্ণনাতে যে বংশের বর্ণনা করিয়া বিশ্বজনকে প্রীত করিয়াছেন অমর স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত লীলাবলীর সাক্ষী স্বরূপ সেই চন্দ্রবংশে দাক্ষিণাত্য ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল।

৫। তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভট শতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী
সব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ানা মজনিকুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোল শীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষ্বপ্সরোভির্দ্দশরথ তনয় স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ। (গ)

৬। যস্মিন্ সঙ্গর চত্বরে পটুরটত্তূর্য্যোপ হুতদ্বিষ
দ্বর্গে যেন কৃপাণকালভুজগঃ খেলায়িতঃপাণিনা।
দ্বৈধীভূত বিপক্ষকুঞ্জরঘটা বিশ্লিষ্ট কুম্ভস্থলী (১)
মুক্তাস্থূল বরাটিকা পরিকরৈর্ব্যাপ্তংতদদ্যাপ্যভূৎ॥

৭। গৃহাদ্গৃহমুপাগতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনা
দ্বনাদ্বন মনুক্রতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ।
গিরের্গিরি মধিশ্রিতস্তরতি তোয়ধিস্তোয়ধে
র্যদীয় মরিসুন্দরী সরকপৃষ্ঠলগ্নং যশঃ॥

৮। দুর্ব্বৃত্তানাময় মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট লক্ষ্মী
লুণ্ঠাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ। (২)
যস্মাদদ্যাপ্যবিহিত বসা মাংসমেদঃ সুভিক্ষাং
হৃষ্যৎপৌরস্ত্যজতিনদিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা॥

(গ) সেই সেনবংশে শত্রুপক্ষীয় শত যোদ্ধার নিহন্তা, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মক্ষত্রিয় কুলের শিরোমালা স্বরূপ সামন্তসেনের জন্ম হয়। অপ্সরাগণ সমুদ্র জলোচ্ছাসে স্নিগ্ধ সেতুবন্ধের কচ্ছদেশে উপবিষ্ট হইয়া দশরথপুত্র রামচন্দ্রের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া সামন্তসেনের যুদ্ধগান করিত।

(১) গজমুক্তা আকাশ কুসুমবৎ অলীক পদার্থ নহে। কিন্তু হাতির কুম্ভদেশে জন্মে না। দন্তের অভ্যন্তরে জন্মে এবং তাহা দুষ্প্রাপ্য হইলেও বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বোত্তর খণ্ডে প্রাপ্য।

(২) লুণ্ঠাকানাং কদনমকরোত্ভূপনামন্ত সেনঃ। লঘুভারত ধৃত পাঠান্তর ২খণ্ড ১১০ পৃঃ।

৯। উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্ম্মৃগশিশুরপীতখিন্ন বৈখানসস্ত্রী
স্তন্যক্ষীরাণি কীর প্রকর পরিচিত ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনা সেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্ম্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গা পুলিন পরিসরারণ্য পুণ্যাশ্রমাণি ॥

১০। অচরম পরমাত্মজ্ঞান ভীম্মাদমুষ্মা-
ন্নিজভুজ মদমত্তারাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসানোদ্ভিন্ন নির্ন্নিক্ত তত্ত-
দ্গুণ নিবহ মহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ ॥

১১। মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দুচূড়ামণি চরণরজঃ সত্যবাক্ কণ্ঠভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেঽরিকেশাঃ পদভুবি ভুজয়োঃ ক্রূরমৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ।
নেপথ্যং যস্যযজ্ঞে সতত মিদমিদং রত্নপুষ্পাণি হারা
স্তাড়ঙ্কং নূপুরং সৎকনক বলয় মপ্যস্য নৃত্যাঙ্গনানাং ॥

১২। ষর্দ্দোর্ব্বল্লিবিলাস লব্ধগতিভিঃ শল্যৈর্ব্বিদীর্ণোরসাং
বীরাণাং রণতীর্থ বৈভব বশাদ্দিব্যং বপুর্ব্বিভ্রতাং।
সংসক্তামর কামিনীস্তনতটী কাশ্মীর পত্রাঙ্কিতং
বক্ষঃ প্রাগিব মুগ্ধসিদ্ধ মিথুনৈঃ সাতঙ্ক মালোকিতং ॥

১৩। প্রত্যর্থিব্যয়কেলি কর্ম্মণি পুরঃ স্মেরং মুখং বিভ্রতো
* * * কৌশলমদ্ভুদ্দানে দ্বয়োরদ্ভুতং।
শত্রোঃ কোপি দধেঽবসাদ মপরঃ সখ্যুঃ প্রসাদং ব্যধা
দেকোহারমুপাজহার সুহৃদা মন্যঃ প্রহারং দ্বিষাং ॥

১৪। মহারাজ্ঞী যস্যস্বপর নিখিলান্তঃ পুরবধূ
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণ সরণি স্মের চরণা।
নিধিঃকান্তে সাধ্বীব্রতবিতত নিত্যোজ্জ্বলযশা
যশোদেবী নাম ত্রিভুবন মনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ ॥

১৫। ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো
হপ্যরাতি বলশাতনোজ্জলকুমার কেলিক্রমঃ।
চতুর্জ্জলধি মেখলাবলয়সীম বিশ্বম্ভরা
বিশিষ্ঠ জয়সাধয়ো বিজয়সেন পৃথ্বীপতিঃ॥

১৬। গণয়তুগণশঃকোভূপতীংস্তাননেন
প্রতিদিন রণভাজা যেজিতাবা হতাবা।
ইহজগতিবিষেহে স্বস্যবংশস্য পূর্ব্ব
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ॥

১৭। সংখ্যাতীত কপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তস্যারি জেতুস্তনাং
কিংরামেণ বদামি পাণ্ডবচমূনাথেন পার্থেনবা।
হেলদ্‌খড়্গলতাবতংসিতভূজামাত্রেণ যেনার্জ্জিতং
সপ্তাম্ভোধিতটী পিনদ্ধবসুধাচক্রৈক রাজ্যংফলং॥

১৮। একৈকেন গুণেনবৈ পরিণত স্তেষাং বিবেকাদৃতে
কশ্চিদ্ধস্ত্যপরশ্চরক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ।
দেবোয়ংতু গুণৈঃ কৃতো বহুতিথৈর্ধীমান্‌জঘানদ্বিষো
বৃত্তস্থান পুরশ্চকারচ রিপূচ্ছেদেন দিব্যাঃপ্রজাঃ।

১৯। দত্ত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামুর্ব্বীমুরীকুর্ব্বতা
বীরাস্কৃলি পি লাঞ্ছিতোহসিরমুনা প্রাগেবপত্রীকৃতঃ।
নেত্থংচেৎ কথমন্যথা বসুমতীভোগে বিবাদোন্মুখী
তত্রাকৃষ্টকৃপাণধারিণিগতা ভঙ্গংদ্বিষাং সন্ততিঃ॥

২০। ত্বংনান্যবীরবিজয়ীতিগিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথামননরূঢ় নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপিযস্তরসাজিগায়॥(১)

(১) ইহাদ্বারা বিজয়সেন কর্ত্তৃক কামরূপ গৌড় এবং কলিঙ্গ দেশ জয় করা ব্যক্ত হয়।

২১। শূরং মন্যইবাসিনীন্যকিম্মিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে
স্পর্দ্ধাংবর্দ্ধনমুঞ্চ বীরবিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্য মহর্নিশ প্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃক্ষ্মাভুজাং
যৎকারাগৃহ যামিকৈ র্নিয়মিত নিদ্রাপনোদক্রমঃ॥

২২। পাশ্চাত্য জয়চক্র কেলিষু যস্যযাব
দ্গঙ্গা প্রবাহ মনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলি সরিদম্ভসি তস্যপঙ্ক
মগ্নোঝ্‌ঝিতেবতরিরিন্দুকলা চকাস্তি।

২৩। মুক্তা কার্পাসবীজৈর্ম্মরকত শকলং শাকপত্রৈরলাবু
পুষ্পৈরূপ্যাণিরত্নং পরিণতিভিদূরৈঃ কুক্ষিভির্দ্দাড়িমানাং।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিত কুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎপ্রসাদাদ্বহু বিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়ানাং॥

২৪। অশ্রান্তবিশ্রাণিতযজ্ঞযূপস্তম্ভাবলীং প্রাগবলম্বমানঃ।
যস্যানুভাবাদ্ভুবিসঞ্চচার কালক্রমাদেকপদোপিধর্ম্মঃ॥

২৫। মেরোরাহৃতবৈবিস্সকুলতটাদাহূয় যজ্বামরান্
ব্যত্যাসংপুর বাসিনা মরুত যঃ স্বর্গস্যমর্ত্যস্যচ।
উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মিভিশ্চ বিততৈস্তল্লৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্যচ সমংদ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বপুঃ॥

২৬। দিক্‌শাখা মূলকাণ্ডং গগনতল মহাম্ভোধি মধ্যান্তরীয়ং
ভানোঃপ্রাক্‌প্রত্যগদ্রি স্থিতিমিলদুদয়স্তস্য মধ্যাহ্নশৈলং॥
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবন ভবনস্যৈক শেষং গিরীণাং।
সপ্রদ্যুম্নেশ্বরস্য ব্যথিত বসুমতী বাসবঃ সৌধমুচ্চৈঃ॥

২৭ প্রাসাদেন তবামুনৈব হরিতামধ্বানিরুদ্ধোমুধা
ভানোদ্যাপি কুতোস্তিদক্ষিণদিশঃ কোণান্তবাসী মুনিঃ।
অন্যামুচ্চ পথোয়মুচ্ছতুদিশং বিন্ধ্যোঽপ্যসৌবর্দ্ধতাং
যাবচ্ছক্তিতথাপি নাস্যপদবীং সৌধস্যগাহিষ্যতে॥

২৮। স্রষ্টাযদিস্রক্ষ্যতিভূমিচক্রে সুমেরু মৃৎপিণ্ড বিবর্ত্তনাভিঃ।
তদাঘটঃস্যাদুপমানমস্মিন্ সুবর্ণকুম্ভস্যতদর্পিতস্য॥

২৯। বিলেশয় বিলাসিনী মুকুটকোটি রত্নাঙ্কুর
স্ফুরৎকিরণ মঞ্জরীচ্ছুরিত বারিপুরংপুরঃ
চথানপুর বৈরিণঃ সজলমগ্ন পৌরাঙ্গনা
স্তনৈণমদসৌরভোচ্ছলিত চঞ্চরীকং সরঃ॥

৩০। উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্যবসনান্যর্দ্ধাঙ্গনা স্বামিনো
রত্নালঙ্কৃতিভির্ব্বিশেষিতবপুঃ শোভাঃশতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চপুরীশ্মসান বসতে র্ভিক্ষাভুজোপ্যক্ষয়াং
লক্ষ্মীংসব্যতনোদ্দরিদ্র ভরণে সুজ্ঞোহি সেনান্বয়ঃ॥

৩১। চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মাহৃদয় বিনিহিত স্থূলহারোরগেন্দ্রঃ
শ্রীখণ্ডক্ষোদ ভস্মাকর মিলিত মহানীলরত্নাক্ষমালঃ।
বেশস্তেনাস্যতেনে গরুড় মণিলতা গোনসঃ কান্তমুক্তা
নেপথ্য * * সমুচিতরচনংকল্পকাপালিকস্য॥

৩২। বাহোঃ কেলিভিরদ্বিতীয় কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং
কুর্ব্বাণেন নপর্য্যশেষি কিমপি স্বেনৈব তেনেপ্সিতং।
কিন্তস্মৈদিশতু প্রসন্নবরদোপ্যর্দ্ধেন্দু মৌলিঃপরং
স্বংসাযুজ্য মসাবপশ্চিম * * শেষেপুনর্দাস্যতি॥

৩৩। প্রস্তোতুমস্যপরিতশ্চরিতং ক্ষমঃস্যাৎ
প্রাচেতসো যদি পরাশর নন্দনোবা।

তৎকীর্ত্তি পূরস্থরসিন্ধু বিগাহনেন
বাচঃ পবিত্রয়িতুমত্রতুনঃ প্রযত্নঃ ॥

৩৪। যাবদ্বাস্তোষ্পতি স্থরধুনীভূর্ভুবঃ স্বঃ পুণীতে
যাবচ্চান্দ্রীকলয়তি কলোত্তংসতাং ভূতভর্ত্তুঃ
যাবচ্চেতোগময়তি সভাংশ্চেতিমানংত্রিবেদী
তাবত্তাসাংবচয়তুসখী তত্তদেবাস্যকীর্ত্তিঃ ॥

৩৫। নির্ম্মিক্ত সেনকুলভূপতি মৌলিকানা
মগ্রন্থিলগ্রথন পক্ষলস্থত্রবল্লিঃ।
এবাকবেঃ পদপদার্থবিচার শুদ্ধিঃ
বুদ্ধেরুমাপতিধরস্যকৃতিঃ প্রশস্তিঃ ॥

৩৬। ধর্ম্মোপনপ্তা মনদাসনপ্তাবৃহস্পতেঃ স্থসুরিমাং প্রশস্তিং।
চথান বারেন্দ্রক শিল্পগোষ্ঠীচূড়ামণী রাণকশূলপাণিঃ ॥

দিনাজপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

এই তাম্রশাসন খানি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দীয় দুর্ভিক্ষে, জেলা দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার অধীন তপনদিঘির নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্করিণী খনন কালে পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব শাসন খানি লইয়াছেন, বোধ হয় কলিকাতার চিত্রশালিকাতে পাঠাইয়া থাকিবেন। এই শাসন খানি দেবনাগর এবং বাঙ্গলা অক্ষরের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার অক্ষরে লিখিত, ইহার পাঠ অবুদ্ধ হয় নাই। দিনাজপুরের জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিএল, তাম্রশাসনের প্রতিলিপি এবং তাহা যেরূপ অক্ষরে লিখিত তাহার আদর্শ আমাকে দিয়াছেন। দিনাজপুর নিবাসী পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচুড়ামণি পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যাদ্যত্রমণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারিস্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালাবলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃসভবার্ত্তিতাপভিদুরঃশম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ॥

আনন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে তুষ্যচ্ছিদাত্যন্তিকী
কহ্লারে হতমোহতা রতিপতাবেকোঽহমেবেতিধীঃ।
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়স্ত্যাশুপ্রকাশাজ্জগ
ত্যস্তেধ্যান পরম্পরা পরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাম্মুদে॥

সেবাবনম্রনৃপকোটি কিরীটরোচি
রম্বূল্লসৎ পদনখদ্যুতি বল্লরীভিঃ।
তেভ্যো বিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভূবন্
ভূমীভুজঃস্ফুটমথৌষধিনাথবংশে॥ (১)

(১) সেবার নিমিত্ত অনবরত অসংখ্য নৃপতিগণের মুকুট প্রভারূপ জলসেকে উল্লসিত পদনখের দ্যুতিমঞ্জরী দ্বারা যাহারা শত্রুদিগের প্রতাপ বিষজ্বর অপহরণ করিতেন ওষধিনাথ-বংশে (চন্দ্রবংশে) এমত নৃপতিগণের জন্ম হয়।

আকৌমার বিকস্বরৈর্দ্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ
প্রালেয়ৈররিরাজবক্ত্র নলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তঃস্ফুটমেব সেনজনন ক্ষেত্রোঘপুণ্যাবলী
শালিশ্লাঘ্যবিপাক পীবরগুণস্তেষামভূদ্বংশজঃ ॥

যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিত ভুজতেজয়ঃ সহচরৈ
র্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধিপরিণদ্ধা ইব দিশঃ।
ততঃ কাঞ্চীলীলাচতুর চতুরম্ভোধিলহরী
পরিভোর্ব্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয়সেনঃ সবিজয়ী ॥

প্রত্যূহঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগ
সংগ্রামঃশ্রিত জঙ্গমাকৃতিরভূদ্বল্লাল সেনস্ততঃ।
যশ্চেতোময়মেব শৌর্য্যবিজয়ীদত্তোঔবং তৎক্ষণয়
দক্ষীণারচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্পরেষাংশ্রিয়ঃ ॥

সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণগুণা ভোগপ্রলোভাদ্দিশা
মীশৈরংশ সমর্পণেন ঘটিতস্তত্তৎ প্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুম্মক্ষপিতারি সঙ্গররসো রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ঃ।
শ্রীমল্লক্ষণ সেন ভূপতিরতঃ সৌজন্য সীমাঽজনি ॥

শশ্বদ্বন্ধভয়াদ্বিমুক্ত বিষয়াস্তন্মাত্রনিষ্ঠীকৃত
স্বান্তাযান্তু কথংনাম রিপবস্তস্য প্রয়োগাল্লয়ম্।
যৈরাত্ম প্রতিবিম্বিতেঽপি নিপতৎ পত্রেঽপি চক্ষুত্তৃণে
ঽপ্যদ্বৈতেন যতস্ততোঽপি সপরোদৈবঃ পরংবীক্ষতে ॥

সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল-সেনপাদানুধ্যাতপরমেশ্বরপরমবৈষ্ণবপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ-সেনদেবঃ কুশলী। সমুপাগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজা-মাত্যপুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ (১) মহাসন্ধি বিগ্রহিক (২) মহাসেনাপতি (৩) মহামুদ্রাধিকৃত (৪) আন্তরঙ্গ (৫) বৃহদুপরিক (৬) মহাক্ষপটলিক (৭) মহা-প্রতীহার (৮) মহাভৌরিক (৯) মহাপীলুপতি (১০) মহাগণস্থ (১১) দৌস্সাধিক (১২) চৌরোদ্ধরণিক (১৩) নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক (১৪) গৌল্মিক (১৫) দণ্ডপাশিক (১৬) দণ্ডনায়ক (১৭) বিষয় পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্ট (১৮) জাতী-য়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হমানয়তি বোধ-য়তি সমাদিশতিচ মতমস্তু ভবতাং। যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন (১৯) ভুক্ত্যন্তঃপাতি পূর্ব্বে বুদ্ধবিহারী দেবতা নিকর দেয়াম্মণ ভূম্যাঢ়াবাপ পূর্ব্বালিঃ সীমা দক্ষিণে নিচ ডহার পুষ্করিণী সীমা পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুণ্ডী সীমা উত্তরে মোল্লাণ-খাড়ী সীমা ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্তত্রত্য দেশ ব্যবহার মলিন দেব গোপ-থাদ্যসারভূবহিঃ পঞ্চোন্মানাধিক বিংশত্যুত্তরাঢ়াবাপশতৈকাত্মকঃ সম্বৎসরেণ কপর্দ্দকপুরাণ সার্দ্ধশতৈকোৎপত্তিকো (২০) বিল্লহিষ্টীগ্রামীয় ভূভাগঃ সবাট-

---

(১)। প্রধান বিচারপতি। (২) সন্ধিবিগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী। (৩) প্রধান সেনাপতি। (৪) মুদ্রাযন্ত্রের প্রধানাধ্যক্ষ। (৫) সুহৃৎ। (৬) রাজস্নানাগারের প্রধানাধ্যক্ষ। (৭) প্রধান ন্যায় দ্রষ্টা। (৮) প্রধান দ্বারপাল। (৯) স্বর্ণের প্রধানাধ্যক্ষ। (১০) হস্তিশালার প্রধানাধ্যক্ষ। (১১) দলপতি। (১২) দুঃসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি। (১৩) সহৎকোতাল। (১৪) নৌকা হস্তি অশ্ব গো মহিষ ছাগ মেষাদি পশুর অধ্যক্ষ। (১৫) নয়টী হস্তী নয়খান রথ সপ্তবিংশতি অশ্ব পঞ্চচত্বারিংশৎ পদাতি সমুদয়ে নব্বই, ইহাকে গুল্ম কহে তাহার অধ্যক্ষ। (১৬) ফাঁশিদাতা। (১৭) দণ্ডপ্রণয়নকর্ত্তা। (১৮) চট্টভট্ট জাতিবিশেষ। (১৯) দিনাজপুর এবং মালদহের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ছিল এখন পাড়ুয়ার জঙ্গল নামে আখ্যাত। (২০) একশত পঁচিশ আড়া পরিমিত ধান্যের বীজ যাহাতে বপন হয়, এবং যাহার সাম্বৎসরিক কর দেড়শত (১৫০) কাহন কড়ি।

বিটপঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সদশাপরাধঃ পরিহৃত সর্ব্বপীড়োঽ চট্ট ভট্ট প্রবেশোঽ কিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যস্তৃণ যুতি গোচর পর্য্যন্তঃ হুতাশন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় মার্কণ্ডেয়দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষ্মীধরদেব-শর্ম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্বাজ সগোত্রায় ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরায় সামবেদ কৌথুম শাখাচরণানুষ্ঠায়িনে হেমাশ্বরথ মহাদানাচার্য্য শ্রীঈশ্বর দেব-শর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারক মুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভি বৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বরথমহাদানে দক্ষিণা-ত্বেনোৎসৃজ্য আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ ॥ তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ॥ ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপ-হরণে নরক পাপভয়াৎ পালনে ধর্ম্ম-গৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তিচাত্র ধর্ম্মানুশাসিনঃ শ্লোকাঃ। বহুভির্ব্বসুধাদত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্যযস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদাফলং। ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌতৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ। স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা যোহরেত্তু বসুন্ধরাং। সবিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ইতি কমলদলাম্বুবিন্দু লোলাং শ্রিয় মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ,সকল মিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ। শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনো নারায়ণ দত্ত সান্ধিবিগ্রহিকং। ইহ ঈশ্বরশাসনদানে দূতং ব্যধত্ত নরনাথঃ ॥ সং ৭ ভাদ্রদিনে ৩। শ্রী * *

সুন্দরবনের নিকটে প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

ইহা কলিকাতার দক্ষিণস্থ জয়নগর গ্রামের কোন ভূম্যধিকারী সুন্দরবনের নিকট প্রাপ্ত হন। ত্রিবেণী নিবাসী হলধর চূড়ামণি উহার পাঠোদ্ধার করেন। তাম্রশাসনখানি বাঙ্গলা ও নাগরের মধ্যবর্ত্তী একপ্রকার অক্ষরে লিখিত, স্থানে স্থানে অক্ষর সকল অপাঠ্য হওয়াতে চূড়ামণি মহাশয়ও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই। অবুদ্ধ স্থলে পাঠ যোজনা করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের শেষভাগে তাম্রশাসন-

খানির প্রতিলিপি প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাম্রশাসনখানি আর একবার হস্তগত করিতে পারেন নাই। মজিলপুরের শ্রীযুত বাবু হরিদাস দত্ত, বাঙ্গলা অক্ষরে উহার প্রতিলিপি প্রেরণ করেন। তাহাই মুদ্রিত হইয়াছে।

এই স্থলে স্বতন্ত্র তাম্রফলকে উৎকীর্ণ একটী দেবীমূর্ত্তি কীলকদ্বারা বদ্ধ আছে।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুদ্যত্রমণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্ব্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারিস্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালাবলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োহঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃসভবার্ত্তিতাপভিদুরঃশম্ভোঃ সপর্য্যাম্বুদঃ ॥(১)

আনন্দাম্বুনিধৌ (২) চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্তাস্তিকী
রুন্ধাবে হতমোহতা(৩) রতিপতাবেবাহ (৪) মেবেতিধীঃ।
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়স্ত্যাশুপ্রকাশাজ্জগ
ত্যত্রের্ধ্যানপরম্পরা (৫) পরিণতজ্যোতিস্তদাস্তাংমুদে ॥

(১)। কপর্দ্দাম্বুদঃ পাঠ সঙ্গত বোধ হয়, দিনাজপুরের তাম্রশাসনে কপর্দ্দাম্বুদঃপাঠই আছে। শিবের জটার নাম কপর্দ্দ।

(২) আনন্দোহম্বুনিধো। (৩) কহ্লারে হতমোহতা। (৪) রতিপতাবেকোহং।

(৫) ত্যত্রের্ধ্যান পরম্পরা এই এই পাঠই সঙ্গত বোধ হয়।

তাম্রশাসনখানির অনেক স্থলে পাঠ অবুদ্ধ হওয়াতে এবং বাঙ্গলা ও নাগরির মধ্যাবস্থা বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত অক্ষরে লিখিত হেতু চূড়ামণি মহাশয়ের ভ্রম হইতে পারে।

সেবাবনম্রনৃপকোটি কিরীটরোচি
রম্বুল্লসৎ পদনখদ্যুতি বল্লরীভিঃ।
তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভূবন্
ভূমিভুজঃস্ফুটমথৌষধনাথবংশে ॥ *

আকৌমার বিকস্বরৈর্দ্দিশিদিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ
প্রালেয়ৈররিরাজবক্ত্র নলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তস্ফুটমেব সেনজনন ক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী
শালিশ্লাঘ্যবিপাক পীবরগুণস্তেষামভূদ্বংশজাঃ ॥

যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিত ভুজতেজঃ সহচরৈ
র্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধিপরিণদ্ধাইবদিশঃ।
ততঃ কাঞ্চীলীলাচতুর চতুরম্ভোধিলহরী
পরিতোর্ব্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয়সেনঃ সবিজয়ী ॥

প্রত্যক্ষঃ (১) কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগ
সংগ্রামঃশ্রিত জঙ্গমাকৃতিরভূদ্বল্লালসেনস্ততঃ।
যশ্চেতোময়মেব শৌর্য্যবিজয়ীদম্ভোঔষধং তৎক্ষণা
দক্ষীণারচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্‌পরেষাংশ্রিয়ঃ ॥

* প্রকৃত পাঠ "ওষধিনাথ" ওষধিনাথ শব্দে চন্দ্র বুঝায়, 'ঔষধনাথ' শব্দ সঙ্গত বোধ হয় না, দিনাজপুরের তাম্রশাসনে ওষধিনাথ শব্দই আছে। প্রস্তরফলক প্রশস্তি দিনাজপুরের তাম্রশাসনে কেশবসেনের তাম্রশাসনে সেনবংশ চন্দ্রবংশীয় লিখিত আছে, হলধর চুড়ামণি অযথা 'ঔষধনাথ' পাঠ কল্পনা করিয়াছেন।

(১) প্রত্যূহঃ পাঠ সঙ্গত বোধ হয়।

সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণগুণা ভোগপ্রলোভাদ্দিশা
মীশৈরংশ সমর্পণেন ঘটিতস্তত্তৎ প্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুষ্মক্ষপিতারি সঙ্গররসো রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ঃ।
শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি ॥

সখলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্দাবারান্মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন পাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বর পরমবীরসিংহ পরমস্তম্ভাবক (১) মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেবঃ সমুদ্রং প্রতীর্য্য রাজ রাজন্যক রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিতধর্ম্মাধ্যক্ষমহাসন্ধিবিগ্রহিকমহাসেনাপতি মহাসমুদ্রাবিক্কত (২) অন্তরজুর্ভয়দপরিক মহাক্ষপাটলিকমহাপ্রতীহার মহাভোগিক (৩) মহাপীঠপতি (৪) মহাগণপদোঃস্বারিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদি ব্যাভ্রতরু (৫) গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয় পত্যাদীন্ বন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনঃ অধ্যক্ষ প্রচারোক্তান্ ইহা কীর্ত্তিতান্ চড়ভচ্ছ (৬) জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ। মতমস্ত ভবতাং। যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনস্তকান্তঃপাতিনি থাড়ী মণ্ডলিকান্তল্লপুর চতুরকে পূর্ব্বে শাস্ত্যশাবিক প্রভাশাসনং সীমা দক্ষিণে চিতাড়ি খাতার্দ্ধং সীমা পশ্চিমে

১। পরম বৈষ্ণব, পরম ভট্টারক পাঠই সঙ্গত পাঠ বলিয়া বোধ হয়।

২। মহামুদ্রাধিকৃত, অর্থাৎ টাকা প্রস্তুতের অধ্যক্ষ, পাঠই সঙ্গত।

৩। মহা ভোরিক। অর্থাৎ স্বর্ণাধ্যক্ষ প্রধান পাঠই সঙ্গত।

৪। মহাপীলুপতি, হাতিখানার অধ্যক্ষ, পাঠই সঙ্গত।

৫। নৌবল হস্ত্যশ্ব গো মহিষা জাবিকাদি ব্যাপৃতক, পাঠই সঙ্গত বোধ হয়।

৬। চট্টভট্ট পাঠই সঙ্গত বোধ হয়, ইহারা অর্দ্ধসভ্য, মনুষ্য ছিল। সুন্দরবনে ইহাদের বাস ছিল। ইহারা দেশ মধ্যে লুট পাঠ করিয়া বেড়াইত। ইহারাই বোধ হয় ১৮৬৮ সালের আসিয়াটিক জরনালে চণ্ডভণ্ড বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শান্ত্যশাবিক রামদেব শাসন পূর্ব্বপার্শ্ব সীমা উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণি গড়োলী কেশব গড়োলী ভূমি সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন শ্রীমদুগ্রমাধবপাদীয় স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাধিক হস্তেন দ্বাত্রিংশদ্ধস্ত পরিমিতান্মানেনাধস্ত্রয়া সার্দ্ধকাকিনী দ্বয়াধিক ত্রয়োবিংশত্যন্মনোত্তর খারবক সমেতভূদ্রোণ ত্রয়াত্মকঃ সম্বৎ-সরেণ পঞ্চাশৎ পুরাণোৎপত্তিকঃ সবাস্ত চিহ্ন মেগুলগ্রামীয় কিয়ানপিভূভাগঃ সত্রাটবিটঃ সজলস্থল সগর্ত্তোষর সগুবাকনারিকেলঃ সক্ষদশাপরাধঃ পরি-হৃত সর্ব্বপীড়োহ্ চড়ভচ্ছ প্রবেশোহ্ কিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যস্তৃণ যূতি গোচর পর্য্যন্তঃ জগদ্ধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় নারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গ সগোত্রায় অঙ্গিরা বৃহস্পতি শিনগর্গ ভরদ্বাজ প্রবরায় ঋগ্বেদাশ্ব-লায়ন শাখাধ্যায়িনে শান্ত্যশাবিক শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মণে পুণ্যেহনিবিধিবদু-দকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রো রাত্মনশ্চ পুণ্য যশোভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্যাচন্দ্রার্কস্থিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ। তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানু মন্তব্যং ভাবিভি-নৃপতিভিরপহরণে নরক পাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্ম গৌরবাৎ পালনীয়ং ভব-স্তিচাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। বহুভির্ব্বসুধাদত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্যযস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদাফলং। ভূমিং যঃ প্রতি গৃহ্ণাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি উভৌতৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যোহরেত্তু বসুন্ধরাং সবিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে। শ্রীকমল-দলাম্বু বিন্দুলোলমিদমনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ সকলমিদ মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্বানহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ। শ্রীমল্লক্ষণসেন ক্ষৌণী ভানু সান্ধি-বিগ্রহিকেশ বিপ্রবাধিনায়স্করাৎ কৃষ্ণধরস্যাস্য শাসনীকৃতং। সং ২ ৺াঘদিনে ১৩ মানে মতাসাতিঃ।

কেশব সেনের তাম্রশাসন।

এই শাসনখানি বাকরগঞ্জ জেলায় কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারি ইদিলপুর পরগণায় এক কৃষক প্রাপ্ত হয়। কানাইলাল ঠাকুর ঐ শাসন

খানি আনিয়া প্রিন্সেপ সাহেবকে দেন, পণ্ডিত গোবিন্দরাম পাঠোদ্ধার করেন। আসিয়াটিক সোসাইটির জরনালের সপ্তম খণ্ডের প্রথমাংশে ৪০ পৃষ্ঠাতে তাম্রশাসনখানির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে।

ওঁনমো নারায়ণায়।

১। বন্দেঽরবিন্দ বনবান্ধবমন্ধকার কারানিবদ্ধ ভুবনত্রয়মুদ্ধরন্তং।
পর্য্যায় বিস্তৃত সিতাসিত পক্ষযুগ্মমুদ্যন্তমদ্ভুতখগংনিগমদ্রুমস্য॥

২। পর্য্যস্ত স্ফটিকাচলাং বসুমতীং বিশ্বগ্বিমুদ্রী ভবন্
মুক্তা কুণ্ডলমব্ধিমম্বর নদীবন্যাবনদ্ধং নভঃ।
উদ্ভিন্ন স্মিতমঞ্জরীঃ পরিচিতা দিক্কামিনী কল্পয়ন্
প্রত্যুন্মীলতু পুষ্পশায়ক যশো জন্মান্তরশ্চন্দ্রমা॥

৩। এতস্মাৎ ক্ষিতিভার নিঃসহশিরো দর্ব্বীকরগ্রামণী
বিশ্রামোৎসব দান দীক্ষিত ভুজাস্তে ভূভুজো জজ্ঞিরে।
যেষামপ্রতিমল্ল বিক্রম কথারব্ধ প্রবন্ধাদ্ভুত
ব্যাখ্যানন্দ বিনিন্দ্য সান্দ্র পুলকৈর্ব্যাপ্তা সদস্যৈর্দিশঃ॥

---

(১) যিনি নিগমদ্রুমের পক্ষী যিনি অন্ধকার হইতে ত্রিভুবন উদ্ধার করেন যিনি শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার করেন কমলবনবান্ধব সেই সূর্য্যকে বন্দনা করি।

(২) পৃথিবীকে যেন স্ফটিক পর্ব্বতে ব্যাপ্ত করিয়া, সমুদ্রকে যেন অসংখ্য মুক্তাজালের আকর করিয়া, আকাশকে যেন স্বর্গীয় নদীর জলে প্লাবিত করিয়া, দিক্কামিনীগণকে যেন চির-পরিচিতার ন্যায় ঈষদ্ধাস্য যুক্ত করিয়া, কন্দর্পের যশ প্রকাশকারী চন্দ্রমা জয়যুক্ত হউন।

(৩) এই বংশ (চন্দ্রবংশ) হইতে যেসকল নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা পৃথিবীর ভার-পীড়িত অনন্তকে স্বীয় ভুজবলে বিশ্রামসুখ প্রদান করিতেন। অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী ইহা-দের প্রবন্ধ ব্যাখ্যাতে আনন্দিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

৪। অবাতরদথান্বয়ে মহতিতত্রদেবঃ স্বয়ং
স্থধাকিরণ শেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
যদজ্মি নখ ধোরণি স্ফুরিত মৌলযক্ষাভুজাং
দশাস্য নতিবিভ্রমং——(অস্পষ্টঃ)।

৫। নীলাম্ভোরুহসোদরোপি দলয়ন্মর্ম্মাণি কাদম্বিনী
কান্তোপি জ্বলয়ন্ মনাংসিমধুপ স্নিগ্ধোপিতন্বন্‌ভয়ং।
নির্ণিক্তাঞ্জন সন্নিভোপি জনয়ন্ নেত্রক্রমং বৈরিণাং
যস্যাশেষ জনাদ্ভূতায় সমরে কৌশেয়কঃ খেলতি॥

৬। ভাস্বন্নিস্ত্রিংশ নিদ্রা বিরহ বিলসিতৈ র্ব্বৈরি ভূপালবংশ্যা
নুচ্ছিদ্যোচ্ছিদ্য মূলাবধিভূবমখিলাং শাসতোযস্য রাজ্ঞঃ।
আসীত্তেজোজিগীষাসহ দিবসকরেণৈব দোষ্ণস্তলাভূ
ত্তদ্বৈরাশীবিষালা মজনিদিগধিপৈরেব সীম্নোর্বিবাদঃ

৭। খেলৎখড়্গা লতাপমার্জনহৃত প্রত্যর্থি দর্পজ্বর
স্তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্ত্তিরভবদ্বল্লালসেনোনৃপঃ
যস্যাযোধনসীম্নি শোণিত সরিদ্দুঃসঞ্চরায়াংহৃতাঃ
সংসক্ত দ্বিপদন্ত দণ্ডশিবিকামারোপ্য বৈরিশ্রিয়ঃ॥

৮। শ্রীকান্তোপিনমায়য়া বলিজয়ী বাগীশ্বরোপ্যক্ষরং
বক্তুংনেত্যপটুঃ কলানিধিরপি প্রোন্মুক্ত দোষগ্রহঃ।
ভোগীন্দ্রোপি নজিহ্মগৈঃ পরিবৃতস্ত্রৈলোক্য বেশাদ্ভূত
স্তস্মাল্লক্ষ্মণসেন ভূপতিরভূদ্ভূলোক কল্পদ্রুমঃ।

---

(৪) এই মহদ্বংশে চন্দ্রশেখর মহাদেব বিজয়সেন আখ্যাতে জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়সেনের পদাজ্মি ভূপতি মৌলিদ্বারা স্ফুরিত হওয়াতে যেন দশানন প্রণাম করিতেছে ভ্রম হইত।

৯। প্রত্যূষে নিগড়স্বরৈ র্নিযমিত প্রত্যর্থি পৃথ্বীভুজাং
মধ্যাহ্নেজলপানমুক্তকরভপ্রোদ্দোলঘণ্টারবৈঃ।
সায়ং বেশবিলাসিনী জনরণন্মঞ্জীরমঞ্জুস্বনৈ
র্যেনাকারি বিভিন্ন শব্দ ঘটনা বন্দ্যাং ত্রিসন্ধ্যাং নভঃ॥

১০। নূনং জন্মশতেষু ভূমিপতিনাসন্ত্যাজ্য মুক্তিগ্রহং
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে ভবঃপ্রীণিতঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূ বৈধব্য কৃত্যব্রতো
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ।

১১। নগগন তলএব শীতরশ্মির্নকনক ভূধরএব কল্পশাখী।
নবিবুধ পুরএব দেবরাজো বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজী॥

১২। বাহু বারণ হস্ত কাণ্ড সদৃশোবক্ষঃ শিলাসংহতং
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজল প্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গন প্রণয়িনীং কৃত্বাস্থিতিং বেধসা
কো জানাতি কুতঃ কুতোন বহুধা চক্রেঽসুরূপোরিপুঃ ঃ

১৩। বেলায়াং দক্ষিণাব্ধে র্মুষলধর গদাপাণিসংবাস বেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসি বরুণাশ্লেষ গঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎ সঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমথারম্ভনির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমর জয়স্তম্ভমালা ন্যধায়ি॥ (ক)

(ক) দক্ষিণ সমুদ্রের বেলা ভূমিস্থ বলরাম এবং গদাধরের বাস বেদীতে, অসি বরুণা মিলিতা গঙ্গার তীরস্থ কাশীতে, ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি ত্রিবেণীতে (প্রয়াগে) লক্ষ্মণসেন সমর জয়স্তম্ভ, যজ্ঞ যূপের সহিত স্থাপন করেন।

১৪। যাং নির্ম্মায় পবিত্র পাণিরভবদ্বেধা সতীনাং শিখা
রত্নং যা কিমপি স্বরূপ চরিতৈর্ব্বিশ্বং যয়ালঙ্কৃতং।
লক্ষ্মীর্ভূরপি বাঞ্ছিতানিবিদধে যস্যা সপত্ন্যো মহা (খ)
রাজ্ঞী শ্রীবসু দেবিকাস্য মহিষী সাভূত্রিবর্গোচিতা ॥

১৫। এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ।
শ্রীকেশবসেনদেবোঽপ্রতিমভূপাল মুকুটমণিঃ ॥ (গ)

১৬। দৃষ্টিস্থানমবাপ্য বিশ্বজয়িনো যস্য দ্বিজানাং পয়ঃ
পাত্রৈর্লে হৈমৈর্হিরণ্য পদবী প্রাপ্তাপি কো বিস্ময়ঃ।
এতস্মিন্নিয়মাদ্ভুতায় মহতি প্রত্যর্থি পৃথ্বীভুজাং
যৎ পাত্রাণি হিরণ্ময়ান্যপি পুনর্যাতান্যয়োবর্ণতাং ॥

১৭। আকৌমারমপার সঙ্গর ভর ব্যাপার তৃষ্ণাবশ
শ্রান্তস্যাস্যানিশম্যবীর পরিষদ্বন্দ্যাস্পদো বিক্রমং।
নিদ্রালুং দয়িতাং বিহায় চকিতৈর্দুর্গং প্রবিশ্য দ্রুতং
নির্গচ্ছদ্ভিররাতি ভূপ নিবহৈ ভ্রাম্যদ্ভিরেবাস্যতে ॥

(খ) "যস্যাঃ সপত্নীদ্বয়ং রাজ্ঞী" পাঠ সঙ্গত বোধ হয়।

(গ) সম্বন্ধ নির্ণয়ে সেনবংশের যে বংশাবলী লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কেশব সেনকে মাধব সেনের পুত্র বলা হইয়াছে, গ্রন্থকর্ত্তা প্রমাণস্বরূপ বৈদ্যকুলজির পয়ার উঠাইয়াছেন।
সম্বন্ধ নির্ণয় ২৩৮।২৩৯ পৃঃ।

লঘু ভারত কর্ত্তারও ঐ মত, তিনিও কেশব সেনকে মাধব সেনের পুত্র কহিয়াছেন।
ল, ভা, ২য় খণ্ড ১৪১ পৃঃ।

কিন্তু ১৫ সংখ্যক শ্লোকের বর্ণনাদ্বারা কেশব সেনকে লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কেশব সেনের তাম্রশাসনের লিখন, কেশব সেনের পিতার পরিচয় সম্বন্ধে সমধিক প্রমাণ। তাম্রশাসনের যে যে স্থানে মাধব সেনের নাম ছিল, তাহা কাটিয়া কেশব সেন করা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হইতেছে মাধব সেনের অনুজ্ঞাতে তাম্রশাসন প্রস্তুত হইয়াছিল। সঙ্কল্প করিয়া দান সিদ্ধ করার পূর্ব্বে মাধব সেনের মৃত্যু হওয়াতে কেশব সেনের নাম যোগ করা হইয়াছে। মাধব সেন, কেশব সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

১৮। আকর্ণাঞ্চল মেলকার বিশিখ ক্ষেপৈঃ সমাজে দ্বিষাং
দানাম্ভঃ কণগর্ত্ত দর্ত্তকলনৈর্গোষ্ঠীষু নিষ্ঠাবতাং।
নীবীবন্ধ বিসারণৈঃ পরিষদি ত্রস্যৎ কুরঙ্গী দৃশা
মব্যাপার সুখোষিতং ক্ষণমপি প্রাপ্নোতি নৈতৎকরঃ॥

১৯। তাপিঞ্ছৈঃ পরিশীলিতেব সরিতাং কচ্ছস্থলীনীরদৈ
র্নীরন্ধ্রেব নভস্তটী মরকতৈঃ কপ্তাভূবঃক্ষ্মারুহঃ।
নীলগ্রীব কদম্বকৈরবিরলাভোগেব মুক্তাবলী
লেখাসীদদসীয় যজ্ঞ হুতভুগ্ধূমাবলী খেলতি॥

২০। কল্পক্ষ্মারুহ কাননানি কনকক্ষ্মাভৃদ্বিভাগান্নিধে
রত্নানাং পুলিনান্তরাণি চ পরিভ্রম্য প্রয়াসালসা।
এতৎ পাদপয়োধর প্রণয়িনীচ্ছায়া বিতানাঞ্চলে
বিশ্রাম্যন্তিসতামনিদ্র বিদশোদ্ভ্রান্তা মনোবৃত্তয়ঃ॥

২১। কিমেতদিতি বিস্ময়াকুলিত লোক পালাবলী
বিলোকিত বিশৃঙ্খল প্রধন জৈত্র যাত্রাভরঃ।
শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিত বীরবর্গাগ্রণী
সগন্ধ পবনান্বয়ঃ প্রলয়কাল রুদ্রো নৃপঃ।

২২। পদ্মালয়েতি যা খ্যাতির্লক্ষ্ম্যাএব জগত্রয়ে।
সরস্বত্যাপি তাং লেভে যদাননকৃতালয়া॥

২৩। আরুহ্যাভ্রংলিহ গৃহশিখামস্য সৌন্দর্য্য লেখাং
পশ্যন্তীভিঃ পুরিবিহরতঃ পৌর সীমন্তিনীভিঃ।
বার্ত্তাকূতৈর্নয়ন চলিতৈর্বিভ্রমং দর্শয়ন্ত্যো
দৃষ্টাঃ সখ্যঃ ক্ষণবিঘটিত প্রেমবদ্ধৈঃ কটাক্ষৈঃ॥

২৪। এতেনোন্নত বেশ্মসঙ্কটভুবা স্রোতস্বতীসৈকত
ক্রীড়া লোল মরাল কোমল কণৎ ক্বাণ প্রণীতোৎসবাঃ।
বিপ্রেভ্যা দধিরে মহীমঘবতানেকপ্রতিষ্ঠাভৃতা
পারপ্রক্রমশালি শালি সরল ক্ষেত্রোৎকটাঃ কর্ব্বটাঃ॥

ইহ খলু জম্বুগ্রাম পরিসর শ্রীমজ্জয়কন্ধাবারাৎ সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বিজয় সেন দেব পাদানুধ্যাত, সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লাল সেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন পাদানু-ধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেন-কুল কমলবিকাশ ভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন দানকর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরমশৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ ঘাতুক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমৎকেশব সেনদেবপাদাবিজয়িনঃ সমুপা-গতাশেষ রাজ রাজন্যক রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য মহা পুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসন্ধি বিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহাদৌঃসাধিক চৌরো-দ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব গোমহিষাজীবিকাদি ব্যাপৃত গৌল্মিক দণ্ড পাশিকদণ্ড-নায়ক নেয়গপত্যাদীনন্যাংশ্চ সকল রাজ্যাধিপজীবিনোঽধ্যক্ষ প্রবরাংশ্চ চট্টভট্ট জাতীয়ান্ ব্রাহ্মণব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশ-তিচ। বিদিতমস্তুভবতাং। যথা পৌণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপূর ভাগপ্রদেশে প্রশস্তলতাটঘড়াঘাটকে পূর্ব্বেসত্রকাধি গ্রামসীমা দক্ষিণে শাঙ্করবসা গোবিন্দবনান্তঃভূঃ সীমা পশ্চিমে পঞ্চকাপাগাদাহ্বয় সরগ্রাম সীমা উত্তরে বাগুলীঞ্চিগাতাত্তদ্য মানভূঃসীমা ইত্থং যথাপ্রসিদ্ধ স্বসীমাবচ্ছিন্না বৃহন্নৃপতিচরণৈঃ শুভবর্ষবৃদ্ধৌ দীর্ঘায়ুষ্ঠ কামনয়া সমুৎসর্গিতা সচ্ছায়োৎ-পত্তিকাসাচ ভূমিঃ ঃঃ সগর্ত্তোষরা সজলস্থলাখিল পলাশ গুবাক নারিকেল চণ্ডভণ্ড প্রবেশাবতির্য্যস্তা আচন্দ্রার্ক ক্ষিতি সমকালং যাবৎদিনং তৎসজল নানাপুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুবাক নারিকেলাদিকং লগ্গায়িত্বা (১) পুত্র-

(১) লগমত্র সঙ্গে ইতি কবিকল্পদ্রুম। লাগান ইতিভাষা।

পৌত্রাদি সন্ততি ক্রমেণ স্বচ্ছন্দোপভোগেনোপভোক্তুং বাৎস্য সগোত্রস্য ভার্গচ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব্ব জামদগ্ন্য পঞ্চ প্রবরস্য পরাশর দেব শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বাৎস্য সগোত্রস্য তথা পঞ্চ প্রবরস্য গর্ভেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বাৎস্য সগোত্রস্য তথা পঞ্চ প্রবরস্য বনমালী দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্য সগোত্রায় ভার্গ্য চ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব্ব জামদগ্ন্য পঞ্চ প্রবরায় শ্রুতি পাঠকায় শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় সদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা তৃতীয়াকীয় জৈষ্ঠ্যাদিনা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন চণ্ডভণ্ড দণ্ড্যা তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তা যত্র চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন শাসনভূমির্হি ।৩০০। যন্তবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং। ভাবিভিন্র্পতিভিরপহরণে নরক পাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্ম গৌরবাৎ পালনীয়ং ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বর্ণয়ন্তি পিতামহা ভূমিদোঽস্মৎকুলেজাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি। ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি উভৌতৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ। বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যস্যযস্য যদাভূমিস্তস্যতস্য তদাফলং। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যোহরেত্তু বসুন্ধরাং সবিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে। ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠন্তিভূমিদাঃ আক্ষেপ্তাচার মন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ। সর্ব্বেষামেব দানানামেক জন্মানুগংফলং। ইতি কমলদলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয় মনুচিন্ত্য মনুষ্য জীবিতঞ্চ সকল মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্যা নহি পুরুষৈঃ পর কীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ। সচিবশত মৌলিলালিত পদাম্বুজস্যানুশাসনভূতঃ শ্রীযুত দত্তোদ্ভব গৌড়মহাভট্টকঃ খ্যাতঃ শ্রীমৎ মহসাকরণনি শ্রীমহামদনক করণনি শ্রীমৎ করণনিসং ৩ জৈষ্ঠ্য দিনে—

বল্লালসেন কৃত দানসাগর লিখিত সেনবংশ বর্ণনা।

আরম্ভ বাক্য।

ছন্দোভিশ্চৈকবন্দ্যোশ্রুতি নিয়মগুরু ক্ষত্র চারিত্র চর্য্যা
মর্য্যাদা গোত্র শৈলঃ কলিচকিত সদাচার সঞ্চার সীমা।
সদ্বৃত্ত স্বচ্ছ বর্ম্মোজ্জ্বল পুরুষ গুণাচ্ছিন্ন সন্তানধারা
বন্দ্যোমুক্তামরশ্রীনিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশঃ॥

তত্রালঙ্কৃত সৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং
স্বচ্ছন্দ প্রণয়োপভোগ সুলভ কল্পক্রমো জঙ্গমঃ।
হেমন্ত পরিপন্থি পঙ্কজসরঃ সান্দস্যনৈঃ সন্ধিকৈ
রুদ্গীত স্বগুণৈরুদাত্ত মহিমা হেমন্তসেনোঽজনি ॥

তদনুবিজয় সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রো-
দিশিবিদিশি ভজন্তে যস্যবীরধ্বজত্বং ।
শিখর বিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতি পরিগৃহীতাঃ প্রাংশবোরাজবংশাঃ ॥

সর্ব্বাশাঃ পরিপূরয়ন্নুপচিত শ্রীর্দ্দানবারাং ঘনৈ
রাসারৈরভিষিক্ত নির্ম্মলযশঃ শালেয় ভূমণ্ডলঃ।
দৈন্যোত্তাপভৃতা মকালজলদ সর্ব্বোত্তর ক্ষ্মাভৃতাং
শ্রীবল্লাল নৃপস্ততোঽজনি গুণাবির্ভাব গর্ব্বেশ্বরঃ।

বেদার্থ স্মৃতি সঙ্কলাদি পুরুষঃ শ্লাঘ্যোবরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিলাস নয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি
ঘটকর্ম্মাভবদার্য্য শীল মলয় প্রখ্যাত সত্যব্রতো
বৃত্রারেরিব গীষ্পতি র্নরপতে রস্যানিরুদ্ধোগুরুঃ। (১)

বিদ্বৎসতা কমলিনী রাজহংসেন ভূভুজা।
শ্রীমদ্বল্লাল সেনেন কৃতোয়ং দানসাগরঃ॥

(১) অনিরুদ্ধ ভট্ট হারলতা নামে স্মৃতি শাস্ত্রের একখানি সংগ্রহ করেন। এই অনিরুদ্ধ সেই অনিরুদ্ধ কি না তাহা বলা যায় না।

গরুড় স্তম্ভলিপি।*

জেলা বগুড়া ও দিনাজপুরের সীমা স্থানের সন্নিহিত মঙ্গলবাড়ির অঞ্চলের নিকটে দিনাজপুর হইতে ৪০ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, যমুনা নদীর পূর্ব্বপারে একটী প্রস্তর স্তম্ভ আছে উহার প্রকৃত নাম গরুড়স্তম্ভ। স্তম্ভের উপরিভাগে গরুড় মূর্ত্তি ছিল তাহাতেই গরুড় স্তম্ভ নাম হয়। বজ্রপতনে গরুড় মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং স্তম্ভটী অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বদিকে হেলিয়া রহিয়াছে। ময়লা ধুসর বর্ণের একখানি প্রস্তরদ্বারা স্তম্ভ নির্ম্মিত। দূর হইতে মস্তক হীন মনুমেণ্ট অথবা মধ্যে ভাঙ্গা নারিকেল গাছের মত দেখায়। মৃত্তিকা হইতে কিছু দূর উচ্চে স্তম্ভগাত্রে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক লিখিত আছে। ১৭৮০ সালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বদল গ্রামস্থিত কারবারের কুঠির অধ্যক্ষ চার্লস উইলকিন্স সাহেব ঐ স্তম্ভ দেখিয়া তদ্বৃত্তান্ত লিখেন। ইহাতে সাহেবেরা স্তম্ভটীকে বদল পিলার কহেন। স্থানীয় লোকেরা ভীমের হাতের পাণ্টি (ক্ষুদ্রলাঠী) কহে। আসিয়াটিক রিসার্চের ১বালাম ১৩৩ পৃষ্ঠাতে (১) স্তম্ভাঙ্কিত শ্লোক সকলের ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। বিন্দুভদ্র নামা শিল্পী দ্বারা স্তম্ভ নির্ম্মিত এবং শ্লোকাঙ্কিত হয়। স্তম্ভগাত্রে মোট ২৮টী শ্লোক অঙ্কিত আছে। পালবংশীয় রাজাদের মন্ত্রিবংশের ক্ষমতা ও যশো বর্ণনা করিয়া শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে। নারায়ণ পালের রাজত্বকালে স্তম্ভ স্থাপিত হয়।(২)

---

* ৩৯ পৃষ্ঠার ২ সংখ্যক নোটের উল্লিখিত।

(১) ব্রজেন্দ্রলাল দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত পপুলার এডিসনের ১১৮ হইতে ১২৮ পৃঃ।

(২) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়াটসন কর্ত্তৃক মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনে (আসিয়াটিক রিসার্চ ১ বালাম ১২৩ পৃঃ) ৩৩ সম্বদঙ্ক লিখা থাকাতে স্যর উইলিয়ম জোন্স, উহাকে বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ অনুমান করিয়া দেবপাল হইতে নারায়ণপাল ৪ পুরুষের অধস্তন-রাজা অতএব খৃষ্টাব্দের ৬৭ বৎসরের সমকালে স্তম্ভ স্থাপন হওয়া, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বাস্তবিক তাহা নহে, মুঙ্গেরের তাম্রশাসনে যে সম্বৎ লিখিত আছে তাহা দেবপালের সম্বৎ। দেবপাল ১০৮৩ সম্বতে বর্ত্তমান ছিলেন (পূর্ব্বের ৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) নারায়ণপাল, দেবপাল হইতে অধস্তন ৪ পুরুষীয় রাজা।

স্তম্ভগাত্রে যে সকল শ্লোক আছে তাহার সার মর্ম্ম এই। শাণ্ডিল্যবংশে ধীরদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বংশে পাঞ্চালের জন্ম হয় পাঞ্চাল হইতে গর্গ উৎপন্ন হইয়াছিল। গর্গের স্ত্রীর নাম ইচ্ছা। গর্গের পুত্রের নাম দর্ভপাণি। ইহার মন্ত্রণাবলে দেবপাল বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত দেশে অধিকার বিস্তার করেন। দর্ভপাণির পুত্রের নাম সোমেশ্বর, সোমেশ্বরের পুত্রের নাম কেদারমিশ্র। কেদারমিশ্রের বুদ্ধিবলে গৌড়েশ্বর, শূরপাল, উৎকল হূন দ্রাবিড় গুজরাট দেশ জয় করিয়াছিলেন। কেদারের পুত্রের নাম গুরবমিশ্র। ইনি নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন, ইনি দ্বিতীয় বাল্মীকি, (১) এবং নারায়ণপাল কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সম্মানিত হইতেন। স্তম্ভটী লতাপাতা উৎপাদক নিম্নভূমিতে সংস্থিত। ইহাতে অনুমান হয় পূর্ব্বে ঐস্থান উচ্চ এবং সমভূমি ছিল পরে কোন অসাধারণ ঘটনা দ্বারা নিম্ন হইয়া গিয়াছে। স্তম্ভের নিকটে পাঁচিলা নামে একটী বিল ও পুরাতন একটী পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর পশ্চিম পাহাড়িস্থিত একটী পুরাতন মন্দির মধ্যে হরগৌরীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে। জনৈক ব্রাহ্মণ সেবা নির্ব্বাহ করে, অত্যল্পমাত্র দেবোত্তর ভূমি আছে।

আসিয়াটিক রিসার্চে সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে বহু শ্লোক অপাঠ্য হইয়াছে। শ্লোকগুলি বাঙ্গলা ও নাগর অক্ষরের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার অক্ষরে খোদিত। আসিয়াটিক রিসার্চে তাহার আদর্শ দেওয়া হইয়াছে। মুঙ্গেরের তাম্রশাসন, গরুড় স্তম্ভলিপি এবং লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের অক্ষর একত্রে মিলাইয়া দেখিলে পরপর অক্ষরের উন্নতভাব লক্ষিত হয়, এবং বর্ত্তমান সময়ের নাগরাক্ষর ও বাঙ্গলা অক্ষর উহা হইতে বহুলাংশে উন্নত ভাব ধারণ করিয়াছে দেখা যায়। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ স্বয়ং স্তম্ভটী দর্শন করিয়া বহুযত্নে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করেন। নিম্নে তাহা লেখা গেল।

---

(১) এই গুরবমিশ্র কর্ত্তৃক "মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধা" ইত্যাদি গঙ্গাস্তব রচিত হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ কহেন পালবংশীয় জনৈক মন্ত্রী উক্ত গঙ্গাস্তব রচনা করেন।

ল, ভা, ৩য় খণ্ড ১৫৩।৫৪ পৃং।

১। খ্যাতঃশাণ্ডিল্য বংশৈকোবীর (১) দেবস্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালোনাম তদ্গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত ॥

৩। পত্নীচ্ছানাম তস্যাসীদিচ্ছায়াস্তবিবর্ত্তিনী।
নিসর্গনির্ম্মলস্নিগ্ধা পতিতত্ত্বপরায়ণা ॥

৪। সুতস্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ।
শ্রীদর্ব্ভপাণিরিতি নামনি_সুপ্রসিদ্ধঃ ॥

৫। আরেবাজনকান্মতঙ্গজমদ স্তিম্যচ্ছিলাভূৎপতে
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দু (২) কিরণৈঃপুষ্যৎ সিতিম্নো গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ জলাদাবারিরাশি দ্বয়া
ন্নীত্যা রাজ্যভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালোনৃপঃ ॥

৬। মাদ্যং নানা গজেন্দ্রস্রবদনবরতোচ্ছাস ভূতপ্রবাহো
মৃদ্বক্ষোদীপ্তি ভঙ্গিপ্রবণ ঘনরজঃ সম্বৃতাশাধিকাশং।
দৃক্‌চক্রাপাত ভুভৃম্মনিকর বিহরৎবাহিনী দুর্ব্বিলোক্যং
প্রাপ্য শ্রীদেবপালো নৃপতিবরসভাপেক্ষয়াদ্বারিযস্য ॥

৭। দত্ত্বাপ্যনল্প মুডুপচ্ছবি পীঠমগ্রে যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্র মুকুটাঙ্কিতপাদপাংশুঃ সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ

৮। তস্য স্ত্রী শর্করা দেব্যা মত্রেঃ সোমইব দ্বিজঃ।
অভূৎ সোমেশ্বরঃ শ্রীমান্ পরমেশ্বর বল্লভঃ ॥

১। উইলকিন্স সাহেব, বীরদেব পাঠ করিয়াছেন। তদনুসারে বীরদেব নাম আসিয়াটিক রিসার্চে লিখিত হইয়াছে।

২। উইলকিন্স সাহেব, ঈশ্বরেন্দ্র পাঠ করিয়াছেন। ইন্দ্র শব্দে সূর্য্য, তাহার রশ্মি। প্রকৃত পাঠ ঈশ্বরেন্দু, মহাদেবের মস্তকস্থিত চন্দ্রের কিরণ।

১০। শিবইব শিবায়া হরিরিব লক্ষ্ম্যাগৃহাশ্রম প্রেপ্সুঃ।
অনুরূপায়া বিধিকৃতং রণাদেব্যাঃ পাণিংজগ্রাহ ॥

১১। আসন্নাজিহ্ রাজাদ্বরুণলিপিশিখা রাম দিকৃচক্রবালা
দুর্ব্বোধভ্যস্ত শক্তিস্বনয় পরিণীতা শেষ বিদ্যা প্রেতিষ্ঠঃ।
তাভ্যাং জন্ম প্রপেদে ত্রিদশজনমনোনন্দনঃ সুক্রিয়াভিঃ
শ্রীমান্ কেদারমিশ্র গ্রহ (১) পত্তিরিবসঙ্গীতরূপ প্রবন্ধঃ।

১২। ভাস্বদ্দর্শন সম্পাত চতুর্ব্বিদ্যা পয়োনিধীন্।
জ্ঞাত্বা সোঽগস্ত্য সম্পত্তি মুদ্গিরন্নস্তিরোনৃপং ॥

১৩। উৎকীলোৎকলকূলং হৃতহূনগর্ব্বং খর্ব্বীকৃত দ্রবিড়গুর্জ্জরনাথ দর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণম্বুভোজ গৌড়েশ্বরশ্চির মুপাস্যধিয়ং যদীয়াং ॥

১৪। স্বয়মপি হৃতবিত্তনার্থিনো যোবমেনে
দ্বিষতি সুহৃদিবাসীন্নির্বিবেকো যদাত্মা।
ভবজলনিধিপাতে যস্যভীধৃতপাপা
পরিমুদিতক শংযযৌ পরে যঃ পরেধায়িরেমে ॥

১৫। যস্যোগ্রাসু বৃহস্পতি প্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালোনৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্রইব প্রজাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধি মেখলস্য জগতঃ কল্যাণ সঙ্গীচিরং
গঙ্গান্তঃ পুতমানসো নতশিরা জগ্রাহ পুতস্পয়ঃ।

(১) উইলকিন্স সাহেব "গুহপতি" পাঠ করিয়াছেন, গুহ শব্দে কার্ত্তিক। কিন্তু কার্ত্তিকের পতি বুঝাইতে ভিন্ন ব্যক্তি বুঝায়। গ্রহপতি পাঠ সঙ্গত বোধ হয়। গ্রহপতি শব্দে সূর্য্য বুঝায়। বিদ্যাভূষণ তত্ত্বদৃষ্টে গ্রহপতি শব্দ পাঠ করিয়াছেন।

১৭। দেবগ্রাম ভবাধন্যা দেবীস্থতুল্য বলয়ালক সন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্গোপাল প্রিয়কারক মস্থত পুরুষোত্তম তনয়ং॥

১৮। জমদগ্নিকুলোৎপন্নসম্পন্ন ক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরব মিশ্রাখ্য রামাসম ইবাপরঃ।

আসিয়াটিক রিসার্চের ১ম খণ্ডের ১২৩ পৃষ্ঠাতে কর্ণেল ওয়াটসন কর্তৃক মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনের প্রতিলিপি ও ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে মালব, কুশ, হূন (১) কুলীক কর্ণাট লাশাট এবং ভোট এই সকল জাতি দেবপালের প্রজা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গরুড় স্তম্ভাঙ্কিত ১৩ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত আছে উৎকল হূন দ্রাবিড় এবং গুজরাট জাতিরা পালবংশীয় রাজগণ কর্তৃক জিত হইয়াছিল। এবং নর্ম্মদা তীর হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত দেবপালের রাজ্যসীমা ইহা ৪র্থ শ্লোকে উক্ত আছে, অতএব পালবংশীয় রাজগণ কেবল বাঙ্গলার রাজা ছিলেন না। তাঁহারা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গৌড়াধিকার করেন। পালবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদাই সম্মান করিতেন।

(১) মালব, সম্ভবতঃ মালোয়া। কুশ, অনেকেই অনুমান করেন, রঙ্গপুর দিনাজপুরের কোচ জাতি। ইহারা রাজবংশী জাতির একশাখা। বিজনী, কোচবেহার, জলপাইগুড়ির রাজগোষ্ঠী শিববংশী বলিয়া খ্যাত। রাজবংশীর সহিত বিবাহাদি হইয়া থাকে। হূন। "অধ্যাপক লাসেন সাহেব কহেন এই হূনজাতি শুভ্রবর্ণ হূন হইতে বিভিন্ন নহে। তাহারা প্রথমে পারস্য দেশের সীমান্তে আইসে, তৎকালে (৪২১ খৃষ্টাব্দে) বাহরামঘোর রাজা ছিলেন এবং পাঁচ বৎসর পরে সদাসেনপালের কন্যাকে বিবাহ করে। শুভ্র হূনেরা পঞ্জাবে বসতি করে এবং ত্রয়োদশ জন হূন রাজার বিবরণ পুরাণে আছে।" কিন্তু তাম্রশাসন ও স্তম্ভলিপির উল্লিখিত হূন শুভ্র হূন বলিয়া বোধ হয় না। মালব কর্ণাট দ্রাবিড় গুজরাট প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য জাতির সহিত হূন বর্ণিত হইয়াছে; ইহারা ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলবাসী ম্লেচ্ছ জাতি, ইহারা কৃষ্ণ হূন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

৫৩ পৃষ্ঠায় ২ সংখ্যক নোটে "কাণপুরের পশ্চিম দক্ষিণাংশে অদ্যাপি কান্যকুব্জের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে," লিখিত হইয়াছে। কান্যকুব্জ নগর কাণপুরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে নহে, উত্তর পশ্চিমাংশে। ভ্রমবশতঃ উত্তর স্থলে দক্ষিণ শব্দ লিখিত হইয়াছে। কাণপুর হইতে মথুরা হইয়া আগ্রা পর্য্যন্ত যে রেলপথ হইয়াছে যাহাকে কাণপুর আচ্নিয়ারা ষ্টেট রেল-ওয়ে কহে তাহার মিরাণ সরাই ষ্টেসন হইতে ১॥ ক্রোশ পশ্চিমে, কাণপুর হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে কালীনদীর উপরে গঙ্গা হইতে ৩ ক্রোশ দূরে, কান্যকুব্জ নগর অবস্থিত। প্রাচীনকালে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। হিন্দু লেখকদের অনুসারে ৩০ মাইল ব্যাপিয়া নগরের প্রাচীর ছিল।১ মুসলমান লেখকদের অনুসারে মেজর রেনল কহেন কান্যকুব্জে তাম্বুল বিক্রয়ের ত্রিশহাজার দোকান ছিল।২ ত্রবুহকল নামা জনৈক মুসলমান লেখক কহেন, মহম্মদের একশত বৎসর পূর্ব্বে কান্যকুব্জ নগর, ভারতের প্রধান নগর ছিল।৩ বর্ত্তমান সময়ে কান্যকুব্জকে সহর বলিয়া বোধ হয়না একটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বলিয়া অনুমিত হয়। কালের কুটিলগতিতে রাজপ্রাসাদের এবং সহরের ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়না। তথাকার বর্ত্তমান ব্রাহ্মণদের অতি হীনাবস্থা, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি তাহা জানেনা, উপবীতটা রাখিতে হয় বলিয়া রাখিয়াছে।

সম্পূর্ণ।

১।২।৩। এল্ফিনিষ্টোন কৃত ভারতের ইতিহাস ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত এডিসন ৩৩২ পৃঃ নোট।

অক্ষরক্রমে সূচী পত্র।
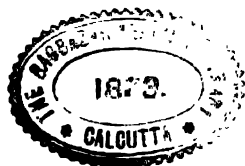
মুল এবং নোট অবিচ্ছেদে সূচীতে দেওয়া হইল পাঠকগণ পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিয়া মুলে না পাইলে নোটে পাইবেন।

ভ